ইসলামে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

(Planning and Development in Islam : Bangladesh Perspective)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
মোহাম্মাদ আবুল কালাম আজাদ
পিএইচ. ডি. গবেষক
রেজিঃ নং ০১/২০১৬-১৭
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ

জুলাই ২০২১

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোহাম্মাদ আবুল কালাম আজাদ পিএইচ. ডি. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে "ইসলামে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ (Planning and Development in Islam : Bangladesh Perspective)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছে। এটি তার একক ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে, অভিসন্দর্ভটি পূর্ণ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যলয়ে বা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা লাভের জন্য এবং কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় প্রকাশের জন্য পেশ করা হয়নি। পিএইচ. ডি. ডিগ্রী প্রদানের উদ্দেশ্যে পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য অভিসন্দর্ভটি জমা নেয়া যেতে পারে।

(ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ)

তত্ত্বাবধায়ক ও অধ্যাপক

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

ঘোষণাপত্র

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "ইসলামে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ (Planning and Development in Islam : Bangladesh Perspective)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে এই শিরোনামে কোন গবেষণা ইতোপূর্বে সম্পাদিত হয়নি। আমি এ অভিসন্দর্ভটি পূর্ণ বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রী/ডিপ্লোমা লাভের জন্য কিংবা কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় প্রকাশের জন্য পেশ করিনি।

(মোহাম্মাদ আবুল কালাম আজাদ)

পিএইচ. ডি. গবেষক

রেজিঃ নং ০১/২০১৬-১৭

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শুকরিয়া জানাই মহান রব্বুল আলামীনের প্রতি যার অসীম কৃপায় গবেষণার দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে “ইসলামে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ (Planning and Development in Islam: Bangladesh Perspective)” শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছি। দরূদ ও সালাম সে মহা মানবের প্রতি যার আদর্শই সর্বোত্তম আদর্শ ও যার কার্যক্রমই দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা ও উন্নয়নের চাবিকাঠি।

২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসের ১২ তারিখ ভর্তির কার্যক্রম সম্পন্ন করেই মূল গবেষণার কাজ শুরু করি। গবেষণা কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও পিএইচ. ডি গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ গবেষণা কার্যক্রম সঠিক ভাবে পরিচালনার জন্য পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তাঁর সঠিক তত্ত্বাবধান ও দিক নির্দেশনা না পেলে অভিসন্দর্ভটি যথাসময় ও যথাযথভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হতো না। শ্রদ্ধাভাজন স্যারের এই অসামান্য অবদানের জন্য আমি তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ ও ঋণী। আমি তাঁর সার্বিক কল্যাণ, সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। বিভাগীয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. মোঃ শামছুল আলম স্যার আমাকে আমার গবেষণা কাজ সঠিকভাবে ও যথা সময় করার জন্য অনুপ্রেরণার পাশাপাশি সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। শ্রদ্ধেয় স্যারের প্রতিও আমি চির কৃতজ্ঞ। বিভাগীয় আরও দু’জন শিক্ষক সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম ও সহকারী ড. আমীর হোসেন আমাকে এ কাজে সহযোগিতা করেছে, তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিভাগে অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতিও আমার পরম কৃতজ্ঞতা যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন এবং দুয়া করেছেন।

আমার মরহুম পিতা মোহাম্মাদ সোহরাব হোসেন আকন এবং আমার মা দেলোয়ারা বেগম খান আমার ছোট বেলা থেকেই উচ্চ শিক্ষার প্রতি প্রবল আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন যা আমার পিএইচ. ডি গবেষণা কাজে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চার করেছে। আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্য আমার বড় ভাই মিজানুর রহমান মাহবুব, বড় আপা, ছোট আপাসহ পরিবারের সকল সদস্যই আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। প্রিয়তমা স্ত্রী ডা. ফারজানা ববি আমাকে সব সময়ই উচ্চশিক্ষার প্রতি উৎসাহ যুগিয়েছে,

আমার কাজে সর্বোতভাবে সহযোগিতা করেছে, আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। স্মরণ করছি আমার প্রায়ত শ্বশুর অধ্যাপক টি আই এম মিজানুর রহমান ও শাশুরী ফাতেমা মিজানকে যারা উচ্চ শিক্ষার জন্য অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। আরও স্মরণ করছি আমার চাচা বীর মুক্তি যোদ্ধা আব্দুল মালেক আকন, আবু জাফর আকন, জালাল উদ্দীন আকন ও মামা অধ্যাপক মোহম্মদ ফজলুল হক খান, অধ্যাপক মোহম্মদ শাহজাহান খান, মোঃ শাহআলম খান, ডা. মোঃ জাহাঙ্গীর খান, ডা. মোঃ ফিরোজ খান, খালা ফেরদৌসি খান ও খালু ডা. খলিলুর রহমানকে। কৃতজ্ঞতা জানাই মামা ড. কামরুল আহসানের প্রতি যিনি আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমার বন্ধু, বান্ধব, সহকর্মী, আত্মীয়-স্বজন, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকবৃন্দ যারাই আমাকে সামান্যতম সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমি চির কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে আমার সকল শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই যারা আমাকে সেই প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ে জ্ঞান দান করে আমাকে ঋণী করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, বি আই আই টি লাইব্রেরী, জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি) লাইব্রেরী, জাতীয় গন্থাগারসহ বিভিন্ন বিভিন্ন লাইব্রেরীতে যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা। মহান আল্লাহ্ প্রত্যেককে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

(মোহাম্মাদ আবুল কালাম আজাদ)
পিএইচ. ডি. গবেষক
রেজিঃ নং - ০১/২০১৬-১৭
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শব্দ সংকেত

অনু.	=	অনুবাদ
আ.	=	আলাইহিস সালাম
ইফা	=	ইসলামিক ফাউন্ডেশন
ইমাম বুখারী	=	আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী
ইমাম মুসলিম	=	আবুল হুসাইন মুসলিম ইবন হাজ্জাজ আল-কুশাইরি
ইমাম তিরমিযী	=	আবূ ঈসা মুহাম্মদ ইবন ঈসা আস-সুলামি আদ-দারির আল-বুগি আত-তিরমিযী
ইমাম ইবন মাজাহ	=	আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াজিদ ইবন মাজাহ আল-রাবি আল-কাযভিনী
ইমাম আবূ দাউদ	=	আবূ দাউদ সুলাইমান ইবন আল-আশআস আল-আজদি আস-সিজিস্তানি
ইমাম নাসাঈ	=	আবূ আবদ আর-রহমান আহমাদ ইবন সুয়াযেব ইবন আলী ইবন সিনান আল-নাসাঈ
ইং	=	ইংরেজি
খ.	=	খন্ড
খ্রি.	=	খ্রিস্টাব্দ
ড.	=	ডক্টর (পিএইচ.ডি.)
ডা.	=	ডাক্তার
তা.বি.	=	তারিখ বিহীন
দ্র.	=	দ্রষ্টব্য
নং	=	নম্বর
প্রাগুক্ত	=	পূর্বোক্ত /পূর্বের উক্তি
পৃ.	=	পৃষ্ঠা
বাং	=	বাংলা

বি. দ্র.	=	বিশেষ দ্রষ্টব্য
মাও.	=	মাওলানা
মৃ.	=	মৃত, মৃত্যু
র.	=	রহমাতুল্লাহি আলাইহি
রা.	=	রাদি'আল্লাহু আনহু
লি:	=	লিমিটেড
সং	=	সংস্করণ
সম্পা:	=	সম্পাদিত
সা.	=	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
হা.	=	হাদীস
হি.	=	হিজরী
AIDS	=	Acquired Immune Deficiency Syndrome
BACS	=	Budget and Accounting Classification System
BCC	=	Bangladesh Computer Council
CEDAW	=	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
CIP	=	Country Investment Plan
DDM	=	Department for Disaster Management
DSA	=	Debt Sustainability Analysis
Ed.	=	Editor
Et al.	=	et alia (and others)
Edn.	=	Edition

HIV	=	Human Immunodeficiency Virus
Ibid	=	(Ibidem) in the same place / From the same source
IAS	=	International Accounting Standards
IT	=	Information Technology
MTBF	=	Medium Term Budgetary Framework
MTDS	=	Medium Term Debt Management Strategy
PFDS	=	Public Food Distribution System
NBR	=	National Board of Revenue
NEP	=	National Education Policy
NFNSP	=	National Food and Nutrition Security Policy
NFPPOA	=	National Food Policy Plan of Action
NPL	=	Non-Performing Loan
NSSS	=	National Social Security Strategy
NSIS	=	National Social Insurance Scheme
P.	=	Page
PP	=	Pages
Ph.D	=	Doctor of Philosophy
PFDS	=	Public Food Distribution System
PIM	=	Public Investment Management

RMG	=	Ready-Made Garment
SEC	=	Securities and Exchange Commission
SME	=	Small and Medium Enterprises
SOE	=	State Owned Enterprise
SOD	=	Standing Orders on Disasters
SRO	=	Self-Regulatory Organization
VGD	=	Vulnerable Group Development
VGF	=	Vulnerable Group Feeding
Vol	=	Volume

আরবি বর্ণের প্রতি বর্ণায়ন

আরবি	=	বাংলা
ا	=	অ/আ
ب	=	ব
ت	=	ত
ث	=	স
ج	=	জ
ح	=	হ
خ	=	খ
د	=	দ
ذ	=	য
ر	=	র
ز	=	য
س	=	স
ش	=	শ
ص	=	স
ض	=	দ/য
ط	=	ত
ظ	=	য
ع	=	‘
غ	=	গ
ف	=	ফ
ق	=	কব/ক্
ك	=	ক
ل	=	ল
م	=	ম
ن	=	ন
و	=	ও/ব
ه	=	হ
ء	=	‘
ى	=	য়

সূচিপত্র

প্রত্যয়নপত্র II

ঘোষণাপত্র III

কৃতজ্ঞতা স্বীকার IV

শব্দ সংকেত VI

আরবি বর্ণের প্রতি বর্ণায়ন X

সূচিপত্র XI

পরিশিষ্ট XX

সারণীসমূহের তালিকা XXII

ভূমিকা ২

প্রথম অধ্যায়

গবেষণার উদ্দেশ্য, সাহিত্য পর্যালোচনা ও পদ্ধতি

১.১ গবেষণার উদ্দেশ্য.. ১৫

১.২ গবেষণার পরিধি.. ১৯

১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা.. ১৯

১.৪ গবেষণার প্রশ্ন.. ২১

১.৪.১ পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন.. ২২

১.৪.২ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন.. ২২

১.৫ গবেষণা-পদ্ধতি.. ২৩

১.৬ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট গবেষণা কার্যক্রম ২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামের পরিচয় ও পরিকল্পনার ধারণা

২.১ ইসলাম : সংক্ষিপ্ত পরিচয় ২৮

২.২ পরিকল্পনার ধারণা.. ৩১

২.৩	পরিকল্পনার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য..	৩৪
২.৪	পরিকল্পনার শ্রেণিবিন্যাস..	৩৪
২.৫	বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া..	৩৫
২.৬	পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা..	৩৬
২.৭	পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ...	৩৭
২.৮	ইসলামে পরিকল্পনার ধারণা..	৪০
২.৮.১	নিয়্যত করা...	৪২
২.৮.২	সময়-জ্ঞান ও সময়ের সৎ ব্যবহার...	৪৩
২.৮.৩	অপচয় ও অপব্যয় রোধ করা..	৪৪
২.৮.৪	ইসলামে পরিকল্পনা প্রণয়নে আল্লাহ্‌র উপর দৃঢ় আস্থা ও তাঁর সাহায্য কামনা করা..	৪৬
২.৮.৫	মানব কল্যাণ ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি..	৪৭
২.৮.৬	পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পরামর্শ গ্রহণ..	৪৮

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামে উন্নয়নের ধারণা

৩.১	ইসলাম ও উন্নয়ন..	৫২
৩.২	উন্নয়নের ধারণা..	৫২
৩.৩	উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য...	৫৭
৩.৪	টেকসই উন্নয়ন	৫৮
৩.৫	টেকসই উন্নয়নের শর্তাবলী	৫৯
৩.৬	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের কিছু সুপারিশ..	৬০
৩.৭	উন্নয়নের প্রকারভেদ..	৬১
৩.৮	ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নয়ন...	৬২
৩.৮.১	ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তি কেন্দ্রিক উন্নয়ন..	৬২
৩.৮.২	ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবারিক উন্নয়ন..	৬৪

৩.৮.৩ ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক উন্নয়ন........ ৬৫
৩.৮.৪ ইসলামের দৃষ্টিতে মানব সম্পদ উন্নয়ন........ ৬৭
৩.৮.৫ ইসলামে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক নির্দেশনা........ ৬৮
৩.৮.৬ ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উন্নয়ন........ ৭১
৩.৮.৭ উন্নয়নের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা........ ৭৪
৩.৮.৮ উন্নয়নের জন্য দুর্নীতি ও সন্ত্রাস মুক্ত সমাজ গঠন........ ৭৭
৩.৮.৯ উন্নয়নের জন্য মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা........ ৭৯
৩.৮.৯.১ খাদ্যের ব্যবস্থা........ ৭৯
৩.৮.৯.২ পানির ব্যবস্থা........ ৮০
৩.৮.৯.৩ বস্ত্র বা পোশাকের ব্যবস্থা........ ৮১
৩.৮.৯.৪ বাসস্থানের ব্যবস্থা........ ৮২
৩.৮.৯.৫ শিক্ষার ব্যবস্থা করা........ ৮২
৩.৮.৯.৬ চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা........ ৮৩

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

৪.১ ব্যক্তিগত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন........ ৮৬
৪.২ ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন........ ৮৭
৪.৩ শৈশবে যথাযথ ভাবে লালন পালন করা........ ৮৭
৪.৪ পারিবারিক পর্যায়ে নৈতিক শিক্ষা প্রদান........ ৮৯
৪.৫ ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জন করা........ ৮৯
৪.৬ ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা........ ৯০
৪.৭ অনৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকা........ ৯৩
৪.৮ ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য আদর্শ মানুষের অনুসরণ করা........ ৯৬
৪.৯ আত্মিক উন্নয়ন ও ইসলাম........ ৯৬

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

৫.১	পারিবারিক পরিকল্পনা ও উন্নয়নের ধারণা..	১০৩
৫.১.১	বিবাহের পরিকল্পনা..	১০৪
৫.১.২	স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন..	১০৬
৫.১.২.১	পরস্পরের সাথে ভাল ব্যবহার করা..	১০৭
৫.১.২.২	অত্যাচার ও নির্যাতন থেকে বিরত থাকা..	১০৮
৫.১.২.৩	পরস্পর উপহার বিনিময় করা...	১০৯
৫.১.২.৪	স্বামী-স্ত্রী মিলে দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণ করা..	১০৯
৫.১.২.৫	স্বামী-স্ত্রীর গোপন কথা ও কার্য প্রকাশ না করা..	১১০
৫.১.২.৬	সম্পর্ক উন্নয়নে সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন করা..	১১১
৫.১.২.৭	বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে পরামর্শ গ্রহণ করা....................................	১১২
৫.১.২.৮	স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের ভাল গুণের স্বীকৃতি প্রদান..	১১৩
৫.১.২.৯	পারস্পরিক যৌন মিলনের দাবী পূরণ করা..	১১৩
৫.১.৩	সন্তান লালন-পালনে পরিকল্পনা..	১১৪
৫.১.৪	সন্তানকে সুশিক্ষা প্রদান..	১১৫
৫.১.৫	পরিবারে হালাল উপার্জনের পরিকল্পনা ও পারবারিক উন্নয়ন..................................	১১৬
৫.১.৬	পারিবারিক উন্নয়নে পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব..	১১৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামে সামাজিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

৬.১	সামাজিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন..	১১৯
৬.২	ইসলামে সামাজিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন..	১২৫
৬.২.১	উন্নয়নের জন্য ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা..	১২৬
৬.২.২	উন্নয়নের লক্ষ্যে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করা..	১২৭

৬.২.৩	উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করা......................................	১২৮
৬.২.৪	সমাজকে সুশিক্ষিত করা......................................	১৩০
৬.২.৫	ইয়াতিম, দুঃস্থ ও মাযলুম মানুষের পাশে দাঁড়ানো......................................	১৩২
৬.২.৬	নারীর অধিকার ও সম্মান প্রতিষ্ঠা......................................	১৩৩
৬.২.৭	সমাজে সহাবস্থান ও সম্প্রীতি রক্ষা করা......................................	১৩৪
৬.২.৮	উপহার আদান প্রদান করা......................................	১৩৬
৬.২.৯	অনৈতিক কাজ বন্ধ করা......................................	১৩৭

সপ্তম অধ্যায়

ইসলামে মানব সম্পদ উন্নয়নে পরিকল্পনা

৭.১	ইসলামে মানব সম্পদ উন্নয়ন......................................	১৪৩
৭.১.১	ইসলামের আলোকে কর্মে দক্ষতা অর্জন......................................	১৪৬
৭.১.২	যথাযথভাবে সন্তানের লালন-পালন করা......................................	১৪৭
৭.১.৩	জ্ঞান অর্জন......................................	১৪৮
৭.১.৪	আল-কুরআন অধ্যয়ন......................................	১৪৯
৭.১.৫	হাদীস অধ্যয়ন......................................	১৪৯
৭.১.৬	নবি, রাসূল ও সাহাবীদের জীবনী অধ্যয়ন......................................	১৫০
৭.১.৭	সত্য কথা বলা ও মিথ্যা পরিত্যাগ করা......................................	১৫১
৭.১.৮	সবর বা ধৈর্য ধারণ করা......................................	১৫১
৭.১.৯	মানব সম্পদ উন্নয়নে আমানত......................................	১৫২
৭.১.১০	কথা ও কাজে মিল রাখা......................................	১৫৩
৭.১.১১	ওয়াদা পালন করা......................................	১৫৪
৭.১.১২	পরিশ্রম করা......................................	১৫৫
৭.১.১৩	মাদকাসক্তি থেকে দূরে থাকা......................................	১৫৬
৭.১.১৪	স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও উন্নয়ন......................................	১৫৭

অষ্টম অধ্যায়

ইসলামে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

৮.১ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও উন্নয়নের ধারণা.. ১৬২

৮.১.১ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন.. ১৬৩

৮.১.২ ইসলামী অর্থনীতি ও সাধারণ অর্থনীতির সংজ্ঞা.. ১৬৩

৮.১.৩ ইসলামী উন্নয়ন অর্থব্যবস্থার নীতিমালা.. ১৬৫

৮.১.৪ টেকসই উন্নয়নের জন্য যাকাত ও উশর ব্যবস্থার প্রয়োগ.. ১৬৫

৮.১.৫ ঋণখেলাপি বন্ধের মাধ্যমে উন্নয়ন.. ১৬৬

৮.১.৬ উন্নয়নের লক্ষ্যে সুদ সংশ্লিষ্ট সকল ব্যবসা বাণিজ্য নিষিদ্ধ করা.. ১৭০

৮.১.৭ উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিশ্রমের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা.. ১৭১

৮.১.৮ কৃষি কাজের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম.. ১৭২

নবম অধ্যায়

ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

৯.১ উন্নয়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার গুরুত্ব.. ১৭৬

৯.২ কাঠামোগত উন্নয়ন.. ১৭৭

৯.২.১.১ আইন বিভাগ.. ১৭৮

৯.২.১.২ মজলিসে শু'রা.. ১৭৯

৯.২.১.৩ মজলিসে শু'রার সদস্যদের যোগ্যতা.. ১৮০

৯.২.২.১ নির্বাহী বা শাসন বিভাগ.. ১৮০

৯.২.২.২ প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের প্রয়োজনীয় গুণাবলী.. ১৮২

৯.২.৩ বিচার বিভাগ ও উন্নয়ন.. ১৮৪

৯.৩ ইসলামে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন.. ১৮৭

৯.৪ উন্নয়নে সেনা ও নিরাপত্তা বাহিনী.. ১৯১

৯.৫ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন.. ১৯৩

৯.৬ বাসস্থানের নিশ্চয়তা.. ১৯৬

৯.৭	ধর্মীয় শিক্ষা ও শারীরিক প্রশিক্ষণ প্রদান..	১৯৯
৯.৮.১	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম..	২০০
৯.৮.২	মাদ্রাসা ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা...	২০১
৯.৮.৩	মসজিদ ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা...	২০১
৯.৯	সীমান্ত সুরক্ষা ও উন্নয়ন..	২০৫
৯.১০.১	ইসলামে পররাষ্ট্রনীতি ও উন্নয়ন...	২০৬
৯.১০.২	ভ্রাতৃত্ব, শান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন........................	২০৭
৯.১১	বৈধভাবে সম্পদ অর্জন ও উন্নয়ন..	২১২
৯.১২	দারিদ্রে বিমোচন ও উন্নয়ন..	২১২
৯.১৩	উন্নয়নের জন্য মাদকমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন..	২১৩
৯.১৪	প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন...	২১৪
৯.১৫	জুয়া খেলা বন্ধ ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা...	২১৭
৯.১৬	সুদের প্রচলন বন্ধ করে স্থিতিশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করা..	২১৭
৯.১৭	ইসলামের দৃষ্টিতে বাংলাদেশে বেকার সমস্যার সমাধান ও উন্নয়ন........................	২২০
৯.১৮	উন্নয়নের জন্য পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা...	২২১
৯.১৯	উন্নয়নের জন্য আমানত রক্ষা করা..	২২২
৯.২০	উন্নয়নে শ্রমিকের ভূমিকা..	২২৪
৯.২১	উন্নয়নের জন্য মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করা...	২২৬
৯.২২	উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ইয়াতিম মিসকিনদের সম্পৃক্ত করা...	২২৭
৯.২৩	উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধন-সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থা...............................	২৩০
৯.২৪	মানব সম্পদকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে প্রেরণ...	২৩৩
৯.২৫	উন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্পায়নের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা..	২৩৪
৯.২৬	উন্নয়নের জন্য নিরাপদ ও টেকসই ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যবস্থা করা.........................	২৩৫
৯.২৭	ব্যবসা-বাণিজ্যের সময় পণ্যের দোষক্রুটি না লুকানো ও ভেজাল পণ্যের ব্যবসা না করা...	২৩৭

৯.২৮ উন্নয়নের লক্ষ্যে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি করা....................... ২৩৮

দশম অধ্যায়

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় পরিকল্পনা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ধারণা

১০.১ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম.. ২৪১

১০.১.১ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর সময় পরিকল্পনা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম.. ২৪২

১০.১.২ হযরত আবু বকর (রা.)-এর সময় পরিকল্পনা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম................ ২৫৪

১০.১.৩ হযরত ওমর (রা.)-এর সময় পরিকল্পনা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম........................ ২৫৭

১০.১.৪ হযরত ওসমান (রা.)-এর শাসন ব্যবস্থা.. ২৬২

১০.১.৫ হযরত আলী (রা.)-এর শাসন ব্যবস্থার কিছু দিক... ২৬৪

একাদশ অধ্যায়

বাংলাদেশ পরিচিতি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

১১.১ বাংলাদেশ পরিচিতি.. ২৬৭

১১.১.১ বাংলাদেশের পরিকল্পনা.. ২৭০

১১.১.২ বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশন.. ২৭১

১১.১.৩ বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশনের কার্যাবলি.. ২৭৩

১১.১.৪ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যমাত্রা.. ২৭৩

১১.১.৫ ইসলামের দৃষ্টিতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যমাত্রা মূল্যায়ন............... ২৭৫

১১.১.৬ জাতীয় শিক্ষানীতি ও শিক্ষা উন্নয়ন ভাবনা... ২৮৫

১১.১.৭ ইসলামের দৃষ্টিতে প্রবীণ বিষয়ক জাতীয় নীতিমালার মূল্যায়ন.............................. ৩০২

১১.১.৮ বাংলাদেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও ইসলামের দৃষ্টিতে এর মূল্যায়ন........... ৩০৭

১১.১.৯ বদ্বীপ পরিকল্পনা ও ইসলামের দৃষ্টিতে এর মূল্যায়ন.. ৩১৩
১১.১.১০ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা... ৩১৭
১১.১.১১ বাংলাদেশের উন্নয়ন.. ৩১৮
১১.১.১২ বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্পর্কে বিভিন্ন সংস্থার মূল্যায়ন.. ৩২১
১১.১.১৩ বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়নের পথে চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়......................... ৩২৩

দ্বাদশ অধ্যায়

গবেষণার সার্বিক পর্যালোচনা, প্রাপ্তি ও সুপারিশমালা

গবেষণার সার্বিক পর্যালোচনা.. ৩২৯
গবেষণার প্রাপ্তি ৩৩৪
সুপারিশমালা.. ৩৩৮
উপসংহার.. ৩৪২
গ্রন্থপঞ্জি.. ৩৫১

পরিশিষ্ট (Appendix)

০১	পরিশিষ্ট (Appendix)-১: বাংলাদেশের মানচিত্র..	৩৭৬
০২	পরিশিষ্ট (Appendix)-২: গত দশ বছরে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় (২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৮-২০১৯)	৩৭৭
০৩	পরিশিষ্ট (Appendix)-৩: উন্নত বাংলাদেশ (শিক্ষা উন্নয়ন মডেল)....................	৩৭৮
০৪	পরিশিষ্ট (Appendix)-8: যাকাত ও উশর ব্যবস্থাপনা......................................	৩৭৯
০৫	পরিশিষ্ট (Appendix)-৫ : গত এগার বছরে প্রবাস আয়ের চিত্র........................	৩৮০
০৬	পরিশিষ্ট (Appendix)-৬ : হালাল ও হারাম ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ বোর্ড.......................	৩৮১
০৭	পরিশিষ্ট (Appendix)-৭ : গত দশ বছরে বাংলাদেশের জন সংখ্যা....................	৩৮২
০৮	পরিশিষ্ট (Appendix)-৮ : গত দশ বছরে বাংলাদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৮-২০১৯)...	৩৮৩
০৯	পরিশিষ্ট (Appendix)-৯ : গত ১১ বছরে বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এর চিত্র..	৩৮৪
১০	পরিশিষ্ট (Appendix)-১০: গত ১৫ বছরে বাংলাদেশে শিক্ষার হার..................	৩৮৫

সারণী সমূহের তালিকা

০১	পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন...	২২
০২	উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন..	২২
০৩	ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি...	২৯
০৪	ইসলামী আইনের উৎস চারটি...	৩০
০৫	PLANNING..	৩৩
০৬	বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়নের সাংগঠনিক কাঠামো...	৩৬
০৭	মৌলিক প্রশ্ন পদ্ধতি..	৩৭
০৮	SMART Analysis..	৩৮
০৯	SWOT Analysis..	৩৯
১০	ইসলামে পরিকল্পনা গ্রহণের মডেল...	৫০
১১	ব্যক্তি কেন্দ্রিক উন্নয়নের চিত্র..	৬৪
১২	রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের ভিত্তি..	৭২
১৩	ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নত রাষ্ট্রের চিত্র...	৭৪
১৪	সর্বাবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ..	৯৮
১৫	সামাজিক উন্নয়নের মৌলিক উপাদান...	১২০
১৬	সমাজ ও রাষ্ট্রে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর শাস্তি...	১৪১
১৭	সম্পদের বৈশিষ্ট্য..	১৪৪
১৮	রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগ...	১৭৮
১৯	ইসলামী আইন বাস্তবায়নের পদ্ধতি..	১৭৯
২০	প্রশাসনিক কাজে নিয়ুক্ত ব্যক্তিবর্গের গুণাবলী..	১৮২
২১	বাংলাদেশের উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব..	১৯৬

ভূমিকা

ভূমিকা

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। মানব জীবনের প্রতিটি বিষয়ের শান্তিপূর্ণ সমাধান রয়েছে ইসলামে। মানব জাতিকে মহান আল্লাহ্ যখন এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেন, তখন তাদের এই পৃথিবীতে চলার মতো তেমন কোন জ্ঞান ছিল না। ধীরে ধীরে মহান রাব্বুল আলামীন ওহীর জ্ঞান দ্বারা তাদেরকে সমৃদ্ধ করেন। নবীকুল শিরোমণি মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এমন এক সময়ে আরব দেশে পাঠিয়ে ছিলেন যে, সময়কে বলা হতো আইয়্যামে জাহেলিয়া বা অন্ধকার যুগ। যে সময় মানুষ মারামারি, হানাহানি, যুদ্ধবিগ্রহসহ বিভিন্ন প্রকার অন্যায় কার্যক্রমে লিপ্ত ছিল। বিশ্বনবী (সা.) সেই মূর্খ, বর্বর জাতিকে আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া কুরআনের সংস্পর্শে এনে একটি উন্নত, আদর্শবান ও শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র উপহার দিতে পেরেছিলেন; যেখানে দরিদ্র, অসহায় লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি জানেন কোথায় নিহিত রয়েছে তাদের উন্নতি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ। মানুষের উন্নয়ন ও সুপরিকল্পিত জীবনের জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষা আর মানব জাতিকে এই সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্যই আল-কুরআনে প্রথম নির্দেশনা প্রদান করা হয়। মহান আল্লাহ্ বলেন, "পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্ত পিন্ড হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না।"[১]

'পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন' ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিকল্পনা ছাড়া উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হলে সে উন্নয়ন স্থিতিশীল হয় না। অপরিকল্পিত উন্নয়ন সমাজের ব্যাধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্বব্যাপী আজ উন্নয়নের ধারা বইছে। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশও উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার দিকে অগ্রসরমান। এ দেশের মানুষের বার্ষিক মাথাপিছু আয় এখন (২০১৯-২০২০ অর্থবছর) ২ হাজার ৬৪ ডলার।[২] যা (২০১৮-২০১৯ অর্থবছর)-এ ছিল ১ হাজার ৯০৯ ডলার এবং (২০১৭-২০১৮ অর্থবছর)-এ ছিল ১ হাজার ৭৫১ ডলার। স্বাধীনতার সময় ১৯৭২ সালে ছিল মাত্র ১২৯ মার্কিন

---

[১] আল-কুরআন, ৯৬:১-৫ (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۞ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۞ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)

[২] (*বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো,* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জিডিপি), Gross Domestic Product (GDP) of Bangladesh, p.8, Retieved on January 20, 2021 from http://www.bbs.gov.bd/-site/page-/dc2bc6ce-7080-48b3-9a04-73cec782d0df/Gross-Domestic-Product-(GDP)

ডলার।[১] ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনেক সূচকই বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে যে পরিমাণে উন্নয়ন হওয়া প্রয়োজন ছিল সেই লক্ষ্যে আমাদের দেশ পৌঁছাতে পারেনি। এর কারণ হিসাবে দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব, দুর্নীতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা সর্বোপরি অপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। বাংলাদেশের কাছাকাছি সময় মালয়েশিয়া ১৯৬৮ সালে স্বাধীনতা লাভ করেও তাদের মাথাপিছু আয় প্রায় ১১,৪১৪ মার্কিন ডলার। সেখানে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে বাংলাদেশের সে স্থানে পৌঁছাতে অনেকটা সময় লেগে যাবে। মালয়েশিয়া একটি মুসলিম দেশ, যেখানে মুসলমানের সংখ্যা ৬১% আর বাংলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা ৮৮% এর চেয়েও বেশি। মালয়েশিয়া তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় কিছু ইসলামী বিধি বিধান বাস্তবায়ন করে তাদের এই ব্যাপক সফলতা লাভ করেছে বলে অনেকে মনে করেন।

বাংলাদেশ দারিদ্র্য, দুর্নীতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ অসংখ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে; যা এদেশে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে অনেকাংশে ব্যাহত করছে। তা সত্ত্বেও স্বল্পতম সময়ে এদেশ উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের দেশের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যদি ইসলামী বিধি বিধানের আলোকে করা হয়, তাহলে অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের দেশ একটি উন্নত ও আদর্শ রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে। বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উন্নয়নশীল দেশ হওয়ায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ইসলামী পরিকল্পনা ও উন্নয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা অত্যাবশ্যক। তাই "ইসলামে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ" গবেষণার বিষয় নির্ধারণ করা সময়ের দাবী।

"ইসলামে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ" শিরোনামে গবেষণা কর্ম যথাযথ ভাবে বিন্যাস করতে গিয়ে সর্বমোট বারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের শিরোনাম দেয়া হয়েছে "গবেষণার উদ্দেশ্য, সাহিত্য পর্যালোচনা ও পদ্ধতি"। গবেষণার যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি বর্ণনা করার জন্য এই অধ্যায়ের অবতারণা। যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করে অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করা হয়েছে তার একটি সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষণার

[১] মনির হোসেন, "মাথাপিছু জাতীয় আয় ১৫ গুণ বেড়েছে", *দৈনিক যুগান্তর,* মার্চ ২৬, ২০১৯ খ্রি., Retrived on June 12, 2019, from https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/159313

প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উৎস সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে ইসলামের যে সম্পর্ক রয়েছে সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম দেয়া হয়েছে "ইসলামের পরিচয় ও পরিকল্পনার ধারণা"। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। ইসলাম দোলনা থেকে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত সকল সমস্যার সঠিক, সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ সমাধান প্রদান করে। ইসলাম মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের সফলতার দিক নির্দেশনা প্রদান করে। ইসলামে রয়েছে সুষ্ঠু সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থ ব্যবস্থা। রয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা। মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন, ন্যায়নীতি ও সুবিচার ভিত্তিক, শান্তি-শৃংখলাপূর্ণ, গতিশীল সুন্দর সমাজ গঠন ও সংরক্ষণে ইসলামের কোন বিকল্প নেই, হতে পারে না। ইসলাম ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সুপরিকল্পিত এবং উন্নয়নমূখী জীবন ব্যবস্থার সমাধান দিয়েছে। পরিকল্পনা বলতে সাধারণত কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য কতগুলো কাজকে বুঝায় যা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্জন করার জন্য নির্ধারণ করা হয়। পরিকল্পনা প্রতিটি মানুষ, সমাজ, সংগঠন তথা দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অপরিকল্পিত জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র সুশৃঙ্খলপূর্ণ হয় না। যেখানে পরিকল্পনা থাকে না সেখানে থাকে, মারামারি, হানাহানি আর অনিয়মে ভরপুর। যা সকল প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রমকে ব্যাহত করে। আর পরিকল্পিত জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র হয় সুশৃঙ্খল ও শান্তিময়, যা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে বেগবান করে। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন মানুষের জীবনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন, যেমন-শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য। সুতরাং এক এক সময়ের জন্য সময় উপযোগী পরিকল্পনা নিতে হয়। এই পরিকল্পনা কখনও ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের জন্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এ অধ্যায় ইসলাম পরিচিতি, ইসলাম ও পরিকল্পনা, পরিকল্পনার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, পরিকল্পনার প্রকারভেদ, পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা, পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ, ইসলামে পরিকল্পনার ধারণা, নিয়্যতের গুরুত্ব, সময় জ্ঞান ও সময়ের সৎব্যবহার, অপচয় ও অপব্যয় রোধ ও ইসলামে পরিকল্পনা প্রণয়নে আল্লাহ্র উপর দৃঢ় আস্থা ও তার সাহায্য কামনা, মানব কল্যাণ ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোণাম দেয়া হয়েছে "ইসলামে উন্নয়নের ধারণা"। ইসলাম মানুষের উন্নতি ও অগ্রগতির সামগ্রিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করে। ইসলামী বিধি-বিধানের সাথে বৈপরীত্য নয় এমন সকল পার্থিব উন্নয়নকে ইসলাম সমর্থন করে। তবে ইসলাম মানুষের শুধু ইহলৌকিক কল্যাণের বা উন্নয়নের জন্য উৎসাহিত করে না বরং এর সাথে পারলৌকিক উন্নয়ন ও সফলতার জন্য কাজ করার

দিক-নির্দেশনা প্রদান করে। ইসলাম মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। সঠিকভাবে মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটাতে পারলে, পার্থিব উন্নয়ন স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকবে। সুশিক্ষিত, আদর্শবান মানব সম্পদ গড়তে পারলে তারা তাদের শ্রম, মেধা, গবেষণা দ্বারা মানুষের কল্যাণকর বিভিন্ন কিছু আবিষ্কারের মাধ্যমে পার্থিব উন্নয়ন সাধন করবে। কিন্তু শিক্ষার সাথে নৈতিকতা না থাকলে সেই শিক্ষা মানুষের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশি করে থাকে। তাই ইসলাম উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষার সাথে সাথে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এ অধ্যায় ইসলাম ও উন্নয়ন, উন্নয়নের ধারণা, উন্নয়নের প্রকারভেদ, উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য, টেকসই উন্নয়ন, টেকসই উন্নয়নের শর্তাবলী, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের কিছু সুপারিশ, ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নয়ন, ব্যক্তি কেন্দ্রিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন, উন্নয়নের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা, দুর্নীতি ও সন্ত্রাস মুক্ত সমাজ গঠন, মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা, খাদ্য, পানি, বস্ত্র বা পোশাক, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোণাম দেয়া হয়েছে "ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন"। সার্বিক উন্নয়নের সূত্রপাত হয় মূলত ব্যক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে না পারলে পারিবারিক, সামজিক, রাষ্ট্রীয় জীবনের উন্নয়নে তেমন কোন অবদান রাখা সম্ভব হয় না। তাই ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য প্রতিটি মানুষের একটি পরিকল্পনা থাকতে হয়, তা না হলে একজন মানুষ তার উন্নতির লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। ব্যক্তিগত পরিকল্পনা ও উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক পরিকল্পনা সাধারণত পিতা-মাতা, কিংবা অভিভাবকগণ নিয়ে থাকেন। কারণ শৈশবে মানুষ অসহায় থাকে। সে তার সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারে না। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন, "মানুষকে দূর্বলভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে।"[১] তাই পিতা-মাতা কিংবা অভিভাবকের সিদ্ধান্ত নিতে হয় সন্তানকে কিভাবে গড়ে তুলবে। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্তানকে পাঠাবে, সন্তানকে কী প্রশিক্ষণ প্রদান করবে, সন্তানকে কী ধরনের খাদ্যাভাসে গড়ে তুলবে তার মূল দায়িত্ব পিতা-মাতা কিংবা অভিভাবকের। ব্যক্তিগত উন্নয়ন বলতে ব্যক্তির স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জ্ঞান, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তোলাকে বুঝানো হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত উন্নয়ন প্রক্রিয়া মূলত ব্যক্তির সারা জীবন ব্যাপী (life long process) চলতে থাকে। এই অধ্যায় ব্যক্তিগত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, শৈশবে লালন পালন করা, পারিবারিক পর্যায় নৈতিক শিক্ষা প্রদান, ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য জ্ঞান অর্জন করা, স্বাস্থ্য-সুরক্ষা,

---

[১] আল-কুরআন, ৩:২৮ (خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا)

অনৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকা, আদর্শ মানুষের অনুসরণ করা ও ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মিক উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম দেয়া হয়েছে "ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন"। পরিবার হচ্ছে গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম তবে অতীব গুরুত্বপূর্ণ একক। মানুষ পরিবার থেকে সমাজ, রাষ্ট্র কিংবা জাতীয় জীবনে ভাল কিছু করার মৌলিক শিক্ষা লাভ করে। পরিবারে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর হক, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর হক, সন্তানের উপর পিতা-মাতার হক, পিতা-মাতার উপর সন্তানের হক, ভাই-বোনের পারস্পরিক হক, আত্মীয়-স্বজনের হক ইসলাম নির্ধারণ করে দিয়েছে। একটি শিশু বড় হয়ে সমাজ, রাষ্ট্র কিংবা জাতীয় জীবনের বৃহত্তর পরিসরে যে অবদান রাখবে তার প্রশিক্ষণের অনেকটাই পায় মূলত পারিবারিক পরিবেশে। তাই পারিবারিক জীবন সুপরিকল্পিত না হলে ব্যক্তিগত, সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় জীবনে উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয়। এই অধ্যায় পারিবারিক পরিকল্পনা ও উন্নয়নের ধারণা, বিবাহে পরিকল্পনা, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক উন্নয়নে কার্যক্রম, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সাথে ভাল ব্যবহার করা, অত্যাচার, নির্যাতন থেকে বিরত থাকা, পরস্পর উপহার বিনিময় করা, স্বামী-স্ত্রী মিলে দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণ করা, স্বামী-স্ত্রীর গোপন কথা ও কার্য প্রকাশ না করা, সম্পর্ক উন্নয়নে সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রী ব্যয়ভার বহন করা, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্বামী-স্ত্রী পরামর্শ গ্রহণ করা, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের ভাল গুণের স্বীকৃতি প্রদান, পারস্পরিক যৌন মিলনের দাবী পূরণ করা, সন্তান লালন-পালনে পরিকল্পনা, সন্তানকে সুশিক্ষা প্রদানের পরিকল্পনা, পরিবারে হালাল উপার্জনের পরিকল্পনা ও পারবারিক উন্নয়ন পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয় আলোচানা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম দেয়া হয়েছে "ইসলামে সামাজিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন"। প্রকৃতিগত ভাবেই মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ছাড়া মানুষ চলতে পারে না, তার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না। একে অপরের সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া কোন মানুষই তার উন্নতি কিংবা সাফলতা লাভ করতে পারে না। তাই সমাজকে সুপরিকল্পিত ভাবে সাজাতে না পারলে কিংবা সমাজে সবার মাঝে প্রেম-ভালবাসা, স্নেহ-মমতার বন্ধনে আবদ্ধ করতে না পারলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্ভব নয়। সামাজিক উন্নয়ন বলতে সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন উপাদানগুলোর কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনকে বুঝায়। ইসলাম একটি সামাজিক ধর্ম। ইসলাম তার বিধি-বিধান দিয়ে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ও উন্নয়ন সাধন করে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা নিয়ে আসে। একাকি বসবাস করা ইসলামী বিধি-বিধানে সমর্থন

যোগ্য নয়। মহান আল্লাহ্ আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করে জান্নাতে তাঁর সাথী হিসেবে বসবাসের জন্য হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, "হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর।"[১] সুতরাং সমাজ বদ্ধ ভাবে বসবাসের ধারণা মহান আল্লাহ্ই প্রদান করেছেন। নিজের, নিজ পরিবার-পরিজনের, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতি রয়েছে প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। মহান রব্বুল আলামীন মানুষকে পরস্পরের প্রতি প্রেম ভালবাসা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, "তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।"[২] এ অধ্যায়ে সামাজিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, শিক্ষা, ধর্ম, নৈতিকতা, সংস্কৃতি, বুদ্ধিবৃত্তি, মানব সম্পদ, আত্ম-কর্মসংস্থান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, নারীর ক্ষমতায়ন, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, গড় আয়ু বৃদ্ধি, চিত্তবিনোদন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, উন্নত অবকাঠামো, উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা, ইসলামে সামাজিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, উন্নয়নের জন্য ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা, উন্নয়নের লক্ষ্যে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করা, উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করা, সমাজকে সুশিক্ষিত করা, ইয়াতিম, দুঃস্থ ও মাযলুম মানুষের পাশে দাঁড়ানো, নারীর অধিকার ও সম্মান প্রতিষ্ঠা, সমাজে সহাবস্থান ও সম্প্রীতি রক্ষা করা, উপহার আদান-প্রদান করা, অনৈতিক কাজ বন্ধ করা, সুদের কার্যক্রম বন্ধ, সমাজে ঘুষের প্রচলন বন্ধ করা, সমাজে চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই বন্ধ করা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ের শিরোনাম দেয়া হয়েছে "ইসলামে মানব সম্পদ উন্নয়নে পরিকল্পনা"। উন্নয়নের মূল কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে মানুষ। যে উন্নয়ন মানুষের জীবনকে উন্নত করে না, যে উন্নয়নে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নেই, সে উন্নয়ন সত্যিকারের উন্নয়ন নয়। ইসলামে 'মানব সম্পদ উন্নয়ন' হলো মানুষের আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক, বস্তুগত সমৃদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নয়ন। ইসলাম মানুষের উন্নয়নের জন্য দৈহিক আকৃতিতে মানুষ হওয়ার সাথে সাথে মানবিক ঔদার্য ও মানসিক সৌন্দর্যের অধিকারী হওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। মহান আল্লাহ্ মানুষকে এই পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "তিনি সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি বানিয়েছেন।"[৩] মানুষ যাতে সমাজের বোঝা না হয়ে যায়, তারা যাতে সমাজের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হতে পারে এ জন্য

---

[১] আল-কুরআন, ২:৩৫ (يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ)

[২] আল-কুরআন, ৩০:২১ (وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً)

[৩] আল-কুরআন, ০৬:১৬৫ (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ)

ইসলাম বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশনা প্রদান করেছে। এই অধ্যায়ে ইসলামে মানব সম্পদ উন্নয়ন, ইসলামের আলোকে কর্ম দক্ষতা অর্জন, সন্তানের লালন-পালন করা, জ্ঞান অর্জন, আল-কুরআন ও হাদীস অধ্যয়ন, নবী ও রাসূলের জীবনী অধ্যয়ন, সত্য কথা বলা ও মিথ্যা পরিত্যাগ করা, সবর বা ধৈর্য ধারণ করা, মানব সম্পদ উন্নয়নে আমানত রক্ষা করা, কথা ও কাজে মিল রাখা, ওয়াদা পালন করা, পরিশ্রম করা, মাদকাসক্তি থেকে দূরে থাকা ও স্বাস্থ্য-সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়ের শিরোনাম দেয়া হয়েছে "ইসলামে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন"। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আজ সারা বিশ্বে একটি উন্নত ও স্থিতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে পরিগণিত। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সবার জন্য কল্যাণমূখী উন্নয়ন নিশ্চিত করে। যার পুরোপুরি সুফল পাওয়ার জন্য মহান রব্বুল আলামিনের বিধান যথাযথ ভাবে মেনে চলা আবশ্যক। অর্থ উপার্জন ও ব্যয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্ সুশৃঙ্খল নীতিমালা তৈরি করে দিয়েছেন। অর্থনৈতিক জীবন যাতে ভারসাম্যহীন না হয়, সে জন্য হালাল-হারামের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই আমাদের স্বপ্নের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব। আধুনিক অর্থ ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে। তাই আজ আধুনিক অর্থ ব্যবস্থাও ইসলামী অর্থব্যস্থার দিকে ঝুকে পড়ছে। এই অধ্যায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও উন্নয়নের ধারণা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, ইসলামী অর্থনীতি ও সাধারণ অর্থনীতির সংজ্ঞা, ইসলামী উন্নয়নে অর্থব্যবস্থার নীতিমালা, টেকসই উন্নয়নের জন্য যাকাত ব্যবস্থার প্রয়োগ, ঋণ খেলাপি বন্ধ, উন্নয়নের লক্ষ্যে সুদ সংশ্লিষ্ট সকল ব্যবসা বাণিজ্য নিষিদ্ধ করা, উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিশ্রমের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা ও কৃষি কাজের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

নবম অধ্যায়ের শিরোনাম দেয়া হয়েছে "ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন"। মানব জাতিকে সুশৃঙ্খলভাবে বসবাস করার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রয়োজন। ইসলাম সুপরিকল্পিত, উন্নত, স্থিতিশীল, সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) মানব ইতিহাসে প্রথম একটি স্থিতিশীল, উন্নত ও সুপরিকল্পিত রাষ্ট্রের মডেল উপহার দিয়েছিলেন। তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সকল কলহ, সংঘাত বিদূরীত করেন, সকলের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন, বিশ্বের প্রথম লিখিত সংবিধান উপহার দেন। রাষ্ট্রের আইন বিভাগ, নির্বাহী বিভাগ, বিচার

বিভাগ, সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জাতিকে সুশিক্ষিত করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সব মিলিয়ে তিনি একটি উন্নত ও টেকসই রাষ্ট্রের মডেল স্থাপন করেছিলেন। এই অধ্যায়ে উন্নয়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার গুরুত্ব, কাঠামোগত উন্নয়ন, আইন প্রণয়ন বিভাগ, মজলিসে শু'রা, মজলিসে শু'রার সদস্যদের যোগ্যতা, নির্বাহী বা শাসন বিভাগ, প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের প্রয়োজনীয় গুণাবলী, দক্ষতা ও বিশেষজ্ঞতা, বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা, সততা-সচ্চরিত্রতা ও দুনিয়া-বিমুখতা, ধৈর্য ও সহনশীলতা, বিচার বিভাগ ও উন্নয়ন, ইসলামে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন, উন্নয়নে নিরাপত্তা বাহিনী, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, বাসস্থানের নিশ্চয়তা, ধর্মীয় ও শারীরিক শিক্ষা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম, মাদ্রাসা ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, মসজিদ ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, সীমান্ত সুরক্ষা ও উন্নয়ন, ইসলামে পররাষ্ট্র নীতি ও উন্নয়ন, ভ্রাতৃত্ব, শান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, বৈধভাবে সম্পদ অর্জন ও উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন, উন্নয়নের জন্য মাদকমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন, প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, জুয়া খেলা বন্ধ ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, সুদের প্রচলন বন্ধ করে স্থিতিশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করা, ইসলামের দৃষ্টিতে বাংলাদেশে বেকার সমস্যার সমাধান ও উন্নয়ন, উন্নয়নের জন্য পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা, উন্নয়নের জন্য আমানত রক্ষা করা, উন্নয়নে শ্রমিকের ভূমিকা, উন্নয়নের জন্য মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করা, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ইয়াতীম মিসকিনদের সম্পৃক্ত করা, উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধন-সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন নীতি, মানব সম্পদকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে প্রেরণ, উন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্পায়নের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা, উন্নয়নের জন্য নিরাপদ ও টেকসই ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যবস্থা করা, ব্যবসা-বাণিজ্যের সময় পণ্যের দোষত্রুটি না লুকানো ও ভেজাল পণ্যের ব্যবসা না করা, উন্নয়নের লক্ষ্যে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

দশম অধ্যায়ের শিরোনাম দেয়া হয়েছে "মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় পরিকল্পনা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ধারণা"। মহানবী (সা.) ইসলামের পরিপূর্ণতা প্রদান করেছেন। তাঁর পরে কোন নবী বা রাসূল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বার্তা নিয়ে এই পৃথিবীতে আগমন করবে না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সা.) এই বিশ্ববাসীর নিকট যে আদর্শ ও মহাবাণী রেখে গেছেন তাই মূলত এই বিশ্ববাসীর উন্নতি ও সফলতার চাবিকাঠি। সাহাবীরা নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর আদর্শ

মেনে তাদের জীবনের সকল পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কাজ চালিয়ে গেছেন। যার কারণে তারা দুনিয়ায় ও পারলৌকিক জীবনে সফল হয়েছেন। এই অধ্যায়ে মুহাম্মাদ (সা.)-এর সময় পরিকল্পনা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.), হযরত ওসমান (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)-এর সময় পরিকল্পনা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়ের শিরোনাম দেয়া হয়েছে "বাংলাদেশের পরিচিতি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন"। বাংলাদেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। এশিয়ার নিম্ন মধ্যম আয়ের মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ একটি দেশ।[১] বিশ্ব মুসলিম পরিবারের বৃহৎসংখ্যক মুসলমান যে সব দেশে বসবাস করছে তার চতুর্থ নম্বরে রয়েছে আমাদের বাংলাদেশ। এ দেশে প্রায় সাড়ে ১৬ কোটি মানুষের বসবাস। যার প্রায় ৯০ শতাংশ জনগোষ্ঠী মুসলমান[২]। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হলেও এদেশে সকল ধর্ম ও মতের লোকজন স্বাধীনভাবে, উৎসব মুখর পরিবেশে যে যার ধর্ম ও উৎসব পালন করে। এই দেশটি দীর্ঘ নয় মাস মহান মুক্তি যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে অর্থাৎ ১৯৭১ সাল থেকে এ দেশে সাতটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হয়, যদিও এই পরিকল্পনা বিভিন্ন কারণে অনেক ক্ষেত্রে আশানুরূপ পর্যায় পৌঁছাতে পারেনি। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের পরিচিতি, বাংলাদেশের পরিকল্পনা, বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশনের কার্যাবলি, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য প্রধান ক্ষেত্রগুলোতে প্রস্তাবিত কার্যক্রম, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কিছু দিকের ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন, জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ও ইসলামের দৃষ্টিতে এর মূল্যায়ন, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ও ইসলামের দৃষ্টিতে এর মূল্যায়ন, বদ্বীপ পরিকল্পনা ও ইসলামের দৃষ্টিতে এর মূল্যায়ন, জাতীয় শিক্ষা নীতি ও ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যায়ন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, বাংলাদেশের উন্নয়ন, বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্পর্কে বিভিন্ন

---

[১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন,* Retrived on February 22, 2019 from http://www.bangladesh.gov.bd

[২] (World Population Review, https://worldpopulationreview.com), নিজস্ব সংবাদ দাতা, "মুসলিম জনসংখ্যায় শীর্ষ পাঁচ দেশ", *দৈনিক কালের কণ্ঠ,* সেপ্টেম্বর ১৬, ২০১৯, Retrieved on December 30, 2019, from https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2019/09/16/815129

সংস্থার মূল্যায়ন, বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়নের পথে চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বাদশ অধ্যায়ের শিরোনাম দেয়া হয়েছে "গবেষণার সার্বিক পর্যালোচনা ও সুপারিশমালা"। ইসলাম একটি পরিকল্পিত জীবন ব্যবস্থা, যার প্রতিটি দিক-নির্দেশনা মহান আল্লাহ্ প্রণয়ন করেছেন। তিনি হলেন মহান পরিকল্পনাকারী। মহান আল্লাহ্ পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসকে সুপরিকল্পিত ও সুনিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন, যার কারণে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোন ভুল ও অসংগতি পাওয়া যায় না। তাঁর সৃষ্টির সংখ্যা ও নিয়ামত গুণে শেষ করা যাবে না। যদি আল্লাহ্র দেয়া দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করা যায়, তাহলে আমরা আমাদের দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করতে পারবো। এর পর গবেষণার প্রাপ্তি ও সার্বিক পর্যালোচনা, সুপারিশমালা ও উপসংহার উপস্থাপন করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের সর্বশেষ পর্যায় গ্রন্থপঞ্জি ও পরিশিষ্ট সংযোজন করা হয়েছে।

পরিকল্পিত জীবন মানুষের উন্নত ও শান্তিময় জীবনের নিশ্চয়তা দিতে সহায়তা করে। ইসলাম মানুষের কল্যাণকর, উন্নত, সুশৃঙ্খল জীবনের দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের সফলতার জন্য মহান আল্লাহ্ মানব জাতিকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। মানুষ যাতে ইহলৌকিক জীবনে সঠিক ও উন্নত জীবন যাপন করতে পারে, সে জন্য তাদের কাছে বিভিন্ন সময় ওহী পাঠিয়েছেন। সর্বশেষ ওহী হিসেবে পবিত্র কুরআন এসেছে। যুগে যুগে মহান আল্লাহ্র এই বাণী অনুযায়ী দিক নির্দেশনা প্রদান করার জন্য নবী ও রাসূলদেরকে পাঠিয়েছেন। সর্বশেষ নবী বা রাসূল হিসেবে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মানব মুহাম্মাদ (সা.) কে পাঠিয়েছেন। তিনি তাঁর আদর্শ ও কর্ম দিয়ে বিশ্ববাসীকে উন্নত আদর্শের ব্যক্তি, সমাজ, পরিবার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা উপহার দিয়ে গেছেন। বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি বলেছেন, "আমি তোমাদের নিকট দু'টি জিনিস রেখে গেলাম, তোমরা যদি এ দু'টিকে আকড়ে ধরতে পারো তা হলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না, আর তা হলো আল্লাহ্র কিতাব (কুরআন) এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহ।"[১] আমরা উন্নত জীবনের নিশ্চয়তার জন্য চেষ্টা করছি, টেকসই উন্নয়নের কথা ভাবছি অথচ আমরা অনেক ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্র দেয়া কুরআনকে ভুলে যাচ্ছি, রাসূলের আদর্শকে উপেক্ষা করছি। আল্লাহ্র দেয়া বিধানের বাইরে গিয়ে আমরা কখনই

---

[১] ইমাম মালিক ইবন আনাস, *আল-মুয়াত্তা,* অধ্যায়: কিতাবুল কদর, বৈরুত: মুয়াচ্ছাছাতুর রিসালাহ, ২০১৫ খ্রি., হাদীস নং ১৭১৮ ("أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ)

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারবো না, কারণ মহান আল্লাহ্ মানব জাতিসহ পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তিনিই ভাল জানেন মানুষের কল্যাণ কোথায় নিহিত রয়েছে। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বব্যাপী আজ দারিদ্র্য দূর করার জন্য চেষ্টা হচ্ছে। কারণ টেকসই উন্নয়নের পথে বড় অন্তরায় আজ দারিদ্র্য। অথচ মহান আল্লাহ্ কীভাবে সমাজ থেকে দরিদ্রতা দূরীভূত করা যাবে সে ব্যাপারে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা কায়েমের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণসহ সামাজিক বৈষম্য দূরীভূত করে পার্থিব উন্নয়নের দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। সুদ বিহীন ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যবস্থা করে মহান আল্লাহ্ মানুষকে অর্থনৈতিক শোষণের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। হারাম বা অবৈধ জিনিস পরিহারের মাধ্যমে মানুষকে শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি থেকে রক্ষা করেছেন।

শিক্ষা ছাড়া কখনই ব্যক্তি, সমাজ কিংবা রাষ্ট্র উন্নত হতে পারে না। আর শিক্ষার সাথে নৈতিক শিক্ষা না থাকলে সেই শিক্ষা ব্যক্তি, সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়ায়। আর ইসলাম এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেছে যা মানুষকে আদর্শ মানুষ হতে সহায়তা করে। বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ দেশ। জন সংখ্যা পৃথিবীর সব চেয়ে বড় সম্পদ যদি একে সঠিক ভাবে মানব সম্পদে পরিণত করা যায়। মহান রব্বুল আলামীন বাংলাদেশেকে দিয়েছেন পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত বক্সবাজার, যার দৈর্ঘ্য ১২০ কিলোমিটার। অসংখ্য নদ-নদী দিয়ে এদেশের মাটিকে যেমনি ভাবে উর্বর করেছেন, ঠিক তেমনি ভাবে এর সৌন্দর্য শত গুণে বৃদ্ধি করেছেন। সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় সুন্দরবনের মত প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ বন দিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। আমরা যদি এ দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা ইসলামের বিধি-বিধান অনুযায়ী করতে পারি তা হলে মহান রব্বুল আলামীনের অবারিত রহমাতে আমাদের দেশ স্বল্প সময়ের মধ্যে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও শান্তিময় দেশ হিসেবে পরিগণিত হতে পারবে। আর "ইসলামে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ" এই গবেষণা কর্মটি বাংলাদেশের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন মূলক কর্মে সহায়ক হিসেবে কাজ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

"ইসলামে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ" গবেষণা কর্মটি জ্ঞানের জগতে এক নতুন সংযোজন হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমাদের দেশসহ মুসলিম বিশ্বের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উন্নয়ন কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে এ গবেষণা কার্যটি সহায়তা করবে। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ, উন্নয়ন ও সফলভাবে কার্য সামাধানের ক্ষেত্রে এই

গবেষণা দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। কোন জ্ঞানই চূড়ান্ত জ্ঞান নয়, চূড়ান্ত জ্ঞানের মালিক মহান রব্বুল আলামীন। সুতরাং যারা ভবিষ্যতে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন নিয়ে কাজ করতে চায় তাদের জন্যও গবেষণা কর্মটি সহায়ক হিসাবে কাজ করবে। মহান আল্লাহ্ আমাকে এবং এই অভিসন্দর্ভের পাঠককুলকে এ গবেষণা দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন।

প্রথম অধ্যায়

গবেষণার উদ্দেশ্য, সাহিত্য নিরীক্ষা ও পদ্ধতি

প্রথম অধ্যায়

গবেষণার উদ্দেশ্য, সাহিত্য পর্যালোচনা ও পদ্ধতি

বর্তমান অধ্যায়ের গবেষণার যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করে অভিসন্দর্ভটি রচনা করা হয়েছে তার একটি সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষণার প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উৎস সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে এবং পরিকল্পনা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে ইসলামের যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে সে বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

১.১ গবেষণার উদ্দেশ্য

উন্নয়নশীল দেশের নাগরিক হিসেবে আমরা আমাদের সমাজে প্রায় প্রতিনিয়তই দারিদ্র্যের চিত্র অবলোকন করছি। বাংলাদেশে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে দারিদ্র্যের হার কমে আসছে। সার্বিক দারিদ্র্যের হার ২০১৮ সালে ২১ দশমিক ৮ শতাংশে নেমে এসেছে। আর অতি দারিদ্র্যের হার নেমেছে ১১ দশমিক ৩ শতাংশে।[১] ইসলাম দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য যাকাত ও উশর ব্যবস্থা ফরয করেছে, সাথে সাথে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দানকে অনুপ্রাণিত করেছে। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা যাকাত আদায়ের ব্যাপারে তাগিদ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যারা রুকু করে তাদের সাথে রুকু কর।"[২] পবিত্র কুরআনের ৩০টি আয়াতে যাকাত প্রদানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তন্মধ্যে ২৮টি আয়াতে নামাযের সঙ্গে সঙ্গে এবং দু'টি আয়াতে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩] কোন দেশ ও জাতির উন্নয়নের জন্য শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশে দিনে দিনে শিক্ষার হার বাড়ছে। তবে এখনও আমরা সবাইকে শিক্ষিত করতে পারিনি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্যানুযায়ী, ২০১৯ সালের হিসেবে দেশে ৫০ থেকে ৬৭ বছর বয়স পর্যন্ত মানুষের সাক্ষরতার হার ৭৩.৩ শতাংশ এবং ৭ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত ৭৩.২

[১] নিজস্ব প্রতিবেদক, "দারিদ্র্য হার ২১ দশমিক ৮ শতাংশ", *দৈনিক প্রথম আলো,* সেপ্টেম্বর ১৮, ২০১৮, Retrieved on December 17, 2019 from https://www.prothomalo.com/bangladesh-/article/1558064

[২] আল-কুরআন, ২:৪৩ (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ)

[৩] মোহাম্মদ আবু তাহের, "যাকাত ব্যবস্থা দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার", *দৈনিক ইনকিলাব,* জুন ১০, ২০১৭, পৃ. ৭

শতাংশ। গড় সাক্ষরতার হার ৭৩.৯ শতাংশ।[১] ইসলাম শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। জ্ঞানের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করে পবিত্র কুরআনের প্রথম আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। মহান আল্লাহ্ বলেন, "পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিন্ড হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না।"[২] নারী ও শিশুরা সমাজে সবচেয়ে বেশি অবহেলিত হচ্ছে, যা আমাদের টেকসই উন্নয়ন (Sustainable Development) কে বিঘ্নিত করছে। অথচ ইসলাম নারীদেরকে বিশেষ মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করেছে। পবিত্র কুরআনে নারীদের অধিকার ও মর্যাদা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমনিভাবে স্ত্রীদেরও নিয়ম অনুযায়ী পুরুষদের উপর অধিকার রয়েছে। আর নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ।"[৩] শিশুদের প্রতি দয়া-ভালবাসার তাকিদ দিয়ে মহানবী (সা.) বলেন, "যে শিশুদের প্রতি দয়া করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"[৪] তাই শিশুদের প্রতি আমাদের স্নেহ, মমতা, দয়া, ভালবাসা দেখাতে হবে। কারণ শিশুরাই ভবিষ্যতের কাণ্ডারী। শিশুদেরকে সঠিক ভাবে গড়তে না পারলে আমরা যে উন্নয়নের স্বপ্ন দেখছি তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না।

উন্নয়নের নামে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভাসাম্য রক্ষাকারি বন, পাহাড়-পর্বত কেটে উজাড় করা হচ্ছে, নদ-নদী, পুকুর, লেক, জলাশয় কিংবা খালের পানিতে ময়লা আবর্জনা ফেলে পানিকে দূষিত করা হচ্ছে। বায়ু দূষণের কারণে আজ রাজধানী ঢাকা শহরসহ বিভিন্ন শহরাঞ্চল বসবাসের প্রায় অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১৯ সালের ১০টি স্বাস্থ্যঝুঁকি চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে এক নম্বর ঝুঁকি হলো বায়ুদূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন। অনিয়ন্ত্রিত নির্মাণ কাজ, তীব্র যানজট, মেয়াদোত্তীর্ণ

---

[১] *(Bangladesh Statistics 2019,* Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), Statistics and Informatics Division (SID), Ministry of Planning), শরীফুল আলম সুমন, "আর্ন্তজাতিক সাক্ষরতা দিবস আজ, সাক্ষরতার হার বাড়াতে শুধুই ফাঁকা বুলি", *দৈনিক কালের কণ্ঠ,* সেপ্টেম্বর ০৮, ২০১৯, Retrieved on December 20, 2019, from https:www.kalerkantho-com/print-edition/first page/2019/09/08/812311

[২] আল-কুরআন, ৯৬:১-৫, (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۚ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)

[৩] আল-কুরআন, ২:২২৮ (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

[৪] ইমাম মুহাম্মাদ ইবনইসমাঈল আল-বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ,* অধ্যায়: কিতাবুল আকাবির, পরিচ্ছেদ: বাবু ফদলিল কাবির, কায়রো: আল-মাতবা'আতুস-সালাফিয়াহ, ১৩৭৫ হি. হাদীস নং ৩৫৩ (قَالَ رسولُ اللَّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا)

মোটরযান ও শিল্পকারখানা থেকে নির্গত বিষাক্ত ভারী ধাতু, ধুলার সঙ্গে যোগ হচ্ছে। ঘরের বাইরেতো বটেই, বাড়ি-ঘর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি কক্ষ ও খেলার মাঠেও ভর করছে অতি ক্ষুদ্র বস্তুকণা। এতে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে পড়ছে নগরবাসী, বিশেষ করে আগামীর কাণ্ডারি শিশুরা। শ্বাসকষ্ট থেকে শুরু করে ক্যানসারের মত ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ। আন্তর্জাতিক সংস্থা 'এয়ার ভিজ্যুয়ালের' হিসাব অনুযায়ী, ১৯ ও ২০ জানুরারি, ২০১৯, বাংলাদেশ সময় রাত ১১টার দিকে বিশ্বে সবচেয়ে দূষিত বায়ুর শহরের তালিকায় ঢাকা ছিল এক নম্বরে।[১] এ ধরনের পরিবেশ দূষণের ফলে ব্যাপক প্রাকৃতিক বিপর্যয় নিয়ে আসছে। মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণি, পশু-পাখি, এমনকি নদীর মাছ পর্যন্ত আক্রান্ত হচ্ছে। আমাদের দেশসহ সাড়া বিশ্ব আজ বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। ঝড়-ঝঞ্জা, সাইক্লোন, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, মহামারীতে স্বাভাবিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ছে মানুষের কৃতকর্মের দরুন।"[২] আমাদের দেশের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে স্বল্প সময়ে একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে পরিচিতি লাভ করার। কারণ বাংলাদেশে রয়েছে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ। নদ-নদী, বন-বনানী, গাছ-পালা, ফল-ফলাদি, পশু-পাখি, মাছ, কয়লা, গ্যাসসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ। বাংলাদেশকে বলা হয় নদী মাতৃক দেশ। অসংখ্য নদ-নদী দ্বারা এদেশ বেষ্টিত। নদীগুলোই বাংলাদেশের জীবনকে বাঁচিয়ে রেখেছে। বাংলাদেশের নদ-নদীর সংখ্যা ৭০০ টির মতো।[৩] নদী থেকে আমরা বিপুল মৎস্য সম্পদ পাই। নদীর পানি দিয়ে বিদ্যুত উৎপাদন করি, সেচ কার্য পরিচালনা করে ফসল ফলাই। নদী পথে চলা-চল ও পণ্য পরিবহনে অনেক সুবিধা। নদী সম্পদকে সংরক্ষণ করে আমরা পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটিয়ে বিপুল পরিমানে অর্থ উপার্জন করতে পারি। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তুমি কি দেখ না আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, তারপর ভূমিতে স্রোতরূপে তা প্রবাহিত করেন এবং তা দিয়ে বিচিত্র বর্ণের ফসল উৎপাদন করেন।"[৪] অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেন, "তিনিই পৃথিবীকে করেছেন বসবাস উপযোগী এবং

---

[১](IQAir, Air Visul, Air quality and pollution city ranking, 2019, https://www.iqair.com/world-air-quality-ranking) রাজীব হাসান ও ইফতেখার মাহমুদ, "ঢাকার বাতাসে নতুন বিপদ", *দৈনিক প্রথম আলো,* জানুয়ারি ২১, ২০১৯, Retrieved on December 28, 2019 from https://www.prothomalo.com/bangladesh-/article/ 1575455

[২] আল-কুআরান ৩০:৪১ (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ)

[৩] সিরাজুল ইসলাম, *বাংলা পিডিয়া,* বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ, "নদী", বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রথম পুনর্মুদ্রন, ২০০৪, পৃ. ৪৮৪

[৪] আল-কুরআন, ৩৯:২১ (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّـهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ)

এর মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদী-নালা।”[১] মহান আল্লাহ্র দেওয়া এই নদীগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে আমরা আমাদের দেশকে সহজে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে পারবো।

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো জন সংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করে তাদের দেশকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ হতে পারে এ দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী। মাত্র ১৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটারের এই দেশে ১৬৫.৫৭ মিলিয়ন লোক বসবাস করে।[২] আমাদের দেশটি আয়াতনে ছোট ছোট হলেও এ দেশটি উন্নয়নের পথে একটি সম্ভাবনাময়ী দেশ। বাংলাদেশের একটি মানচিত্র **পরিশিষ্ট-১** এ প্রদান করা হয়েছে। আমরা যদি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও ধর্মীয় মূল্যবোধ দিয়ে এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদ রূপে গড়ে তুলতে পারি, তা হলে আমরাও আমাদের দেশকে উন্নত ও আদর্শবান দেশে পরিণত করতে পারবো।

২০০৫-২০০৬ সেশনে আমি United Nations mandated University for Peace থেকে Peace Education বিষয় এম.এ ডিগ্রী সম্পন্ন করি। সেখানে আমার গবেষণার বিষয় ছিল “Peace and Stability in Bangladesh through, Charity Sustainable Development and Peace Education.” সেখান থেকেই মূলত উন্নয়ন নিয়ে গবেষণা করার প্রেরণা আসে। সাথে সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে বি.এ অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রী সম্পান্ন করার কারণে ইসলামের সাথে উন্নয়নকে সম্পৃক্ত করার উৎসাহ পাই। আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও পিএইচ. ডি গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদআব্দুর রশীদ স্যারও আমাকে এ বিষয় গবেষণার জন্য উৎসাহ যুগিয়েছেন, অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।

বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসেবে এদেশের মানুষের জন্য প্রয়োজন কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী বিধিবিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আধুনিক সকল উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনা করা। তবে কুরআন-হাদীস শুধু মুসলিমদের জন্যই কল্যাণ নিয়ে আসে না বরং সমগ্র মানুষের জন্যই কল্যাণ বা সঠিক পথের দিক নির্দেশনা প্রদান করে। মহান আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন, “রামাযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী রূপে কুরআন অবতীর্ণ

[১] আল-কুরআন, ২৭:৬১ (أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا)

[২] *Report on Bangladesh Sample Vital Statistics 2018*, Banglaehs Bereau of Statistics (BBS), Statistics and Informatics Division (SID), Ministry of Planning, p.29

হয়েছে।”[১] এই গবেষণায় ইসলামে পরিকল্পনা ও উন্নয়নের বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা আধুনিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, বিশেষ করে যা বাংলাদেশের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য হবে। এ লক্ষ্যেই আমি বক্ষ্যমান শিরোনামে গবেষণা করতে গভীরভাবে আগ্রহী হয়েছি।

১.২ গবেষণার পরিধি

ইসলাম শুধু একটি ধর্ম আর কিছু আচার অনুষ্ঠানের নাম নয়; বরং এটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ সামগ্রিক জীবন দর্শন ও পূর্নাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানব জীবনের সকল দিক ও বিষয় এখানে সুন্দর ভাবে আলোচিত হয়েছে। নবী, রাসূল এবং তাঁদের সাহাবীগণ, তাবেয়ীগণ ও তাবে-তাবেঈন তাঁদের জীবনে ইসলামী রীতি-নীতি বাস্তবায়ন করে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন। বিশ্ববাসী যদি ইসলামের জ্ঞান যথাযথ ভাবে অর্জন করে এবং বিশ্বাসের সাথে তা মেনে চলে তাহলে বর্তমান যুগেও তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও সফলতা নিশ্চিত করতে পারবে। পরিকল্পনা ও উন্নয়নের পরিধি অনেক বিশাল। মানুষের জীবনের প্রতিটি বিষয়ের সাথে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন জড়িত। এত ব্যাপক পরিসরে পরিকল্পনা ও উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা করা হলেও মূলত এ গবেষণায় ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়নের বিষয় প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং ইসলামের আলোকে এর মূল্যায়ন করার চেষ্টা হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনার কিছু দিক উপস্থাপন করে ইসলামের আলোকে তা আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। যাতে এ দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা আরো গতিশীল, মানব কল্যাণমূলক ও টেকসই হয়।

১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা

গবেষণা হলো সত্য অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। অন্য কথায় গবেষণা হলো পুনঃঅনুসন্ধান (Research)-অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত উন্নত পর্যবেক্ষণ, ভিন্ন প্রেক্ষিত খোঁজা এবং বাড়তি জ্ঞান সংযোজন করার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা। সমস্যা সমাধানের পন্থা উদ্ভাবন এবং সহজাত অনুসন্ধান প্রবণতাই এর মূল চালিকা শক্তি-যার চুড়ান্ত লক্ষ্য সর্বাধিক মানবকল্যাণ সাধনে সহায়তা করা।[২] গবেষণার মাধ্যমে সুপরিকল্পিত ও উন্নয়নমুখী কার্যক্রম করা সহজ হয়। আর ‘ইসলাম’ একটি সুপরিকল্পিত, উন্নয়নমুখী

---

[১] আল-কুরআন, ২:১৮৫ (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ)

[২] এ. এস. এম আতীকুর রহমান, সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *সমাজ গবেষণা পদ্ধতি,* ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০০ খ্রি., পৃ. ৯

জীবন ব্যবস্থার নাম। ‘ইসলাম’ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনের উন্নয়ন ও সফলতার জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। মহান আল্লাহ্ বলেন, “হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদিগকে অগ্নির শাস্তি হতে রক্ষা কর।”[১] আধুনিক পরিকল্পনা ও উন্নয়নের ভিত্তি শুধুমাত্র দুনিয়ার সুখ, শান্তি ও উন্নতি। পারলৌকিক জীবনের সফলতার দিক নির্দেশনা সেখানে নেই। যা একজন মুসলমানের জীবনের লক্ষ্য নয়। একজন মুসলমান দুনিয়া ও আখিরাতে উন্নতি ও সফলতার জন্য কাজ করবে। আর দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা ও উন্নতির জন্য আল্লাহ্র বিধান ও রাসূলের আদর্শ মেনে চলার বিকল্প নেই। মানবতার মুক্তিদূত মহানবী (সা.) বলেছেন, “আমি তোমাদের নিকট দু’টি জিনিস রেখে গেলাম। তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তোমরা একে আকড়ে ধরে রাখবে, আর তা হলো আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত।”[২] এ দ্বারা আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি যে, আমরা আল্লাহ্র কুরআন ও রাসূলের অনুসরণ করলে পথ ভ্রষ্ট হবো না। আর আল্লাহ্র কুরআন ও রাসূলের হাদীস অনুসরণ না করলে পথ ভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। বিশ্ব মুসলিম পরিবারের বৃহৎসংখ্যক মুসলমান যে সব দেশে বসবাস করছে তার চতুর্থ নম্বরে রয়েছে আমাদের বাংলাদেশ। ১৪৭,৫৭০ হাজার বর্গ কিলোমিটার জুড়ে এ দেশে প্রায় সাড়ে ১৬৫.৫৭ মিলিয়ন মানুষের বসবাস। যার প্রায় ৯০ শতাংশ মুসলমান।[৩] আমেরিকার গবেষণা সংস্থা পিউ -এর মতে, মুসলিমরা প্রতি বছর ১.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেখানে অমুসলিমদের সংখ্যা ০.৭ মাত্র শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা প্রত্যাশা করা হচ্ছে যে, আগামী ২০ বছরের মধ্যে গোটা পৃথিবীর জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশ হবে মুসলিম। পিউ-এর তথ্য মতে, ২০১০ সালে গোটা পৃথিবীতে মুসলিমের সংখ্যা ছিল ৬.৯ বিলিয়ন, যা ২০৩০ সালে হবে ৮.৩ বিলিয়ন।[8] বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীন হওয়ার পর দীর্ঘ পথ পাড়ি দিলেও এখন পর্যন্ত উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত

---

[১] আল-কুরআন, ২:২০১ (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)

[২] ইমাম মালিক ইবনআনাস, *আল-মুয়াত্তা,* অধ্যায়: কিতাবুল কদর, পরিচ্ছেদ: বাবু আন-নাহী আনেল কওলে বিল কদর বৈরুত: মুয়াচ্ছাছাতুল রিসালাহ, ২০১৫ খ্রি., হাদীস নং ১৭১৮ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ)

[৩] নিজস্ব সংবাদ দাতা, মুসলিম জনসংখ্যায় শীর্ষ পাঁচ দেশ, দৈনিক *কালের কণ্ঠ,* ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯, Retrieved from https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2019/09/16-/815129 on December 30, 2019

[8] *Pew Research Center,* Religion and Public Life, The Future of the Global Muslim Population, Januay 27, 2011, Retrieved on December 27, 2019 from https://www.pewforum.org/2011-/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/

হতে পারেনি। আল-কুরআনের মত আল্লাহ্ প্রদত্ত গ্রন্থ আর রাসূল (সা.) এর আদর্শ আমাদের কাছে থাকার পরও আমরা আজ উন্নয়নে পিছিয়ে আছি, কারণ আমরা কুরআন ও হাদীস অনুসারে আমাদের জীবন পরিচালনা করছি না। মহান আল্লাহ্ জীবন বিধান হিসেবে ইসলামকে আমাদের জন্য মনোনীত করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন, "আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের উপর আমার নেয়ামত পূর্ণ করে দিলাম আর ইসলামকেই তোমাদের দ্বীন বলেই মনোনিত করলাম।"[১] আমরা আজ উন্নয়নের জন্য ভিন্ন আদর্শকে অনুসরণ করার চেষ্টা করছি। আমাদের জীবনে সফল হতে গেলে ইসলামের বিকল্প নেই। তাই "ইসলামে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ" শীর্ষক বিষয় গবেষণা করা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত।

১.৪ গবেষণার প্রশ্ন

ইসলাম মানুষের সকল প্রশ্নের কল্যাণকর ও উন্নয়নমুখী সমাধান প্রদান করে। ইসলামে কিছু কিছু বিষয়ের সমাধান সরাসরি পাওয়া যায়। আবার কিছু কিছু বিষয়ে চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে কুরআন, হাদীস, ইজমা কিয়াসের ভিত্তিতে সমাধান দিতে হয়। "ইসলামে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ" একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক গবেষণা। এই গবেষণাকর্ম পরিচালনা করতে গিয়ে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হয়েছে। কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস ও ফিকাহবিদদের মতামতের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধান প্রদান করার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণার সুবিধার্থে যে সকল প্রশ্নের উত্তর বা সমাধান পাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে তার একটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা হলো:

১.৪.১ পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন (সারণী ০১)

১। ইসলাম কি শুধু একটি ধর্ম, না জীবন বিধান?	২। পরিকল্পনা বলতে কি বুঝায়?
৩। কি কি ধরনের পরিকল্পনা হতে পারে?	৪। পরিকল্পনার কি কি প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য আছে?
৫। পরিকল্পনা কেন প্রয়োজন?	৬। ইসলামে পরিকল্পনার কি কোন দিক

[১] আল-কুরআন, ৫:৩ (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا)

	নির্দেশনা রয়েছে?
৭। ইসলাম কোন কোন বিষয় পরিকল্পনার নির্দেশনা প্রদান করে?	৮। ইসলামে পরিকল্পনার ভিত্তি কী?
৯। ইসলামে পরিকল্পনা গ্রহণের সময় কোন কোন বিষয় গুরুত্ব প্রদান করতে হয়?	১০। ইসলামের আলোকে পরিকল্পনা নেয়া কেন প্রয়োজন?
১১। ইসলাম ব্যক্তিকেন্দ্রিক কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করার নির্দেশনা প্রদান করে?	১২। পারিবারিক পরিকল্পনার ব্যাপারে ইসলাম কী নির্দেশনা প্রদান করে?
১৩। সামাজিক পরিকল্পনার ব্যাপারে ইসলাম কী নির্দেশনা প্রদান করে?	১৪। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ব্যাপারে ইসলাম কী নির্দেশনা প্রদান করে?
১৫। রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার ব্যাপারে ইসলাম কী দিক নির্দেশনা প্রদান করে?	

১.৪.২ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন **(সারণী ০২)**

১। উন্নয়ন বলতে কী বুঝায়?	২। উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য কি কি?
৩। টেকসই উন্নয়ন বলতে কী বুঝায়?	৪। টেকসই উন্নয়নের শর্তাবলী কি কি?
৫। ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নয়ন বলতে কী বুঝায়?	৬। ইসলামে ব্যক্তিগত উন্নয়নের কি কি দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে?
৭। ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মিক উন্নয়ন বলতে কী বুঝায়?	৮। ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মিক উন্নয়নের উপায় কী?
৯। ইসলামে পারিবারিক উন্নয়ন বলতে কী বুঝায়?	১০। ইসলামে পারিবারিক উন্নয়নের উপায় কী?
১১। ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক উন্নয়ন বলতে কী বুঝায়?	১২। ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক উন্নয়নের উপায় কী?
১৩। ইসলামের দৃষ্টিতে মানব সম্পদ উন্নয়ন বলতে কী বুঝায়?	১৪। ইসলামে মানব সম্পদ উন্নয়নের উপায় কী?

১৫। ইসলামে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপায় কী?	১৬। ইসলামে রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের উপায় কী?
১৭। মুহাম্মাদ (সা.) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় কোন ধরনের উন্নয়ন কার্য সম্পাদন করা হয়েছিল?	১৮। বাংলাদেশে কি কি উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে?
১৯। বাংলাদেশে উন্নয়নের পথে কি কি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে?	২০। প্রতিবন্ধকতা থেকে উত্তরণের উপায় কী?

এ সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে বক্ষমান অভিসন্দর্ভে।

১.৫ গবেষণা-পদ্ধতি

গবেষণা (Research); সাধারণ অর্থে গবেষণা হলো সত্য ও জ্ঞানের অনুসন্ধান। মূলত গবেষণা হলো সৃজনশীল কর্ম, যা নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হয়, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে সমাজ, সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। গবেষণা সম্পর্কে সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ইংলিশ ক্যামব্রিজ ডিকশনারি (Cambridge Dictionary) তে বলা হয়েছে "A detailed study of a subject, especially in order to discover (new) information or reach a (new) understanding."[১] যার অর্থ হলো, বিস্তারিতভাবে কোন বিষয়ের অধ্যয়ন, বিশেষ করে নতুন জ্ঞানের আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে অথবা নতুন কোন সিদ্ধান্তে পৌছানো। গবেষণার সংজ্ঞায় Marry E. Macdonald বলেছেন, "Research may be defined as systematic investigation intended to add to available knowledge in a form that is communicable and verifiable."[২] অর্থাৎ সুশৃঙ্খল অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রচলিত জ্ঞানের সাথে বোধগম্য ও যাচাই যোগ্য জ্ঞান সংযোজন প্রক্রিয়াই হলো গবেষণা। অন্য এক সংজ্ঞায় Richard M. Grinnell Jr. বলেন, "Research is a structured inquiry that utilizes acceptable scientific methodology to solve problems and creates new knowledge that is generally applicable."[৩] অর্থাৎ গবেষণা হচ্ছে সাধারণভাবে

---

[১] *Cambridge Dictionary*, Cambridge University Press, 2019, Retrieved on January 20, 2020, from https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/research

[২] Polansky Norman A. (ed), *Social Work Research*, Chicago: University of Chicago Press, U.S.A, 1960. Social Work, Volume 7, Issue 1, January 1962, p. 120

[৩] Richard M. Grinnell, Jr., *Social Work Research and Evaluation*, U.S.A. F. E, Peacock Publishers, Itasca, Illinois, (3rd ed), 1993, p. 43

প্রয়োগযোগ্য নতুন জ্ঞান সৃষ্টি অথবা কোন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পরিচালিত কাঠামোবদ্ধ অনুসন্ধান যেখানে স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

পদ্ধতি (Methodology) বলতে এক ধরনের দার্শনিক মূল্যায়নকে বুঝানো হয়, যা কোন বিষয়ে অনুসন্ধানের কৌশল বুঝায়। বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা এক ধরনের হয়ে থাকে আবার কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা অন্য ভাবে হয়ে থাকে। যেহেতু আমার গবেষণার বিষয়টি কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ক সেহেতু এটিতে নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা হয়েছে।

গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাথমিক উৎস হিসাবে পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর পবিত্র হাদীস যা উন্নয়ন ও পরিকল্পনার সাথে সংশ্লিষ্ট তা ব্যবহার করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন, কুরআনের অনুবাদ, বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ, প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থসমূহ, ফিকহের বিভিন্ন কিতাব, পরিকল্পনা ও উন্নয়নের উপর লেখা বিভিন্ন বই, গবেষণামূলক প্রবন্ধ, দেশি ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ ও অনলাইন জার্নাল, সাময়িকী, সমসাময়িক পরিসংখ্যান অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করে তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণাকে সমৃদ্ধ করার জন্য তা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রস্তাবিত গবেষণা অভিসন্দর্ভে ঐতিহাসিক, বিশ্লেষণাত্মক এবং বিচারমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। আধুনিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও ইসলামের উন্নয়ন পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে উভয়ের তুলনা করা হয়েছে। প্রস্তাবিত গবেষণা বিষয়ে আমার পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ জ্ঞানের জগতে এক নতুন সংযোজন হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

১.৬ পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট গবেষণা কার্যক্রম

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন নিয়ে দেশ ও বিদেশে অনেক গবেষণা হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত এই পরিকল্পনা ও উন্নয়ন মূলক গবেষণা কার্যক্রম চলছে। তবে আমার জানামতে “ইসলামে পরিকল্পনা ও উন্নয়নের ধারণা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ” এই শীর্ষক কোন গবেষণা দেশে কিংবা বিদেশে হয়নি। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ক যে সকল গ্রন্থ, প্রবন্ধ, এম.ফিল ও পিএইচ. ডি অভিসন্দর্ভ এর সহযোগিতা নেয়া হয়েছে তার তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

ড. মোঃ ময়নুল হক, *ইসলাম : পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন,* ঢাকা: ইফা, জুন, ২০০৭ খ্রি.

নুরুল ইসলাম মানিক, (সম্পাদিত), *দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম,* ঢাকা: ইফা, ২০০৫ খ্রি.

ড. মোহাম্মাদ জাকির হুসাইন, *আর্থসামজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান-প্রেক্ষিত বাংলাদেশ,* ঢাকা: ইফা, ২০০৩ খ্রি.

আবু হেনা মোস্তফা কামাল, *মানব সম্পদ উন্নয়নঃ প্রক্ষিত ইসলাম,* ঢাকা: ইফা, ডিসেম্বর ২০০৬ খ্রি.

ড. মো: দেলওয়ার হোসেন শেখ, *শিক্ষা ও উন্নয়ন, উন্নয়নশীল দেশের প্রতিশ্রুতি,* ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশার্স, ডিসেম্বর ২০০৩ খ্রি.

মাওলানা এ কে এম সিরাজুল ইসলাম, *পরিবার পরিকল্পনা ও ইসলাম,* ঢাকা: বাংলাদেশ ফ্যামিলি প্লানিং এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯৩ খ্রি.

ড. হুসাইন আহমাদ, সম্পাদনা: ড. মোঃ আব্দুল কাদের, *মানব সম্পদ উন্নয়নে ইসলাম,* IslamHouse.Com, 2011

ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়ন : নীতি ও পরিকল্পনা,* ঢাকা: তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, মগবাজার, জানুয়ারি, ২০০৮ খ্রি.

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৫/১৬-২০১৯/২০২০, *প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করণ, নাগরিক ক্ষমতায়ন,* সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ড. এম উমর চাপড়া, ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নয়ন, *অর্থনীতি গবেষণা,* ঢাকা: সংখ্যা ৯, অক্টোবর ২০১৭ খ্রি., পৃ. ০৫-২৯

Ataul Huq Pramanik, "Islam and Development Revisited With Evedences from Malaysia" *Islamic Economic Studies*, Kuala Lumpur: Vol. 10, No. 1, September, 2002

Wan Ahmad Wan Oma, Fauzi Hussin & Asan Ali G H, The "Empirical Effects of Islam on Economic Development in Malaysia", *Research in World Economy Online*, Vol. 6, No. 1; 2015

S. N. H. Naqvi, *"An Islamic Approach to Economic Development", in Islam and a New International Economic Order--The Social Dimension*, Geneva: International Institute for Labour Studies, 1980

Perspective Plan of Bangladesh 2010-2021, Making Vision 2021 a Reality, General Economics Division, Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh, April, 2012

মোট কথা হলো "ইসলামে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ" শীর্ষক গবেষণার উদ্দেশ্য, পরিধি, যৌক্তিকতা, গবেষণা প্রশ্ন, গবেষণার পরিধি ও পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শীর্ষক বিভিন্ন গবেষণার বিষয় এ অধ্যায়ে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এ সব বিষয়কে সামনে রেখেই মূলত এই গবেষণার কার্যক্রম পরিচালিত হবে। আর এই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে ইসলামে উন্নয়ন ও পরিকল্পনা শীর্ষক বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধ, বই, লেখনির সহায়তা নেয়া হবে। সে ক্ষেত্রে উপরে উল্লেখিত প্রকাশনাগুলো সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review) হিসেবে বিরাট সহায়তা ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামের পরিচয় ও পরিকল্পনার ধারণা

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইসলামের পরিচয় ও পরিকল্পনার ধারণা

২.১ ইসলাম : সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। ইসলাম দোলনা থেকে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত সকল সমস্যার সঠিক, সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ সমাধান প্রদান করে। ইসলাম মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের সফলতার দিকনির্দেশনা প্রদান করে। ইসলাম শব্দটি আরবি (الإسلام)। এর উৎপত্তি আরবি م - ل - س (سلم), যার অর্থ শান্তি, আপোস, বিরোধ পরিহার, আত্মসমর্পণ করা।[১] এ শব্দটির ব্যবহার পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় লক্ষ্য করা যায়, যথা: যুদ্ধবিরতির জন্য শান্তির প্রস্তাব,[২] ইসলামী বিধান,[৩] যুদ্ধ পরিহারের প্রস্তাব,[৪] শান্তি[৫] অথবা শান্তি কামনা মূলক ইসলামী অভিবাদন[৬]। ইসলাম পার্থিব জীবন-দর্শন ও কতিপয় আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম নয়, বরং এটি একটি সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা, যা জীবনের সকল ক্ষেত্র ও যাবতীয় কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণ করে। ইসলাম মানুষের চিরন্তন ধর্ম।[৭] এর মূল কথা হচ্ছে: (ক) আল্লাহ্‌র একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্বে বিশ্বাস, (খ) ফিরিশতাগণের প্রতি বিশ্বাস, (গ) আসমানি কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস, (ঘ) নবী-রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস, (ঙ) আখিরাত বা পরকালের প্রতি বিশ্বাস, (চ) আল্লাহ্‌র সর্বময় নিয়ন্ত্রণ (তাকদীর)-এ বিশ্বাস, (ছ) মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও বিচারান্তে অনন্ত পরজীবনে বিশ্বাস, (জ) আমাল-ই-সালিহ বা সৎকর্মে আত্মনিয়োগ।[৮]

ইসলামের ভিত্তি বা স্তম্ভ মোট পাঁচটি: (১) ঈমান: এই মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া কোনো মা'বুদ (উপাস্য) নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল; (২) সালাত (নামায) প্রতিষ্ঠা করা; (৩) যাকাত প্রদান করা: ধনীর সম্পদ থেকে অপরিহার্য এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ দান করা; (৪) হজ্জ

---

[১] সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, খ. ৫ম, ১৯৮৮, পৃ. ২৯৫

[২] আল-কুরআন, ৮:৬১ (وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)

[৩] আল-কুরআন, ২:২০৮ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي **السِّلْمِ** كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ)

[৪] আল-কুরআন, ৪:৯০ (إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّـهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ **السَّلَمَ** فَمَا جَعَلَ اللَّـهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا)

[৫] আল-কুরআন, ১০:২৫ (وَاللَّـهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ)

[৬] সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলা পিডিয়া,* ইসলাম, ঢাকা: বাংলাপিডিয়া ট্রাস্ট, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১, খ. ২য়, পৃ. ২৫

[৭] আল-কুরআন, ৩:১৯ (إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّـهِ الْإِسْلَامُ)

[৮] সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলা পিডিয়া,* ইসলাম, ঢাকা: বাংলাপিডিয়া ট্রাস্ট, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১, খ. ২য়, পৃ. ২৫

পালন করা: মক্কার কা‘বা ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহে নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যেক সুস্থ ও সম্পদশালী মুসলিমের পক্ষে জীবনে অন্তত একবার হজ্জে যাওয়া এবং আনুষ্ঠানিক ইবাদাত সমাপন করা; (৫) রামাদান মাসের সাওম (রোযা) পালন করা।[১]

ইসলামের পাঁচটি ভিত্তি **(সারণী-০৩)**

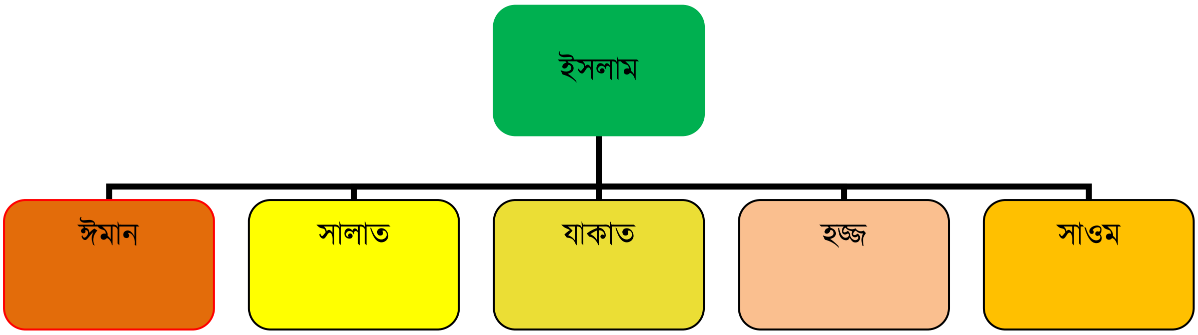

ইব্রাহীম (আ.)-এর দু’ পুত্র ইসমাঈল এবং ইসহাক (আ.) উভয়ই নবী; উভয়ের বংশে আরও অনেক নবী জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। ইসমাঈল (আ.)-এর শাখায় হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর জন্ম, ইসহাক-এর শাখায় বানী ইস্রাঈল (ইয়া‘কুবের অপর নাম) বংশীয় নবীদের আবির্ভাব হয়। যেমন- মূসা (আ.) ও ঈসা (আ.)। সুতরাং তাঁদের সকলের ঊর্দ্ধতন পিতৃপুরুষ ছিলেন ইব্রাহীম (আ.) এবং ইসলাম তাঁদের সকলেরই পবিত্র উত্তরাধিকার। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, “তোমাদের পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম-এর দ্বীন বা মিল্লাত। তিনিই তোমাদেরকে ‘মুসলিম’ নামে অভিহিত করেছিলেন।”[২]

মানবতার মুক্তি দূত, রহমাতুল্লিল আলামীন, সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর মাধ্যমে নুবুওয়াতের ধারার সমাপ্তি ও পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে ইসলামী শারী‘আ পরিপূর্ণতা লাভ করে।[৩] ইসলামী বিধি-বিধান বা আইনের উৎস চারটি: (১) আল-কুরআন: মহানবী (সা.)-এর তেইশ বছরের নুবুওয়াতকালে অবতীর্ণ সর্বশেষ, সর্বশ্রেষ্ঠ, সার্বজনীন আসমানী কিতাব। (২) আল-হাদীস: নবী কারীম (সা.), তাঁর সাহাবী ও তাবি‘য়ীগণের কথা, কাজ এবং অনুমোদন সম্পর্কীয় বর্ণনা। (৩) ইজমা: সঠিক

---

[১] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান, পরিচ্ছেদ: (বাবু কওলিন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুনিয়াল ইসলামু আলা খামসিন), বৈরুত: মুয়াচ্ছাছাতুর রিসালাহ, ২০১৮, হাদীস নং ০৮ (بُنِيَ الإسلامُ على خمسٍ: شهادةِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، والحجِّ، وصومِ رمضانَ)

[২] আল-কুরআন, ২২:৭৮ (مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ)

[৩] আল-কুরআন, ৫:৩ (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا)

যোগ্যতা সম্পন্ন ও ন্যায়নিষ্ঠ আলেমদের শারী'আতের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে কোনো বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে ঐকমত্য ও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। (৪) কিয়াস: যে বিষয় সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে কোনো স্পষ্ট বিধান নেই সে সব ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে প্রদত্ত অনুরূপ প্রশ্নের মীমাংসাকে ভিত্তি করে যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।[১]

ইসলামী আইনের উৎস চারটি **(সারণী-০৪)**

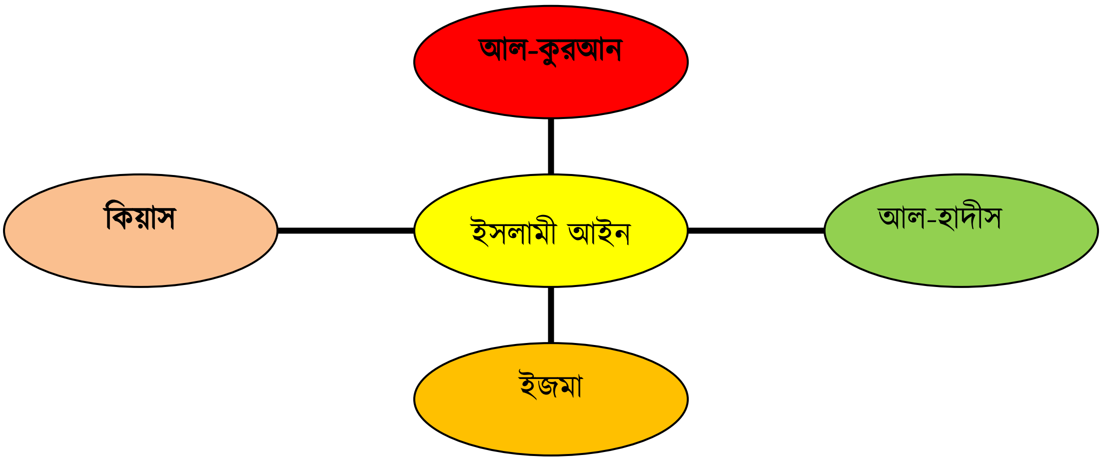

ইসলাম আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র 'দ্বীন'; একটি পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। একজন মুসলমানকে দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত এ ব্যবস্থার আলোকে জীবন যাপন করতে হয়। ইসলামে রয়েছে সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থ ব্যবস্থা। রয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা। মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন, ন্যায়নীতি ও সুবিচার ভিত্তিক শান্তি-শৃংখলাপূর্ণ গতিশীল সুন্দর সমাজ গঠন ও সংরক্ষণে ইসলামের কোন বিকল্প নেই, হতে পারে না।[২] ইসলাম একটি পরিকল্পিত জীবন ব্যবস্থার নাম। এই পৃথিবীতে মানুষের আগমণ থেকে শুরু করে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার দায়িত্ব ও কর্তব্য ইসলাম বলে দিয়েছে। ইসলাম ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের উন্নয়নমুখী ও সুপরিকল্পিত জীবন ব্যবস্থার সমাধান দিয়েছে। ইসলামের অনুসরণে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনে মানুষের উন্নতি ও সফলতা আসবে। মহান আল্লাহ্ মানুষের উভয় জীবনের সফলতার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে বলেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "হে রব্বুল আলামীন তুমি আমাকে

---

[১] সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলা পিডিয়া,* ইসলাম, ঢাকা: বাংলাপিডিয়া ট্রাস্ট, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১ খ্রি., খ. ২য়, পৃ. ২৫

[২] সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন, ২০০৯ খ্রি., পৃ. ০৫

দুনিয়ায় কল্যাণ দান করো ও পরকালে কল্যাণ দান করো, তুমি আমাকে আগুণের শাস্তি থেকে বাঁচাও।”[১] এ আয়াত দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন, কল্যাণ ও উন্নতির জন্য মহান আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য চাইতে হবে। আর এই কল্যাণ ও উন্নতি উভয় জীবনের হতে পারে। বিশেষ করে জাহান্নামের আগুণ থেকে পরিত্রানের জন্য দোয়া করতে হবে। মূলত উভয় জাহানে কল্যাণ, উন্নতি ও সফলতা দেয়ার মালিক এক মাত্র আল্লাহ্ তা‘আলা।

২.২ পরিকল্পনার ধারণা

মানব জাতীর জন্য দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মহান আল্লাহ্ ইসলামকে মনোনীত করেছেন। এই পৃথিবীতে মানুষ যাতে উন্নতি লাভ করতে পারে এবং পারলৌকিক জীবনে যাতে সফল হয়ে জান্নাত লাভ করতে পারে সে জন্য আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সুপরিকল্পিত ভাবে ব্যবহার করতে হবে, এ ব্যাপারে ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। ইসলামের পরিকল্পনা জানার আগে সাধারণত পরিকল্পনা বলতে আমরা কী বুঝি তা জানা প্রয়োজন।

পরিকল্পনা প্রতিটি মানুষ, সমাজ, সংগঠন তথা দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অপরিকল্পিত জীবন, সমাজ কিংবা রাষ্ট্র সুশৃঙ্খলপূর্ণ হয় না। যেখানে পরিকল্পনা থাকে না, সেখানে মারামারি হানাহানি আর অনিয়মে ভরপুর থাকে। যা সকল প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রমকে ব্যাহত করে। আর পরিকল্পিত জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র হয় সুশৃঙ্খল ও শান্তিময়, যা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে বেগবান করে। মানুষের জীবনকে সুন্দর ও সুখকর করার জন্য, মানুষ স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন মানুষের জীবনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন, যেমন-শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য। সুতরাং এক এক সময়ের জন্য সময় উপযোগী পরিকল্পনা নিতে হয়। এই পরিকল্পনা কখনও ব্যক্তিগত উন্নয়ন, পারিবারিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন কিংবা রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের জন্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

পরিকল্পনা বলতে সাধারণত কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য কতগুলো কাজকে বুঝায় যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্জন করার জন্য নির্ধারণ করা হয়। পরিকল্পনা হলো ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-যার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য সুষ্ঠুভাবে এবং নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।

---

[১] আল-কুরআন, ২:২০১ (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)

পরিকল্পনার সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে H.B. Trecker বলেন, “Planning is the conscious and deliberate guidance of thinking so as to create logical means of achiving agreed upon goals.”[১] (পরিকল্পনা হচ্ছে চিন্তা-ভাবনা, সচেতন ও সুবিবেচিত নির্দেশনা যাতে স্বীকৃত লক্ষ্য অর্জনে যৌক্তিক উপায় সৃষ্টি করা হয়।)। অধ্যাপক ডব্লু এইচ নিউম্যান পরিকল্পনার সংজ্ঞায় বলেন, “Planning is deciding in advance what is to be done; that is a plan projected course of action”. (পরিকল্পনা হচ্ছে যা করতে হবে তা পূর্বেই স্থির করা, অর্থাৎ পরিকল্পনা একটি প্রেক্ষিত কার্যধারা)। Social Work Dictionary তে পরিকল্পনার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, “Planning is the process of specifying future objectives, evaluating the means for achiving them and making deliberate choices about appropriate courses of action.”[২] (পরিকল্পনা হচ্ছে ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নির্ধারণ, সেগুলো অর্জনের উপায়সমুহ মূল্যায়ন এবং যথাযথ কার্যধারা চয়নের সুচিন্তিত প্রক্রিয়া)। জর্জ আর টেরি পরিকল্পনাকে সুগভীরভাবে ব্যাখ্যা করে বলেন, “পরস্পর সম্পর্কিত তথ্য নির্বাচন ও ভবিষ্যৎ বিষয়ক অনুমান প্রণয়ন ও ব্যবহারের মাধ্যমে কাম্য ফল লাভের তাগিদে প্রয়োজনীয় প্রস্তাবিত কার্যাবলির ধারণা করা ও প্রণয়ন করাই হচ্ছে পরিকল্পনা।”[৩] Albert Waterson এর মতে, “Planning is an organized, conscious and continual attempt to select the best alternatives to specific goals.”[8] (পরিকল্পনা হলো বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্ভাব্য বিকল্পের সর্বোত্তম নির্বাচনের সচেতন ও ক্রমাগত প্রচেষ্টা)।

অন্যদিকে ইংরেজি ‘PLANNING’ এর শাব্দিক বিশ্লেষণ করলে আমারা যা পাই, তা হলো: P= Process of work, L= Limit of time, money and manpower, A= Analysis of work

---

[১] H.B. Trecker, “*Group Process in Administration.*” New York: Womens Press, 1995, p. 233

[২] Robert L. Barker, *The Social Worker Dictonary*, Washington, D.C: National Association of Social Social Workers, NASW Press, 3rd ed, 1995, p. 284

[৩] মো: নূরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনা, (Social Development Policy and Planning)”*, ঢাকা: ইসলাম পাবলিকেসন্স, ২০০৬ খ্রি., পৃ. ১৭০

[8]Albert Waterson, *“Development Planning -Lessons of Experience”*, United States of America: The Johns Hopkins University Press, 1965, p. 28

and result; N= Network of management N= Normally accepted; I= Implementable; N= National focus; G= Govern by the executive body.[১]

(সারণী ০৫)

পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের আগাম সিদ্ধান্ত। মানুষের জীবনের প্রতিদিন, মাস, বছর কীভাবে অতিবাহিত হবে, ব্যবসা কীভাবে পরিচালিত হবে, শিক্ষার কার্যক্রম কীভাবে চলবে, উন্নয়ন কীভাবে সম্পন্ন হবে তার রূপরেখাই পরিকল্পনা।

২.৩ পরিকল্পনার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

পরিকল্পনার কতিপয় নিজস্ব প্রকৃতি বিদ্যমান। যেমন-

---

[১] মো: নূরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭১

১। পরিকল্পনা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমুখী। ২। পরিকল্পনা একটি বুদ্ধিদীপ্ত ও মানসিক প্রক্রিয়া। ৩। পরিকল্পনা এক ধারাবাহিক ও অবিরত প্রক্রিয়া। ৪। পরিকল্পনা তথ্য ভিত্তিক। ৫। পরিকল্পনা অভিজ্ঞতা প্রসূত ও যুক্তিসম্মত। ৬। পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনার প্রথম ও প্রধান কাজ । ৭। পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানে সর্বব্যাপী। ৮। পরিকল্পনা ব্যবস্থাপনীয় দর্শনের প্রতিবিম্ব। ৯। পরিকল্পনা দক্ষতা বৃদ্ধির একটি অনন্য উপায় বা প্রক্রিয়া । ১০। পরিকল্পনা নমনীয় ও গতিশীল। ১১। পরিকল্পনা ভবিষ্যৎ নির্ধারণ ও ভবিষ্যৎ বাণী করে। ১২। পরিকল্পনা চিন্তাপ্রসূত ফল যা অদৃশ্য থাকে। ১৩। পরিকল্পনা কর্মসূচির একটি আদর্শ চিত্র প্রক্রিয়া । ১৪। পরিকল্পনা নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে উদ্দেশ্য অর্জনে প্রণীত হয়। ১৫। পরিকল্পনা নির্ভরশীল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রক্রিয়া। ১৬। পরিকল্পনা শ্রেষ্ঠ বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণ করে। ১৭। পরিকল্পনা সম্পদ নির্ধারণ প্রক্রিয়া। ১৮। পরিকল্পনা সীমাবদ্ধ ও আওতাধীন সম্পদের মধ্যে ভারসাম্য বিধান করে। ১৯। পরিকল্পনা বিভিন্ন উপাদান ও সম্পদের মাঝে সমন্বয় সাধন করে।[১]

২.৪ পরিকল্পনার শ্রেণি বিন্যাস

পরিকল্পনার পরিসর অনেক বড়। সময়, উদ্দেশ্য, অবস্থা, প্রয়োজন, চাহিদা, প্রকৃতি, ব্যাপকতা, গভীরতা, অর্থনৈতিক, সামাজিক, অবকাঠামোগত প্রভৃতি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। নিম্নে বিভিন্ন ভিত্তিতে পরিকল্পনার প্রকারভেদ আলোচনা করা হলো:

(ক) প্রয়োগিকতার ব্যাপকতার ভিত্তিতে: ১। সামস্টিক পরিকল্পনা (Macro planning) ২। ব্যষ্টিক পরিকল্পনা (Micro planning)। (খ) অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তিতে: ১। বস্তুগত পরিকল্পনা (Physical planning) ২। আর্থিক পরিকল্পনা (Financial planning) । (গ) লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে: ১। প্রেক্ষিত বা স্থায়ী পরিকল্পনা (Perspective Planning) ২। ঘূর্ণায়মান পরিকল্পনা (Rolling Planning)। (ঘ) পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্তৃত্ব ও পরিচালনার ভিত্তিতে: ১। নির্দেশনাত্ব পরিকল্পনা (Directive planning) ২। উৎসাহমূলক পরিকল্পনা (Induceing planning)। (ঙ) পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে: ১। কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা (Centralized planning) ২। বিকেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা (Decentralized planning) । (চ) পরিকল্পনায় কর্তৃত্ব ও বাস্তবায়নের ধরনের ভিত্তিতে ১। সর্বাত্মক তথ্য অত্যাবশ্যকীয় পরিকল্পনা (Supermatic/Imperative planning) ২। গণতান্ত্রিক/নমনীয় পরিকল্পনা (Democratize/Flexible Planning)। (ছ) দেশের

[১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২

উন্নয়নের স্তরের ভিত্তিতে: ১। সংরক্ষিত পরিকল্পনা (Preserved Plannig) ২। উন্নয়ন পরিকল্পনা (Development planning)। (জ) পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রেক্ষিতের ভিত্তিতে: ১। খাতভিত্তিক পরিকল্পনা (Sectoral planning) ২। প্রকল্পভিত্তিক পরিকল্পনা (Project type planning)। (ঝ) সময়ের ব্যাপকতার ভিত্তিতে: ১। স্বল্প মেয়াদী/বার্ষিক পরিকল্পনা (Short term/ Annual palnning) ২। মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা (Mid-term planning) ৩। দীর্ঘমেয়াদী/প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (Long term/Perspective planning)। (ঞ) আঞ্চলিক প্রসারতার ভিত্তিতে: ১। আঞ্চলিক পরিকল্পনা (Regional planning) ২। জাতীয় ভিত্তিক পরিকল্পনা (National planning) ৩। আর্ন্তজাতিক পরিকল্পনা (International planning)। (ট) পরিকল্পনার পরিধির ভিত্তিতে: ১। সমন্বিত পরিকল্পনা (Conprehensive planning) ২। আংশিক পরিকল্পনা (Partial planning)।[১]

২.৫ বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া

বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ার পদ্ধতিগত দিক হতে কতিপয় ধাপ অনুসরণ করা হয়। পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত, পরিকল্পনার সাংগঠনিক কাঠামো গঠন, লক্ষ্য নির্ধারণ, উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, বিকল্প কার্যধারা চিহ্নিতকরণ ও মূল্যায়ন, অগ্রাধিকার বিকল্প যাচাই, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রভৃতি ধাপগুলো বাংলাদেশে অনুসরণ করা হয়।[২]

---

[১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৭

[২] প্রফেসর মো. আতিকুর রহমান, *সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা (Social Development: Policy and Planning)*, ঢাকা: অনার্স পাবলিকেশন্স, ২০১১ খ্রি., পৃ. ১৭

বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়নের সাংগঠনিক কাঠামো (সারণী ০৬)

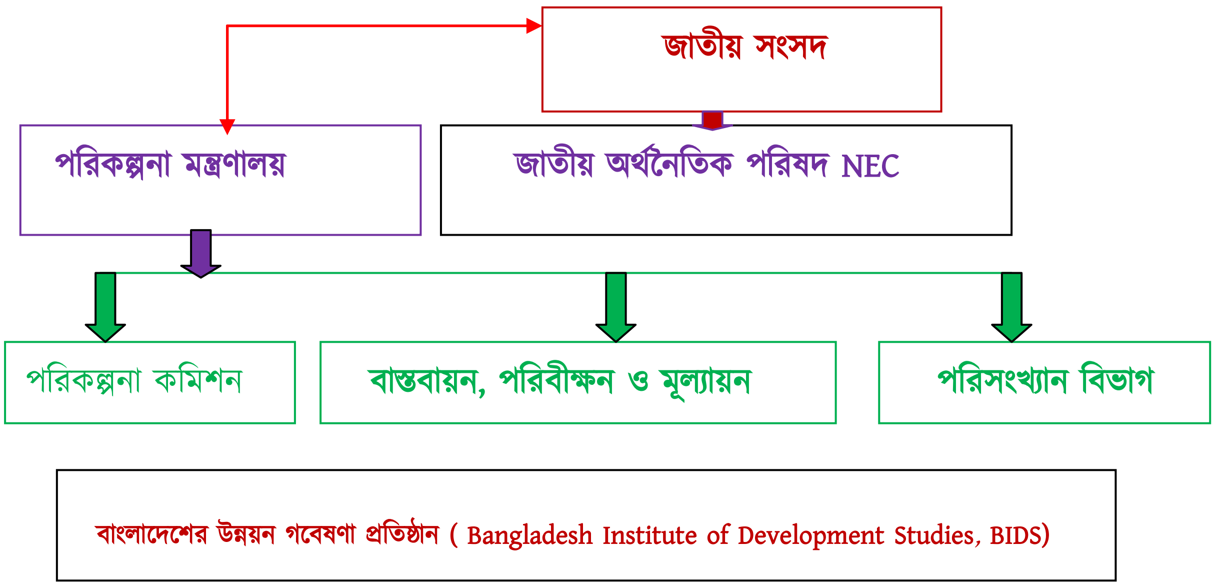

২.৬ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

যে কোন কাজ করার ক্ষেত্রে পূর্ব পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। কারণ "পরিকল্পনা বিহীন কাজ- মাঝি বিহীন নৌকার মতো"। তিনটি প্রধান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। যেমন: ১। উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য। ২। প্রতিষ্ঠানের কর্মী বাহিনীকে সংঘবদ্ধ করার জন্য। ৩। প্রতিষ্ঠানের কর্মী বাহিনীকে মনিটরিং, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করার জন্য।[১]

বিশেষ কৌশল বা পদ্ধতির মাধ্যমে উল্লেখিত তিনটি উদ্দেশ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব। একটি বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা ছাড়া কোন কাজের স্বার্থকতা আশা করা যায় না। প্রকল্প পরিকল্পনা, কৌশল পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ও কর্ম-পরিকল্পনার মাধ্যমে কোন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করা হয়। সুতরাং প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্যই হোক অথবা ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রেই হোক প্রতিনিয়তই আমাদের পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন।

---

[১] *পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন* (পিডিবিএফ), নীতি ও পরিকল্পনা, (পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন একটি প্রতিষ্ঠান), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা: বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, Retrieved on November 20, 2018 from http://www.pdbf.gov.bd-/site/page/54

বিশেষ কিছু মৌলিক প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে পরিকল্পনার প্রতিপাদ্য বিষয় নিহিত রয়েছে। যেমন- What-কী করবেন? When-কখন করবেন? Why- কেন করবেন? How- কীভাবে করবেন? Who-কে করবেন?[১]

(সারণী ০৭)

২.৭ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১। সময় ব্যবস্থাপনা: যে কোন কাজকে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য Time Frame থাকা বাঞ্ছনীয়। কোন কাজ অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত চলতে পারে না।

২। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা: পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে মানব সম্পদ বিশ্লেষণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন কাজ কে করবে এবং সে কাজটি করার জন্য কর্মীর দক্ষতা ও যোগ্যতা কতটুকু আছে-সে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে একজন পরিকল্পনাকারী মানব সম্পদের ব্যবস্থাপনা করবেন। পরিকল্পনা প্রণয়ন তখনই বাস্তবধর্মী হয়, যখন দক্ষ মানব সম্পদের ব্যবহার বেশি গুরুত্ব পায়।

---

[১] *প্রাগুক্ত*

৩। আর্থিক ব্যবস্থাপনা: যে কোন পরিকল্পনা সফল বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রয়োজনীয় তহবিল ছাড়া কোন অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব নয়। একটি কার্যকরী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সাথে অর্থনৈতিক বিষয়টি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

৪। Stakeholder Analysis: Stakeholder প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ণ ও সুফল ভোগের ক্ষেত্রে কোন না কোন ভাবে অংশগ্রহণ করে। অর্থাৎ একটি প্রতিষ্ঠানের Stakeholder প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং ফলাফলের সাথে জড়িত।[১]

SMART Analysis: যে কোন পরিকল্পনা হতে হবে সুনির্দিষ্ট ও পরিমাপযোগ্য। পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা হতে হবে অর্জনযোগ্য ও বাস্তব ভিত্তিক। এছাড়া একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার জন্য নির্দিষ্ট সময় সীমা থাকা অতীব জরুরি।

SMART Analysis (সারণী ০৮)

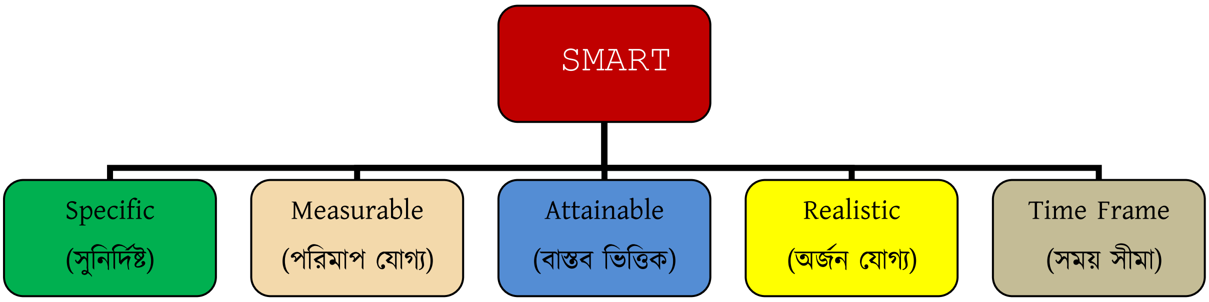

পরিকল্পনা প্রণয়নে SWOT Analysis - এর গুরুত্ব: পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের নিমিত্ত SWOT Analysis একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। এই Analysis এর মাধ্যমে যে কোন পরিকল্পনার বিভিন্ন দিক ও উপাত্ত সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। প্রাতিষ্ঠানিক এবং কর্মক্ষেত্রের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে SWOT Analysis এর মাধ্যমে কর্মীদের বিশ্লেষণ ক্ষমতা বাড়ানোই এর মূল উদ্দেশ্য। ইংরেজী আদ্যাক্ষর দিয়ে আমরা SWOT শব্দটি নিম্নোক্ত ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি[২]:

SWOT Analysis: পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে SWOT Analysis অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে SWOT Analysis এ যে সব বিষয় সম্পৃক্ত করা হয় তা আলোচনা করা হলো:

---

[১] *পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ),* (পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন একটি প্রতিষ্ঠান), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা: বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, Retrieved on November 20, 2018, from http://www.pdbf.gov.bd/site/page/54

[২] *প্রাগুক্ত*

SWOT Analysis (সারণী ০৯)

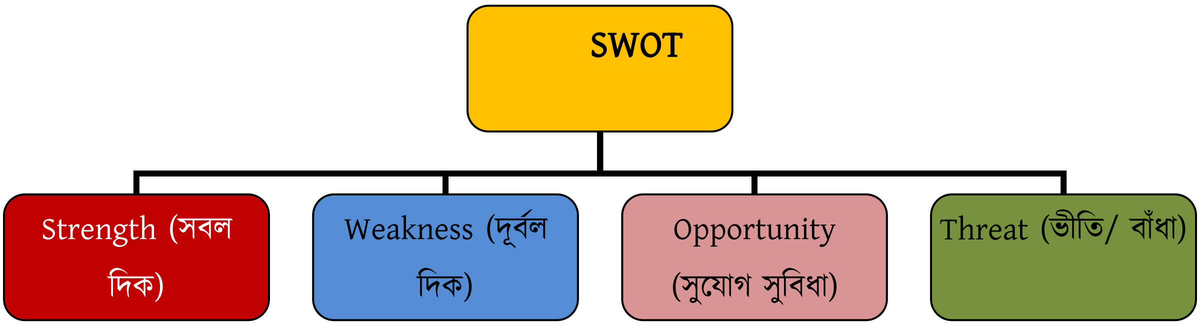

সবল দিক (Strength): যে কোন প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে সবল দিক কাজ করে। পরিকল্পনা প্রণায়নের সময় প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান সবল দিকসমূহ বিবেচনায় আনা জরুরি। এতে একটি বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্ভব হয় এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তেমন কোন জটিলতা দেখা দেয় না।

দুর্বল দিক (Weakness): পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান দূর্বল দিকসমূহও বিবেচনায় আনা জরুরি। যেমন- লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের সময় কর্মীগণের কাজের দক্ষতা ও কর্মীর কর্মপরিবেশ বিবেচনা না করে লক্ষ্যমাত্রা সমভাবে ধার্য করা হলে সে কর্মী বা কার্যালয়ের পক্ষে প্রদত্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা অনেক সময় সম্ভব হয়ে উঠে না।

সুযোগ সুবিধা (Opportunity): একটি সুন্দর পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের কি কি সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান আছে, সে বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হয়। এতে করে পরিকল্পনাধীন কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নের ফলে কর্মী এবং সুফলভোগীদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পায়। বাস্তবধর্মী এবং চাহিদা ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার স্থায়ী উন্নয়ন ঘটে। অন্যথায় পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে পারে।

বাধা (Threat): একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে কি কি বাধা আসতে পারে তা মাথায় রেখে এবং সে বাধা থেকে উত্তরণের উপায় খুঁজে বের করতে হবে।[১]

[১] *পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ),* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, Retrieved on July 18, 2020 from http://www.pdbf.gov.bd/site

২.৮ ইসলামে পরিকল্পনার ধারণা

মানব জাতির জন্য দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মহান আল্লাহ্ ইসলামকে মনোনীত করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আজ তোমাদের জন্য দ্বীনকে পূর্ণাংগ করলাম ও ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।"[১] এই পৃথিবীতে মানুষ যাতে উন্নতি লাভ করতে পারে এবং পারলৌকিক জীবনে যাতে সফল হয়ে জান্নাত লাভ করতে পারে সে জন্য আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত পরিকল্পিত ভাবে ব্যবহার করার প্রতি ইসলাম গুরুত্ব প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ্ মানুষ ও জিন্ন জাতিকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং মানুষকে এজন্য যে তারা আমারই ইবাদত করবে।"[২] সুতরাং আমাদের প্রতিটি কাজ ও কাজের পরিকল্পনা মহান আল্লাহ্‌র ইবাদত হতে হবে। আল্লাহ্‌র বিধি-বিধানের বাইরে আমাদের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে না। ইসলাম হলো একটি সুপরিকল্পিত জীবন ব্যবস্থা। মহান আল্লাহ্ এই পৃথিবীতে সব কিছুই তার পরিকল্পনা অনুযায়ী সৃষ্টি করেছেন এবং তার পরিকল্পনা অনুযায়ী এই পৃথিবীকে পরিচালনা করছেন। আল্লাহ্ প্রতিটি জিনিস প্রয়োজন অনুযায়ী সৃষ্টি করেছেন। কোনটি কম কিংবা বেশি সৃষ্টি করেননি। মহান আল্লাহ্ বলেন, "আমি প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে।"[৩] অন্যত্র তিনি বলেছেন, "আল্লাহ্ হচ্ছেন সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী।"[৪] তিনি এই পৃথিবী, আকাশ, মহাকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র, নদ-নদী, বন-বনানী, কত সুনিপুণভাবে, পরিকল্পিত উপায়ে তৈরি করেছেন। প্রত্যেকটি গ্রহ-নক্ষত্র তার পরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়ম মেনে তার নিজ কক্ষ পথে চলে। মহান আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন, "আল্লাহ্‌ই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষ পথে বিচরণ করে।"[৫] অন্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তবে কি তারা দৃষ্টিপাত করে না উটের দিকে, কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে? এবং আকাশের দিকে, কিভাবে

[১] আল-কুরআন, ৫:৩ (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا)

[২] আল-কুরআন, ৫১:৫৬ (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)

[৩] আল-কুরআন, ৫৪:৪৯ (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ)

[৪] আল-কুরআন, ৩:৫৪ (وَاللَّـهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ)

[৫] আল-কুরআন, ২১:৩৩ (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ)

তাকে সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে? এবং পর্বতমালার দিকে, কিভাবে উহাকে স্থাপন করা হয়েছে? এবং ভূ-তলের দিকে, কিভাবে তাকে বিস্তৃত করা হয়েছে?”[১]

মানুষের দিকে তাকালেই তো আমাদের বিস্মিত হতে হয়। কারণ কত সুন্দর ভাবে, পরিকল্পিত উপায়ে আল্লাহ্ তা‘আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, “আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে।”[২] তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সামান্য কোন ভুল, এমন কি কোন অসামঞ্জস্যতা পাওয়া যায় না। মানুষকে এই পৃথিবীতে আল্লাহ্ তাঁর একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী সৃষ্টি করেছেন। তাকে একটি পরিকল্পিত জীবন ব্যবস্থা দিয়েছেন। প্রতিদিন তাকে কী করতে হবে তা বলে দিয়েছেন, রাতে কী করতে হবে, দিনে কী করতে হবে তা বলে দিয়েছেন। সর্বোপরি প্রতি মুহূর্তে কী করতে হবে তা বলে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র এই পরিকল্পনায় কোথাও যখনই মানুষ ব্যাঘাত ঘটিয়েছে তখনই সেখানে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। একটি মানুষের সকাল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত, দোলনা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কাজের পরিকল্পনা দিয়েছে ইসলাম। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, “তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম, রাত্রিকে করেছি আবরণ এবং দিবসকে করেছি জীবিকা আহরণের সময়।”[৩] অন্যত্র মহান আল্লাহ্ বলেছেন, “মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, তারা নয় যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়।”[৪] মানুষ যদি পরিকল্পিত ভাবে জীবন না কাঁটায় তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে, সে সমাজে উন্নতি লাভ করতে পারবে না। কারণ প্রতিটি মানুষের জীবনে সময়ের সীমাবদ্ধতা আছে। এই সীমাবদ্ধ সময়ে তাকে অনেক কাজ সম্পন্ন করতে হয়। তাই তাকে কাজগুলো সঠিক সময়, যথাযথভাবে করার জন্য একটি সুন্দর পরিকল্পনার দরকার। শুধু ব্যক্তিগত জীবনের জন্যই পরিকল্পনা নয় বরং পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের কাজ যথাসময় এবং যথাযথভাবে করার জন্য একটি পরিকল্পনা দরকার। এই পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করা প্রয়োজন। কারণ একাকি কিংবা একক সিদ্ধান্তে পরিকল্পনা নিলে এতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। একক সিদ্ধান্তে পরিকল্পনা নিলে তা সমাজ কিংবা গণমানুষের কল্যাণে আসার সম্ভাবনা কম থাকে।

[১] আল-কুরআন, ৮৮:১৭-২০ (أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ)

[২] আল-কুরআন, ৯৫:৪ (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ)

[৩] আল-কুরআন, ৭৮:৯-১১ (وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۝ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا)

[৪] আল-কুরআন, ১০৩:১-৩ (وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)

মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার পর জীবনে উন্নতি তথা সফল হওয়ার জন্য তাকে ভাল কাজ করতে হবে। এই ভাল কাজ আল্লাহ্‌র দেয়া নির্দেশনা অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়। মানুষ তার পরিকল্পনায় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সফলতার বিষয়কে নিয়ে আসবে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির বিষয় সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিবে, আর তা হলেই সে জীবনে সফল হতে পারবে। সমাজ, রাষ্ট্র যাতে উন্নতি লাভ করতে পারে তার জন্য চেষ্টা চালাতে হবে। সাথে সাথে পরস্পরকে ধৈর্যের নির্দেশ প্রদান করবে। কারণ সুপরিকল্পিত ভাবে কাজ করার জন্য সময়ের প্রয়োজন হয়। আর ধৈর্য ধারণ করে ভাল কাজ করলে আল্লাহ্ তা'আলা এর মধ্যে বরকত বা কল্যাণ প্রদান করেন। মহান আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, "হে মুমিনগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।"[১] তাড়াহুড়ো কিংবা অপরিকল্পিত ভাবে কাজ করা মূলত শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তাই এর মধ্যে কল্যাণের চেয়ে দীর্ঘ মেয়াদী অকল্যাণই হয়ে থাকে। আমাদের শুধু পরিকল্পনা করলেই হবে না পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ধৈর্য ধারণ করে সার্বিক চেষ্টা সাধনা করতে হবে।

২.৮.১ নিয়ত করা

হাদীস গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গ্রহনযোগ্য গ্রন্থ সহীহুল বুখারীর প্রথম হাদীস নিয়ত করা প্রসঙ্গে। আর নিয়ত করা পরিকল্পনার অংশ। কোন কাজের নিয়তের উপর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সফলতা নির্ভর করে। হুমায়দী (রহ:) ... আলকামা ইবনু ওয়াক্কাস আল-লায়সী (রহ:) থেকে বর্ণিত "উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-কে মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছিঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) -কে বলতে শুনেছিঃ প্রত্যেক কাজ নিয়তের সাথে সম্পর্কিত। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের অথবা নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে- সেই উদ্দেশ্যেই হবে তার হিজরতের প্রাপ্য।"[২] স্থিতিশীল উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছাতে হলে তার পরিকল্পনা বা কাজের নিয়ত করতে হবে, এর পর তা বাস্তবায়ন করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। যেমন- নামায পড়ার আগে

[১] আল-কুরআন, ২:১৫৩ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)

[২] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবু বাদয়িল ওহী, পরিচ্ছেদ: বাবু কাইফা কানা বাদউল ওহী ইলা রাসূলিল্লাহ (সা.) বৈরুত: মুয়াচ্ছাছাতুর রিসালাহ, ২০১৮ খ্রি. হাদীস নং ১ (عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ـ رضى الله عنه ـ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)

নামাযের নিয়ত করতে হবে, তা না হলে নামায আদায় হবে না। এটা নামাযের একটা ফরয বা আবশ্যকীয় বিষয়। ঠিকভাবে নিয়ত বা পরিকল্পনা করার পর নামাযের অন্যান্য কাজগুলো আদায় করলে নামায আদায় হবে। এমনিভাবে কেউ যদি জীবনে ডাক্তার হতে চায় তাকে সেই নিয়ত বা পরিল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে হবে, তা হলে সে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। পরিকল্পনার সাথে তার পরবর্তী ধাপগুলো যথাযথভাবে আদায় করতে হবে, তা হলে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে। তবে পরিকল্পনার পর আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাইতে হবে, কারণ তিনি জানেন কোনটি আমাদের জন্য কল্যাণকর আর কোনটি আমাদের জন্য অকল্যাণকর। এভাবে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে পারলে নিজের উন্নয়ন হবে, সমাজের উন্নয়ন হবে, দেশের উন্নয়ন হবে, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

২.৮.২ সময়-জ্ঞান ও সময়ের সৎ ব্যবহার

মানুষের জীবনে সময় অতীব মূল্যবান। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে নির্দিষ্ট সময় দিয়ে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে যে, "Time and tide wait for none" অর্থাৎ সময় এবং স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না। সময় একবার চলে গেলে তা কখনো আর ফিরে পাওয়া যায় না। আমাদের সময়জ্ঞান থাকা অতীব জরুরি। তাই সময়ের কাজ সময়ে করতে হবে, তা না হলে মানুষের জীবনে চরম ব্যর্থতা, দুঃখ, কষ্ট নেমে আসবে। আমাদের দেশে স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী কিংবা দীর্ঘ মেয়াদী অনেক পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু আমাদের এই পরিকল্পনার অনেকই আমরা সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করতে পারি না কারণ আমরা অনেক ক্ষেত্রেই সময়ের সৎ ব্যবহার করি না, সময় অপচয় করি। উন্নত বিশ্বের অনেকে সময়কে অর্থের সাথে তুলনা করে বলে থাকে, Time is money. তবে সময় (Time) অর্থের চেয়েও অনেক মূল্যবান। কারণ অনেক সময় টাকা দিয়েও সময়কে কিনা যায় না। শৈশব, কৈশোর, কিংবা যৌবনের সময় পার করলে আমরা তাকে বিলিয়ন ডলার দিয়েও কিনতে পারি না। তাই শৈশব, কৈশোর, কিংবা যৌবনের প্রতিটি সময় আমাদের কাজে লাগাতে হবে। তা হলেই আমরা উন্নতি লাভ করতে পারবো। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে সময়ের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, "সময়ের শপথ, নিশ্চয়ই মানুষ

ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত, তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনবে এবং ভাল কাজ করবে। যারা পরস্পর ভাল কাজের উপদেশ দিবে এবং ধৈর্যের উপদেশ দিবে।”[১]

২.৮.৩ অপচয় ও অপব্যয় রোধ করা

ইসলামে সম্পদের অপচয় কিংবা অপব্যয়ের কোন স্থান নেই। সম্পদের প্রকৃত মালিক মহান রব্বুল আলামীন। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন মানুষকে স্বল্প সময়ের জন্য যে সম্পদের মালিক করে দিয়েছেন এর মধ্যে অন্যের কিছু অধিকার নিশ্চিত করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, “তাদের সম্পদে অভাবগ্রস্থ ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।”[২] অপচয় ও অপব্যয়ের কারণে অন্যের অধিকার নষ্ট করা হয়, যা ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ। আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামতের দিন এই অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদান করবেন। অপচয় ও অপব্যয়ের কারণে সম্পদের ক্ষতি হয়, যা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে ব্যাপকভাবে ব্যাহত করে। অপচয় ও অপব্যয়ের কারণে আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রেই উন্নয়ন কাজ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তাই উন্নয়নের সকল পর্যায়েই খেয়াল রাখতে হবে যাতে কোন রকম সম্পদ ও সময়ের অপচয় না হয়। আল্লাহ্র নিকট প্রিয় বান্দাদের পরিচয় দিতে গিয়ে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, “এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপচয় করে না, কার্পণ্যও করে না; বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়।”[৩] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, “এবং আহার করবে ও পান করবে। কিন্তু অপব্যয় করবে না। তিনি অপব্যয়কারীকে পছন্দ করেন না।”[৪] অন্যত্র মহান আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন, “আর কিছুতেই অপব্যয় করবে না। যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।”[৫] শয়তানের অনুসারী যারা হবে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে শাস্তির সম্মুখিন হবে।

বাংলাদেশের উন্নয়নের পথ পরিক্রমায় অনেক অপচয় ও অপব্যয় হয়। এসব অপচয় ও অপব্যয় রোধ করা গেলে দেশ আরও অনেক বেশি উন্নত হতে পারত। এ প্রসঙ্গে কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যায়।

---

[১] আল-কুরআন, ১০৩:১-৩ (وَالْعَصْرِ ۚ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۚ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)

[২] আল-কুরআন, ৫১:১৯ (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)

[৩] আল-কুরআন, ২৫:৬৭ (وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا)

[৪] আল-কুরআন, ৭:৩১ (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)

[৫] আল-কুরআন, ১৭:২৬-২৭ (وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا)

যেমন-উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের নামে কর্মকর্তাদের অপ্রয়োজনে বিদেশ সফর, বার বার নগরীর সড়কের আইল্যান্ড ও ফুটপাত ভাঙা এবং তা পুনর্নির্মাণ করা, হাসপাতালগুলোর জন্য কয়েকগুণ বেশি দামে কম মূল্যের যন্ত্রপাতি ক্রয় করা এবং তা যথাযথ ভাবে ব্যবহার করতে না পারা। উন্নয়ন প্রকল্পগুলো সময় মতো সমাপ্ত করতে না পারার ফলে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া, প্রকল্পের অগ্রাধিকার নির্ণয়ে ভুল করা, প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে অযথা অর্থ ব্যয় করা, ব্রিজ নির্মাণ করে সংযোগ সড়ক নির্মাণ না করার ফলে ব্রিজগুলো অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকা, হাসপাতাল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত জনবলের ব্যবস্থা না করা, দুর্নীতি এবং নির্মাণ কাজের মানে ঘাটতি ইত্যাদি আমাদের অর্থনীতির ক্ষেত্রে অপচয় ও অপব্যয়ের কিছু দৃষ্টান্ত মাত্র।[১] সাহায্য-সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে দাতা ও তাদের নেতৃত্বে পরিচালিত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো প্রায়শই দান বা ঋণগ্রাহক দেশের অভ্যন্তরীণ অপচয়, সম্পদের অদক্ষ ব্যবহার, সিস্টেম লস ইত্যাদির ব্যাপারে প্রশ্ন তোলে। এগুলো যে একেবারে ভিত্তিহীন ও অমূলক, তা নয়। বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নকামী দেশে সীমাহীন দুর্নীতি, সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার ও মাত্রাতিরিক্ত সিস্টেম লসের কারণে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প থেকে কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা যায় না। এই সব কিছু মিলিয়ে যা হয়, তা এক কথায় সম্পদের অপচয়।[২] বাংলাদেশের মতো সীমিত সম্পদের দেশে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অপচয়-দুর্নীতি ও ব্যয় বাহুল্যের কোনো সুযোগ থাকা মোটেই সমীচীন নয়। অথচ দুর্ভাগ্যবশত আমরা আমাদের দেশে বিপরীত চিত্র দেখেই অভ্যস্ত। এ দেশে খুবই প্রচলিত একটা কথা- "সরকারি মাল, দরিয়া মে ঢাল"। এই প্রবাদ বাক্যটি এমনি এমনি তৈরি হয়নি। দীর্ঘদিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই এ ধরনের প্রবচণের সৃষ্টি। এর নমুনা দেখতে আমাদের খুব পেছনে যেতে হয় না। বর্তমান সময়ও সরকারি মাল দরিয়ায় ঢালার বহু দৃষ্টান্ত খুঁজে পেতে বেগ পেতে হবে না। আর বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, শুধু অর্থ খরচের চিন্তা থেকে প্রকল্প না নিয়ে, বরং অপচয় রোধ করে সঠিক প্রকল্প বাস্তবায়নে করা দরকার। এ কথা খুবই সত্যি যে, উন্নয়ন প্রকল্পে যথাযথভাবে অর্থের ব্যবহার না হওয়া ও অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে আমাদের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের চিত্র মোটেও

[১] ড. মাহবুব উল্লাহ্, "অপচয় ও অপব্যয়ের অর্থনীতির অবসান কেন নয়?" *দৈনিক যুগান্তর,* ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০, পৃ. ৪

[২] মোফাজ্জল করিম, "অপব্যয়-অপচয়ের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন দরকার", *দৈনিক কালের কণ্ঠ,* ২৪ জুন, ২০১৮, Retrieved on July 29, 2018, from https://www.jugantor.com/todays-paper/sub-editorial/280372

সুখকর নয়।[১] ইসলামের আইন অনুসরণ করে পরিকল্পনার মধ্যে অপচয় বন্ধের সকল কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং যারা অপচয় ও অপব্যয়ের মধ্যে লিপ্ত তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। আর তা হলেই আমরা যে টেকসই উন্নয়নের কথা ভাবছি তা সহজ ও সম্ভব হবে।

২.৮.৪ ইসলামে পরিকল্পনা প্রণয়নে আল্লাহ্‌র উপর দৃঢ় আস্থা ও তার সাহায্য কামনা করা

মহান সৃষ্টি জগতে যা কিছু সংগঠিত হয় তার সব কিছুই মহান রব্বুল আলামিনের নির্দেশেই হয়ে থাকে। তাঁর নির্দেশ ছাড়া কোন কিছুই সংগঠিত হয় না। তিনি হলেন মহান পরিকল্পনাকারী। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, "এবং তারা পরিকল্পনা করে, আল্লাহ্‌ও পরিকল্পনা করেন, আল্লাহ্ হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ পরিকল্পনাকারী।"[২] যার কারণে তার সৃষ্টির মধ্যে সামান্য কোন ত্রুটি পাওয়া যায় না। তার পরিকল্পনা ও নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনা করতে পারলে আমরা আমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনে সফল হতে পারবো। মহান আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা অনুযায়ী পৃথিবীবাসী পরিকল্পনা করতে চাইলে আল-কুরআন ও আল-হাদীসের আলোকে পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও তার সাহায্য কামনা করতে হবে এবং কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে সর্বাত্বক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তাহলেই সেই পরিকল্পনা মানুষের জন্য কল্যাণ নিয়ে আসবে, উন্নতি ও অগ্রগতি নিশ্চিত করবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি উহা সংঘটিত করার পূর্বেই উহা লিপিবদ্ধ থাকে; আল্লাহ্‌র পক্ষে ইহা খুবই সহজ।"[৩] অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশতা এবং বলে, তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদিগকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার জন্য আনন্দিত হও।"[৪] মহান আল্লাহ্‌র প্রতি যারা আস্থা বা বিশ্বাস রেখে কাজ করবে আল্লাহ্ তাদের বিজয়, সফলতা কিংবা উন্নতি দান করবেনই। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিতও

---

[১] সম্পাদকীয়, "সরকারি অর্থের অপচয় রোধে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ", *দৈনিক ভোরের কাগজ,* ৬ আগস্ট, ২০১৬, Retrieved on July 30, 2018 from https://www.bhorerkagoj.com/printedition-/2016/08-/06/100970.php

[২] আল-কুরআন, ৩:৫৪ (وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّـهُ ۖ وَاللَّـهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ)

[৩] আল-কুরআন, ৫৭:২২ (مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ)

[৪] আল-কুরআন, ৪১:৩০ (إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّـهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ)

হয়ো না, তোমরা বিজয়ী হবেই যদি তোমরা মুমিন হও।”[১] মূলকথা হলো মুসলিমদের জীবনে সফলতা ও উন্নয়নের জন্য আল্লাহ্র উপর দৃঢ় আস্থা প্রয়োজন। আল্লাহ্র উপর আস্থা রেখে, সময়ের যথাযথ ব্যবহার করে, সঠিকভাবে কাজ করা যায় তা হলে আমাদের সকল পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হবে। আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারব।

২.৮.৫ মানব কল্যাণ ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি

আধুনিক পরিকল্পনায় সাধারণত দুনিয়াবী কল্যাণ কিংবা সাফল্যের কথা চিন্তা করে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা জাতির স্বার্থ রক্ষার জন্য, ক্ষমতাকে আরো শক্তিশালী করার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। সেখানে পারলৌকিক সফলতার কথা অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে মানুষকে শোষণ করে কিংবা শক্তি প্রদর্শন করে অর্থনৈতিক ও পার্থিব সফলতার কথা চিন্তা করা হয়। কিন্তু ইসলামী পরিকল্পনায় দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতার কথা চিন্তা করা হয়। মানব কল্যাণ ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এ দু'য়ের কথা বিবেচনা করেই পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে তার কাছে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের জন্য দোয়া করতে শিখিয়েছেন, এর দ্বারা আমরা বুঝতে পারি ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের জন্য পরিকল্পনা ও কাজ করতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, “হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদিগকে অগ্নির শাস্তি হতে রক্ষা কর।”[২] তাই আমাদের পরিকল্পনায় দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতার সাথে সাথে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কথা বিবেচনায় রেখেই পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

২.৮.৬ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পরামর্শ গ্রহণ

কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পরামর্শ গ্রহণ করা অতীব জরুরি। পরামর্শ ছাড়া পরিকল্পনা গ্রহণ করলে সে পরিকল্পনা অনেক ক্ষেত্রেই যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। ইসলাম পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পরামর্শ গ্রহণের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। পরামর্শ গ্রহন সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন, “এবং কাজে-কর্মে তাদের সহিত পরামর্শ কর, অতঃপর তুমি কোন

---

[১] আল-কুরআন, ৩:১৩৯ (وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ)

[২] আল-কুরআন, ২:২০১ (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)

সংকল্প করলে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করবে; যারা নির্ভর করে আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন।”[১] অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন, “যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে কর্ম সম্পাদন করে এবং তাদেরকে আমি যে রিযিক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে।”[২] অন্যত্র আল্লাহ্ পরামর্শ গ্রহণের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, “যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং এর মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহন করে। তাদেরকে আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তারাই বোধশক্তি সম্পন্ন।”[৩] সূরা বাকারার ২৩৩ নং আয়াতে মহান আল্লাহ্ সন্তানের দুগ্ধ পান বন্ধের ব্যাপারে পরামর্শের কথা উল্লেখ করেছেন। মহানবী (সা.) সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার দিকনির্দেশনায় পরিচালিত হতেন, তারপরও তিনি কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করলে তাঁর সাহাবীদের সাথে পরামর্শ গ্রহণের ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেছেন। পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শকে প্রাধান্য দিতে হবে। যার প্রমান আমরা মহানবী (সা.)-এর জীবনে দেখতে পাই। খন্দকে যুদ্ধের আগে যুদ্ধের পরিকল্পনা নিয়ে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। তখন হযরত সালমান ফারসির পরামর্শে মদীনার চতুর্দিকে খন্দক খননের সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলেন।[৪] কারণ তখনকার সময়ে পারস্যে যুদ্ধের সময় শত্রুর আক্রমন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এ ধরনের খন্দক খনন করা হতো। হযরত সালমান ফারসির পরামর্শে খন্দক খনন করে এ যুদ্ধে স্বল্প রক্তপাতের মাধ্যমে, খুব সহজে মুসলমানরা জয় লাভ করেছিল। আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, “যখন তোমাদের নেতারা হবেন ভাল মানুষ, ধনীরা হবেন দানশীল এবং তোমাদের কার্যক্রম চলবে পরামর্শের ভিত্তিতে তখন মাটির উপরের ভাগ নীচের ভাগ থেকে উত্তম হবে।”[৫] এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দুনিয়ায় আমাদের পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করা উচিত। আর পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করলে এই পৃথিবীতে শান্তি ও কল্যাণ আসবে। পরামর্শের ভিত্তিতে

---

[১] আল-কুরআন, ৩:১৫৯ (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ)

[২] আল-কুরআন, ৪২:৩৮ (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ)

[৩] আল-কুরআন, ৩৯:১৮ (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّـهُ ۖ وَأُولَـٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ)

[৪] Safiur- Rahman Mubarakpuri, *“When The Moon Split (A Biography Prophet Mumahmmad (Sm.)”* Riyadh, Houston, Lahor: Darussalam, 1415 A.H, p. 184

[৫] ইমাম তিরমিজি, *জামে’ আত-তিরমিযী,* অধ্যায়: কিতাবুল ফিতান আন রাসূলিল্লাহ (সা.), বৈরুত: মুয়াচ্ছাছাতুর রিসালাহ, ২০১১ খ্রি., হাদীস নং ২২৬৬ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ خِيَارَكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ وَأُمُورُكُمْ شُورَى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ بَطْنِهَا)

কাজ করলে মানুষের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। আর সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারলে মানুষের সফলতা স্বল্প সময়ের মধ্যে হয়। মোট কথা পরামর্শের ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করলে তার মধ্যে মহান আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত থাকে।

উপরের আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে, ইসলামের দৃষ্টিতে পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করতে হয়, যেমন-নিয়ত করা, আল্লাহ্‌ উপর আস্থা রাখা, আল্লাহ্‌র সাহায্য চাওয়া, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যথাযথভাবে কাজ করা, ধৈর্য ধারণা করা, সময়ের যথাযথ ব্যবহার করা, অপচয় ও অপব্যয় না করা, মানব কল্যাণে কাজ করা, পারলৌকিক সফলতার কথা চিন্তা করা, হতাশ না হওয়া, অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা। নিম্নে ইসলামে পরিকল্পনা গ্রহণের বিষয় গুলো একটি চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো।

(সারণী-১০)

ইসলামে পরিকল্পনা গ্রহণের মডেল

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামে উন্নয়নের ধারণা

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামে উন্নয়নের ধারণা

৩.১ ইসলাম ও উন্নয়ন

ইসলাম মানুষের কল্যাণের ধর্ম। ইসলাম মানুষের উন্নতি ও অগ্রগতির সব দিকনির্দেশনা প্রদান করে। ইসলামী বিধি-বিধানের সাথে বৈপরীত্য নয় এমন সকল পার্থিব উন্নয়নকে ইসলাম সমর্থন করে। তবে ইসলাম মানুষের শুধু ইহলৌকিক কল্যাণের বা উন্নয়নের জন্য উৎসাহিত করে না বরং এর সাথে পারলৌকিক উন্নয়নের জন্য কাজ করার ব্যাপারে দিক নির্দেশনা প্রদান করে। তাই ইসলাম মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। সঠিকভাবে মানব সম্পদের উন্নয়ন করতে পারলে, পার্থিব উন্নয়ন স্বাভাবিকভাবেই হবে। সুশিক্ষিত, আদর্শবান মানব সম্পদ গড়তে পারলে তারা তাদের শ্রম, মেধা, গবেষণা দ্বারা মানুষের কল্যাণকর বিভিন্ন কিছু আবিষ্কারের মাধ্যমে পার্থিব উন্নয়ন সাধন করবে। কিন্তু শিক্ষার সাথে নৈতিকতা না থাকলে সেই শিক্ষা মানুষের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশি করে থাকে। তাই ইসলাম উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষার সাথে সাথে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় সাধনের ব্যাপারে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আমরা যে টেকসই উন্নয়নের কথা চিন্তা করছি ইসলাম সে টেকসই উন্নয়নের জন্যই তাকিদ দিয়েছে, তবে প্রক্রিয়ার মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। নিম্নে প্রথমে সাধারণ উন্নয়নের ধারণা এবং পরে ইসলামে উন্নয়নের ধারণা নিয়ে আলোকপাত করা হলো।

৩.২ উন্নয়নের ধারণা

উন্নয়ন একটি ব্যাপক ধারণা যা একটি সমাজকে বর্তমান অবস্থান থেকে অধিকতর কাম্য অবস্থানের উদ্দেশ্যে পরিচালিত করে এবং এই কাম্য লক্ষ্যটি নির্ধারিত হয় ঐ সমাজের জনগণের ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা লব্ধ হতে।[১] ব্যক্তি পর্যায় থেকে শুরু করে জাতিসংঘসহ দেশী বিদেশী অনেক সংস্থা উন্নয়ন নিয়ে কাজ করছে। উন্নয়ন বিষয়টি একটি আপেক্ষিক বিষয়। তাই একে সঠিক ভাবে সংজ্ঞায়িত করা অনেকটা কঠিন ব্যাপার। তবুও বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। উন্নয়নের ইংরেজী শব্দ Development. Cambrige Dictionary তে উন্নয়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা

---

[১] মাহবুবুর রহমান, *"বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিপ্রেক্ষিতে আমলাতন্ত্র: একটি পর্যালোচনা"*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা-৬৮, অক্টোবর ২০০০ খ্রি., পৃ. ৫৫

হয়েছে, “The process in which someone or something grows or changes and becomes more advanced.”[১] Oxford Learner’s Dictionary তে Development বা উন্নয়নের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, “The gradual growth of something so that it becomes more advanced, stronger, etc.”[২] অন্যত্র উন্নয়নের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, “A dynamic process which involves change plus growth” অর্থাৎ এটা একটি গতিশীল প্রক্রিয়া যা প্রবৃদ্ধিযুক্ত পরিবর্তন বুঝায়।[৩]

অর্থনীতিবীদরা উন্নয়ন বলতে মূলত অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। আবার সমাজ বিজ্ঞানীরা সামাজিক উন্নয়নকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। মনোবিজ্ঞানীরা উন্নয়নের সংজ্ঞায় সাধারণত মানুষের মনোজগতের উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রযুক্তিবিদ ও বিজ্ঞানীরা উন্নয়ন বলতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারের কথা বুঝাতে চেয়েছেন। নৃবিজ্ঞানীরা উন্নয়নের সংজ্ঞায় সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ফলে কেউ উন্নয়নের সর্বজনীন ও গ্রহণীয় সংজ্ঞা দিতে পারেনি। পঞ্চাশ ও ষাটের দশক থেকে জাতীয় আয় বৃদ্ধি বা জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের অব্যাহত প্রক্রিয়াকে উন্নয়ন হিসাবে গ্রহণ করা হয়।[৪] উন্নয়ন প্রসঙ্গে G.M.Meier বলেন, “Economic development is a process whereby an economy's real national income increases over a long period of time”.[৫] অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি দেশের দীর্ঘকাল ব্যাপী প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।

উন্নয়নের সংজ্ঞায় K.C. Alexander, বলেন, “Development is fundamentally a process of change that involves the whole society–its economic, socio-cultural, political and

---

[১] *Cambrige Dictionary*, Cambridge University Press, 2019, Retrived on February 04, 2019, from https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/development

[২] *Oxford Learner’s Dictionaries*, Oxford University Press, 2019, Retrived on February 04, 2019, from https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/american_english/-development

[৩] নুরুল ইসলাম মানিক (সম্পাদিত), *দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম,* মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, উন্নয়ন: ইসলামী প্রেক্ষিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ০৯

[৪] ড. মো: নুরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়ন: নীতি ও পরিকল্পনা,* ঢাকা: তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৮ খ্রি., পৃ. ৫

[৫] Meier, G.M,*“Leading Issues in Development Economics”,* New York: Oxford University Press, 1964, p. 2

physical structures, as well as the values system and way of life of the people."[১] অর্থাৎ উন্নয়ন হলো একটি মৌলিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া যা সমগ্র সমাজকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি একটি সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং ভৌত অবকাঠামো, পাশাপাশি সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধ ব্যবস্থা ও জীবন ধারণ পদ্ধতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধিত হয়। মূলত উন্নয়ন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি দেশের মানুষ তাদের জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন (যেমন: অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান) মেটানোর সাথে সাথে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মানও বাড়াতে পারেন। ব্যক্তি জীবনের এই পরিবর্তনের পাশাপাশি দেশের অবকাঠামোরও (যেমন: রাস্তা-ঘাট, বিদ্যুতের সরবারহ, টেলিযোগাযোগ, ইত্যাদি) উন্নয়ন ঘটে।[২]

জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচিতে উন্নয়নের সংজ্ঞায় Nadine Abou El-Gheit বলেন, "We should aim for development of the people, by the people and for the people."[৩] অর্থাৎ আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত জনগণের উন্নয়ন, জনগণের দ্বারা উন্নয়ন এবং জনগণের জন্য উন্নয়ন। মোট কথা, কোন সমাজ বা দেশের নাগরিকদের জীবনের সাথে সম্পর্কিত সামগ্রিক বিষয়ের উন্নতি সাধন।

উন্নয়নের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে অর্থনীতিবিদরা ১৯৪০-এর দশক থেকে কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব হয়নি। উন্নয়নকে খুব সহজে ব্যাখ্যা করা কঠিন। এর মূল কারণ দু'টি। ১। উন্নয়ন খুব জটিল একটি প্রক্রিয়ার সমন্বয়। ২। প্রতিনিয়ত মানুষের সামনে আসা চ্যালেঞ্জগুলো পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। খুব সহজে বললে, উন্নয়নকে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে উচ্চ আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কারণ উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় একটি দেশ মাথাপিছু আয়ের নিম্ন ধাপ থেকে উচ্চ ধাপে প্রবেশ করে। শুধু মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করা অমূলক। তবে মাথাপিছু আয় একটি বিকল্প হতে পারে;

---

[১] K.C. Alexander, "Dimensions and Indicators of Development", Hyderbad, India: *Journal of Rural Development,* Vol-12, No.3, 1993, p. 257

[২] রিজওয়ানুল ইসলাম, *উন্নয়নের অর্থনীতি,* ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২য় মুদ্রণ, ২০১৪ খ্রি, পৃ. ২

[৩] Nadine Abou El-Gheit, *Development of, by, and for the people*, Our Perspectives, United Nations Development Program (UNDP), August 01, 2014, Retrived on February 02 from https://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2014-/8/1/development-of-by-and-for-the-people/

কারণ তা দেশের জনসংখ্যার প্রতি সম্পদের পরিমাণ নির্দেশ করে এবং পাশাপাশি অর্থনৈতিক সক্ষমতার দিকটি তুলে ধরে। বিশ্বব্যাংক হিসেবে নিম্ন আয়ের দেশ (মাথাপিছু জিএনআই ১,০৩৫ ডলারের কম), নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ (মাথাপিছু জিএনআই ১,০৩৬ থেকে ৪,০৪৫ ডলার), উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ (মাথাপিছু জিএনআই ৪,০৪৬ থেকে ১২,৫৩৫ ডলার), উচ্চ আয়ের দেশ (মাথাপিছু জিএনআই ১২,৫৩৬ ডলারের বেশি)।[১] এই হিসেবে আমাদের অবস্থান নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে, কারণ আমাদের দেশের মাথা পিছু আয় ২০১৮-১৯ অর্থবছর শেষে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৯০৯ ডলারে।[২] মনে রাখা প্রয়োজন, উন্নয়নের মাপকাঠিতে দেশগুলোর অবস্থান নির্ণয়ে জাতিসংঘ কিংবা আইএমএফের আলাদা বিভাজন রয়েছে। জাতিসংঘ দেশগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করে; স্বল্পোন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত।[৩]

উন্নত দেশ বলতে সে সকল সার্বভৌম দেশকে বোঝায়, যারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উচ্চতর প্রযুক্তিগত অবকাঠামোর সর্বোচ্চ স্তর বা নির্দিষ্ট সীমারেখায় অবস্থানসহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহ থেকে অনেকাংশেই এগিয়ে রয়েছে। অথবা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে ও এই উন্নয়ন দীর্ঘ মেয়াদে অব্যাহত আছে এমন দেশকে বলে উন্নত দেশ। এই অর্থে একটি দেশের অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নকে উন্নয়নের মানদণ্ডের সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান উন্নত দেশের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন, “A developed country is one that allows all its citizens to enjoy a free and healthy life in a safe environment”[৪]. (অর্থাৎ উন্নত দেশ বলতে, যে সকল দেশ তার নাগরিকদের মুক্ত ও নিরাপদে রক্ষণাবেক্ষণ বা নিরাপত্তাসহ

---

[১] *The World Bank, Data,* World Bank Country and Lending Groups, Country Classification, Retrieved on February, 08, 2021, from https://datahelpdesk.worldbank-.org/knowledgebase-/articles/906519

[২] নিজস্ব প্রতিবেদক, “২০২০ সালে অর্থনীতিতে ১০ আশা”, অর্থনৈতিক সংবাদ, *দৈনিক প্রথম আলো,* ০১ জানুয়ারি, ২০২০, Rtrieved on February 08, 2021 from https://www.prothomalo.com/-economy/article-/1632123

[৩] মোস্তফা মোরশেদ, “উন্নয়ন চিন্তা এবং মধ্যম আয়ের ফাঁদ”, *দৈনিক সমকাল,* সম্পাদকীয় ও মন্তব্য, ০৮ এপ্রিল, ২০১৮, Retrived on March 22, 2019 from https://samakal.com/todays-printedition-/tp-editorial-comments/article/18041517

[৪] United Nations, Meeting Coverage and Press Realeases, *Secretary General, in Address to UN Trade and Development Conference, Focuses on Need to Spread Benefits of Global Economy to All,* February 11, 2000, Retrieved on July 13, 2020 from www.un.org/press/en/-2000/20000211

উপযুক্ত পরিবেশ, স্বাস্থ্যকর জীবন প্রদানে সক্ষম তাকে বোঝায়)।[১] সে ক্ষেত্রে একটি দেশের উন্নয়নের মানদণ্ডের সূচক কিন্তু অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের বাইরেও বিস্তৃত। অর্থাৎ একটি দেশের উন্নয়নের মান নির্ভর করে, দেশটির অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের পাশাপাশি সেই দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানের উপরও। দেশটির নাগরিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, বাক্‌স্বাধীনতা, ধর্ম ও লিঙ্গ নিরপেক্ষতা, পরিবেশের বিশুদ্ধতার নিশ্চয়তার ওপর। এ ছাড়া কোনো দেশের মুদ্রামানের স্থিতিশীলতা, শিল্প খাতের পাশাপাশি সেবা খাত ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদ উন্নত দেশের অন্যতম মাপকাঠি।[২]

বর্তমান সময়ের উন্নত দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হলেও অনেক মূল্যবান জিনিস তারা হারাতে বসেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি হারাতে বসেছে তা হলো পারিবারিক ব্যবস্থা। কারও কারও কাছে যার মূল্য সহস্র কোটি টাকার চেয়েও বেশি। মূলত অর্থনৈতিক মরিমণ্ডলে এর পরিমাপ করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রেই পিতামাতার স্নেহ ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে বড় হচ্ছে শিশুরা। যার কারণে পিতামাতার প্রতি দায়িত্ববোধও এদের মধ্যে জন্মায় না। জীবনের শেষ বয়স অনেকেরই কাটে বৃদ্ধাশ্রমে কিংবা অসহায়, একাকীত্বে। যা পিতামাতার জন্যও বিরাট দুঃখ ও কষ্টের ব্যাপার। তখন এদের অনেকের কাছে অর্থ-সম্পদ, উন্নতি সবই মিথ্যে মনে হয়। ধর্মীয় শিক্ষা, মানবিক মূল্যবোধ, দায়িত্ববোধের উন্নয়ন না করতে পারলে আমাদের টেকসই উন্নয়ন ও শান্তি আমরা কখনই নিশ্চিত করতে পারবো না।

৩.৩ উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য

উন্নয়ন ধারণাটি কতগুলো বিষয় অনুধাবনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়, এগুলো হলো উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, উন্নত আবাসন, উন্নত পুষ্টি, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, উন্নত পরিবহন, সম্পদের পর্যাপ্ততা অন্যতম। এছাড়াও অধিক উন্নত ও কম উন্নত দেশের মধ্যে যে সব বাস্তবিক পার্থক্য দেখা যায়, সেগুলো বিশ্লেষণ করে উন্নয়ন ধারণাটি বুঝা যায়। সাধারণত: অধিক উন্নত ও কম উন্নত দেশের মধ্যে যে সব বিষয়ে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তা হলো জনগণের মাথাপিছু আয়, শহর ও গ্রামে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর অনুপাত, শিক্ষার হার, প্রজনন ও মৃত্যুশীলতার অনুপাত ইত্যাদি। উন্নয়নের এসব

[১] খুরশীদ শাম্মী, “অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নই উন্নয়ন নয়”, *দৈনিক প্রথম আলো,* ০৮ এপ্রিল, ২০১৮, Retrieved on April 12, 2019, from https://www.prothomalo.com/durporobash-/article/1466211

[২] *প্রাগুক্ত*

অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও কিছু সমাজতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য যেমন, শ্রমবিভাজন, সামাজিক ভিন্নতা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গির আধুনিকতা, ইত্যাদি এবং রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে গতিশীলতা ও অংশগ্রহণ অন্যতম। মূলত এই সকল বিষয়কেই উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। উন্নয়ন সম্পর্কিত উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে উন্নয়নের যে সব প্রধান বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে তা হলো:

১। মানব সভ্যতার শুরু থেকেই উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলে আসলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এর গতি ত্বরান্বিত করা হয়। ২। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উন্নয়নের সমর্থক হিসাবে দেখা হয়। প্রাথমিক ধারণায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমাজের সার্বিক উন্নয়নের সমান নয়। কেননা সার্বিক উন্নয়নের আওতায় শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নই পড়ে না, সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক উন্নয়নও এর আওতায় পড়ে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমাজের সার্বিক উন্নয়নের একটা অংশ বা দিক মাত্র। অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলো একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে একটি দেশের প্রকৃত মাথা পিছু আয় দীর্ঘ সময় ব্যাপী বৃদ্ধি পায়। ৩। উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয় আয় বৃদ্ধি। জিডিপি'র বৃদ্ধি উন্নয়নের শেষ কথা নয়। উন্নয়নের জন্য স্রেফ একটি উপায় মাত্র। ৪। উন্নয়নের লক্ষ্য শুধুমাত্র আয় বৃদ্ধি করা নয়, জনগণের বেছে নেবার অধিকার গুলোকে বিস্তৃত করা। ৫। উন্নয়ন শুধুমাত্র অর্থনীতির সাথে নয়, উন্নয়নের সম্পর্ক থাকতে হবে পুরো সমাজের সাথে এবং জনগণকে নিয়ে আসতে হবে উন্নয়নের মঞ্চের কেন্দ্র বিন্দুতে। ৬। উন্নয়ন হলো সমাজ কাঠামো, জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরির্তনের মৌলিক প্রক্রিয়া। ৭। উন্নয়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করণ, আয়ের বৈষম্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সর্বোপরি দারিদ্র্য দূরীকরণে প্রাধান্য দেয়া। ৮। উন্নয়ন হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনুকূলে বস্তুগত লভ্যতা বাড়িয়ে তাদের জীবনে উৎকর্ষ সাধন নিশ্চিতকরণ। ৯। সমাজ তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নয়ন হলো সমাজ ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া যাকে আধুনিকতার সমার্থক হিসেবে গণ্য করা হয়। ১০। সামাজিক পরিবর্তনবাদীদের মতবাদ অনুযায়ী উন্নয়ন হলো সমাজের এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে উত্তরণ। ১১। উন্নয়ন আধুনিকতার আদর্শ অর্জনের স্বরূপ। যা উৎপাদন বৃদ্ধি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতা, আধুনিক জ্ঞান, উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি এবং যুক্তি সমন্বিত ব্যবস্থার নীতিকে বুঝায় যা সমাজ ব্যবস্থার অনাকাংখিত অবস্থা দূর করে। ১২। মানবীয় সমস্যা ও প্রয়োজন নিরসন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির শক্তি-সামর্থ অর্জন বা সক্ষমতা লাভের সাথে উন্নয়ন ধারণা জড়িত। ১৩। ব্যক্তিগত, দলগত ও জাতীয়ভাবে মানবীয় জীবনকে সুখ-সমৃদ্ধকরণ উন্নয়নের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। ১৪। মানুষ এবং তার সমাজ উন্নয়ন ধারণায় মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। ১৫। জন

সাধারণের সক্ষমতার বিকাশই হলো উন্নয়ন। ১৬। উন্নয়ন একটি সমাজকে বর্তমান অবস্থান থেকে অধিকতর কাম্য অবস্থানে নিয়ে যায়। ১৭। উন্নয়নের লক্ষ্যটি নির্ধারিত হয় সংশ্লিষ্ট সমাজের জনগণের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, আদর্শ, মূল্যবোধ ও তাদের প্রত্যাশা দ্বারা। ১৮। সময়কে পিছনে ফেলে মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সভ্যতার পানে এগিয়ে চলাই হচ্ছে উন্নয়নের ইতিহাস। ১৯। উন্নয়নের সাথে শিক্ষা, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, সক্ষমতা, মর্যাদা, নিরাপত্তা, আইনের শাসন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কিত। ২০। উন্নয়ন হচ্ছে মানুষের স্বাধীনতার ক্ষেত্র বৃদ্ধি করণ। জনগণ তার নিজের চাওয়া-পাওয়া কতটুকু মিটাতে পারছে সে প্রশ্নটি উন্নয়নের সাথে সবচেয়ে বেশি জড়িত। ২১। উন্নয়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো জনগণ উন্নয়ন বলতে আর্থিক উন্নয়ন নয় অবস্থার উন্নয়নকে মনে করে। ২২। উন্নয়নের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ থাকতে হবে।[১]

৩.৪ টেকসই উন্নয়ন

বর্তমান সময় উন্নয়ন বলতে মূলত টেকসই বা স্থায়িত্বশীল উন্নয়নকে বুঝানো হয়। এই উন্নয়ন ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন প্রসঙ্গে The Brandtland Report (World Commission on Environment and Development, 1987) এ বলা হয়, "Sustainable Development is Development that meets, the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs."[২] অর্থাৎ স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন একটি উন্নয়ন, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদাকে অক্ষুণ্ন রেখে বর্তমান প্রজন্মের প্রয়োজনকে পূরণ করে।

বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সাংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন।[৩] পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ব্যক্তি ও সমাজকে

---

[১] ড. মো: নুরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়ন: নীতি ও পরিকল্পনা,* ঢাকা: তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৮ খ্রি., পৃ. ১৪

[২] United Nations, *Report of the World Commission on Environment and Development,* Brundtland Report, Brundtland Commission, New York: Oxford University Press, 1987

[৩] *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান,* দ্বিতীয় ভাগ, অনুচ্ছেদ ১৫, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অক্টোবর ২০১১

পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় অবতীর্ণ হতে হবে এবং পরিবেশের যত্ন নিতে হবে। কেননা জনগনের কার্যক্রমে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে।[১]

৩.৫ টেকসই উন্নয়নের শর্তাবলী

বর্তমান উন্নয়ন বলতে জাতিসংঘ কর্তৃক টেকসই উন্নয়নের যে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা বা শর্ত প্রদান করা হয়েছে তাকেই উন্নয়নের শর্ত কিংবা লক্ষ্য মাত্রা ধরা হয়। যা আমাদের দেশসহ জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত সকল দেশে অনুসরণ করা হয়। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals) এর মেয়াদ ধরা হয়েছে ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত।[২]

১। দারিদ্র্য দূরীকরণ (No Proverty) ২। ক্ষুধা মুক্তি (Zero Hunger) ৩। সুস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন (Good Health and Welbeing) ৪। মানসম্মত শিক্ষা (Quality Education) ৫। লিঙ্গ সমতা (Gender Equality) ৬। সুপেয় পানি ও পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা (Clean Water and Sanitation) ৭। সাশ্রয়ী ও দূষণ মুক্ত জ্বালানি (Afordable and Clean Energey) ৮। যথোচিত কর্ম ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Decent Work and Ecoomic Growth) ৯। শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো (Industry, Innovation and Infrastructure) ১০। বৈষম্য হ্রাস (Reduced Inequalities) ১১। টেকসই নগর ও সমাজ (Sustainable Cities and Communites) ১২। দায়িত্বশীল ভোগ ও উন্নয়ন (Responsible Consumption and Production) ১৩। জলবায়ু কার্যক্রম (Climate Action) ১৪। জলজ জীবন (Life Below Water) ১৫। স্থল জীবন (Life on Land) ১৬। শান্তি, ন্যায় বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান করা (Peace, Justice and Strong Institutions) ১৭। লক্ষ্য পূরণে অংশিদারিত্ব (Partnerships for the Goals)[৩]

বাংলাদেশ মিলিনিয়াম ডেভলপমেন্ট গোল (এমডিজি) ব্যাপক সাফল্য দেখিয়েছে, যার সময়কাল ছিল ২০১৫ সাল পর্যন্ত। এমডিজি থেকে এসডিজির পরিসর অনেক বড়। সবাই মিলে কাজ করলে এসডিজি অর্জনও সম্ভব হবে। তবে এই বিশাল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সর্বস্তরের জনগণ অর্থাৎ

---

[১] ড. মো: নুরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়ন: নীতি ও পরিকল্পনা,* ঢাকা: তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৮ খ্রি., পৃ. ২৫

[২] মোঃ রায়হানুল ইকবাল ইভান, "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও বাংলাদেশ", *Dhaka Tribun বাংলা,* June 02, 2019, Retrieved on July 18, 2019, from https://bangla.dhakatribune.com/-preview/11372

[৩] United Nations, *The 17 Goals,* Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development, Retrieved on May 15, 2020, from https://sdgs.un.org/goals

রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সমন্বিত ভাবে কাজ করতে হবে। এসডিজিতে সর্বমোট ১৭টি লক্ষ্য ও ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট টার্গেট রয়েছে। এসডিজি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের প্রায় ৯০ লাখ মানুষের মতামত নেয়া হয়েছে।[১] এসডিজিতে জনগণ শুধু উপকারভোগী নয় বরং জনগণ এখন দেশের অংশীদার, সুতরাং যে কোন কল্যাণমুখী কাজে তাদের সম্পৃক্ত করতে হবে।

৩.৬ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের কিছু সুপারিশ

ফেব্রুয়ারি ০৯, ২০১৬, প্রথম আলো ও স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের আয়োজনে "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও বাংলাদেশ: আমাদের করণীয়" এক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে দেশের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করে এবং তাদের আলোচনা থেকে এসডিজি বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals) বাস্তবায়নের জন্য কিছু সুপারিশ পাওয়া যায়। যথা: ১। তরুণ-তরুণীদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, কারণ তাদের বিরাট একটি অংশ প্রতি বছরই বেকার থেকে যাচ্ছে। ২। তথ্য-উপাত্ত সঠিক না হলে কোন সিদ্ধান্ত ফলপ্রসূ হয় না তাই তথ্য-উপাত্ত সরবারহকারী প্রতিষ্ঠানের আরো দক্ষতা বাড়াতে হবে। ৩। তরুণ-তরুণীদের কারিগরী শিক্ষায় আরো বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। ৪। তরুণ-তরুণীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ ও অন্যান্য অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ৫। এসডিজি ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে সমন্বয় করে এগোতে হবে।[২] সুপারিশগুলো এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে যুবসমাজের বিরাট একটি অংশ আজ অনেক অনৈতিক কাজের সাথে জড়িত হচ্ছে, যা উন্নয়ন ও সামাজিক শৃংখলায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে অশান্তি নিয়ে আসছে। তাই এই যুব সমাজকে সোনার মানুষ হিসাবে তৈরি করার জন্য ধর্মীয় শিক্ষায় ও আদর্শে আদর্শবান করতে হবে। মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ দেশ হিসাবে আমাদের এই মুসলিম যুবসমাজকে ইসলামী নীতি নৈতিকতা শিক্ষা প্রদান করতে হবে। তা হলেই এই যুবকরা পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য আবদান রাখতে পারবে। আমরা টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারবো, সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূর্ণ হবে।

[১] আব্দুল কাইয়ুম, "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও বাংলাদেশ: আমদের করণীয়", *দৈনিক প্রথম আলো,* ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬, পৃ. ১৫

[২] আব্দুল কাইয়ুম, *প্রাগুক্ত*

৩.৭ উন্নয়নের প্রকারভেদ

বিভিন্ন অবস্থার ভিত্তিতে উন্নয়ন বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। তাই অবস্থার ভিত্তিতে উন্নয়নকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন:

১। ব্যক্তি কেন্দ্রিক উন্নয়ন অর্থাৎ ব্যক্তির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক ও আত্মিক উন্নয়ন এর মধ্যে সম্পৃক্ত করা যায়। ২। সামাজিক উন্নয়ন অর্থাৎ সমাজের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, পারস্পরিক সহযোগিতা, দায়িত্ববোধ, সুশৃঙ্খলা এর মধ্যে ধরা যায়। ৩। সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন যা ব্যক্তিগত, সামাজিক উন্নয়নের সমষ্টির সাথে সাথে প্রশাসনিক, বিচার ব্যবস্থা, অবকাঠামো, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে অর্ন্তভুক্ত করে। ইসলাম সকল কল্যাণকর উন্নয়নকে গুরুত্ব প্রদান করে। কারণ একটি উন্নয়নের সাথে অন্য একটি উন্নয়ন পারস্পরিক অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বর্তমানে উন্নয়নের সাথে মানবিক দিকটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। কারণ মানবিক উন্নয়নের ধারণা মানুষের সৃষ্টিশীলতা ও বিকাশকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়।[১] উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে: ১। স্থায়িত্বশীল বা টেকসই উন্নয়ন ২। মানব সম্পদ উন্নয়ন বা মানবিক উন্নয়ন।[২]

৩.৮ ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নয়ন

ইসলাম উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানবিক উন্নয়নের উপর বেশি গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি কেন্দ্রিক উন্নয়ন থেকে এর যাত্রা শুরু হয়। কারণ ব্যক্তির উন্নয়নের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। নিম্নে ইসলামে উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হলো:

৩.৮.১ ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তি কেন্দ্রিক উন্নয়ন

ব্যক্তি কেন্দ্রিক উন্নয়নের মধ্যে সুস্বাস্থ্য একটি অন্যতম উপাদান। ছোট বেলা থেকেই একটি শিশু যাতে সুন্দর ও সুস্থ ভাবে গড়ে উঠতে পারে সে ব্যাপারে ইসলাম বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। সন্তানকে মায়ের দুগ্ধপান করিয়ে ছোটবেলা থেকেই সুস্থ ভাবে বড় হওয়ার প্রতি ইসলাম তাগিদ দিয়েছে। ছোটবেলা থেকে ভালবাসা, স্নেহ, মায়া-মমতা দিয়ে সন্তানকে গড়তে হবে। তাহলে বড় হয়ে এই সন্তান অন্যের প্রতি স্নেহ, মমতা ও ভালবাসা দেখাবে।

---

[১] এজাজুল হক চৌধুরী, *মানবিক উন্নয়ন,* ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা, ১৯৯৯ খ্রি., পৃ. ১০

[২] ড. মো: নুরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়ন: নীতি ও পরিকল্পনা,* ঢাকা: তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৮ খ্রি., পৃ. ১৫

ব্যক্তি কেন্দ্রিক উন্নয়ন কিংবা সফলতার আর একটি বড় দিক হলো সুশিক্ষিত হওয়া। পারিবারিক শিক্ষার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। মানব জাতির মুক্তি ও সফলতার সংবিধান পবিত্র কুরআনের প্রথম নির্দেশ ছিল, "পড় তোমার রবের নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক থেকে। পড়, আর তোমার রব মহামহিম। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানতো না।"[১]

ইসলাম অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে সবসময়ই উৎসাহিত করেছে, তবে তা অবশ্যই হতে হবে সৎভাবে। অসৎ উপার্জনকে ইসলাম কখনই সমর্থন করে না। বরং অসৎ উপার্জনকে অবৈধ বা হারাম করেছে। কারণ এর মাধ্যমে পারিবারিক, সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। তাই ইসলাম অবৈধভাবে উপার্জনের জন্য ইহকালে ও পরকালে শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। উপার্জনের সর্বোত্তম উপায় হিসাবে ইসলাম ব্যবসা বাণিজ্যকে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং আর সুদকে হারাম করেছেন।"[২] তাছাড়া ব্যবসার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, "সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন নবী, ছিদ্দীক ও শহীদগণের সঙ্গে থাকবে।"[৩] তিনি আরো বলেন, "সবচেয়ে পবিত্র উপার্জন হলো, যা মানুষের নিজ হাতের কাজ এবং সদুপায়ে ব্যবসার মাধ্যমে করা হয়।"[৪] মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ্র ভয় ও স্মরণ ছাড়া মানুষ সঠিকভাবে তার ব্যক্তিকেন্দ্রিক উন্নয়নে সফল হতে পারবে না। এর জন্য দরকার আত্মিক উন্নয়ন। ইসলাম আত্মিক উন্নয়নের ব্যাপারে ব্যাপক গুরুত্ব প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ্র কাছে সেই ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশি সম্মানিত যিনি আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসরণ করে, মেনে চলে এবং তাকে সব সময় স্মরণ করে। মহান আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে অধিক মর্যাদাবান যে ব্যক্তি অধিক তাকওয়াবান। আল্লাহ্ সকল বিষয়ের জ্ঞান রাখেন।"[৫] তাকওয়া বা আল্লাহ্র ব্যাপারে নিজেকে সচেতন করে তোলা, আল্লাহ্র কথা স্মরণে রেখে সকল প্রকার অন্যায় থেকে

---

[১] আল-কুরআন, ৯৬:১-৫ (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)

[২] আল-কুরআন, ২:২৭৫ (وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)

[৩] ইমাম তিরমিযী, *জামে' আত-তিরমিযী,* অধ্যায়: কিতাবুল বুয়ু আন রাসূলিল্লাহ (সা.), পরিচ্ছেদ: বাবু মা-জাআ ফিত-তুজ্জারি ওয়া তাসমিয়াতেন-নাবীয়্যি (সা.) ইয়্যাহুম, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ১২০৯ (التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ)

[৪] ওয়ালীউদ্দিন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ আল খতীব আত তাবরিযী (রহ:),, *মিশকাতুল মাসাবীহ,* অধ্যায়: কিতাবুল বুয়ু, পরিচ্ছেদ: বাবুল-কাসবি ওয়া তলাবিল হালাল, বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামি, ১৯৭৯ খ্রি., হাদীস নং ২৭৮৩ (عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَىُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِه وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ)

[৫] আল-কুরআন, ৪৯:১৩ (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْقَاكُمْ ۝ إِنَّ اللَّـهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)

নিজেকে বাচিয়ে রাখা। ব্যক্তি চরিত্রের সর্বোত্তম গুণ তাকওয়া। আর আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদার মাপকাঠি হলো তাকওয়া। এ গুণের মাধ্যমে মহান রব্বুল আলামীনের নিকট প্রিয় বান্দা হিসেবে তাঁর নৈকট্য লাভ করা যায়। তাই ব্যক্তি চরিত্র উন্নয়নে তাকওয়ার প্রয়োজনীতা অপরিসীম।

মূলত উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হলো ব্যক্তি কেন্দ্রিক উন্নয়ন। ব্যক্তির উন্নয়ন সাধন করতে পারলে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, প্রশাসনিক সকল পর্যায়ে এর প্রভাব পরে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) উন্নয়নের জন্য প্রথমে ব্যক্তি কেন্দ্রিক উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন এবং এর মাধ্যমেই গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রকে এক সময় পরিবর্তন করতে পেরেছিলে।

ব্যক্তি কেন্দ্রিক উন্নয়নের চিত্র (সারণী-১১)

৩.৮.২ ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবারিক উন্নয়ন

পারিবারিক প্রথার প্রচলন ইসলামই প্রদান করেছেন। পৃথিবীর প্রথম মানব ও মানবী হযরত আদম (আ.)-কে ও হযরত হাওয়া (আ.) সৃষ্টির মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ পারিবারিক ব্যবস্থার প্রচলন করে দিয়েছেন। তাদের দু'জনের মাধ্যমে সারা বিশ্বের সকল মানুষকে মহান আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা থেকে স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি তাদের দু'জন থেকে বহু নর-নারী

ছড়িয়েছেন; এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর যার নামে তোমরা এক অপরের কাছে যাচনা কর এবং সতর্ক থাক জাতি বন্ধন সম্পর্কে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।”[১] অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন, “হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ এবং এক নারী থেকে। তার পর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে সেই ব্যক্তি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।”[২] স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র বন্ধনের মাধ্যমে পারিবারিক জীবনের শুভ সুত্রপাত হয়। এখান থেকে আল্লাহ্‌র অসীম কৃপায় আগমন হয় সন্তান-সন্ততির। মানব সন্তান এই পৃথিবীতে অসহায় ভাবে আগমন করে, তাকে সঠিকভাবে পরিচর্যার মাধ্যমে সুস্থতার সাথে বড় করে তুলতে হয়। মহান আল্লাহ্ বলেন, “এবং মানুষকে দূর্বলভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে।”[৩] মানব শিশু বেড়ে ওঠা, সুশিক্ষিত, উন্নত মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পরিবারের অবদান অপরিসীম। ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবারিক উন্নয়ন বিষয় পরবর্তী একটি অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করা হবে।

৩.৮.৩ ইসলামের দৃষ্টিতে সামাজিক উন্নয়ন

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বসবাস করতে হলে সকলের সাহায্য, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও ভালবাসা প্রয়োজন। সমাজে কেউ একাকী বসবাস করতে পারে না। সমাজের সুখ-সমৃদ্ধি যেভাবে মানুষকে ভালোর দিকে প্রভাবিত করে; ঠিক সমাজের অশান্তি মানুষকে খারাপের দিকে ধাবিত করে। সামাজিক অশান্তি থাকলে মানুষ ব্যক্তিগত জীবনেও শান্তিতে থাকতে পারে না। মহানবী (সা.) তৎকালিন মক্কার সমাজে বিশৃংখলা দেখে ছোট বেলা থেকেই কষ্ট অনুভব করেছিলেন। তারপর তিনি সামাজিক অশান্তি দূর করে উন্নয়নকে বেগবান করার জন্য আরবের তরুণদেরকে নিয়ে “হিলফুল ফুজুল” (حلف الفضول) বা শান্তি সংঘ বা কল্যাণের শপথ করেছিলেন। এটি যিলকদ মাসে প্রতিষ্ঠিত

---

[১] আল-কুরআন, ৪:১ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)

[২] আল-কুরআন, ৪৯:১৩ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّـهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)

[৩] আল-কুরআন, ৪:২৮ (وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا)

হয়েছিল।[১] এই সংগঠনের কাজ ছিল পীড়িতদের সাহায্য দান, দুঃস্থদের আশ্রয় দান, অসহায়দের সহায়তা করা। সংগঠনটি প্রতিষ্ঠার ফলে তৎকালিন সমাজ অনেক সামাজিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পায়। আবদুর রহমান ইবনু আউফ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, "ছোটবেলায় আমি আমার চাচাদের সাথে 'হিলফুল মুতাইয়াবীন' এ অংশগ্রহণ করেছিলাম। অনেক লাল উট দিলেও আমি সে চুক্তি লজ্ঘন করবো না।"[২] আরবে শান্তি বজায় রাখার জন্য তিনি একটি শান্তিসংঘ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে সমমনা নি:স্বার্থ কিছু উৎসাহী যুবক ও পিতৃব্য জুবাইরকে নিয়ে তিনি এ শান্তিসংঘ গঠন করেন। এ সংঘের চারজন বিশিষ্ট সদস্য ফজল, ফাজেল, ফুজায়েল ও মোফাজ্জেলের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছিল 'হিলফুল ফুজুল'। এ সংঘের কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ: (১) দেশে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা, (২) বিদেশী পর্যটক, বণিকদের জান ও মালের নিরাপত্তা বিধান করা, (৩) গরীব দুঃখী, দুর্বল, অসহায় ও এতিমদের সাহায্য করা, (৪) শক্তিশালীদেরকে দূর্বলের অত্যাচার থেকে রক্ষা করা, (৫) বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করা।[৩] এ শান্তিসংঘ প্রায় ৫০ বছর ধরে স্থায়ী হয়েছিল। এভাবে মুহাম্মাদ (সা.) মানুষের কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত হিলফুল ফুজুলই বিশ্ব ইতিহাসে সর্বপ্রথম কল্যাণী সেবা সংঘের মর্যাদা লাভ করে।

এভাবে মুহাম্মাদ (সা.) নবুয়ত প্রাপ্তির আগেই শান্তি ও টেকসই উন্নয়নের অগ্রদূত হিসেবে পৃথিবীর বুকে আত্মপ্রকাশ করেন। জাহেলি যুগে আরব সমাজের অন্যায়, অবিচার প্রতিরোধ করার জন্য হিলফুল ফুজুল গঠিত হলেও মহানবী (সা.)-এর নেতৃত্বে গঠিত এ সংগঠনটির শিক্ষা সর্ব কালের, সর্ব সমাজের যুবকদের জন্য একটি আদর্শ শিক্ষা ও পথ নির্দেশক হয়ে রয়েছে। বর্তমান যুগে জাহেলি যুগের মতো কলুষিত সমাজ পরিলক্ষিত না হলেও পৃথিবীর সব দেশে, সব সমাজেই এখনো বহু অন্যায়, অবিচার ও বৈষম্য রয়ে গেছে। এখনো সমাজে বহু মানুষ নিপীড়িত, নির্যাতিত ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। সমাজে হত্যা, নারী নির্যাতন, সুদ, ঘুষ প্রভৃতি অসামাজিক কাজ কম-বেশি প্রচলিত

[১] ড. মাওলানা ইমতিয়াজ আহমদ (অনুবাদ), মুহসিন ফারানি, হাফেয মুহাম্মাদ ইবরাহিম তাহির কিলানি, মাওলানা তানভির আহমদ, হাফেয আবদুল্লাহ নাসির মাদানি, হাফিয ইকবাল সিদ্দিক, *সীরাত বিশ্ব কোষ,* ঢাকা: মাকতাবাতুল আযহার, খ. ২, ২০১৯ খ্রি., পৃ. ২৭৭

[২] ইবরাহীম আলি, *সীরাতুন নবী,* বিশুদ্ধ হাদীসের ভিত্তিতে নবী-জীবনের গ্রন্থনা, জিয়াউর রহমান মুন্সি, বাংলা বাজার, ঢাকা: মাকতাবাতুল বায়ান, ১ম খন্ড, ২০১৭ খ্রি., পৃ. ৮৭, ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ,* বাব ১, হাদীস নং ১৯০ (شهدتُ حلفَ المُطَيَّبين وأنا غلامٌ معَ عمومتي ، فما أحبُّ أنَّ لي حُمْرَ النَّعَمِ وأني أَنكُثُه)

[৩] প্রফেসর ড: এ. বি. এম. সিদ্দিকুর রহমান, *বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর জীবনী,* বাংলা বাজার, ঢাকা: মীনা বুক হাউস, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ৭৭

রয়েছে। হিলফুল ফুজুলের মতো সংগঠিত হয়ে যুব সমাজ আজও সমাজের সব অন্যায় প্রতিরোধ করে শান্তি ও উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৩.৮.৪ ইসলামের দৃষ্টিতে মানব সম্পদ উন্নয়ন

ইসলাম মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। কারণ উন্নয়নের মূল কেন্দ্রবিন্দু মানুষ। মানুষ না থাকলে এই পৃথিবীর উন্নয়ন মূল্যহীন, আর মানুষ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা না করলে কোন প্রাণীকে আল্লাহ্ এত বুদ্ধি, মেধা ও যোগ্যতা প্রদান করেনি যারা এই উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। তাইতো আহাব্রাম লিংকনের দেয়া গণতন্ত্রের সংজ্ঞার সাথে সঙ্গতি রেখে বলা যায় যে, মানুষের উন্নয়ন, মানুষের জন্য উন্নয়ন এবং মানুষের দ্বারা উন্নয়ন। মহান আল্লাহ্ এই পৃথিবীতে মানুষকে সবচেয়ে বেশি সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসংগে তিনি বলেন, "আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে।"[১] মানুষকে আল্লাহ্ সুন্দর গঠনে সৃষ্টি করেছেন তার পর তাদেরকে বিশেষ মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছেন। মহান আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন, "আমি আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি, এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"[২] মানুষকে মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নবী ও রাসূলদেরকে দিক নির্দেশনাকারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। মহান আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন, "এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য আছে পথ প্রদর্শক।"[৩] জীবন পরিচালনার পাথেয় বা গাইড লাইন হিসেবে মহান আল্লাহ্র বাণী বা কিতাব দিয়েছেন। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর উম্মতের গাইড লাইন হিসেবে পবিত্র কুরআন প্রদান করেছেন। মহান আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন, "ইহা সেই কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য ইহা পথ-নির্দেশ।"[৪] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "রামাযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।"[৫] পবিত্র কুরআন এমনই একটি কিতাব যা নিজে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে এর মধ্যে কোন সন্দেহ

[১] আল-কুরআন, ৯৫:৪ (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ)

[২] আল-কুরআন, ১৭:৭০ (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا)

[৩] আল-কুরআন, ৯৫:৪ (وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ)

[৪] আল-কুরআন, ২:২ (ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ)

[৫] আল-কুরআন, ২:১৮৫ (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ)

নেই, ভুল নেই। আজ পর্যন্ত এর মধ্যে কোন সামান্যতম ভুল কিংবা অসঙ্গতি মানুষ পায়নি। এই কিতাব ভাল, মন্দ, সত্য ও অসত্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে সত্যের পথে মানুষকে পরিচালিত করে। তাই মানুষের সকল উন্নয়ন ও সফলতার জন্য আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের কাছেই যেতে হবে। পবিত্র কুরআন মানুষের উন্নয়নের যে গাইড লাইন দিবে তা দ্বারাই প্রকৃত পক্ষে মানুষের উন্নয়ন সম্ভব হবে। মানুষ কুরআনের গাইড লাইন ভুলে গিয়ে মানব রচিত গাইড লাইন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করলে আল্লাহ্ তাদেরকে করুণ পরিণতির দিকে ধাবিত করেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, "অতঃপর আমি তাকে হীনগ্রস্তদের হীনতম পরিণত করি।"[১] অর্থাৎ মানুষ আল্লাহ্র নির্দেশ না মানার কারণে তাদের কর্মদোষে অবনতির নিম্নস্তরে পৌঁছায়।

মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় যেমন- শিক্ষা, নারী অধিকার, মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করণ, সময়ের যথাযথ ব্যবহার, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, পরিশ্রমসহ সব কিছুরই দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে ইসলাম। একজন মানুষকে মানব সম্পদ হিসেবে গড়ার জন্য শৈশব থেকে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত কী করতে হবে তার দিক নির্দেশনা ইসলাম প্রদান করেছে। এ ব্যাপারে আমরা ইসলামে মানব সম্পদ উন্নয়নে পরিকল্পনা অধ্যায়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করবো।

৩.৮.৫ ইসলামে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক নির্দেশনা

ইসলাম অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক নির্দেশনাই প্রদান করে না বরং টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক নির্দেশনা প্রদান করে। ইসলাম মানুষের প্রকৃতিগত স্বার্থপরতাকে পরার্থপরতার ছাঁচে ঢেলে এবং দুনিয়ার সাথে দ্বীনকে মিশিয়ে অর্থনৈতিক সমস্যার এমন একটি সুন্দর সমাধান পেশ করেছে, যা দ্বীন দ্বারা দুনিয়া এবং দুনিয়া দ্বারা দ্বীনের কার্যাদি অতি চমৎকারভাবে সম্পন্ন করে। এটা এমন একটি সরল এবং সহজ পথ যা সাধারণ-অসাধারণ, সকলের জন্যই উপযোগী এবং সর্বাবস্থায় মংগল জনক।[২] ইসলামী অর্থব্যবস্থায় পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় জীবনের উন্নয়ন তথা সফলতা নিয়েই কাজ করে বা দিক নির্দেশনা প্রদান করে। মহান আল্লাহ্ তাঁর কাছে দোয়া করার শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদিগকে

[১] আল-কুরআন, ৯৫:৫ (ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ)

[২] ডক্টর মুহাম্মাদইউসূফ উদ্দীন (অনুদিত), মুহাম্মাদআবদুল মতীন জালালাবাদী, *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১ম খ. ৩য় সংস্করণ, ২০০৩ খ্রি. পৃ., ১৪৩

অগ্নির শাস্তি হতে রক্ষা কর।”[১] এই আয়াত থেকে আমরা যে দিক নির্দেশনা পাই তা হলো আমরা দুনিয়ার কল্যাণের ও উন্নয়নের জন্য কাজ করবো, সাথে সাথে পারলৌকিক জীবনের মুক্তি, শান্তি ও কল্যাণের জন্য কাজ করবো। কিয়ামতে জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাইতে হবে, দুনিয়াতে তাঁর দেখানো পথে উন্নয়ন কার্য পরিচালনা করতে হবে। তিনি যে সব কাজ থেকে দূরে থাকতে বলেছেন, যা পরিহার করে চলতে বলেছেন, তা অনুসরণ করতে হবে। পবিত্র কুরআনে অন্যত্র বলা হয়েছে, “আর তোমাকে আল্লাহ্ যা দিয়েছেন, তা দিয়ে আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান করো এবং তোমরা দুনিয়ার অংশকে ভুলে যেও না এবং তুমি অনুগ্রহ করো যেমন আল্লাহ্ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করতে যেও না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ফাসাদ সৃষ্টিকারীকে ভালোবাসেন না।”[২] এ আয়াতে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, মহান আল্লাহ্‌র দেখানো পথেই আমাদের সকল উন্নয়ন কর্ম পরিচালনা করতে হবে এবং এ সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য হবে পারলৌকিক জীবনের মহা সফলতা। দুনিয়ায় অর্থ উপার্জন কিংবা উন্নয়ন করতে গিয়ে কোন রকম বিশৃঙ্খলা করা যাবে না। কারণ কোন বিশৃঙ্খলাই সমাজের জন্য কাম্য নয়। যে কোন বিশৃঙ্খলা দীর্ঘস্থায়ী শান্তি, কল্যাণ কিংবা উন্নতির পথে অন্তরায়। পবিত্র কুরআনে অন্যত্র আল্লাহ্ বলেছেন, “আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তাদেরকে দান করো।”[৩] সম্পদ মূলত আল্লাহ্ই প্রদান করেন, সুতরাং আল্লাহ্ আমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে অন্যদেরকে দান করা উচিত, বিশেষ করে যারা অসহায়, দরিদ্র তাদেরকে প্রদান করা উচিত। কারণ ধনীদের সম্পত্তিতে গরীবের অধিকার রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, “তাদের সম্পত্তিতে অভাবগ্রস্থ ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।”[৪] তাই ধনী, সম্পদশালীদের উচিত গরীব, অসহায়, দুঃস্থ মানুষদের সাহায্য করা। কারণ সম্পদের মূল মালিক মহান আল্লাহ্। তিনি নিজ অনুগ্রহে সম্পদ প্রদান করে থাকেন। মহান আল্লাহ বলেন, “আমার কাছে রয়েছে সব জিনিসের ভান্ডার। আমি নির্দিষ্ট পরিমাণেই তা অবতীর্ণ করি।”[৫] আল্লাহ্ তা‘আলা অর্থের গতিশীলতা রক্ষা করতে, সামাজিক বৈষম্য দূর করতে, স্থিতিশীল উন্নয়ন

---

[১] আল-কুরআন, ২:২০১ (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)

[২] আল-কুরআন, ২৮:৭৭ (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)

[৩] আল-কুরআন, ২৪:৩৩ (وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّـهِ الَّذِي آتَاكُمْ)

[৪] আল-কুরআন, ৫১:১৯ (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)

[৫] আল-কুরআন, ১৫:২১ (وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ)

নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই যেন সম্পদ আবর্তন না করে।"[১] তাই যাদের উপর যাকাত ফরয হয় তাদের যথাযথ ভাবে তা আদায় করা দরকার। অন্যান্য দানের ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন যাতে গরীবদের হাতেও অর্থ পৌছায় এবং তারা এর দ্বারা জীবন-যাপন করতে পারে, তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটিয়ে তাদের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে।

শিল্পায়নের মূল লক্ষ্য হলো ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন সাধন করা। তাই ব্যবসা বাণিজ্যের দিক নির্দেশনা প্রদান করে মহান আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহ্ ব্যবসা-বাণিজ্যকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।"[২] ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নতি হয় আর সুদের মাধ্যমে ব্যক্তি কেন্দ্রিক স্বার্থ সিদ্ধি হয়, ধনী আরও ধনী হয় আর গরীব আরো গরীব হয়, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড গতিশীলতা হারায়। ঠিক তেমনি যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে দরিদ্রতা দূরীভুত হয়, ধনী-গরীবের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমে আসে। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন গতিশীলতা পায়। তাই ইসলাম যাকাত ব্যবস্থাকে ধনী তথা সম্পদশালীদের উপর বাধ্যতা মূলক করেছে।
পরিশ্রমকে সৌভাগ্যের প্রসূতি বলা হয়। ইসলামের নির্দেশ হলো- মানুষ আয় রোজগার কিংবা অর্থনৈতিক উন্নতিতে তার সামর্থ অনুযায়ী পরিশ্রম বা চেষ্টা করবে, তবে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা ও আস্থা রাখতে হবে, কারণ তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয়ই আসমান ও জমিনের সৃষ্টি, রাত-দিনের পরিবর্তন, সাগরে ভাসমান জাহাজ—যা মানুষের জন্য উপকারী, আল্লাহ্ আসমান থেকে যে বৃষ্টি বর্ষণ করেন—যার মাধ্যমে মৃত জমিন সজীব করেন এবং সেখানে সব ধরনের প্রাণীর আবির্ভাব ঘটান, বাতাস ও আসমান-জমিনের মধ্যে সুনিয়ন্ত্রিত মেঘমালার সঞ্চালনে বিবেকবান মানুষের জন্য রয়েছে নিদর্শন।"[৩] মানুষ উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় তার শ্রম নিয়োজিত করতে পারে। আর একমাত্র আল্লাহ্ই মানুষের এ প্রচেষ্টাকে সফল ও উৎপাদনকে কবুল করার ক্ষমতা রাখেন। মানুষ কেবল কোন বীজকে মাটিতে পুঁতে রাখতে পারে এ উদ্দেশ্যে যে তা থেকে গাছ বা ফসল উৎপন্ন হবে। আর সেই বীজ থেকে অঙ্কুর এবং তারপর কোন গাছ বা ফসল

---

[১] আল-কুরআন, ৩৬:৭ (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ)

[২] আল-কুরআন, ২:২৭৫ (أَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)

[৩] আল-কুরআন, ২:১৬৪ (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّـهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ)

বের করার কাজটি মানুষের আয়ত্তে নয়। এর দায়িত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র। পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে, "তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমার হাতে সৃষ্ট বস্তুসমুহের মধ্যে তাদের জন্য সৃষ্টি করেছি চতুষ্পদ জন্তুগুলো এবং তারা এগুলোর অধিকারী?"[১] এ আয়াত থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, সম্পদ যে ধরনেরই হোক না কেন তার প্রকৃত মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্‌। আর তিনি অনুগ্রহ করে এ সম্পদ মানুষকে দিয়েছেন তা ব্যবহার করা এবং তা আল্লাহ্‌র নিয়ম অনুযায়ী ভোগ করার জন্য। তাই মানুষ আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী তাঁর দেয়া সম্পদ ব্যবহার করেছে কিনা তার জন্য জবাবদিহি করার অধিকার রাখেন। অতএব, সম্পদের উপর মানুষের অধিকার আছে শুধু তা ব্যবহারের। তবে সম্পদের উপর তার অধিকার একক বা সীমাহীন নয়। সম্পদকে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত খাত এবং নিয়মে ব্যবহার করতে হবে। যেখানে সম্পদ ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেখানে তা ব্যবহার করা যাবে না।

ইসলাম ব্যক্তি সম্পত্তির মালিকানা সমর্থন করলেও সম্পদের উপর মানুষের একচ্ছত্র ও শর্তহীন মালিকানাকে অস্বীকার করেছে। যাকাত ব্যবস্থা, সুদ মুক্ত ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যবসায় সততা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করণ, শ্রমের প্রতি উৎসাহ প্রদান, শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা যথা সময় পরিশোধ করার মাধ্যমে ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা উপহার দিয়ে টেকসই উন্নয়ন ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে। এই বিষয় আরও বিস্তারিত ইসলামে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

৩.৮.৬ ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উন্নয়ন

ইসলাম রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালনার দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। মহান নবী (সা.) হিজরত করে মক্কা থেকে মদীনায় যাওয়ার পরে তিনি যখন আধুনিক রাষ্ট্র কাঠামোর আলোকে মদীনা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন তখন সেখানে আল্লাহ্‌র দেয়া বিধি-বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সাজানোর প্রয়াস পেলেন। আধুনিক রাষ্ট্রের মত বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে সুশৃঙ্খল ভাবে একটি রাষ্ট্র পরচালনার চেষ্টা করলেন। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রের মধ্যে অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা বন্ধ করার জন্য কঠোর নির্দেশনা প্রদান করলেন। যাকাত ব্যবস্থা কায়েম করে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণ মুক্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থা উপহার দিলেন। মহান আল্লাহ্‌ বলেন, "আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তাঁরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দিবে

---

[১] আল-কুরআন, ৩৬:৭১ (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ)

ও অসৎকার্যে নিষেধ করবে, আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে।”[১] এই আয়াতে রাষ্ট্রের উন্নয়নে কি ধরনের কার্যক্রম নিতে হবে তার একটি দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এখানে মূলত চারটি বিষয়কে উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো-১। নামায কায়েম করা ২। যাকাত প্রদান করা ৩। ভাল কাজের নির্দেশ প্রদান করা ৪। খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা।

রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের ভিত্তি (সারণী-১২)

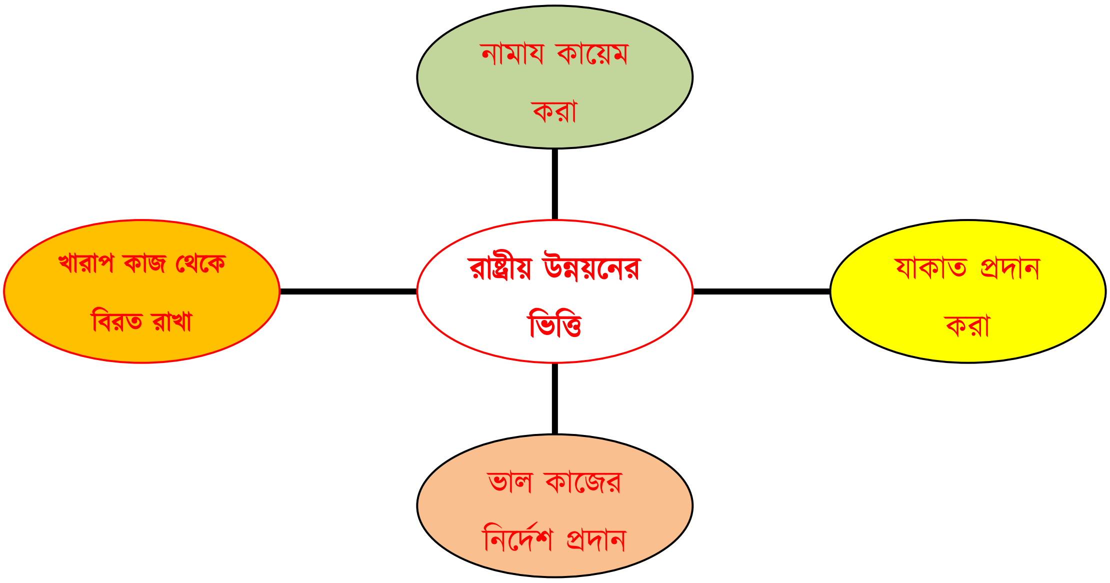

১। সালাত বা নামায কায়েমের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে স্রষ্টার সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়, মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে বিরাট ভূমিকা পালন করে। মহান আল্লাহ্‌ এ প্রসঙ্গে বলেন, “নিশ্চয়ই সালাত মানুষকে অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।”[২] তাই সমাজে সালাত বা নামায প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজ থেকে অন্যায়, অবিচার, অনিয়ম, সুদ, ঘুষ, মদ্যপান, নারী ও শিশু নির্যাতন অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

২। যাকাত ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় ভাবে কায়েমের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীভূত হয়, সমাজ থেকে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ধনবৈষম্য কমিয়ে আনা সম্ভবপর হয়, অর্থনীতির চাকা আরও গতিশীল হয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ, উন্নয়নকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে যাকাত ব্যবস্থার বিকল্প নেই। তাই তো

---

[১] আল-কুরআন, ২২:৪১ (الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّـهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ)

[২] আল-কুরআন, ২৯:৪৫ (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ)

মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে সালাতের সাথে সাথে যাকাত আদায়ের ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেছেন। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেন, "তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও।"[১]

৩। মানুষকে ভাল পথে থাকার জন্য দাওয়াত দিতে হবে, নির্দেশ প্রদান করতে হবে। ভাল পথ বলতে আল্লাহ্র দেয়া পথে অর্থাৎ মানুষকে সৎ থাকতে হবে, সত্য কথা বলতে হবে, হালাল উপার্জন করতে হবে, পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা করতে হবে, অসহায় ও দরিদ্র মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা করতে হবে, প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক গড়তে হবে, রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলতে হবে, ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে হবে। এ সব কিছু নিশ্চিত করতে পারলে উন্নয়ন নিশ্চিত করা যাবে।

৪। মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে। রাষ্ট্রের মধ্যে অনেক খারাপ কাজ সংঘটিত হয় যা উন্নয়ন কাজকে বাধাগ্রস্ত করে। যেমন-সুদ, ঘুষ, মারা-মারি, হানা-হানি, রক্তপাত, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, ধর্ষণ, নারী ও শিশু নির্যাতন, অপচয়, অপব্যয়, অশ্লীলতা, মদ, জুয়াসহ বিভিন্ন রকমের খারাপ কাজ। যা আমাদের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ সর্বোপরি রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত ও উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। তাই সমাজ থেকে এ সব কাজ বন্ধ করার ব্যাপারে পরিকল্পনা করে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে। আর এসব কিছুর জন্য প্রয়োজন ন্যায়পরায়ণ সরকার যার আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ থাকবে সততা ও সত্যবাদীতায় পরিপূর্ণ। যারা মহান আল্লাহ্র নির্দেশ মেনে রাষ্ট্রের সকল আইন-কানুন পরিচালনা করবে। আর তা হলেই আমরা একটি উন্নত ও শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র পাবো। ইসলামের দৃষ্টিতে একটি উন্নত রাষ্ট্রের চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো:

---

[১] আল-কুরআন, ২:৪৩ (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)

ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নত রাষ্ট্রের চিত্র (সারণী-১৩)

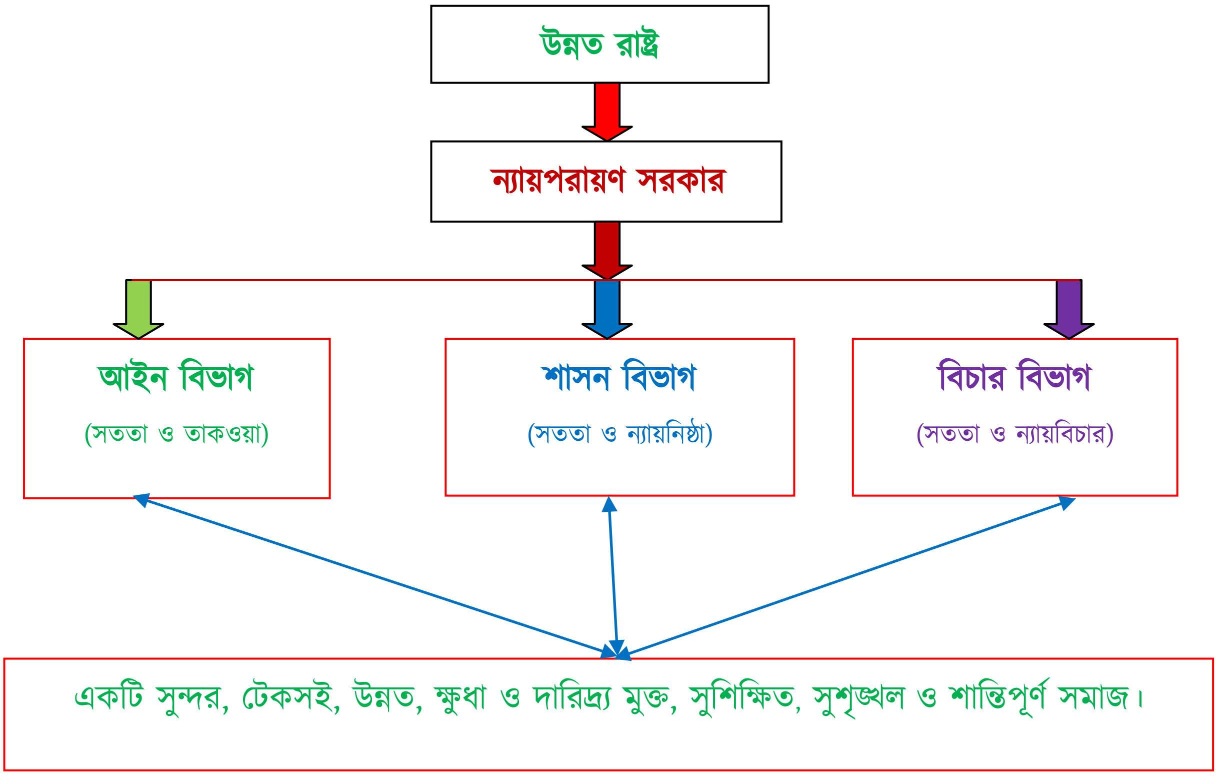

৩.৮.৭ উন্নয়নের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা

টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে সামাজিক নিরাপত্তা অত্যন্ত জরুরি। সামাজিক নিরাপত্তা না থাকলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায় না। মানুষ নিজেকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করতে চায় না। সামাজিক নিরাপত্তা হচ্ছে সমাজের অসুবিধায় থাকা বিপদগ্রস্তদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গৃহীত প্রতিরক্ষামূলক কার্যক্রম। International Labour Organization সামাজিক নিরাপত্তার সংজ্ঞায় বলেছে- "Social security is the protection that a society provides to individuals and households to ensure access to health care and to guarantee income security, particularly in cases of old age, unemployment, sickness, invalidity, work injury, maternity or loss of a breadwinner"[১] অর্থাৎ সামাজিক নিরাপত্তা হলো এমন সুরক্ষা যা কোন ব্যক্তি কিংবা পরিবারকে

---

[১] *International Labour Organization*, Facts on Social Security, In 2001, the International Labour Conference adopted the Resolution and Conclusions concerning Social Security, International Labour Office, Geneva, Switzerland

স্বাস্থ্য সেবা এবং আয়ের নিরাপত্তা, বিশেষ করে বার্ধক্য বয়সে, বেকার, অসুস্থ, অকর্মক্ষম, কাজে আহত, মাতৃত্বকালিন অথবা উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারানো অবস্থায় দেয়া হয়।

সামাজিক নিরাপত্তা বলতে আমরা সাধারণত মৌলিক অধিকার নিশ্চিতকরণ, জীবনের নিরাপত্তা, বসবাসের নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত থাকা, ব্যক্তির মান সম্মানের নিরাপত্তা, মত ও ধর্মের স্বাধীনতা, অধিকার প্রদানে সাম্য আচরণ, অপরাধ কর্ম দমন, নৈতিক শিক্ষা প্রদান ও আর্থিক অনাচারের প্রতিবাদ ইত্যাদি বিষয় যখন সমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকবে তখনই কেবল সামাজিক নিরাপত্তা আছে বলে মনে করা হবে। অনুরূপভাবে পরিবেশের ভারসাম্য থাকাও একটি সামাজিক নিরাপত্তা। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই 'সামাজিক নিরাপত্তা'র গুরুত্ব অপরিসীম। Social Security বা 'সামাজিক নিরাপত্তা' আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পূর্ব শর্ত। নিরাপত্তাহীনতা মানুষের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করে, শ্রমবিমুখতার জন্ম দেয়। সুতরাং স্থিতিশীল আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণের স্বার্থে সামাজিক নিরাপত্তা অতীব জরুরি। সামাজিক নিরাপত্তা মানুষের মৌলিক মানবাধিকার। জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণায় বলা হয়, "Everyone, as a member of society, has the right to social security"[১] অর্থাৎ সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকের সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে 'সামাজিক নিরাপত্তা' বিরাট ভুমিকা পালন করে থাকে। আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রের অন্যতম ভিত্তি হল পরিকল্পিত ও সমন্বিত 'সামাজিক নিরাপত্তা' কর্মসূচি।

সুখী ও শান্তিময় জীবনের অন্যতম শর্ত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা। নিরাপত্তাহীনতার কারণেই সৃষ্টি হয় অনেক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অনেক ক্ষেত্রেই মূল্যহীন হয়ে পড়ে। আজকাল আমাদের সমাজে কিছু সংখ্যক মানুষ ধর্মীয় নীতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক নিরাপত্তা ও উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আবার কেউ বা নিজের ব্যক্তিগত সুনাম, উন্নতি কিংবা রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী চালাচ্ছে। সরকারিভাবেও বিভিন্ন নিরাপত্তা ও উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। তবে এগুলোর মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধন ও পরিকল্পনার অভাবে উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো স্থিতিশীল বা টেকসই হচ্ছে না। দেশে

[১] United Nations, *Universal Diclaration of Human Rights*, Article 22, Retrieved on January 13, 2019, from https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/

আজ বিশাল জনগোষ্ঠী বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেকে আছেন যারা তাদের যোগ্যতা ও মেধা অনুযায়ী চাকুরী কিংবা বেতন পাচ্ছেন না।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) আঞ্চলিক কর্মসংস্থান নিয়ে এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, বাংলাদেশে তরুণদের মধ্যে বেকারত্ব ২০১০ সালের তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে ২০১৭ সালে ১২ দশমিক ৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারত্ব ১০ দশমিক ৭ শতাংশ, যা এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ২৮টি দেশের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। বাংলাদেশের ওপরে আছে কেবল পাকিস্তান।[১]

শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য কর্মস্থলের পরিবেশের উন্নয়ন করা উচিত। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমার জন্য এটা রইল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্তও হবে না ও নগ্নও হবে না; এবং সেথায় পিপাসার্তও হবে না, রোদ্রক্লিষ্টও হবে না।"[২] এই আয়াতে আল্লাহ্ মানুষের মৌলিক চাহিদা যেমন-অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান এবং পানীয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম এই জিনিসগুলো প্রয়োজন, যা নিশ্চিত করণের মাধ্যমেই আজ মানুষ স্থিতিশীল উন্নয়ন করতে চায়।

আমাদের দেশে একটি বিশাল জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত না করতে পারলে আমাদের উন্নয়নের লক্ষ্য ব্যাহত হবে। আজকে আধুনিক সমাজ যে স্থিতিশীল উন্নয়নের কথা ভাবছে সেই লক্ষ্যে পৌছাতে পারবে না। সামাজিক নিরাপত্তার ব্যাপারে "আল-মিক্বদাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: আমি ঐ ব্যক্তির যিম্মাদার যে সন্তান ও ঋণ রেখে মারা যায়। তিনি কখনো বলেছেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল 'তার যিম্মাদার'। কেউ ধন-সম্পদ রেখে গেলে তা তার ওয়ারিসদের প্রাপ্য। যার ওয়ারিস নেই আমি তার ওয়ারিস। আমি তার রক্তপণ আদায় করবো। যার কোন ওয়ারিস নেই, মামা তার ওয়ারিস, সে রক্তপণ আদায় করবে এবং তার ওয়ারিস হবে।"[৩] ইসলাম প্রণীত যাকাত ব্যবস্থার মাধ্যমে অসহায় মানুষের নিরাপত্তা বিধান করা যায়। কারণ যাকাত বিতরণের মোট আটটি খাত রয়েছে। যার মধ্যে গরীব ও আসহায় মানুষের হক নির্ধারিত রয়েছে, এর মাধ্যমে তাদের দারিদ্র্য ও অসহায়ত্ব দূর করা

---

[১] রাজীব আহমেদ, "আইএলওর প্রতিবেদন, তরুণ বেকারের হার ৭ বছরে দ্বিগুণ", *দৈনিক প্রথম আলো,* নভেম্বর ১৮, পৃ. ১

[২] আল-কুরআন, ২০:১১৮-১১৯ (إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۝ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ)

[৩] ইমাম আবূ দাউদ, *সুনানু আবি দাউদ,* অধ্যায়: কিতাবুল ফারায়েজ, অনুচ্ছেদ: বাবু ফি মিরাসি জাবিল আরহাম, বৈরুত: মুয়াচ্ছাছাতুর রিসালাহ, ২০১৩ খ্রি., হাদীস নং ২৮৯৯ (عَنِ الْمِقْدَامِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَىَّ " وَرُبَّمَا قَالَ " إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ " . " وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ لَهُ وَأَرِثُهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ ")

সম্ভব। মহান আল্লাহ্ এই খাত গুলোর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, “সাদাকা তো কেবল নি:স্ব, অভাবগ্রস্থ ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাস মুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহ্র পথে ও মুসাফিরদের জন্য, এটা আল্লাহ্র বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।”[১] আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, “পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পূণ্য নেই, কিন্তু পূণ্য আছে কেবল আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশতাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণে ঈমান আনলে এবং আত্মীয় স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্থ, পর্যটক, সাহায্য প্রার্থীগণকে এবং দাস মুক্তির অর্থ দান করলে ও যাকাত প্রদান করলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করলে। অর্থ সংকটে, দুঃখ ক্লেশে ও সংগ্রামে, সংকটে ধৈর্য ধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্য পরায়ন এবং এরাই মুত্তাকী।”[২] হযরত আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদীসে মহানবী (সা.) বলেছেন, “সে ব্যক্তি মুমিন নয়, যে নিজে পেট পুরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্থ থাকে।”[৩] তাই আমাদের সমাজের সবার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে সমাজে কেউ অসুবিধায় না থাকে। কেউ কোন অসুবিধায় থাকলে সবাই তাকে সহযোগিতা করে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কাউকে পিছনে রেখে সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়।

৩.৮.৮ উন্নয়নের জন্য দুর্নীতি ও সন্ত্রাস মুক্ত সমাজ গঠন

আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নের বড় অন্তরায় দুর্নীতি ও সন্ত্রাস। অন্যায় ও অপরাধ মূলক পথে সম্পদ অর্জন আমাদের সমাজের একটি ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। মানুষ চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, সুদ, ঘুষ, রাহাজানী, অপহরণসহ বিভিন্ন প্রকার আপরাধ তথা দুর্নীতির সাথে জড়িত হয়ে সম্পদ অর্জন করার চেষ্টা করছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের (টিআই)-এর দুর্নীতির ধারণা সূচকে ২০১৮ সালে বাংলাদেশে দুর্নীতি বেড়েছে। উপরের দিক থেকে ২০১৮ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৯। দুর্নীতির

---

[১] আল-কুরআন, ৯:৬০ (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)

[২] আল-কুরআন, ২:১৭৭ (الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِوَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ)

[৩] ওয়ালীউদ্দিন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনআবদুল্লাহ আল খতীব আত তাবরিযী (রহ:), *মিশকাতুল মাসাবীহ*, অধ্যায়: কিতাবুল আদাব, পরিচ্ছেদ: বাবুশ শাফকাতি ওয়ার রহমাতি আলাল খালক, বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৭৯ খ্রি., হাদীস নং ৪৯৯১ (عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول : ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه)

ধারণা সূচকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের পরে আছে শুধু আফগানিস্তান।[১] মহান আল্লাহ্ দূর্নীতির ব্যাপারে কঠোর নীতি অবলম্বন করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "পুরুষ চোর বা নারী চোর, তাদের হাতসমূহ কেটে দাও।"[২] যারা সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়ে দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমকে ব্যাহত করছে তাদের ব্যাপারে শক্ত নীতি আরোপ করে বলেন, "যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরূদ্ধে অবস্থান করবে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে হাত ও পা কেটে দেয়া হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে।"[৩] ব্যবসায়ী সমাজও আজ বিভিন্ন প্রকার দূর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ছে। তারা অনেক ক্ষেত্রে প্রতারণা করে, মানুষকে ঠকিয়ে অর্থ উপার্জন করছে, যা মোটেই সমাজে কিংবা রাষ্ট্রে কাম্য নয়। মহানবী (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমার উম্মত নয়।"[৪] কখনও আবার ব্যবসায়ীরা খাদ্য দ্রব্য মজুদ করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে অধিক মূল্য লাভের আশায়। তারা খাদ্যদ্রব্য মজুদ রেখে সাধারণ মানুষকে কষ্ট দেয় যা কখনই কাম্য নয়। এটিও মানুষের সাথে এক ধরনের প্রতারণা। ইসলামের দৃষ্টিতে এভাবে সম্পদ অর্জন করা হারাম বা অবৈধ।

ইসলামে দূর্নীতির ব্যাপারে শক্ত অবস্থানের কারণ, দূর্নীতির কারণে সমাজ তথা রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, উন্নতি ও অগ্রগতি ব্যাহত হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমাদের দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার প্রায় ৪৯ বছর পার করলেও দেশকে আমরা তেমন উন্নতির লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারিনি, এর একটি বড় কারণ সীমাহীন দূর্নীতির শিকার এদেশ। বাংলাদেশের মাথা পিছু আয় বর্তমানে কিছুটা বেড়েছে, তার পরও এদেশের মানুষের বার্ষিক মাথাপিছু আয় এখন (২০১৮-১৯

[১] *ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ,* "দূর্নীতির ধারণা সূচক ২০১৮", Retrieved on January 29, 2019, from https://www.ti-bangladesh.org/beta3/mages/2019/cpi2018-CPI_2018-_Brochure_Final.pdf

[২] আল-কুরআন, ০৫:৩৮ (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

[৩] আল-কুরআন, ০৫:৩৩ (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ)

[৪] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম,* অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান, পরিচ্ছেদ: বাবু কওলিন-নাবীয়্যি (সা.) : মান গাশশানা, মান গাশশানা ফা লাইসা মিন্নি, বৈরুত: মুয়াচ্ছাছাতুর রিসালাহ, ২০১৯ খ্রি., হাদীস নং ১০১ (مَن غَشَّ فليسَ مِنِّي)

অর্থবছর) ১ হাজার ৯০৯ মার্কিন ডলার।[১] বাংলাদেশে গত দশ বছরের মাথাপিছু আয়ের একটি চিত্র **পরিশিষ্ট-২** এ উল্লেখ করা হলো।

মালয়েশিয়া একটি মুসলিম প্রধান দেশ, যদিও আমাদের দেশের চেয়ে মুসলিম সংখ্যা অনেক কম। ১৯৫৭ সালের ৩১ আগস্ট ব্রিটিশদের কাছ থেকে রক্তপাতহীন প্রক্রিয়ায় স্বাধীনতা অর্জন করে দেশটি। ১৯৭০ সালেও মালয়েশিয়ার অধিকাংশ নাগরিক দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করত। ১৯৭১ সালে নতুন অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করে মালয়েশিয়া। সেই পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৯০ সালের মধ্যে মালয়েশিয়াতে দারিদ্র্যের হার বিস্ময়করভাবে কমে আসে, ২০১৮ সালের হিসাব অনুযায়ী মাথাপিছু আয় ছিল ১১,০৭২ মার্কিন ডলার যা বাংলাদেশের চেয়ে অনেক বেশি।[২] ইসলামী বিধিবিধান মেনে পরিচালিত মদীনা রাষ্ট্রে দারিদ্র্য শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছিল, দুর্নীতি সেখানে হ্রাস পেয়েছিল।

৩.৮.৯ উন্নয়নের জন্য মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা

মৌলিক অধিকার বলা হয় সে সব অধিকারকে যা না হলে মানুষের বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে যায়। উন্নয়নের জন্য মানুষের বেশ কয়েকটি মৌলিক জিনিসের নিশ্চয়তা প্রদান করা দরকার, সেগুলো হলো:

৩.৮.৯.১ খাদ্যের ব্যবস্থা

খাবার না খেয়ে মানুষ এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে না। এটি মানুষের একটি মৌলিক চাহিদা। মহান আল্লাহ্ সকল মানুষের বেঁচে থাকার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি সবাইকে এই খাবার সমানভাবে প্রদান করেন নাই। ধনী বা সম্পদশালীদের জন্য গরীব, অসহায়, ক্ষুধার্ত মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা ইসলামে যাকাত, সাদাকার ব্যবস্থা রেখেছেন, যার মাধ্যমে অসহায়, ক্ষুধার্ত মানুষের খাবারের ব্যবস্থা হবে। আর যাকাত সংগ্রহ ও বণ্টনের

---

[১] নিজস্ব প্রতিবেদক, "মাথাপিছু আয় এখন ১৯০৯ ডলার, ৮.১৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য", *বাংলাদেশ প্রতিদিন,* ২০ মার্চ, ২০১৯ Retrieved on April 10, 2019, from https://www.bd-pratidin.com/first-page/2019-/03/20/409514

[২] "*World Economic Outlook Database, October 2019".* IMF.org. International Monetary Fund. Retrived on November 26, 2019, from https://en.wikipedia.org/wiki/-Economy_of_Malaysia#cite_note-imfMY-4

মূল দায়িত্ব সরকারের। সরকার মানুষের প্রয়োজন মতো খাদ্য সামগ্রী মানুষের কাছে পৌছে দেবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, “তাদের সম্পদ হতে যাকাত (সাদাকা) গ্রহণ করবে, যা দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে।”[১] যাকাত বা সদাকার দাবীদার কারা তাদের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে কুরআনে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে, “সাদাকাহ (যাকাত) তো কেবল নি:স্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণভারাক্রান্তদের, আল্লাহ্র পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহ্র বিধান। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে জ্ঞান রাখেন।”[২]

৩.৮.৯.২ পানির ব্যবস্থা

পানির অপর নাম জীবন। মানুষ এবং প্রকৃতির অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি হচ্ছে পানি।[৩] পানি ছাড়া পৃথিবীতে বসবাস করা অসম্ভব। মহান আল্লাহ্ সৃষ্টি জীবের জন্য পানির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, “আর আমি পানি দ্বারা সব জীবনকে সংরক্ষণ করেছি।”[৪] পানি যদিও আমাদের দেশে কিছুটা সহজলভ্য তবুও অনেক জায়গায় সুপেয় পানির ঘাটতি রয়েছে। মরু অঞ্চলসহ পৃথিবীর অনেক স্থানে সুপেয় পানির অভাব রয়েছ। দূষিত পানি পান করার কারণে আমাদের দেশসহ পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ পেটের পীড়াসহ বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। পানি দূষিত করার জন্য মানুষই মূলত দায়ি। পানির কারণে কখনো কখনো আমাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। তাই এর নিশ্চয়তা করণে ধনী, সম্পদশালী, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব রয়েছে। আমাদেরকে পানির অপচয় থেকে বেঁচে থাকতে হবে। কোনভাবেই পানি দূষণ করা যাবে না। মহান আল্লাহ্ পানিকে এদেশের মানুষের জন্য আর্শিবাদ হিসেবে দিয়েছেন। পৃথিবীর অনেক দেশ আছে যেখানে পানির অভাব রয়েছে। পানির কারণে তারা সেচ কার্য করতে পারে না, সেখানে উৎপাদন প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয়। সেচ কাজের সম্প্রসারণই কৃষির উন্নতি বিধানের সবচাইতে বড় মাধ্যম। ইসলাম ও তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সেচের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করেছে।[৫] আমাদের দেশে পানি সম্পদকে

---

[১] আল-কুরআন, ৯:১০৩ (خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم)

[২] আল-কুরআন, ৯:৬০ (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)

[৩] মোঃ শামসুল কবীর খান, *বাংলাদেশের অর্থনীতি,* ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ৩য় সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ১৪৮

[৪] আল-কুরআন, ২১:৩০ (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ)

[৫] মাওলানা হিফজুর রহমান, অনুবাদ: মাওলানা আবদুল আউয়াল, *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২য় প্রকাশ, ১৯৯৮ খ্রি. ১৮৪

যথাযথ ভাবে ব্যবহার করতে পারলে আমরা সহজেই আমাদের দেশকে উন্নত করতে পারবো। যদিও মাঝে মধ্যে আমরা অধিক পানির কারণে বন্যা কবলিত হই। তবে দেখা গেছে যে, বন্যা পরবর্তী বছর আমাদের দেশে ফসল বেশি উৎপাদিত হয়। কারণ বন্যার ফলে জমিতে যে পলি মাটি পড়ে তা আমাদের জমির উর্বরা শক্তি বাড়ায়।

৩.৮.৯.৩ বস্ত্র বা পোশাকের ব্যবস্থা

আল্লাহ্ নারী ও পুরুষের জন্য কিছু অংশ আবৃত করা বাধ্যতামূলক করেছেন। স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষ লজ্জা নিবারণ করে সমাজে চলাচল করার জন্য যে টুকু কাপড়-চোপড় প্রয়োজন তা যদি একজন দরিদ্র মানুষ ব্যবস্থা করতে অসমর্থ হয়; তা হলে সেই সমাজের সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ অথবা রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো তার পোশাকের ব্যবস্থা করা। পোশাক-পরিচ্ছদ মানুষের দেহ সজ্জিত করা এবং সতর আবৃত করার মাধ্যম। লজ্জা নিবারণের পাশাপাশি ব্যক্তিত্ব প্রকাশের অন্যতম উপায় হলো পোশাক। পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তির প্রকৃতি অনুভব করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন, "হে আদম সন্তান! আমি পোশাক-পরিচ্ছদ দিয়েছি তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করার জন্য এবং শোভা বর্ধনের জন্য। আর তাকওয়ার পোশাক হচ্ছে সর্বোত্তম পোশাক। সেটি আল্লাহ্র নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।"[১] পোশাক সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়। মহান আল্লাহ্ অন্য এক আয়াতে বলেন, "হে আদম সন্তান! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সাজসজ্জা গ্রহণ করো।"[২] সুতরাং আমাদের উচিত পরিপাটি ও পুতঃপবিত্র পোশাক পরিধান করে সালাত আদায় করা।

৩.৮.৯.৪ বাসস্থানের ব্যবস্থা

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের আজও রোদ, বৃষ্টি, ঝড়, ঝঞ্জা থেকে নিজেকে রক্ষা করার মত তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। মানুষ রাস্তার ধারে, রেল ষ্টেশনে, বাস ষ্টেশনে রাত্রিযাপন করছে। তাদের থাকার তেমন কোন জায়গা নেই। এ ধরনের দরিদ্র মানুষের বাসস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য ইসলাম ধনী কিংবা সম্পদশালীদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেছে। এই মৌলিক চাহিদাগুলোর দায়িত্ব সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত নেতৃস্থানীয়দের উপর বর্তায়। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমার জন্য এটা রইল যে তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্তও হবে না ও নগ্ন হবে না; এবং সেথায় পিপাসার্তও হবে না। এবং

---

[১] আল-কুরআন, ৭:২৬ (يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ)

[২] আল-কুরআন, ৯:৩১ (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)

রোদ্রক্লিষ্টও হবে না।”[১] মহান আল্লাহ্ বলেন, “আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদেরকে উত্তম রিযক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।”[২]

৩.৮.৯.৫ শিক্ষার ব্যবস্থা করা

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। একটি জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন শিক্ষা। শিক্ষা ছাড়া কোন ব্যক্তি, সমাজ কিংবা জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। তাই উন্নয়নের লক্ষ্যে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। ইসলাম শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। পবিত্র কুরআনের প্রথম আয়াত গুলোই অবতীর্ণ হয়েছিল শিক্ষার ব্যাপারে দিক নির্দেশনা প্রদান করে। মহান আল্লাহ্ বলেন, “পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।”[৩] মহানবী (সা.) শিক্ষার গুরুত্ব প্রদান করে বলেন, “প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরয।”[৪]

৩.৮.৯.৬ চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা

চিকিৎসাও মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। চিকিৎসার মাধ্যমে মানুষ সুস্থতা লাভ করে তার স্বাভাবিক জীবন যাপন করে থাকে। মানুষ যাতে সুস্থ থাকতে পারে সে জন্য বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে ইসলাম। সুস্থ থাকার জন্য মানুষকে হালাল খাবার গ্রহণ করা প্রয়োজন আর হারাম খাবার পরিহার করা দরকার। কারণ হারাম খাবারের মধ্যে মানুষের জন্য অপকারিতা রয়েছে। মহান আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং তিনি ভাল জানেন মানুষের জন্য কোনটি উপকারী আর কোনটি ক্ষতি কারক। হালাল খাবারের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ বলেন, “হে মানব জাতি! পৃথিবীতে যা

---

[১] আল-কুরআন, ২০:১১৮-১১৯ (إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۝ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ)

[২] আল-কুরআন, ১৭:৭০ (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا)

[৩] আল-কুরআন, ৯৬:১-৫ (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)

[৪] ইমাম ইবন মাজাহ, *সুনানু ইবন মাজাহ,* অধ্যায়: কিতাবু মুকাদ্দামাহ, পরিচ্ছেদ: বাবু ফাদলিল উলামাই ওয়া হাসসি আলা তলাবিল ইলম, বৈরুত: মুয়াচ্ছাছাতুর রিসালাহ, ২০০৯ খ্রি., হাদীস নং ২২৪ (طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)

কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা হতে তোমরা আহার কর।”[১] হারাম খাবারের তালিকা ইসলামী শরীয়া পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রদান করেছে। সুস্থ থাকার জন্য আর একটি বড় উপাদান হলো রাতে পরিমান মত ঘুমানো। বর্তমান সময়ে আমাদের সমাজে দেরিতে ঘুমানোর মত একটা খারাপ অভ্যাস সৃষ্টি হয়েছে যা মানুষকে অসুস্থ করে দেয়। মানুষ সাধারণত দিনে কাজ করে আর রাতে বিশ্রাম নেয়। মহান রব্বুল আলামীন এ প্রসঙ্গে বলেন, “তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম, করেছি রাত্রিকে আবরণ, এবং করেছি দিবসকে জীবিকা আহরণের সময়।”[২] মহান আল্লাহ্ আমাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। আমরা যথাযথ ভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করলে ওযু ও গোসলের মাধ্যমে আমাদেরকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও পুতঃপবিত্র রাখতে পারি। মহান স্রষ্টার সাথে মিলনের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে পারি। এ ছাড়া নামাযের মাধ্যমে আমাদের শরীর চর্চা হয়, যার সব কিছুই আমাদের শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ রাখতে সহায়তা করে। তার পরও যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পরে তা হলে তাকে চিকিৎসা করাতে হবে, কারণ সব রোগেরই নিরাময়ের ব্যবস্থা আল্লাহ্ করে দিয়েছেন। এক হাদীসে এসেছে, “উসামা ইবনু শারীক (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মফস্বলের লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! আমরা কি (রোগীর) চিকিৎসা করব না? তিনি বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র বান্দাহগণ! তোমরা চিকিৎসা কর। আল্লাহ্ তা‘আলা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার ঔষধ বা নিরাময়ের ব্যবস্থা রাখেননি (রোগও দিয়েছেন, রোগ সারাবার ব্যবস্থাও করেছেন)। কিন্তু একটি রোগের কোন নিরাময় নেই। সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহ্র রাসূল সে রোগটি কি? তিনি বললেন: বার্ধক্য।”[৩] তাই যে কোন রোগ হলে তার চিকিৎসার জন্য চেষ্টা করতে হবে, ইসলামের বিধি-বিধান অনুসরণ করে চলতে হবে যাতে রোগ থেকে বেঁচে থাকা যায়, আর সর্বোপরি মহান আল্লাহ্র কাছে রোগ মুক্তির জন্য দোয়া করতে হবে।

---

[১] আল-কুরআন, ২:১৬৮ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا)

[২] আল-কুরআন, ৭৮:৯-১১ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۚ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۚ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

[৩] ইমাম তিরমিযী, *জামে’ আত-তিরমিযী,* অধ্যায়: কিতাবুত-তিব্বী আন রাসূলিল্লাহি (সা.), অনুচ্ছেদ: বাবু মা-জাআ ফিদ-দাওয়ায়ি ওয়াল হিসসু আলাইহি, বৈরুত: মুয়াচ্ছাছাতুর রিসালাহ, ২০১১ খ্রি., হাদীস নং ২১৬৯ (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ قَالَتِ الأَعْرَابُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ نَتَدَاوَى قَالَ " نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ قَالَ دَوَاءً إِلاَّ دَاءً وَاحِدًا " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُوَ قَالَ " الْهَرَمُ)

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

৪.১ ব্যক্তিগত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত উন্নয়নের ধারণা আলোচনা করার আগে সাধারণ ভাবে ব্যক্তিগত উন্নয়ন বলতে কি বুঝায় তা নিয়ে একটু আলোকপাত করা প্রয়োজন। সার্বিক উন্নয়নের সূত্রপাত হয় মূলত ব্যক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে না পারলে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের উন্নয়নে তেমন কোন অবদান রাখা সম্ভব হয় না। তাই ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য প্রতিটি মানুষের একটি পরিকল্পনা থাকতে হয়। তা না হলে একজন মানুষ তার উন্নতির লক্ষ্যে পৌছাতে পারে না। ব্যক্তিগত পরিকল্পনা ও উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক পরিকল্পনা সাধারণত পিতা-মাতা, কিংবা অভিভাবকগণ নিয়ে থাকেন। কারণ শৈশবে মানুষ অসহায় থাকে। সে তার সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারে না। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন বলেন, “মানুষকে দুর্বলভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে।”[১] তাই পিতা-মাতা কিংবা অভিভাবকের সিদ্ধান্ত নিতে হয় সন্তানকে কিভাবে গড়ে তুলবেন। কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্তানকে পাঠাবে, সন্তানকে কি প্রশিক্ষণ প্রদান করবে, সন্তানকে কি ধরনের খাদ্যাভ্যাসে গড়ে তুলবে তার দায়িত্ব মূলত পিতা-মাতা কিংবা অভিভাবকের। ব্যক্তিগত উন্নয়ন বলতে আমরা ব্যক্তির স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জ্ঞান, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে গড়ে তুলে তাই মূলত ব্যক্তিগত উন্নয়ন। ব্যক্তি গত উন্নয়ন প্রক্রিয়া মূলত (life long process) ব্যক্তির সারা জীবন ব্যাপী চলতে থাকে। ব্যক্তিগত উন্নয়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Dictionary of Business এ উল্লেখ করা হয়েছে, “Personal development is the process of improving oneself through such activities as enhancing employment skills, increasing consciousness and building wealth.”[২] অর্থাৎ ব্যক্তিগত উন্নয়ন হলো কোন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি, সচেতনতা বৃদ্ধি ও সম্পদ বৃদ্ধি করে থাকে।

---

[১] আল-কুরআন, ৩:২৮ (خُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا)

[২] *Dictionary of Business,* personal development, Definition, Rerived on January 16, 2020 from http://www.businessdictionary.com/definition/ personal-development.html

৪.২ ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

ইসলাম ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। ব্যক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমেই পারিবারিক, সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন সম্ভব। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের মডেল হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী (সা.) কে গোটা বিশ্ববাসীর জন্য সর্বোত্তম আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শের নিদর্শন রয়েছে রাসূলের আদর্শের মধ্যে।"[১] মহান আল্লাহ্ নবী (সা.) কে বিভিন্নভাবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে বিশ্ববাসীর জন্য প্রেরণ করেছেন। আর মহান আল্লাহ্ই তাঁর শিক্ষক ছিলেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, "আমি শিক্ষক রূপে প্রেরিত হয়েছি।"[২] তাই ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের দেয়া মত ও পথে উন্নয়ন প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে হবে। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের নিকট সৃষ্টি জীব হিসেবে সকল মানুষই সমান, কারণ সবাই আদম ও হাওয়ার সন্তান। তবে আল্লাহ্র নিকট শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাবান হওয়ার জন্য প্রয়োজন আত্মিক উন্নয়ন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সে ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব কিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন।"[৩] তাকওয়া অর্জনের বড় মাধ্যম হলো আল্লাহ্কে ভালোভাবে চেনা, জানা ও তার যথাযথ অনুসরণ করা, আর এর জন্য দরকার পবিত্র কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান।

৪.৩ শৈশবে যথাযথ ভাবে লালন পালন করা

সুসন্তান, সুস্থ সন্তান মহান আল্লাহ্র বিশেষ নিয়ামত। মানুষ চাইলেই যে সন্তান লাভ করতে পারে না তার উদাহরণ আমাদের সমাজে অনেক দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের সমাজে এমন অনেক লোক আছে যারা সন্তান লাভের জন্য কত চেষ্টা করে কিন্তু তারপরও সন্তান লাভ করতে পারে না। মহান আল্লাহ্ বলেন, "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহ্রই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন অথবা দান করেন পুত্র

---

[১] আল-কুরআন, ৩৩:২১ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

[২] ইমাম ইবন মাজা, *সুনানু ইবন মাজাহ,* অধ্যায়: কিতাবুল মুকাদ্দামাহ, অনুচ্ছেদ: ফাদলুল-উলামাই ওয়াল হাসসু আলা তলাবিল ইলম, বৈরুত: মুয়াচ্ছাছাতুর রিসালাহ, ২০০৯ খ্রি., হাদীস নং ২২৯ (إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا)

[৩] আল-কুরআন, ৪৯:১৩ (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّـهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)

ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা তাকে করে দেন বন্ধ্যা, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।”[১] সন্তান প্রাপ্তির জন্য মহান আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করতে হবে, আল্লাহ্‌র কাছে চাইতে হবে। কিভাবে আল্লাহ্‌র কাছে চাইতে হবে এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন, “হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান দান কর যারা হবে আমাদের জন্য নয়ন প্রীতিকর এবং আমাদেরকে কর মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য।”[২]

আমাদের সমাজে একটি প্রবাদ আছে যে, “আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ”। তাই শিশুর পরিচর্চা করা, তাদেরকে লালন-পালন করা, তাদেরকে ভবিষ্যৎ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা পিতা-মাতা কিংবা অভিভাবকের একান্ত দায়িত্ব। সন্তান-সন্ততি পিতা-মাতার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। মানব সম্পদ বিকশিত হওয়া, উন্নতি সাধন করার অন্যতম মাধ্যম হলো পিতা-মাতা। সুসন্তান পিতা-মাতার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ আশীর্বাদ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, “ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা এবং স্থায়ী সৎকর্ম। তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরষ্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং কাঙ্ক্ষিত হিসেবেও উৎকৃষ্ট।”[৩] এই সন্তান লালন-পালনের জন্য পিতা-মাতা উভয়েরই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাদেরকে যথাযথ ভাবে পরিচর্যা করা, তাদের জন্য সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করা এবং তাদের সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণ করা পিতা-মাতা কিংবা অভিভাবকের দায়িত্ব। সন্তান প্রতি পালনের ব্যাপারে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, “যে স্তন্য পানকাল পূর্ণ করতে চাহে তার জন্য জননীগণ তাদের সন্তানদিগকে পূর্ণ দু’বছর স্তন্য পান করাবে। জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ পোষণ করা।”[৪] মাতা সন্তানকে ভালভাবে দুগ্ধ পান করাতে পারলে সন্তানের শরীর সুস্থ থাকে, স্বাভাবিক ভাবে তার বেড়ে উঠাকে সহায়তা করে। আর পিতার দায়িত্ব সন্তানসহ মাতার খাবারের সুব্যবস্থা করা। এভাবে শৈশবে সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালন করলে তারা দেশ ও জাতির সম্পদ হিসেবে গড়ে উঠবে। যারা দেশে উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ করতে পারবে।

---

[১] আল-কুরআন, ৪২:৪৯-৫০ (لِّلَّـهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ۚ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ)

[২] আল-কুরআন, ২৫:৭৪ (رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا)

[৩] আল-কুরআন, ১৮:৪৬ (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلً)

[৪] আল-কুরআন ২:২৩৩ (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)

৪.৪ পারিবারিক পর্যায়ে নৈতিক শিক্ষা প্রদান

ছোট বেলা থেকেই তাকে ইসলামের আলোকে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা খুবই জরুরি। ব্যক্তি মানুষের সততা, সত্যবাদীতা, সদাচরণ, ভদ্রতা, নম্রতা, দায়িত্বশীলতার প্রধান ও প্রথম শিক্ষা মানুষ ছোট বেলায় পিতা-মাতা, অভিভাবক কিংবা পরিবার পরিজন থেকে পেয়ে থাকে। শিশুদের সামনে কোন অশোভনীয় আচরণ করা উচিত নয়। পরিবারের কোন সদস্যকে মিথ্যা কথা বলতে কিংবা অশ্লীল কথা বা আচরণ করতে দেখলে সন্তানরা তা শিখে, যা সন্তানদেরকে সুনাগরিক হওয়ার অন্তরায় হয়ে দাড়ায়। নিজেরা ভাল আচরণ না করে সন্তানদের ভাল আচরণ করতে বললে তা কার্যকর হয় না। মহান আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা যা করো না তা কেন বল?"[১] তাই পিতা-মাতা কিংবা অভিভাবকবৃন্দ সততা, সত্যবাদীতা, পরোপকারীতা, পরমত সহিষ্ণুতা, দানশীলতা, জীবে দয়া, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করা ইত্যাদি সৎকর্মগুলো নিজেরা নিজেদের জীবনে পালন করবে এবং তা দেখে সন্তানরা তা অনুসরণ করবে। সন্তানদেরকে এসব ভাল গুণে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত করে তুলতে পারলে তারা দেশ ও জাতির উন্নতির জন্য কাজ করতে পারবে। তারা দুর্নীতিসহ বিভিন্ন রকমের উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতামূলক কাজ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে। তারা দেশ, জাতি তথা মানুষের কল্যাণের কাজে তাদেরকে নিয়োজিত রাখতে পারবে।

৪.৫ ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জন করা

ব্যক্তির উন্নয়নের সমষ্টিই হলো জাতীয় উন্নয়ন। আর ব্যক্তিগত উন্নয়নের একটি বড় উপায় হলো শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জন করা। শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জন ছাড়া কোন ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ কিংবা রাষ্ট্র উন্নতি লাভ করতে পারে না। জ্ঞান এমনই একটি সম্পদ যা মানুষকে সব সময়ই সহযোগিতা করতে পারে। সম্পদ চুরি হতে পারে, হারিয়ে যেতে পারে এবং সব সময় তা সঙ্গে করে নিয়ে চলা সম্ভব নয়। কিন্তু জ্ঞান এমনই একটি জিনিস যা মানুষের সাথে সব সময় থাকে। জ্ঞান মানুষ চুরি করে, কিংবা ছিনতাই করে নিয়ে যেতে পারে না। ইসলাম জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। পবিত্র কুরআনের প্রথম নির্দেশই ছিল জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে তাকিদ প্রদান করে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতি পালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা

---

[১] আল-কুরআন ৬১:২ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ)

দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।”[১] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা জ্ঞানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে বলেন, “আপনি বলুন, যারা জ্ঞানী এবং যারা জ্ঞানী নয় তারা কি সমান হতে পারে?”[২] জ্ঞানী ব্যক্তিদের মহান আল্লাহ্ উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, “তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন।”[৩] মহানবী (সা.) জ্ঞান অর্জনের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, “প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরয।”[৪] তাই ব্যক্তি উন্নয়নের জন্য জ্ঞান অর্জনের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। তবে এই জ্ঞান পবিত্র কুরআন ও হাদীসের সাথে সংশ্লিষ্ট জ্ঞান হতে হবে, মানব কল্যাণের জ্ঞান হতে হবে। যেই জ্ঞান বা শিক্ষা মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনের কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসবে সে সব জ্ঞান বা শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে উন্নত বাংলাদেশের একটি মডেল “শিক্ষা উন্নয়ন মডেল” **পরিশিষ্ট-৩** এ প্রদান করা হয়েছে।

৪.৬ ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা

আমাদের সমাজে একটি প্রবাদ আছে যে, “স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল”। সুস্থতা মহান আল্লাহ্‌র বড় নিয়ামত। অসুস্থ হলেই প্রকৃতপক্ষে সুস্থতার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। মানুষের সুস্থতা না থাকলে অর্থ-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব সব কিছুই মূল্যহীন মনে হয়। মানুষকে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, “তোমরা সালাত কায়েম কর।”[৫] এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে মানুষ পবিত্রতা অর্জনের জন্য হাত, পা, মুখমন্ডলসহ বিভিন্ন অঙ্গ ধৌত করে কিংবা গোসল ফরজ হলে গোসল করে। এর মাধ্যমে একজন মানুষ নিজেকে পরিষ্কার-পরিছন্ন ও পুত-পবিত্র রেখে বিভিন্ন রোগ জীবাণু থেকে রক্ষা পেতে পারে। মহান আল্লাহ্ পুত-পবিত্রতার ব্যাপারে বলেন, “অবশ্যই আল্লাহ্ তাওবাকারীদের ভালবাসেন যারা পবিত্র থাকে তাদেরকেও ভালবাসেন।”[৬]

---

[১] আল-কুরআন, ৯৬:১-৫ (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)

[২] আল-কুরআন, ৩৯:৯ (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ)

[৩] আল-কুরআন, ৫৮:১১ (يَرْفَعِ اللَّـهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ)

[৪] ইমাম ইবন মাজাহ, *সুনানু ইবন মাজাহ,* অধ্যায়: কিতাবুল মুকাদ্দামাহ, পরিচ্ছেদ: বাবু ফদলিল-উলামায়ি ওয়াল হাসসু আলা তলাবিল ইলম, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২২৪ (طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)

[৫] আল-কুরআন, ২:৪৩ (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ)

[৬] আল-কুরআন, ২:২২২ (إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)

সুস্থ শরীর ও মনের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করা জরুরি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর পোশাক পরিধান করবে।"[১] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "(হে নবী) আপনার পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র রাখুন।"[২] শারীরিক সুস্থতার বড় একটি মাধ্যম নিয়মিত শরীর চর্চা। প্রতিদিন যথাযথ নিয়মে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করলে একজন মানুষের অনেকাংশে শরীর চর্চা হয় এবং আত্মার পরিশুদ্ধি হয়, যা তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ রাখতে সহায়তা করে। এ ছাড়া মহানবী (সা.) এর অনেক নির্দেশনা রয়েছে যা মানুষকে শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ রাখতে সহায়তা করে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "আমার অনুসারীদের যদি কষ্ট না হতো, তবে আমি তাদের প্রতি ওয়াক্ত নামাযের পূর্বে মিসওয়াক করার জন্য আদেশ করতাম।"[৩] হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "মিসওয়াক মুখকে পরিস্কার ও পবিত্র করে এবং এর মাধ্যমে বান্দার প্রতি তার প্রভূ সন্তুষ্ট হন।"[৪] মিসওয়াক বা দাঁত পরিস্কার করা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই জরুরি। তাই আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রতিবার খাবারের পর দাঁত পরিষ্কার করার নির্দেশ প্রদান করে। প্রতিবার খাবার পর দাঁত পরিষ্কার না করতে পারলে কম পক্ষে দিনে অন্তত দু'বার দাঁত পরিষ্কার (সকালে ও রাতে খাবার পর) করার জন্য তাকিদ দেয়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "পাঁচটি কাজের অনুশীলন মানুষের স্বাভাবিকতা; খৎনা করা, বাহুর সন্ধিস্থল ও নাভীর নিচের লোম পরিস্কার করা, নখ কাটা এবং গোঁফ ছোট করা।"[৫] এই পাঁচ জিনিস পালন করা স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য অতীব জরুরি। শারীরিক শক্তি ও কায়িক সামর্থ্য আল্লাহ্ তা'আলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পাঁচটি অমূল্য সম্পদ হারানোর পূর্বে এগুলোর গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন। এর অন্যতম হচ্ছে স্বাস্থ্য ও

---

[১] আল-কুরআন, ৭:৩১ (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ)

[২] আল-কুরআন, ৭৪:4 (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ)

[৩] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুত তামান্না, পরিচ্ছেদ: (লাও) বাবু মা ইয়াজুযু মিনাল লাও, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৭২৪০ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ)

[৪] ইমাম নাসাঈ, *সুনানু-আন-নাসাঈ,* অধ্যায়: কিতাবুত তাহারাহ, পরিচ্ছেদ: বাবুত তারগীবি ফিস সিওয়াক, বৈরুত: মুয়াচ্ছাছাতুর রিসালাহ, ২০১৮ খ্রি., হাদীস নং ০৫ (سَمِعْتُ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ)

[৫] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল ইসতিযান, পরিচ্ছেদ: বাবুল খিতানি বা'দাল কিবারি ওয়া নাতফিল ইবত, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৫৮৮৯ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ، وَالاِسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ ")

সুস্থতা। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, “পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিস আসার আগে গনিমতের অমূল্য সম্পদ হিসেবে মূল্যায়ন করো। জীবনকে মৃত্যু আসার আগে। সুস্থতাকে অসুস্থ হওয়ার আগে। অবসর সময়কে ব্যস্ততা আসার আগে। যৌবনকে বার্ধক্য আসার আগে এবং সচ্ছলতাকে দরিদ্রতা আসার আগে।”[১] তাই মহান রব্বুল আলামীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। কুরআন-সুন্নাহ এবং ইসলামী শরীয়াহ স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য যেমন গুরুত্ব দিয়েছে তেমনি তা কার্যকরের ফলপ্রসূ উপায় বাতলে দিয়েছে। যেমন, নেশা জাতীয় দ্রব্য হারাম করা এবং পরিমিত আহার ও সময়ানুগ খাবার গ্রহণ ইত্যাদি। কাজেই স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সচেষ্ট হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের ঈমান ও বিশ্বাসের দাবি। নবী করিম (সা.) তার সাহাবীদের দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেছেন এবং তিনি নিজে অসুস্থ হলে দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন। “উসামা ইবনু শারীক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মফস্বলের লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! আমরা কি (রোগীর) চিকিৎসা করব না? তিনি বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা চিকিৎসা কর। আল্লাহ্ তা‘আলা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার ঔষধ বা নিরাময়ের ব্যবস্থা রাখেননি (রোগও দিয়েছেন রোগ সারাবার ব্যবস্থাও করেছেন)। কিন্তু একটি রোগের কোন নিরাময় নেই। সাহাবীগণ বললেনঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! সে রোগটি কি? তিনি বললেনঃ বার্ধক্য।”[২] আল-মিকদাম (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, “মানুষ তার পেটের চেয়ে নিকৃষ্ট আর কিছুই পরিপূর্ণ করে না। মেরুদণ্ডকে সোজা রাখার জন্য মানুষের অল্প কয়েক লোকমা খাবারই যথেষ্ট। এর অধিক প্রয়োজন হলে মানুষ তার পেটের এক তৃতীয়াংশ খাবার, এক তৃতীয়াংশ পানি এবং এক তৃতীয়াংশ তার শ্বাস প্রশ্বাসের প্রয়োজন পূরণের জন্য রাখতে পারে।”[৩] রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- এর এই হাদীসের আলোকে খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা গেলে আমরা সুস্থ থাকতে পারবো। আর যে সব বস্তু আল্লাহ্ তা‘আলা আমাদের জন্য হারাম বা

---

[১] আবু বাকর আহমাদ ইবনহুসাইন ইবন'আলী ইবনমুসা আল-খোসরোযেরদী আল-বায়হাকী, *সুনান,* অধ্যায়: শো'বুল ঈমান, বৈরুত: দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, ২০০০ খ্রি., হাদীস নং ১০২৪৮ (قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لرجلٍ وهو يَعِظُه : اغتنِمْ خمسًا قبل خمسٍ : شبابَك قبل هَرَمِك، وصِحَّتَك قبل سَقَمِك، وغناك قبل فقرِك، وفراغَك قبل شُغلِك، وحياتَك قبل موتِك)

[২] ইমাম তিরমিজি, *জামে’ আত-তিরমিযী,* অধ্যায়: কিতাবুত-তিব্বি আন রাসূলিল্লাহি (সা.), পরিচ্ছেদ: মা জাআ ফিদ দাওয়ায়ি ওয়াল হাসসু আলাইহি, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ২০৩৮ (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ قَالَتِ الأَعْرَابُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ نَتَدَاوَى قَالَ " نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ قَالَ دَوَاءً إِلاَّ دَاءً وَاحِدًا " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُوَ قَالَ " الْهَرَمُ")

[৩] ইমাম তিরমিজি, *জামে’ আত-তিরমিযী,* অধ্যায়: কিতাবু যুহদি আন রাসূলিল্লাহ (সা.), পরিচ্ছেদ: বাবু মা জাআ ফি কারাহিয়াতি কাছরাতিল আকল, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২৩৮০ (عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاَتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لاَ مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ")

অবৈধ করেছেন তা আমাদের পরিহার করা উচিত, কারণ এর মধ্যে আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর জিনিস রয়েছে। যেমন-মদ পান করা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন আমাদের জন্য হারাম করেছেন। যা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। মাদকাসক্ত হয়ে আমাদের সমাজে অনেক মানুষ আজ অকালে জীবন হারাচ্ছে, কর্ম ক্ষমতা হারাচ্ছে। মহান আল্লাহ্ মদের ব্যাপারে বলেন, “লোকে আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, বলুন, উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য উপকারও। কিন্তু এগুলোর পাপ উপকার অপেক্ষা অধিক।”[১] সুতরাং মহান রব্বুল আলামীন যে সব বস্তুকে আমাদের জন্য হারাম করেছেন তা আমাদের জন্য অবশ্যই ক্ষতিকর। তাই স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আমাদেরকে মদ বা মাদক দ্রব্য পরিহার করে চলা উচিত।

৪.৭ অনৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকা

কোন কোন সমাজের কতিপয় লোক মদ্য পান করা, জুয়া খেলাকে অনৈতিক কাজ কিংবা খারাপ কাজ মনে করে না। উচ্চবিত্ত সমাজে এটাকে কখনো আভিজাত্যের প্রতীক মনে করে যেমনটা মনে করা হতো জাহেলি যুগে। ইসলাম মদ, জুয়াকে হারাম করেছে, কারণ এর মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, উন্নয়ন কাজ ব্যাহত হয়। মানুষের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে, মনুষত্ববোধ হারিয়ে যায়। মানুষ মদ ও জুয়ার সাথে আসক্ত হয়ে সমাজ ও রাষ্ট্র বিরোধী কাজে সম্পৃক্ত হয়। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, “মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর।”[২] মদের কুফলের কথা চিন্তা করে মহানবী (সা.) এর সকল রকমের ব্যবহারের প্রতি সর্তক করে বলেন, “আল্লাহ তা‘আলা মদ, মদ পানকারী, মদের ক্রেতা-বিক্রেতা, সরবরাহকারী এবং যার জন্য বহন করা হয় এবং এর মূল্য ভোগ করে এদের সবাইকে লা’নত করেছেন।”[৩] মানুষ যখন মহাশূন্যে বিনোদন ভ্রমন করছে, মঙ্গল গ্রহে বাড়ী বানানোর চেষ্টা করছে, কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র বানানোর জন্য, ঠিক এমনি মুহূর্তে পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ সঠিক ভাবে খাবার পাচ্ছে না, পুষ্টি হীনতায় ভুগছে অসংখ্য মা ও শিশু। বাংলাদেশের মত খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ

---

[১] আল-কুরআন, ২:২১৯ (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا)

[২] আল-কুরআন, ৫:৯০ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

[৩] ইমাম আবু দাউদ, *সুনানু আবি দাউদ,* অধ্যায়: কিতাবুল আশরিবাহ, পরিচ্ছেদ: বাবুল ই’নাবি ইউ’সারু লিল খামর, বৈরুত: মুয়াচ্ছাছাতুর রিসালাহ, ২০১৩ খ্রি., হাদীস নং ৩৬৭৪ (" لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ")

উন্নয়নশীল দেশে অসংখ্য মা ও শিশু নিয়মিত খাবারের অভাবে অপুষ্টিতে ভুগছে। কেউ বিদ্যুৎ ব্যবহার করে আলোকসজ্জা করছে, সারা রাত অপ্রয়োজনে লাইট জ্বালিয়ে রাখছে আর অন্য দিকে বিদ্যুতের অভাবে সঠিক ভাবে ফসল উৎপাদনের জন্য সেচ কার্য পরিচালনা করতে পারছে না, ছাত্রদের পড়া শুনায় ব্যাঘাত ঘটছে। এর বড় একটি কারণ অপচয়। মহান আল্লাহ্ অপচয় সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন, "তোমরা আহার করো এবং পান করো কিন্তু অপচয় করো না। কারণ অপচয়কারী শয়তানের ভাই।"[১] অপচয় রোধ করতে পারলে আমরা আমাদের অনেক উন্নয়ন কাজকে আরও বেগবান করতে পারতাম। সাথে সাথে মহান আল্লাহ্ তা'আলার বিধানও মেনে চলতে পারতাম।

ঘুষের প্রচলন আজ আমাদের সমাজের রন্দ্রে-রন্দ্রে প্রবেশ করেছে। ঘুষের কারণে অনেক দুস্কৃতিকারী অন্যায় করেও পার পেয়ে যাচ্ছে, যোগ্য ব্যক্তি যথাস্থানে সমাসীন হচ্ছে না, স্বাভাবিক কার্যক্রম গতি হারাচ্ছে। যার কারণে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাপক ভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ঘুষকে আবার এক শ্রেণির মানুষ স্পিড মানি বলে এটাকে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করছে, যা অত্যন্ত অনৈতিক, কারণ যারা এই স্পিড মানি ব্যয় করতে পারছে না তারা অনেক ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যোগ্যতা অনুযায়ী যথা স্থানে সমাসীন হতে পারছে না। অনেকে আবার ঘুষ প্রদান করে বিভিন্ন চাকুরীতে যোগদান করে নিজে ঘুষের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ছে। যার কারণে সমাজে অপরাধ প্রবণতার হার বেড়ে যাচ্ছে, যা এ দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে পিছিয়ে দিচ্ছে। মহানবী (সা.) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়কে আল্লাহ্ লা'নত করেছেন।"[২] ইসলাম পরিশ্রম করে সম্পদ অর্জন ও স্বাবলম্বী হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছে, সাথে সাথে অবৈধ পথে অর্জন ও ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করেছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয়ই তোমার মজুর হিসাবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।"[৩] আমল বা কাজ যখন আমানত তখন প্রত্যেক দায়িত্বশীলের উচিৎ কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাড়া তা আদায়

[১] আল-কুরআন ৭:৩১ (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)

[২] ইমাম ইবন মাজা, *সুনানু ইবন মাজাহ,* অধ্যায়: কিতাবুল আহকাম, পরিচ্ছেদ: বাবুত তাগলিজি ফিল হাইফি ওয়ার রাশওয়া, বৈরুত: মুয়াচ্ছাছাতুর রিসালাহ, ২০০৯ খ্রি., হাদীস নং ২৩১৩ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي)

[৩] আল-কুরআন, ২৮:২৬ (قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ)

করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে মুমিনগণ জেনে শুনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সহিত বিশ্বাস ভঙ্গ করো না এবং তোমাদের পরস্পর আমানত সম্পর্কেও বিশ্বাস ভঙ্গ করো না।"[১]

শ্রমিকরা তাদের শ্রম দিয়ে দেশ, সমাজ ও জাতির উন্নতির জন্য কাজ করে। শ্রমিকরা যথাযথ পারিশ্রমিক ও যথা সময় পারিশ্রমিক না পেলে মনোবল হারিয়ে ফেলে, তাদের প্রয়োজন মেটাতে পারে না, যা আমাদের উন্নয়ন কাজকে ব্যাহত করে। আমাদের দেশে কখনও কখনও এ ধরনের পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। শ্রমিকরা তাদের বেতন যথা সময় ও সঠিক ভাবে না পেয়ে মিছিল, মিটিং, ভাংচুরসহ অনেক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যা মালিক শ্রমিকের সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত হয়। এসব কর্মকাণ্ডের কারণে দেশ, জাতি ও সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মহানবী (সা.) এ প্রসংগে বলেন, "শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগে তাদের পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।"[২] মালিকদের যেমন দায়িত্ব রয়েছে শ্রমিকের পাওনা ঠিকমত প্রদান করা, ঠিক তেমনিভাবে শ্রমিকদেরও বেশ কিছু দায়িত্ব রয়েছে, তা হলো: ১। কাজে কোন রকম ফাঁকি না দেয়া, ২। আমানত ও ইখলাসের সাথে কাজ করা, ৩। মালিকের ন্যায়সঙ্গত আনুগত্য করা, ৪। কাজে খিয়ানত করা থেকে সতর্ক থাকা। ৫। চাকুরীর সুযোগ নিয়ে প্রতারণা মূলক কাজে লিপ্ত না হওয়া। আল্লাহ্ বলেন: "হে মু'মিনগণ! জেনে শুনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না।"[৩]

৪.৮ ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য আদর্শ মানুষের অনুসরণ করা

মহান আল্লাহ এই পৃথিবীতে যুগে যুগে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। তারা মানব জাতিকে সরল, সঠিক, সফলতা ও উন্নতির পথ দেখিয়েছেন। তাঁরা দুনিয়া ও আখেরাত তথা দুই জীবনের উন্নতি ও কল্যাণের পথ দেখিয়েছেন, আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতেন। তাঁরা মানুষকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সফলতার পথ দেখিয়েছেন। তাই মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে দুই জীবনের

---

[১] আল-কুরআন, ০৮: ২৭ (ثُمَّ يَتُوبُ اللَّـهُ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)

[২] ইমাম ইবন মাজাহ, *সুনানু ইবন মাজাহ,* অধ্যায়: কিতাবুর রাহুন, পরিচ্ছেদ: বাবু উজরিল আজরাআ, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২৪৪৩ (أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ)

[৩] আল-কুরআন, ৮:২৭ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّـهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)

সফলতার জন্য দোয়া করতে বলেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে আমার প্রতিপালক আমাকে দুনিয়ায় কল্যাণ দান করো এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান করো।"[১]

দুনিয়ার কল্যাণ বলতে আমরা সাধারণত বুঝতে পারি যে, আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সুখ-শান্তিতে দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করা। কোন প্রকার অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্টের মধ্যে না পরা। আল্লাহ্ তা'আলা এ জন্য তার ওহীর জ্ঞান সমৃদ্ধ করে নবী রাসূলদের পাঠিয়েছেন। তারা আদর্শ চরিত্রের অধিকারী। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"[২] অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।"[৩] তাই এই আদর্শবান মহা মানবদের বিশেষ করে সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবন ও কর্মকে অনুসরণ করতে হবে। তাহলে আমরা আমাদের সমাজ, জাতি ও দেশকে টেকসই উন্নয়নের দিকে নিয়ে যেতে পারবো।

৪.৯ আত্মিক উন্নয়ন ও ইসলাম

ব্যক্তিগত বা ব্যক্তি কেন্দ্রিক উন্নয়নের মৌলিক একটি দিক হলো আত্মিক উন্নয়ন। ইসলাম আত্মিক উন্নয়নকে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার প্রদান করে। কারণ এর মাধ্যমে ইহলৌকিক ও পারলৌলিক উভয় জীবনের সফলতা নির্ভর করে। আত্মিক উন্নয়নই সার্বিক উন্নয়নের তথা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের সফলতার জন্য অতীব জরুরি বিষয়। মানুষ আত্মার নাম; দেহ তার বাহন। ব্যক্তি হলো গুণাবলিসহ সত্তার নাম। তাই আত্মিক উন্নতি ব্যতীত মানুষ অন্য প্রাণীর তুল্য। আত্মিক বা আধ্যাত্মিক মানে হলো আত্মাসম্পর্কিত, আত্মার সঙ্গে যোগ আছে যার। উন্নতি তথা ইতিবাচক পরিবর্তন বা মনোজাগতিক ইতিবাচক পরিবর্তন।[৪] আত্মিক উন্নয়ন মূলত আত্মশুদ্ধির মাধ্যমেই সম্ভবপর। আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য প্রয়োজন মিথ্যাচার, আমানতের খেয়ানত, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, পরশ্রীকাতরতা ও পরনিন্দা তথা মানুষ ও সৃষ্টির অকল্যাণ হয় এমন সকল প্রকার কর্ম ও চিন্তা থেকে নিজেকে বিরত রাখা। অপবিত্র বস্তু ও অবৈধ খাদ্য থেকে দেহ পবিত্র রাখার মাধ্যমে আত্মার উন্নয়ন সাধন করা যায়।[৫] মুহাম্মাদ (সা.) এ প্রসঙ্গে বলেন, "সতর্কতার সাথে মনে রেখো, প্রত্যেক মানব দেহে একটি মাংস খণ্ড

---

[১] আল-কুরআন ২:২০১ (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)

[২] আল-কুরআন ৩৩:২১ (لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)

[৩] আল-কুরআন ৬৮:৪ (إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ)

[৪] মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী, "ইসলাম ও আত্মিক উন্নতি", *দৈনিক প্রথম আলো,* ০৬ নভেম্বর ২০১৫, পৃ. ১২

[৫] ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন, *সূফীবাদ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়,* ঢাকা: প্রকাশক: বুনাইম, ২০০১ খ্রি., পৃ. ১

বা অংশ আছে। যখন তা (পরিশুদ্ধ বা) পবিত্র থাকে, তখন সম্পূর্ণ দেহ মন পবিত্র (বা পরিশুদ্ধ) থাকে। আর যখন তা অপরিশুদ্ধ বা অপবিত্র থাকে, তখন দেহ-মন-সবই অপবিত্র হয়ে যায়। মনে রেখো, তা হলো কালব বা আত্মা।"[১] মনের পবিত্রতার মাধ্যমেই শুধু আল্লাহ্ তা'আলাকে উপলব্ধি করা এবং আত্মার দৃষ্টিশক্তি লাভ করার মাধ্যমেই শুধু তাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রেম-ভালবাসা ছাড়া আত্মা পরিষ্কার ও পবিত্র হয় না এবং আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র মাধ্যম হলো প্রেম। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, "কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসায় তা সুদৃঢ়।"[২] আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক স্থাপন কিংবা আল্লাহ্র ভালবাসা পেতে হলে আল্লাহ্কে সব সময় স্মরণ করতে হবে। কোন অবস্থায়ই আল্লাহ্কে ভুলে গেলে চলবে না। মানুষ সাধারণত তিনটি অবস্থার মধ্যে থাকে, যেমন: ১। দাঁড়ানো অবস্থা ২। বসা অবস্থা ৩। শোয়া অবস্থা। অর্থাৎ তিন অবস্থায় আল্লাহ্র স্মরণের কথা বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন, "যারা আল্লাহ্কে স্মরণ করে দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় এবং শোয়া অবস্থায়।"[৩] এই আয়াতে বুঝা যায় যে, প্রকৃত মুমিনগণ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ করে।

[১] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান, পরিচ্ছেদ: বাবু ফাদলি মান ইসতাবরায়া লি দীনিহি, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৫২ (أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ)

[২] আল-কুরআন, ২:১৬৫ (وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّـهِ)

[৩] আল-কুরআন, ৩:১৯১ (الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّـهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ)

সর্বাবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ

(সারণী-১৪)

আবার কর্মবিমুখ হয়ে আল্লাহ্র স্মরণ করতে হবে কিনা? সে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এ বিষয়ে একজন কবি ফার্সী ভাষায় চমৎকার বলেছেন: "নমী গুইয়াম কে আয দুনিয়া জুদাবাশ, বহর কারে কে বাশি বা খোদা বাশ"। অর্থাৎ "আমি বলি না যে তুমি পার্থিব সকল কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকো। বরং পার্থিব জীবনের সকল কর্মকাণ্ড আল্লাহ্র স্মরণমুগ্ধ হয়ে করো। তা হলে বুঝা গেল যেকোন কর্মই ধর্ম হতে পারে যদি তা আল্লাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হয়।[১] আল্লাহ্কে যে সর্বাবস্থায় স্মরণ করে সে কখনো খারাপ বা অন্যায় কাজ করতে পারে না। সে ভাল মানুষ হিসাবে পরিগণিত হয়। সে পরিবার, সমাজ, পরিবেশ কিংবা রাষ্ট্রের কোন ক্ষতি করতে পারে না। সে সত্যিকারার্থে মানব সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হয়। টেকসই উন্নয়নের জন্য কাজ করতে পারে।

আমরা জানি যে, শারীরিক পরিচ্ছন্নতা কিছু কিছু ইবাদতের জন্য প্রারাম্ভিক শর্ত, কিন্তু হৃদয় বা অন্তরআত্মার পরিচ্ছন্নতা তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন। ইবাদতকালে ব্যক্তির উচিত নিজেকে এক ধরনের আত্মসমালোচনায় উপস্থিত করা, তার অতীত কার্যকলাপের হিসেব নিকেশ করা, এবং তার নিজের কাছে, সমাজের কাছে ও আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তার দায়িত্ব উপলব্ধির চেষ্টা করা। এ থেকে

[১] উদ্ধৃত: ড. আ. ন. ম. রইছ উদ্দিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩

বুঝা যায় যে, ইবাদত শুধু অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যান্ত্রিক সঞ্চালনই নয় বরং এমন একটি সচেতন মনস্তাত্ত্বিক প্রচেষ্টা যার লক্ষ্য হচ্ছে নিজেকে জানা, আল্লাহ্‌র সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং জীবনে ব্যক্তির আচরণকে পর্যালোচনা করা।[১] আত্মিক পরিচ্ছন্নতা নির্ভর করে আল্লাহ্‌র স্মরণের উপর। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেন, "আল্লাহ্‌র স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।"[২] "কেউ ঈমান আনলে ও নিজেকে সংশোধন করলে তার কোন ভয় নেই এবং সে দুঃখিতও হবে না।"[৩] মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ অজ্ঞতাবশত যদি মন্দ কার্য করে, অতঃপর তাওবা করে এবং সংশোধন করে, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৪] যারা আত্মশুদ্ধি করবে তাদের জন্য রয়েছে পারলৌকিক জীবনে বিরাট সফলতা। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তাদের জন্য আছে সমুচ্চ মর্যাদা, চিরস্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশ থেকে নদী প্রবাহিত, সেথায় তারা স্থায়ী হবে এবং এই পুরস্কার তাদের জন্যই যারা পুত:পবিত্র।"[৫]

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষদেরকে পুত:পবিত্র করার জন্য এই পৃথিবীতে নবী ও রাসূলদের প্রেরণ করেছেন। মহান আল্লাহ্ কুরআনে উল্লেখ করেন, "হে আমাদের প্রতিপালক! তাদের মধ্য থেকে তাদের নিকট এক রাসূল প্রেরণ কর যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট তিলাওয়াত করবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে।"[৬] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "যেমন আমি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, যে আমার আয়াতসমূহ তোমাদের নিকট তিলাওয়াত করে, তোমাদিগকে পবিত্র করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় আর তোমরা যা জানতে না তা শিক্ষা দেয়।"[৭] নবী ও রাসূলরা যুগের শ্রেষ্ঠ আদর্শের অধিকারী ছিলেন, তাই আমাদের আত্মিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন তাদের অনুসরণ ও অনুকরণ করা।

---

[১] মো: শামছুল আলম, *মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলামঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ,* (১৯৭১-২০০১), পিএইচ. ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ-২০০৭ খ্রি., (অপ্রকাশিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ২৫৭

[২] আল-কুরআন, ১৩:২৮ (أَلَا بِذِكْرِ اللَّـهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ)

[৩] আল-কুরআন, ৬:৪৮ (فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)

[৪] আল-কুরআন, ৬:৫৪ (وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۖ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)

[৫] আল-কুরআন, ২০:৭৫-৭৬ (وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَـٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ۚ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ)

[৬] আল-কুরআন, ২: ১২৯ (رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ)

[৭] আল-কুরআন, ২:১৫১ (كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ)

তারাই জীবনে সফল হবে যারা নিজেকে পুত:পবিত্রের মাধ্যমে উন্নত করবে। মহান আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন, “যে পরিশুদ্ধ হলো সে সফল হলো।”[১] অন্যত্র আল্লাহ্ তা‘আলা বলেছেন, “সে-ই সফল হবে যে নিজেকে পুত:পবিত্র করবে।”[২] নিজের আত্মিক উন্নয়নের মধ্যে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, “যে কেউ নিজেকে পরিশোধন করে সে তো পরিশোধন করে নিজের কল্যাণের জন্য।”[৩] মূলত আল্লাহ্ রব্বুল আলামিনের বিভিন্ন ইবাদতের মাধ্যমে মানুষের পরিশুদ্ধি হয়, উন্নতি হয়। এই ইবাদত শারীরিক ও আর্থিক উভয়ের সমন্বয়ে হতে হয়। আর্থিক দান-সাদাকার মাধ্যমে মানুষের হৃদয় তথা অন্তর পবিত্র হয়। মহান আল্লাহ্ বলেন, “তুমি ওদের সম্পদ হতে ‘সাদাকা’ গ্রহণ কর; এর দ্বারা তুমি তাদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে।”[৪] এর মাধ্যমে এটি প্রতীয়মান হয় যে, দান-সাদাকার মাধ্যমে হৃদয়-মন পবিত্র হয়, উন্নত হয়। কৃপণ মানুষের মন থাকে ছোট, তারা সমাজে তেমন কোন কিছু করতে পারে না, মানুষ এদের দ্বারা তেমন উপকৃত হয় না। বরং যাদের মন কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারা ইহকাল ও পরকালে সফল হবে। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, “যাদেরকে অন্তরের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম।”[৫] পারলৌকিক জীবনের জন্য ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি, সন্তান-সন্ততি কাজে আসবে না, কাজে আসবে শুধু পরিশুদ্ধ, উন্নত আত্মা। মহান আল্লাহ্ বলেন, “যে দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না; সে দিন উপকৃত হবে কেবল সে, যে আল্লাহ্‌র নিকট বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে আসবে।”[৬] মহান আল্লাহ্ বলেন, “আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তি সব চেয়ে সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে বেশি তাকওয়াবান।”[৭] মহান আল্লাহ্ সব কিছুর স্রষ্টা ও মালিক। সুতরাং তিনিই জানেন তার সৃষ্টি জীবের কল্যাণ কীসে নিহিত রয়েছে। তাই যদি জীবনের সকল কাজে আল্লাহ্‌কে স্মরণ ও অনুসরণের মাধ্যমে তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা যায়, তা হলে এই দুনিয়ায় আদর্শ মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যাবে। দুনিয়ায় যারা আল্লাহ্‌র আইন মেনে সফলভাবে জীবন-যাপন করতে পারবে আখেরাতেও তারা সফল হতে পারবে। এরাই দুনিয়ায় মানব কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারবে, টেকসই উন্নয়নের

---

[১] আল-কুরআন, ৮৭:১৪ (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ)

[২] আল-কুরআন, ৯১:৯ (قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا)

[৩] আল-কুরআন, ৩৫:১৮ (وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ)

[৪] আল-কুরআন, ৯:১০৩ (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا)

[৫] আল-কুরআন, ৫৯:৯ (وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)

[৬] আল-কুরআন, ২৬:৮৮-৮৯ (يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّـهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ)

[৭] আল-কুআন, ৪৯:১৩ (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْقَاكُمْ)

জন্য কাজ করতে পারবে। কারণ সব সময় আল্লাহ্কে স্মরণ করলে তার দ্বারা কোন খারাপ কাজ সংগঠিত হতে পারে না। আর কখনো ভুল বশত খারাপ কাজ করে বসলেও তা বুঝার সাথে সাথে মহান রব্বুল আলামীনের কাছে তওবা করলে আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেন। আমাদের দেশে দুর্নীতি ও অপরাধ প্রতিরোধে তাকওয়া অর্জনের মাধ্যমে আত্মিক উন্নয়নের বিকল্প নাই।

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামের দৃষ্টিতে পারিবারিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

৫.১ পারিবারিক পরিকল্পনা ও উন্নয়নের ধারণা

পরিবার হচ্ছে গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতম তবে অতীব গুরুত্বপূর্ণ একক। মানব ইতিহাসে পরিবারের ধারণা মূলত ইসলামই দিয়েছে। মহান আল্লাহ্ মানব জীবনের যাত্রা থেকেই পরিকল্পিত পরিবারের শুভ সূচনা করে দিয়েছেন। আদি পিতা হযরত আদম (আ.) ও আদি মাতা হযরত হাওয়া (আ.) এর মাধ্যমেই আল্লাহ্ রব্বুল আ'লামীন পরিবারের যাত্রা শুরু করে দেন। মহান আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন, "হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেথা ইচ্ছা আহার কর, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়োনা, হলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভক্ত হবে।"[১] তা হলে পরিবার গঠনের ধরন কি হবে তা মহান রব্বুল আলামীন মানুষদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন। স্বামী-স্ত্রী দিয়েই পরিবার গঠন করতে হবে এবং একজন ছেলে এবং একজন মেয়ে দিয়েই পরিবারের সূচনা করতে হবে। বর্তমান সময় কিছু কিছু দেশে ছেলে ছেলেকে বিয়ে করে এবং মেয়ে মেয়েকে বিয়ে করে পরিবার গঠন করতে চায় যা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী ও অবৈজ্ঞানিক। এ ভাবে ছেলে-ছেলেকে আর মেয়ে-মেয়েকে বিবাহ করলে মানব জাতি ধ্বংসের মধ্যে নিপতিত হবে, পৃথিবীর পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে, সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে। মানব বংশ ধারা সুরক্ষার জন্যই আল্লাহ্ তা'আলা সুপরিকল্পিত ভাবে নারী পুরুষের মিলনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সুতরাং মহান আল্লাহ্র এই বিধান আমাদের মেনে পারিবারিক ব্যবস্থা পরিচালনা করা উচিত, তা না হলে মানব প্রজন্ম আর রক্ষা পাবে না। মহান আল্লাহ্ বলেন, "হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা হতে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন; এবং আল্লাহ্কে ভয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচঞ্চা কর, এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।"[২] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "হে মানুষ! আমি তোমাদিগকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে

---

[১] আল-কুরআন, ৭:১৯ (وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ)

[২] আল-কুরআন, ৪:১ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)

পরে তোমাদিগকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সহিত পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।”[১] আল্লাহ্‌র অসীম কৃপায় বিশ্বব্যাপী মানব পরিবারের সৃষ্টি। তারা একে অপরের সাথে প্রেম, ভালবাসার বন্ধনে সম্পৃক্ত। একে অপরকে সহযোগিতা করবে, সহমর্মিতা দেখাবে, সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে পরিকল্পিত ভাবে জীবন পরিচালনা করে পার্থিব ও পারলৌকিক সফলতার জন্য কাজ করবে। মহান আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলবে, যাতে পারিবারিক ব্যবস্থা কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।

মানুষ পরিবার থেকে সমাজ, রাষ্ট্র কিংবা জাতীয় জীবনে ভাল কিছু করার মূল শিক্ষা লাভ করে। পরিবারে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর হক, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর হক, সন্তানের উপর পিতা-মাতার হক, পিতা-মাতার উপর সন্তানের হক, ভাই-বোনের পারস্পরিক হক ইসলাম নির্ধারণ করে দিয়েছে। একটি শিশু বড় হয়ে সমাজ, রাষ্ট্র কিংবা জাতীয় জীবনের বৃহত্তর পরিসরে যে অবদান রাখবে, তার প্রশিক্ষণ ঘটে পারিবারিক পরিবেশে। তাই পারিবারিক জীবন সুপরিকল্পিত না হলে ব্যক্তিগত, সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় জীবনে উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয়। আর পারিবারিক জীবনের সূচনা হয় বিয়ের মধ্য দিয়ে। তাই এ ব্যাপারে নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

৫.১.১ বিবাহে পরিকল্পনা

ইসলামে বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নারী পুরুষের যে স্থায়ী মিলন একটি প্রকাশ্য চুক্তির মাধ্যমে সংঘটিত হয় তাকে শরীয়তের পরিভাষায় ‘নিকাহ’ (বিবাহ) বলে। এই বিবাহ একটি পবিত্র বন্ধন যা উভয়ের সম্মতিতে এবং প্রকাশ্য চুক্তির মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। বিবাহ ব্যতিরেকে নারী পুরুষের মিলন বিরাট পাপাচার এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বিবাহ একটি প্রাকৃতিক প্রয়োজনই নয় বরঞ্চ শরীয়তের দৃষ্টিতেও এর প্রয়োজন রয়েছে।[2] মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বিবাহের ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, “তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্মপরায়ণ তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ্

---

[১] আল-কুরআন, ৪৯:১৩ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّـهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)

[২] মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহী, অনুবাদ: আব্বাস আলী খান, *ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ,* ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ৯ম প্রকাশ, ২০০৭ খ্রি., পৃ. ১৩৩

নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। যারা বিবাহে সমর্থ নয়, তারা যেন সংযম অবলম্বন করে যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেন।”[১] আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, বিবাহ করা আমার সুন্নাত। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত মুতাবিক কাজ করলো না সে আমার দলভূক্ত নয়। তোমরা বিবাহ কর, কেননা আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অন্যান্য উম্মতের সামনে গর্ব করবো। অতএব যার সামর্থ্য আছে সে যেন বিবাহ করে এবং যার সামর্থ্য নেই সে যেন সিয়াম রাখে। কারণ সাওম তার জন্য জৈবিক উত্তেজনা প্রশমনকারী।”[২] বৈবাহিক জীবন শুরু হয় একটি ছেলে ও মেয়ের আকদ বা বিবাহের মাধ্যমে। একটি ছেলে ও মেয়ে তাদের নতুন সংসার শুরু করার পূর্বে পরস্পর পরস্পরের জীবন সঙ্গীকে বাছাই করে নেয়। এই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে যে বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতে হবে তা হলো ধর্মীয় মূল্যবোধ। মহানবী (সা.) বলেন, “মেয়েদেরকে সাধারণত চারটি বিষয় দেখে বিয়ে করা হয়। তার সম্পদ দেখে, বংশ মর্যাদা দেখে, রূপ-সৌন্দর্য দেখে এবং তার দ্বীনদারী দেখে। তবে তোমরা দ্বীনদার মেয়ে লাভ করার চেষ্টা কর, তোমাদের কল্যাণ হবে।”[৩] ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে তাদের সংসার জীবন শুরু হলে তারা পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধাশীল হবে, সংসার জীবনে শান্তি নেমে আসবে যা পারিবারিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরাট সহায়ক। পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। স্ত্রীর প্রতি স্বামী দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবে ঠিক স্ত্রীও তার স্বামীর প্রতি ইসলামের দেয়া দায়িত্ব পালন করে একটি সুখী ও সুন্দর পরিবার গঠন করবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, “তারা তোমাদের পোশাক স্বরূপ এবং তোমরা তাদের পোশাক স্বরূপ।”[৪] আর এই পরিবারে যে সন্তান সন্তান আসবে তারা সুসন্তান হিসাবে গড়ে উঠবে, যারা সমাজের বোঝা না হয়ে মানব সম্পদে পরিণত হবে।

---

[১] আল-কুরআন, ২৪:৩২-৩৩ (وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ ۗ)

[২] ইমাম ইবন মাজা, *সুনানু ইবন মাজাহ,* অধ্যায়: কিতাবুন নিকাহ, পরিচ্ছেদ: বাবু মা জাআ ফি ফাদলিন নিকাহ, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ১৮৪৬ (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ)

[৩] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুন নিকাহ, পরিচ্ছেদ: বাবুল ইকফায়ি ফিদ দীন, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৫০৯০ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)

[৪] আল-কুরআন, ২:১৮৭ (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ)

৫.১.২ স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন

পারিবারিক শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানো অতীব জরুরি। দুই পরিবারের দু'জনের মধ্যে পবিত্র বন্ধনের জন্য ইসলাম বিশেষ ভাবে নির্দেশ প্রদান করেছে। স্বামীর সাথে স্ত্রীর সম্পর্ক হবে প্রেম ভালবাসার। আর যেখানে প্রেম ভালবাসা থাকবে, সেখানে বিভিন্ন ধরণের মান অভিমান থাকা স্বাভাবিক।[১] যারা ইসলামের বিধিমতো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মেনে পারিবারিক জীবন পরিচালনা করবে তাদের পারিবারিক জীবন মহান আল্লাহ্র দয়া ও রহমত দ্বারা ভরে দিবেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পস্পরের জন্য যেন নয়ন জুড়ানো হয়, তাদের ঔরসজাত সন্তান যাতে নয়ন জুড়ানো হয়, সে সম্পর্কে দোয়া করার জন্য তাকীদ করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর যারা হবে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদিগকে কর মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য।"[২] সন্তান-সন্ততি, স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনকে সুদৃঢ় করে দেয়। আর সন্তান যদি আদর্শবান, সুশিক্ষিত, স্বচরিত্রের অধিকারী হয় তা হলে তাদের উভয়ের হৃদয় প্রশান্তি পায়। মহান আল্লাহ্ অন্য এক আয়াতে বলেন, "তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।"[৩] অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের জন্য পরিপূরক স্বরূপ। পোশাক পরিচ্ছদ যে রূপ মানুষের সম্মান বাড়িয়ে দেয় ঠিক স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের সম্মান বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করে। পারিবারিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাতে না পারলে আমাদের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে। সকল উন্নয়ন এমনকি স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডও অনেক ক্ষেত্রে মূল্যহীন মনে হবে। তাই পারিবারিক সম্পর্ক তথা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

৫.১.২.১ পরস্পরের সাথে ভাল ব্যবহার করা

---

[১]আশরাফ আলী থানভী (র.), *কুরআন হাদীসের আলোকে পারিবারিক জীবন,* বাংলাদেশ: বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স, পাবলিকেশন্স, ৫ম মুদ্রণ, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ৩৮

[২] আল-কুরআন ২৫:৭৪ (رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا)

[৩] আল-কুরআন ২:১৮৭ (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ)

স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের প্রতি ভাল ব্যবহার করবে কারণ ভাল ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটবে। ভাল ব্যবহারে মহান আল্লাহ্ খুশি হন। আল্লাহ্ ভাল ব্যবহার কারীর উপর রহমত বরকত দান করেন। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেন, "তাদের সহিত সৎভাবে জীবন যাপন করবে, তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ কর তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ্ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকেই অপছন্দ করতেছো।"[১] মহানবী (সা.) বলেন, "কোনো মুসলিম পুরুষ যেন কোন মুসলিম মহিলাকে তার কোন একটি অভ্যাসের কারণে ঘৃণা না করে। কেননা একটি অপছন্দ হলে অন্য আরো অভ্যাস দেখে সে খুশীও হয়ে যেতে পারে।"[২] অপর এক হাদীসে এসেছে, "আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তোমরা নারীদেরকে উত্তম উপদেশ দিবে। কেননা নারী জাতিকে পাঁজরের হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের হাড়গুলোর উপরের হাড়টি অধিক বাঁকা। তুমি যদি তা সোজা করতে যাও, তাহলে তা ভেঙ্গে ফেলবে আর যদি ছেড়ে দাও, তাহলে সব সময় তা বাকাই থেকে যাবে। কাজেই নারীদের সাথে উপদেশপূর্ণ কথাবার্তা বলবে।"[৩] অন্য এক হাদীসে এসেছে, "আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, কোনো মহিলা যদি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে, রমাযানের সিয়াম পালন করে, গুপ্তাঙ্গের হিফাযাত করে, স্বামীর একান্ত অনুগত হয়। তার জন্য জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশের সুযোগ থাকবে।"[৪] সুতরাং স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সাথে ভাল ব্যবহার করলে মহান আল্লাহ্ আল্লাহ্ পারিবারে শান্তি প্রদান করে, যা উন্নয়ন ও সফলতার জন্য বিরাট সহায়ক।

৫.১.২.২ অত্যাচার ও নির্যাতন থেকে বিরত থাকা

---

[১] আল-কুরআন ৪:১৯ (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّـهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)

[২] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম,* অধ্যায়: কিতাবুর রিদা', পরিচ্ছেদ: বাবুল ওয়াছিয়্যাতি বিন নিসায়ি, বৈরুত: মুয়াচ্ছাছাতুর রিসালাহ, ২০১৯ খ্রি., হাদীস নং ৩৬৪৫ (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ)

[৩] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবু আহাদিসিল আম্বিয়া, পরিচ্ছেদ: বাবু খালকি আদামা সালাওয়াতুল্লাহি আলাইহি ওয়া যুররিয়্যাতিহি, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৩৩৩১ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ)

[৪] আল্লামা আলী বিন সুলতান মুহাম্মাদ ক্বারী, *মিরকাতুল মাফাতীহ শরহু মিশকাতুল মাসাবীহ,* অধ্যায়: কিতাবুন নিকাহ, পরিচ্ছেদ: বাবু আশারাতুন নিসা, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০১৫ খ্রি., হাদীস নং ৩২৫৪ (عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ»)

আমাদের সমাজের নারীদের উপর বিভিন্ন আত্যাচার, নির্যাতনের খবর আমরা বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সোস্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পারি। এই অত্যাচার নির্যাতনের কারণে সংসারে অশান্তি হয়, উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়, অনেক ক্ষেত্রে সংসার চিরস্থায়ীভাবে ভেঙ্গে যায়। এ সব পরিবারের সন্তানরা ভালভাবে বেড়ে উঠতে পারে না, উন্নতি লাভ করতে পারে না। স্ত্রীদের নির্যাতনতো দূরে থাক, তাদেরকে কোন রকম কষ্ট দান করা ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলাম নারী নির্যাতন বন্ধের ব্যাপারে যেমন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তেমনি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে।[১] মহান আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন, "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের নানাভাবে কষ্টদান ও উৎপীড়নের উদ্দেশ্যে আটক করে রেখ না। যে লোক এরূপ করবে, সে নিজের ওপরই জুলুম করবে। আর তোমরা আল্লাহ্র বিধানকে ঠাট্টা-তামাশার বস্তু করো না।"[২] স্ত্রীদের সাথে মিষ্টি ও মধুর ব্যবহার করা এবং তাদেরকে কোনরূপ কষ্ট না দিয়ে তাদেরকে সুখ-শান্তিতে রাখার জন্য ইসলাম নির্দেশ প্রদান করেছে। মহানবী (সা.) স্ত্রীদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, "তোমরা স্ত্রীদের এমন নির্মমভাবে মারধোর করো না, যেমন করে তোমরা মেরে থাকো তোমাদের ক্রীতদাসীদের।"[৩] অন্যত্র মহানবী (সা.) বলেন, "আল্লাহ্র দাসীদের তোমরা মারধোর করো না।"[৪] আরও অসংখ্য হাদীস ও ইসলামের নির্দেশনা রয়েছে যার মাধ্যমে নারীদের সাথে ভাল ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে এবং সকল প্রকার অত্যাচার-নির্যাতন বন্ধের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। মূলত নারীকে প্রহার করে নয় বরং তার সাথে ভাল ব্যবহার করে পারিবারিক সম্পর্কের উন্নয়ন সাধন করা উচিত।

৫.১.২.৩ পরস্পর উপহার বিনিময় করা

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-ভালবাসার সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য তাদের পরস্পরের মধ্যে উপহার বিনিময় করা উচিত। ইসলাম পরস্পরকে উপহার প্রদান করার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। মহানবী (সা.) এ প্রসঙ্গে বলেন, "তোমরা পরস্পরে হাদিয়া বা উপহার আদান-প্রদান করবে, কেননা হাদিয়া বা

---

[১] ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ,* ঢাকা: গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ৫২৯

[২] আল-কুরআন, ২:২৩১ (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّـهِ هُزُوًا)

[৩] ইমাম আবু দাউদ, *সুনানু আবি দাউদ,* অধ্যায়: কিতাবুত তাহারাহ, পরিচ্ছেদ: বাবু ফিল ইসতিনছার, বৈরুত: মুয়াচ্ছাছাতুর রিসালাহ, ২০১৩ খ্রি., হাদীস নং ১৪২ (لاَ تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ كَضَرْبِكَ أُمَيَّتَكَ)

[৪] ইমাম আবু দাউদ, *সুনানু আবি দাউদ,* অধ্যায়: কিতাবুন নিকাহ, পরিচ্ছেদ: বাবু ফি দারবিন নিসা, বৈরুত: প্রাগুক্ত, হাদীস নং ২১৪৬ (لاَ تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ)

উপহার দিলের ক্লেদ ও হিংসা দূর করে।”[১] অন্যত্র আমাদের প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন, “তোমরা পরস্পর উপহার আদান-প্রদান করো, দেখবে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসার সৃষ্টি হয়েছে।”[২] তাই স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে বিভিন্ন সময় সামর্থ্য অনুযায়ী আকর্ষণীয় উপহার সামগ্রী প্রদান করলে তাদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটবে, যা পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তি এনে দিবে। তবে এই উপহার সামগ্রীর জন্য কেউ কাউকে চাপ প্রয়োগ করা যাবে না এবং এই উপহার সামগ্রী অবশ্যই হালাল উপার্জন দিয়ে হতে হবে।

৫.১.২.৪ স্বামী-স্ত্রী মিলে দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণ করা

মহান আল্লাহ্ এই পৃথিবীকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন। তাই তার এই সৌন্দর্য ও বিভিন্ন নিদর্শন দেখার জন্য আল্লাহ্ নির্দেশ প্রদান করেছেন। তাই স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে সামর্থ অনুযায়ী দর্শনীয় স্থান সমূহে ভ্রমণ করা উচিত। এর মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হয়, ভালবাসা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন, “‘বলে দাও, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো, অতঃপর দেখো, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে, তাদের পরিণাম কী হয়েছিল?”[৩] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, “বলো, তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং দেখো, তোমাদের আগের লোকদের কী পরিণাম হয়েছিল! তাদের বেশির ভাগই ছিল মুশরিক।”[৪] অন্যত্র মহান রব্বুল আলামীন বলেন, “‘তারা কি পরিভ্রমণ করে নাই? তা হলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবনের অধিকারী হতে পারতো।”[৫] অন্য আর এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, “‘বলে দাও, তোমরা ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ করো এবং দেখো, কিভাবে আল্লাহ্ প্রথমবারে সৃষ্টি করেছেন। আবার তিনি শেষবারেও সৃষ্টি করবেন।”[৬] মহান আল্লাহ্‌র এই নিদর্শন দেখলে মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আসে, আল্লাহ্ কথা স্মরণ হয়, পরস্পরের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশে পরিবার নিয়ে, স্বামী-স্ত্রী মিলে ভ্রমণের প্রবণতা কম দেখা যায়। কিন্তু মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ মেনে স্বামী-স্ত্রী মিলে ভ্রমণ করলে তাদের মধ্যে

---

[১] ইমাম তিরমিযী, *জামে' আত-তিরমিযী,* অধ্যায়: কিতাবুল ওয়ালা ও হিবা আন রাসূলিল্লাহি (সা.), পরিচ্ছেদ: বাবু ফি হিসসিন নবীয়্যি (সা.) আলাত তাহাদী, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২১৩০ (تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ)

[২] ইমাম বুখারী, *সহীহ আদাবুল মুফরাদ,* কায়রো: আল-মাতবা'আতুস সালাফিয়াহ, ১৩৭৫ হি., হাদীস নং ৫৯৪ (تهادَوْا تحابُّوا)

[৩] আল-কুরআন, ৬:১১ (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ)

[৪] আল-কুরআন, ৩০:৪২ (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ)

[৫] আল-কুরআন, ২২:৪৬ (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا)

[৬] আল-কুরআন, ২৯:২০ (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّـهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ)

সম্পর্কের উন্নতি হয়, আল্লাহ্‌র নির্দেশ মানার কারণে আল্লাহ্‌ পরিবারের প্রতি রহমত ও বরকত দান করেন। যার মাধ্যমে পারিবারিক শান্তি ও উন্নতি সাধিত হয়।

৫.১.২.৫ স্বামী-স্ত্রীর গোপন কথা ও কার্য প্রকাশ না করা

স্বামী-স্ত্রী প্রকৃতিগতভাবেই অন্তরঙ্গ ভাবে মিলিত হয়, বিভিন্ন ভাবাবেগের আদান-প্রদান করে থাকে। কিন্তু আমাদের সমাজের কেউ কেউ তাদের এই অন্তরঙ্গ মুহূর্তের কথা বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে প্রকাশ করে থাকে। এই সব কথা অন্য মানুষের কাছে প্রকাশ করা স্বামী-স্ত্রী দু'জনের জন্যই লজ্জাকর বিষয়। এতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে, এমন কি তা বিচ্ছেদের দিকে গড়াতে পারে, তাই এ সব লজ্জাজনক কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত। একজন মু'মিন কখনই এ ধরনের লজ্জাহীন কাজ করতে পারে না। মহানবী (সা.) বলেছেন, "লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।"[১] মহানবী (সা.) অন্যত্র বলেছেন, "যে স্বামী নিজ স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় ও স্ত্রী মিলিত হয় স্বামীর সাথে, অতঃপর সে তার স্ত্রীর গোপন কথা প্রকাশ করে দেয়, সে স্বামী আল্লাহ্‌র নিকট মর্যাদার দিক দিয়ে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি।"[২] তাই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক উন্নয়নে এ ধরনের লজ্জাহীন বিষয় থেকে বিরত থাকা উচিত।

৫.১.২.৬ সম্পর্ক উন্নয়নে সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন করা

স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীর সকল প্রয়োজনীয় খরচ বা ব্যয়ভার স্বামীর প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য। স্ত্রীকে তার খরচ প্রদান না করলে স্ত্রী তার পরিবারে দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করতে পারে না। আমাদের সমাজে দেখা যায় যে বিয়ে করে, তারপর আর স্ত্রীর প্রয়োজনীয় খরচ স্বামী প্রদান করেন না। স্ত্রী নিরুপায় হয়ে অনেক ক্ষেত্রে পিতা-মাতা কিংবা নিকট আত্মীয়ের দয়া দাক্ষিণ্যে জীবন নির্বাহ করে কিংবা কঠোর পরিশ্রম করে আয় রোজগার করার চেষ্টা করে। যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটায়, অনেক ক্ষেত্রে পারিপারিক জীবনের সমাপ্তি ঘটে, যা অত্যন্ত দুঃখ জনক। ইসলাম স্বামীকে স্ত্রীর যাবতীয় খরচ তার সামর্থ অনুযায়ী প্রদান করার নির্দেশ প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, "বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ্‌ যা দান

---

[১] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান, পরিচ্ছেদ: বাবু উমুরিল ঈমান, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৯ (الحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ)

[২] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম,* অধ্যায়: কিতাবুন নিকাহ, পরিচ্ছেদ: বাবু তাহরীমি ইফশায়ি সিররিল মারআত, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৩৩৬৯ (إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وتُفْضِي إِلَيْهِ، ثم يَنْشُرُ سِرَّهَا)

করেছেন তা হতে ব্যয় করবে। আল্লাহ্ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তার উপর চাপান না। আল্লাহ্ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি।”[১] মহানবী (সা.) বলেছেন, “স্ত্রীদের পরার ও খাবার ব্যবস্থা করার ব্যাপারে তোমরা অবশ্যই তাদের প্রতি ভালো ব্যবহার করবে।”[২] তাই স্ত্রীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য তার যাবতীয় ব্যয় সামর্থ্য অনুযায়ী করা উচিত। এ ব্যাপারে কোন রকম কার্পণ্য করলে ইসলাম তা কোন ভাবে সমর্থন করে না। তাই পারিবারিক শান্তি-শৃংখলা ও উন্নতির জন্য সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীর ব্যয়ভার বহন করা উচিত।

৫.১.২.৭ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে পরামর্শ গ্রহণ করা

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের পরিপূরক, জীবন সঙ্গী, জীবন সঙ্গিনী, সুখ-দুঃখের সাথী। পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে সংসার পরিচালনা করবে এটাই একটি সুখী পরিবারের দাবী। কিন্তু আমাদের দেশে দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষই পরিবারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যেখানে স্ত্রীর পরামর্শ কিংবা মতামত নেয়া হয় না কিংবা পরামর্শের গুরুত্ব দেয়া হয় না। যা পারিবারিক জীবনে অনেক অশান্তি বয়ে নিয়ে আসে, পরিবারের উন্নতি ও অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি হয়। পারিবারিক বিষয় পরামর্শের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ বলেন, “স্বামী-স্ত্রী যদি পরস্পর ও সন্তোষের ভিত্তিতে শিশু সন্তানের দুধ ছাড়াতে ইচ্ছা করে, তবে তাতে কোন দোষ হবে না তাদের।”[৩] আমাদের প্রিয় নবী (সা.) বিভিন্ন ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এমনকি রাষ্ট্রীয় বিষয়েও তার বিবিদের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তিনি তার প্রথম স্ত্রী বিবি খাদিজার সাথে তার বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করতেন এবং বিবি খাদিজা তাকে সান্ত্বনা দিতেন, সুন্দর পরামর্শ দিতেন, সহযোগিতা করতেন। হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে যখন মক্কা গমন ও বায়তুল্লাহর তওয়াফ করা সম্ভব হলো না তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সাথে থাকা চৌদ্দশত সাহাবী মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। এ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সাহাবীদেরকে হুদায়বিয়ায় কুরবানী করার আদেশ প্রদান করেন কিন্তু সাহাবীদের মধ্যে এ ব্যাপারে তেমন কোন আগ্রহ পাওয়া যায়নি। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একটু মন খারাপ করলেন। তখন তিনি তার বাসস্থানে গিয়ে তার স্ত্রী হযরত উম্মে সালমা (রা.)

---

[১] আল-কুরআন, ৬৫:৭ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

[২] ইমাম তিরমিজি, *জামে’ আত-তিরমিযী,* অধ্যায়: কিতাবুর রিদা’, পরিচ্ছেদ: বাবু মা জাআ ফি হাক্কিল মারআতি আ’লা যাওজিহা, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ১১৬৩ (أن تُحسِنوا إليهِنَّ في كسوتِهنَّ وطعامِهِنَّ)

[৩] আল-কুরআন, ২:২৩৩ (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا)

এর কাছে বিষয়টি আলোচনা করলেন। তিনি কারও সাথে আলাপ না করে নবী (সা.) তার প্রাণী কোরবাণী করা ও মাথা মুন্ডন করার জন্য উপদেশ দিলেন। মহানবী (সা.) তাই করলেন। তাঁকে দেখে সাহাবীগণও কোরবাণী করলেন ও মাথা মুণ্ডন করলেন।[১] এ থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে স্বামী-স্ত্রী যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও আলোচনা করা উচিত এবং এর মাধ্যমে উত্তম সমাধান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন দিয়ে থাকেন। যা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে আস্থা জন্মায়, সম্পর্কের উন্নয়ন হয়।

৫.১.২.৮ স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের ভাল গুণের স্বীকৃতি প্রদান

প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই কিছু ভালগুণ থাকে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও এই ভালগুণ থাকে। আমরা অধিকাংশ সময় সামান্য কোন কাজ অপছন্দ হলে সেগুলো নিয়ে পরস্পরে মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ শুরু করে দেই। ভালগুণ বা ভাল কাজ গুলোর প্রশংসা করি না। স্ত্রী বাসায় সব কিছু গুছিয়ে রাখে, রান্না-বান্না করে, সন্তানকে দেখে রাখে আর স্বামী অক্লান্ত পরিশ্রম করে আয় রোজগার করে, পরিবারের জন্য বিভিন্ন খাবার সামগ্রী ও উপহার সামগ্রী কিনে নিয়ে আসে, তাই এসব কাজের জন্য স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর পরস্পরকে স্বীকৃতি দেয়া উচিত, অভিনন্দন জানানো উচিত। এর মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হয়, যা পরিবার পরিচালনায় বিরাট সহায়ক।

৫.১.২.৯ পারস্পরিক যৌন মিলনের দাবী পূরণ করা

বৈবাহিক জীবনে যৌন মিলন একটি স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত চাহিদা। এর মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি আসে, সন্তান-সন্ততি জন্ম লাভ করে। এ ব্যাপারে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই চাহিদা থাকে, অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। স্বামী-স্ত্রীর যৌন মিলনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে মহানবী (সা.) বলেন, "স্বামী যখন নিজের যৌন প্রয়োজন পূরণের জন্য স্ত্রীকে আহবান জানাবে, তখন সে চুলার কাছে রান্না-বান্নার কাজে ব্যস্ত থাকলেও সে কাজে অমনি তার প্রস্তুত হওয়া উচিত।"[২] অন্য এক হাদীসে মহানবী (সা.) বলেন, "স্বামী যখন তার স্ত্রীকে নিজের শয্যায় আহবান (যৌন মিলনের উদ্দেশ্যে), তখন যদি সে সাড়া না দেয়- অস্বীকার করে, তা হলে ফেরেশতাগণ সকাল হওয়া পর্যন্ত

---

[১] Safiur-Rahman Mubarakpuri, *When the Moon Split, (A Biography of Prophet Mohammad Sm.),* Riyadh, Hoston, Lahore: Darussalam, 1415 A.H. p.213

[২] ইমাম তিরমিযী, *জামে' আত-তিরমিযী,* অধ্যায়: কিতাবুর রিদা', পরিচ্ছেদ: আবু হাক্কিয যাওজি আ'লা মারআত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১১৬০ (إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّور)

তার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করতে থাকে।”[১] অপর এক হাদীসে মহানবী (সা.) বলেন, “যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, যে ব্যক্তিই তার স্ত্রীকে যৌন মিলনের জন্য তার শয্যায় ডাকবে, তখন যদি স্ত্রী তা অমান্য করে, যৌন মিলনে রাজী হয়ে তার কাছে না যায়, তবে আল্লাহ্ তার প্রতি অসন্তুষ্ট, ক্রুদ্ধ হয়ে থাকবেন যতক্ষণ না স্বামী তার প্রতি সন্তুষ্ট হবে।”[২] স্বামী-স্ত্রী বৈধ মিলনে লিপ্ত হতে না পারলে তখন তারা অবৈধ পথে যৌন চাহিদায় লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে, যা পরিবারে অশান্তি বয়ে নিয়ে আসবে। অনেক ক্ষেত্রে পরিবার ভেঙেও যেতে পারে। তাই ইসলাম বৈধভাবে স্বামী-স্ত্রীর মিলনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছে।

৫.১.৩ সন্তান লালন-পালনে পরিকল্পনা

সংসার জীবনে সন্তান জন্ম নিলে তাকে সুন্দর ইসলামী নাম দিতে হয়। সম্ভব হলে সাত দিনের মধ্যে সন্তানের আকিকা প্রদান করতে হবে। সন্তানকে দুই বছর কাল পর্যন্ত মায়ের দুগ্ধ পান করাবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ বলেন, “যে স্তন্য পানকাল পূর্ণ করতে চায় তার জন্য জননীগণ তাদের সন্তান দিগকে পূর্ণ দু’বছর স্তন্য পান করাবে।”[৩] এতে সন্তান সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও মেধাবী হবে। সন্তানের জন্য মহান রব্বুল আলামীনের নিকট প্রার্থনা করতে হবে যাতে সন্তানদেরকে এমনভাবে গড়ে তোলা যায় যাতে তাদেরকে দেখলে চক্ষু শীতল হয়ে যায় অর্থাৎ আত্মার শান্তি আসে। যাতে তাদের আচার-আচরণ, লেন-দেন, কথা-বার্তা দেখে মানুষ তাদের অনুসরণ করে। আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন, “হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর, যারা হবে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদিগকে কর মুত্তাকীদের জন্য অনুসরণযোগ্য।”[৪] সন্তানকে সুপরিকল্পিত ভাবে মানুষ করতে না পারলে তা পরিবারের জন্য কষ্টকর ও বেদনা দায়ক। সন্তান সঠিকভাবে গড়ে না উঠলে সে পরিবার, সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের জন্য বোঝা হয়ে যায়। আর সন্তানকে পরিকল্পনা অনুযায়ী

---

[১] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুন নিকাহ, পরিচ্ছেদ: বাবু ইজা বাতাতিল মারআতি মুহাজিরাতু ফিরাশি যাওজিহা, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৫১৯৩ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ")

[২] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম,* অধ্যায়: কিতাবুন নিকাহ, পরিচ্ছেদ: বাবু তাহরীমি ইমতিনায়িহা মিন ফিরাশি যাওজিহি, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২৬৮৭ (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا ، فَتَأْبَى عَلَيْهِ ، إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا)

[৩] আল-কুরআন, ২:২৩৩ (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ)

[৪] আল-কুরআন, ২৫:৭৪ (رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا)

গড়ে তুলতে পারলে সে পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতীয় উন্নয়নে অনেক অবদান রাখতে পারে। আদর্শ সন্তানের জন্য পারলৌকিক জীবনে থাকবে অনাবিল শান্তি।

৫.১.৪ সন্তানকে সুশিক্ষা প্রদান

আজকের শিশু আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। কাজেই আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মাণে ও উন্নত রাষ্ট্র গঠনে শিশুদের উন্নত চরিত্র এবং অনুপম আদর্শের অধিকারী করার জন্য সুন্দর পরিকল্পনা থাকা দরকার। কারণ শিশুদেরকে আদর্শবান করে গড়ে তোলা না গেলে আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব নয়। যদি কারও আখলাক বা চরিত্র নষ্ট হয়ে যায় এর প্রভাবে সে নিজেই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয় না বরং এর দ্বারা ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র সব স্তরেই ক্ষতির প্রভাব পরে। তাই ইসলামে শিশুর চরিত্র গঠনের ব্যাপারে জোর তাকিদ রয়েছে।

সন্তানকে ছোট বেলায় কুরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। পবিত্র কুরআন তাদেরকে সরল, সঠিক পথের সন্ধান দিবে। মিথ্যা, অসত্য, খারাপ কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআন সম্পর্কে বলেন, “ইহা সেই কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য ইহা পথ নির্দেশ।”[১] সন্তানকে মহান আল্লাহ্‌র সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ আমাদের সৃষ্টিকর্তা, তিনি আমাদের পালনকর্তা, তার সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না, এক মাত্র তাঁরই ইবাদত করতে হবে। এসব বিষয়ে সন্তানকে ধীরে ধীরে জ্ঞান দিতে হবে। ঈমানের সকল বিষয়ের ব্যাপারে তাকে স্বচ্ছ ধারণা দিতে হবে। সাত বছর বয়স থেকেই তাদেরকে নামাযের প্রশিক্ষণ দিয়ে নামাযের ব্যাপারে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। দশ বছর বয়সে নামায না পরলে তাকে উপদেশ দিয়ে ও শাসন করে পুরোপুরি ভাবে নামাযী করে তুলতে হবে। নামায তাকে সকল প্রকার অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, “নিশ্চয়ই নামায অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।”[২]

পিতামাতা নিজে সততা, পরোপকারিতা, পরমত সহিষ্ণুতা, দানশীলতা, জীবে দয়া ইত্যাদি আমল করে সন্তানদেরকে শিক্ষা দান করবেন। শিশুরা পরিবার থেকেই বড়দেরকে সম্মান করা আর ছোটদেরকে স্নেহ করার শিক্ষা লাভ করবে। ঈমান, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, দানশীলতা, হালাল, হারাম

---

[১] আল-কুরআন, ২:২ (ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ)

[২] আল-কুরআন, ২৯:৪৫ (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ)

ইত্যাদির প্রাথমিক শিক্ষা শিশুরা পরিবার থেকেই পায়। শিশুকে হালাল খাবার দিয়ে মানুষ করতে হবে, তাই পিতা-মাতাকে হালাল পন্থায় উপার্জন করতে হবে।

৫.১.৫ পরিবারে হালাল উপার্জনের পরিকল্পনা ও পারবারিক উন্নয়ন

পরিবার পরিচালনার জন্য হালাল উপার্জনের ব্যাপারে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাইতে হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা চাকুরী উভয় পন্থায়ই অর্জনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে উপার্জনের পন্থা হালাল হয়, কোন ভাবেই তা হারাম না হয়। সুদ, ঘুষ, জুয়া, প্রতারণা, ওজনে কম দেয়া, ভেজাল মিশানো, হারাম বস্তুর ব্যবসা, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, জবর-দখল, মজুতদারী কিংবা কালোবাজারি ইত্যাদি পন্থায় উপার্জন পরিহার করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, “হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায় ও অবৈধভাবে ভক্ষণ করো না কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাজী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ।”[১] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, “তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দাংশ জেনে শুনে অন্যায়রূপে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকগণের নিকট পেশ করো না।”[২] হালাল উপায়ে উপার্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ইবাদত। হারামকে সব সময়ই বর্জন করে চলতে হবে। কারণ হারাম খাদ্য গ্রহণে যে শরীর স্বাস্থ্য গড়ে উঠবে তা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। আর হারাম উপার্জনের টাকায় পারিবারিক অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, যা সামগ্রীক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে ব্যাহত করে। তাই হালাল উপায়ে উপার্জন করলে, হালাল খাবার দিয়ে সন্তানকে লালন পালন করলে সেই সন্তান পরিবার, দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য কাজ করবে। যা টেকসই উন্নয়নকে নিশ্চিত করবে। পিতা-মাতা অনেক ত্যাগ তিতীক্ষা, পরিশ্রম করে সন্তানকে লালন পালন করে, হালাল উপায় অর্জন করে তার খাবারের ব্যবস্থা করে, শিক্ষা-দীক্ষার জন্য শ্রম ও অর্থ ব্যয় করে। সুতরাং পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। এ ব্যাপারে নিম্নে আলোকপাত করা হলো।

৫.১.৬ পারিবারিক উন্নয়নে পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে, ‘old is gold’ অর্থাৎ পুরাতনরা স্বর্ণের মত মূল্যবান। পিতা-মাতা সন্তানের কাছে মহা মূল্যবান। তারা সন্তানদেরকে বার্ধক্যেও বট বৃক্ষের মত ছায়া দিয়ে থাকে। তাদের

---

[১] আল-কুরআন, ৪:২৯ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ)

[২] আল-কুরআন, ২:১৮৮ (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)

অভিজ্ঞতা, তাদের দোয়া পরিবার কিংবা সমাজের জন্য কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে। তাই তাদের প্রতি যথাযথ আচার-ব্যবহার করতে হবে। তাদের সেবা-যত্ন করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আজ সামাজে কমে যাচ্ছে, অথচ মহান আল্লাহ্‌ পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেছেন। মহান আল্লাহ্‌ বলেন, “আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি।”[১] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেন, “আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।”[২] তারা যখন বার্ধক্যে পৌছায় তখন তাদেরকে দেখা-শুনা করতে হবে, তাদের জন্য ভাল খাবারের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করতে হবে, তাদের সাথে এমন কোন আচরণ করা যাবে না যাতে তারা কোন প্রকার কষ্ট পায়। তাদের সাথে নম্র-ভদ্র, বিনয়ী আচরণ করতে হবে এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দু‘আ করতে হবে। মহান আল্লাহ্‌ বলেন, “তাদের উদ্দেশ্যে অনুগ্রহে বিনয়ের বাহু অবনমিত কর। তাদের উভয়কে অনুগ্রহ কর, যেমন তাঁরা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছেন।”[৩]

---

[১] আল-কুরআন, ৪৬:১৫ (وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا)

[২] আল-কুরআন, ৩১:১৪ (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ)

[৩] আল-কুরআন, ১৭:২৪ (وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا)

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামে সামাজিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামে সামাজিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

৬.১ সামাজিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

প্রকৃতিগত ভাবেই মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ছাড়া মানুষ চলতে পারে না, তার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না। একে অপরের সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া কোন মানুষই তার উন্নতি কিংবা সাফল্য লাভ করতে পারে না। তাই সমাজকে সুপরিকল্পিত ভাবে সাজাতে না পারলে কিংবা সমাজে সবার মাঝে প্রেম-ভালবাসা, স্নেহ-মমতার বন্ধনে আবদ্ধ করতে না পারলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্ভব নয়। সামাজিক উন্নয়ন বলতে সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন উপাদানগুলোর কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনকে বুঝায়। বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী এম. এ. গফুর এবং এ. কে. এম. এ. মান্নান বলেন, "সামাজিক উন্নয়ন বলতে সমাজের অনুন্নত স্তর হতে উন্নত স্তরে উত্তরণের প্রক্রিয়া ও ফলাফলকে বুঝানো হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে যেমন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বুঝানো হয়, তেমনই সামাজিক উন্নয়নেও বিভিন্ন ধরনের সুবিধাদির প্রবৃদ্ধি ও শিক্ষা, সংস্কৃতি, নৈতিকতা, স্বাস্থ্য, সমাজসেবা এমনকি অর্থনৈতিক উন্নতিও বুঝানো হয়।"[১] প্রাশ্চাত্যের সমাজ বিজ্ঞানী James Midgley এর মতে, "Social Development is a process of planned social change designed to promote the well being of the population as whole in conjuction with dynamic process of economic development."[২] অর্থাৎ সামাজিক উন্নয়ন গতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত একটি পরিকল্পিত সমাজ পরিবর্তনমূখী প্রক্রিয়া যা জনগণের কল্যাণ সাধন করে। সকল পর্যায়ে মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হলেও সামাজিক উন্নয়নের সাথে কিছু মৌলিক উপাদান জড়িত। সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন উপাদান রয়েছে, যে উপাদানগুলোকে নিশ্চিত করতে পারলে আমরা সমাজের উন্নয়ন অনেকাংশে নিশ্চিত করতে পারবো। নিম্নে এ উপাদানগুলো একটি চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করে হলো:

---

[১] এম. এ. গফুর ও এ. কে. এম. এ. মান্নান, *সমাজকল্যাণ পরিক্রমা,* ঢাকা: অনিক প্রকাশনি, ১৯৮৬ খ্রি., পৃ. ৯৯

[২] James Midgley, *Social Development*, London, UK: SAGE Publications Ltd, August 1995, p. 25

সামাজিক উন্নয়নের মৌলিক উপাদান (সারণী- ১৫)

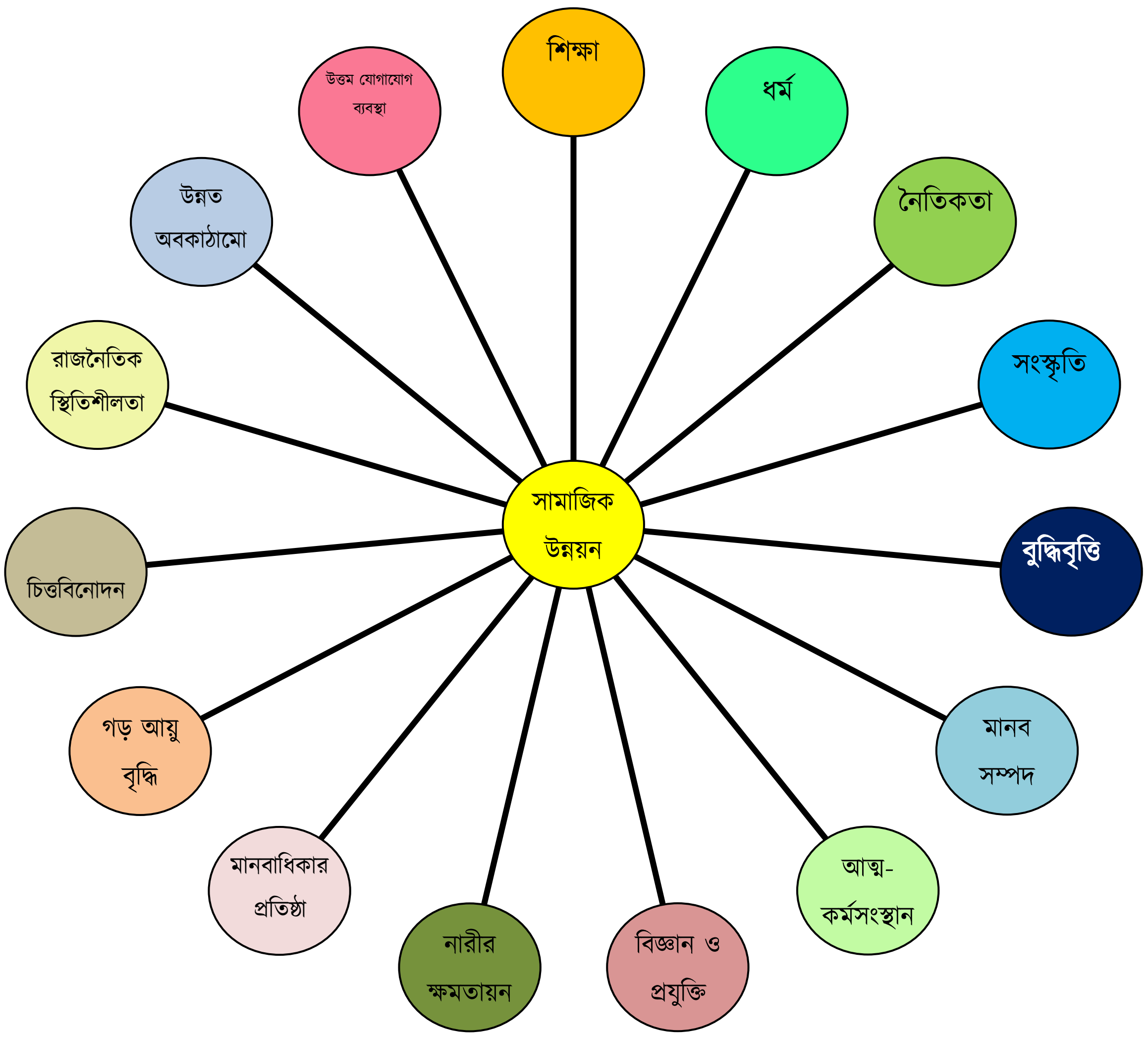

নিম্নে এ উপাদানগুলোর ব্যাপারে আলোকপাত করা হলো:

১। শিক্ষা: শিক্ষা মূলত ব্যক্তি, সমাজ কিংবা জাতীয় উন্নয়নের চাবি কাঠি। কোন সমাজের উন্নয়নকে পরিমাপ করার জন্য সে সমাজের মানুষের শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হয়। কোন সমাজের দারিদ্র্য বিমোচন, আর্থসামাজিক উন্নয়নে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই।

২। ধর্ম: ধর্ম মানুষকে মানুষ হিসাবে সমাজে বসবাস করতে সহায়তা করে। মানুষের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলীকে জাগ্রত করে ধর্ম। তবে কখনও ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবে মানুষ শিক্ষা ও উন্নয়ন থেকে দূরে সরে থাকে। ধর্মীয় জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে কখনওবা সামাজিক বিশৃঙ্খলা, হানাহানি, মারামারি কিংবা সামাজিক দূরত্ব সৃষ্টি হয়। তাই সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ধর্মের বিরাট ভূমিকা রয়েছে।

৩। নৈতিকতা: নৈতিকতার উন্নয়ন ছাড়া মূলত টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়নতা, উন্নত আদর্শ, নৈতিকতা, উন্নত মূল্যবোধ বা মানবিক মূল্যবোধকে সামনে রেখে সমাজ জীবনে ব্যক্তি যদি পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ থাকে তাহলে সে সমাজের উন্নয়ন অবশ্যই গতিশীল হবে। সম্পদ ভোগের ক্ষেত্রে দেখা যায় ৮৮ থেকে ৯০ ভাগ সম্পদই ভোগ করে ৫% মানুষ, অপর দিকে মাত্র ৫ থেকে ১০ ভাগ সম্পদ ভোগ করে ৯৫% মানুষ, এরূপ সম্পদ বন্টনের ও ভোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য, চরম দারিদ্র্য অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে মূলত নৈতিকতার অভাব থেকে।[১]
থেকে।[১]

৪। সংস্কৃতি: সংস্কৃতি একটি সমাজ বা জাতীর পরিচয় বহন করে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সামগ্রিক কার্যক্রমই সংস্কৃতির অংশ। সংস্কৃতির সংজ্ঞায় এক সমাজ বিজ্ঞানী বলেন, “Culture is an umbrella term which encompasses the social behavior and norms found in human societies, as well as the knowledge, beliefs, arts, laws, customs, capabilities, and habits of the individuals in these groups.”[২] অর্থাৎ সংস্কৃতি এমন একটি পরিভাষা যা মানুষের সামাজিক আচার ও আচরণকে সম্পৃক্ত করে এবং জ্ঞান, বিশ্বাস, কলা, আইন, রীতিনীতি, সামর্থ ও ব্যক্তিগত অভ্যাস যা কোন গ্রুপের মধ্যে সম্পৃক্ত থাকে। কোন একটি সমাজের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হলে সে সমাজের মানুষের সংস্কৃতি সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকতে হবে। কোন একটি সমাজের সংস্কৃতি পরিপন্থী উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কারণ সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ ও সমর্থন এতে থাকবে। তাই সংস্কৃতি উন্নয়নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে।

৫। বুদ্ধিবৃত্তি: একটি সমাজে যদি জ্ঞানী, পণ্ডিত, উচ্চ শিক্ষিত, বিজ্ঞানী, অধ্যাপক, প্রকৌশলী, অর্থনীতিবীদ, রাজনীতিবীদ বেশি থাকে তা হলে সে সমাজের উন্নয়ন সাধন তাড়াতাড়ি হয়। তারা তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতা দিয়ে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

৬। মানব সম্পদ: সমাজের উন্নয়নের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ অতীব জরুরি। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জন সংখ্যাকে জন সম্পদে পরিণত করতে পারলে সমাজকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে

---

[১] ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়ন : নীতি ও পরিকল্পনা,* ঢাকা: তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৮ খ্রি., পৃ. ১১৮

[২] Edward Burnett Tylor, *“Primitive Culture”*, New York: J.P. Putnam's Son, Vol 1. 1871, p.1

যাওয়া সহজ হয়। পৃথিবীতে যারা যত উন্নত হয়েছে তারা ততটাই মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছে।

৭। আত্ম-কর্মসংস্থান: বর্তমান সময়ে উন্নয়নের ক্ষেত্রে আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা খুবই জরুরি। বর্তমানে চাকুরী জীবি হওয়ার থেকে চাকুরী দাতা অর্থাৎ উদ্যোক্তা হওয়ার ক্ষেত্রে বেশি উৎসাহিত করা হয়। এর মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান হয়, বেকারত্ব কমে যায়, সমাজের উন্নয়ন সাধিত হয়। আমাদের দেশের বিভিন্ন এলাকার অনেক তরুন উদ্দ্যোক্তারা আজ মাছ চাষ, হাঁস-মুরগী পালন, পশু পালনসহ বিভিন্ন আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর লাখ লাখ বেকার যুবক, যুব মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে সম্পৃক্ত করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিগত পাঁচ বছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রায় ৫০.১৭ লাখ (বেকার যুবক, যুব মহিলা, দুস্থ মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক) কৃষককে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব ঘোচানোর চেষ্টা করা হয়েছে।[১]

৮। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি: বর্তমান সময়ের উন্নয়নের বড় একটি শর্ত হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন। কোন দেশ অর্থনৈতিক ভাবে কত উন্নত তা বুঝা যায় সে দেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে কত উন্নত। আজ চীন, জাপান, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত দেশ গুলোর উন্নয়নের কারণ তাদের সমাজ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তিতে উন্নত।

৯। নারীর ক্ষমতায়ন: বিশ্বের মোট জন সংখ্যার বিরাট একটি অংশ নারী। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বাইরে রেখে কোন ধরনের ফলপ্রসূ উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারীদের শিক্ষার সুবিধা, চাকুরীতে অংশগ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ সমাজের উন্নয়নের জন্য অতীব জরুরি। কবি নজরুলের ভাষায় "বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"[২] বাংলাদেশ বর্তমানে নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বের অনুকরণীয় উদাহরণ। নারী উন্নয়নে সার্বিক

---

[১] কৃষি তথ্য সার্ভিস (এ আই এস), *গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচন ও পুষ্টি নিরাপত্তায় প্রাণিসম্পদ,* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য, Retrived on April 02, 2020 from http://www.ais.gov.bd/-site/view/krishi_kotha

[২] কাজী নজরুল ইসলাম, *নারী,* সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থ, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০১৮ খ্রি., পৃ. ২০

সূচকে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলভুক্ত ২৪টি দেশের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার পরেই দ্বিতীয় শীর্ষ অবস্থান বাংলাদেশের। বিশ্বের ৩৬টি নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়।[১]

১০। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা: মানবাধিকার বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের এক গুরুত্বপূর্ণ সূচক। মানুষের মৌলিক চাহিদা যেমন, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদনসহ বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা, রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা সামাজিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলে সাধারণ মানুষ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে চায় না।

১১। গড় আয়ু বৃদ্ধি: গড় আয়ু বৃদ্ধি বা জীবন প্রত্যাশা একটি সমাজের মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে, জীবনকে ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে সহায়তা করে। যার কারণে সামাজিক উন্নয়নের সূচক হিসেবে গড় আয়ু বৃদ্ধি কিংবা জীবন প্রত্যাশা পরিগণিত হয়ে থাকে। বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী ১৯৭১ সালে এ দেশের মানুষের গড় আয়ু ছিল ৪৭ বছর। আর ২০১৬ সালে গড় আয়ু ছিল ৭১ বছর। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শিশুমৃত্যু হ্রাস এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের দেরিতে মৃত্যু গড় আয়ু বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে।[২] বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বেশি গড় আয়ুর দেশ দক্ষিণ কোরিয়া, যেখানে মানুষের গড় আয়ু ৯০ বছর।[৩]

১২। চিত্তবিনোদন: চিত্তবিনোদন মানুষের কর্ম স্পৃহাকে বাড়িয়ে তোলে, তবে সে বিনোদন অবশ্যই সুস্থ বিনোদন হওয়া চাই। সমাজের সকল শ্রেণি পেশার মানুষের জন্য বিনোদন ব্যবস্থা থাকা জরুরি। আমাদের তরুণ-তরুণীদের বিপথে যাওয়ার একটি বড় কারণ সুস্থ বিনোদন ব্যবস্থার অভাব। তাই স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, আবাসিক এলাকায় খেলার মাঠ থাকা উচিত, টিভি, রেডিওতে বিনোদন মূলক শিক্ষনীয় অনুষ্ঠান থাকা দরকার।

১৩। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা: সামাজিক উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রাজনৈতিক মারামারি, হানাহানি, সন্ত্রাস, হরতাল, ধর্মঘট, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পরমতসহিষ্ণুতার অভাব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে ব্যাহত করে।

---

[১] সাঈদুর রহমান রিমন ও জিন্নাতুন নূর, নারীর ক্ষমতায়নে রোল মডেল বাংলাদেশ, *বাংলাদেশ প্রতিদিন,* ০৮ মার্চ, ২০২০, Retrieved from https://www.bd-pratidin.com/first-page/2020/03/08/509001 on March 20, 2020

[২] শিশির মোড়ল, ৪৫ বছরে দেশের মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে ২৪ বছর, *দৈনিক প্রথম আলো,* ০৫ মার্চ, ২০১৭, পৃ. ০১

[৩] অর্থনৈতিক প্রতিবেদক, 'দেশে মানুষের আয়ু বেড়েছে : কমছে মুসলিমদের সংখ্যা', *দৈনিক নয়া দিগন্ত,* ২৭ জুন, ২০১৮, Retrieved on March 20, 2020, from https://www.dailynayadiganta.com/ampproject/-miscellaneous/328301

১৪। উন্নত অবকাঠামো: সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ঘর-বাড়ি, অফিস আদালত, রাস্তা-ঘাট, সেতু, বিদ্যুৎ সেবা, পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) মনে করে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের কারণে বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষের আয় বেড়েছে। একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, অবকাঠামো উন্নয়নে ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর উন্নয়নশীল এশিয়ায় ১.৭ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি প্রয়োজন। যা বর্তমানে বিনিয়োগকৃত ৮৮১ বিলিয়ন ডলারের দ্বিগুণ হবে। এডিবির মতে, এ অঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিনিয়োগ করতে হবে ১৪.৭ ট্রিলিয়ন ডলার, পরিবহন খাতে ৮.৪ ট্রিলিয়ন ডলার এবং টেলিকম খাতে ২.৩ ট্রিলিয়ন ডলার। ৮০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ প্রয়োজন নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনে।[১]

১৫। উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা: সামাজিক উন্নয়নের জন্য উত্তম যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, ডাক ব্যবস্থা, ফ্যাক্স, ই-মেইল, ইন্টারনেট ইত্যাদি উন্নতমানের হলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফল খুব সহজেই মানুষের কাছে পৌছে দেয়া যায়। এর মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের পথ নিশ্চিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা কিছুটা উন্নত হলেও উন্নত দেশের মত হয়নি, যার কারণে ব্যবসা বাণিজ্যসহ অর্থনৈতিক অবস্থা ততটা গতিশীলতা পায়নি এবং সামাজিক উন্নয়ন তরান্বিত সম্ভবপর হচ্ছে না।

সবশেষে আমরা একথা বলতে পারি যে, সামাজিক উন্নয়নকে গতিশীল করতে হলে শুধু উপরের উপাদানগুলোকে নির্ধারণ করাই শেষ কাজ নয় বরং এগুলোর বাস্তবায়ন, উপাদানসমূহ যথার্থভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা জরুরি।[২]

৬.২ ইসলামে সামাজিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

ইসলাম একটি সামাজিক ধর্ম। ইসলাম তার বিধি-বিধান ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে সামাজিক উন্নয়ন সাধন করে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা নিয়ে আসে। একাকি বসবাস করা ইসলামী বিধি-বিধানের বর্হিভূত। মহান আল্লাহ্ আদম (আ.) কে জান্নাতে সৃষ্টি করে তাঁর সাথী হিসেবে বসবাসের জন্য হাওয়া (আ.) সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে

[১] বাণিজ্য ডেস্ক, "অবকাঠামো উন্নয়নে গ্রামীণ আয় বেড়েছে বাংলাদেশের", *দৈনিক কালের কণ্ঠ,* ১ মার্চ, ২০১৭, পৃ. ৪

[২] ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়ন : নীতি ও পরিকল্পনা,* ঢাকা: তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ২০০৮, পৃ. ১১৭-১২৩

আদম! তুমি তোমার জোড়াসহ জান্নাতে বসবাস কর।"[১] সুতরাং সমাজবদ্ধ ভাবে বসবাসের ধারণা মহান আল্লাহ্ই প্রদান করেছেন। তাদের উভয়ের মধ্যে মহান আল্লাহ্ ভালবাসা ও দয়া দিয়েছেন, যার দ্বারা মানুষের মধ্যে পরস্পরকে ভালবাসা ও দয়া-অনুগ্রহ করে সমাজে শান্তি ও উন্নয়ন সাধন করতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। নিজের, নিজ পরিবার-পরিজনের, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতি রয়েছে প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। মহান রব্বুল আলামীন মানুষকে পরস্পরের প্রতি প্রেম ভালবাসা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, "তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।"[২] হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে, মহানবী (সা.) বলেন, "তোমরা ঈমান না আনা পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। আবার পরস্পরকে ভালবাসতে না পারা পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদের এমন একটি বিষয়ে খবর দেব না যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালবাসতে সক্ষম হবে? (তা হলো) তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রচলন করবে।"[৩] এখানে আমরা বুঝতে পারলাম সমাজে বসবাসকারী সকল মানুষকে আমাদের ভাল বাসা উচিত। পরস্পরের প্রতি ভালবাসা, দয়া দেখানো ঈমানের দাবী। মহান আল্লাহ্ আমাদের এই দায়িত্ব প্রদান করেছেন। আমরা যদি সমাজে বসবাসকারী সবাইকে ভালবাসতে পারি, পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করতে পারি তা হলে আমাদের সমাজে উন্নয়ন করতে পারবো। আমরা সুখে, শান্তিতে এই পৃথিবীতে বসবাস করতে পারবো।

৬.২.১ উন্নয়নের জন্য ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা

একতাই বল, একতাই শক্তি, একতাই উন্নয়নের প্রাণ। যে সমাজের মানুষের মধ্যে ঐক্য আছে সে সমাজের উন্নয়ন প্রক্রিয়া গতিশীল ও টেকসই হয়। আর যে সমাজে ঐক্য নেই সে সমাজে উন্নয়ন কিছুটা হলেও তা টেকসই, স্থিতিশীল কিংবা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ঐক্যের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে মহান

---

[১] আল-কুরআন, ২:৩৫ (يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ)

[২] আল-কুরআন, ৩০:২১ (وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً)

[৩] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান অধ্যায়: বাবু বায়ানি আন্নাহু লা ইয়াদখুলুল জান্নাতা ইল্লাল মুমিনুনা ওয়া আন্না মাহাব্বাতাল মুমিনীনা মিনাল ঈমানি ওয়া আন্না ঈফশায়াস সালাম সাবাবু লি হুসুলিহা, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ১০০ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ، أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ)

আল্লাহ্ বলেন, “তোমরা সবাই একত্রিত হয়ে আল্লাহ্র রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।”[১] মহানবী (সা.) মদীনা রাষ্ট্রের উন্নয়নের যে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন তার মধ্যে সব চেয়ে বড় যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তা হলো মানুষের মধ্যে ঐক্য নিয়ে আসা। তিনি আউস ও খাযরাজ গোত্রের দীর্ঘ দিনের বিরোধ নিরসন করেছিলেন। মুসলিম, খ্রিস্টান, ইয়াহুদী, মুর্তিপূজক সহ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করে সম্মিলিতভাবে মদীনা রাষ্ট্রের উন্নয়নের ব্যবস্থা করলেন। আমরা আমাদের দেশের সব দল ও মতের জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের জন্য কাজ করতে পারলে আমাদের দেশকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে পারবো। সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকলে সামাজিক অপরাধ ও বিশৃঙ্খলা সহজে প্রতিরোধ করা যায়। যা টেকসই উন্নয়নের জন্য বিরাট সহায়কের ভূমিকা পালন করে। মহানবী (সা.) বলেন, “সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ্র পরিজন। আল্লাহ্র কাছে প্রিয় সৃষ্টি সে, যে তার সৃষ্টির প্রতি সদয় আচরণ করে।”[২] ইসলাম মানুষের প্রতি মানুষের সদাচারের শিক্ষা দেয়। পরস্পরকে সালাম বিনিময় করা, সৌজন্য মূলক আচরণ করা, সাহায্য সহযোগিতা করার সাথে সাথে পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা, অপবাদ দেয়া, মিথ্যা বলা, গালাগালি সহ সকল প্রকার খারাপ আচরণ পরিহার করা ইসলামী শিক্ষার মূল দাবী। মহান আল্লাহ্ অপর এক আয়াতে বলেন, “তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অনুসরণ করো এবং তোমরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, করলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। আর তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।”[৩] উপরের আলোচনা দ্বারা একথা প্রতীয়মান হয় যে আদর্শ সমাজ গঠন ও উন্নয়নের জন্য ঐক্যের বিকল্প নেই।

৬.২.২ উন্নয়নের লক্ষ্যে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করা

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ওলামায়ে কিরাম এ বিষয় একমত যে, আত্মীয়তার অধিকার পূরণ করা ফরয এবং তা ছিন্ন করা হারাম ও কবীরা গুণাহ।[4] মানুষের সুখে, দুঃখে, বিপদে, আপদে আত্মীয়-স্বজনই পাঁশে দাড়ায়। তাই আত্মীয়-স্বজনের সাথে

---

[১] আল-কুর’আন, ৩:১০৩ (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّـهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا)

[২] আবু বাকর আহমাদ ইবন হুসাইন ইবন 'আলী ইবন মুসা আল-খোসরোযেরদী আল-বায়হাকী, *সুনানু বায়হাকী,* অধ্যায়: শু’বুল ঈমান, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত: ২০০৮ খ্রি., হাদীস নং ৭০৪৮ (الخلقُ عيالُ اللهِ فأحبُّهم إلى اللهِ أحسنُهم لعيالِه)

[৩] আল-কুরআন, ৮:৪৬ (وَأَطِيعُوا اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّـهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)

[4] হাসান আইউব, *ইসলামের সামাজিক আচরণ,* অনুবাদ: এ, এন, এম সিরাজুল ইসলাম, আহসান পাবলিকেশন, ২য় সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি., পৃ. ২৭৩

সম্পর্ক রাখা অত্যন্ত জরুরি। আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক মানুষের মনোবল ও কর্ম উদ্যমতাকে বাড়িয়ে দেয়, মানুষকে মানসিক ভাবে সুস্থ রাখে, যা টেকসই ও শান্তিপূর্ণ উন্নয়নের জন্য সহায়ক। ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলার ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।”[১] আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা আল্লাহ্‌র আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ। মহান আল্লাহ বলেন, “আর আল্লাহ্ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ণ রাখে, ভয় করে তাদের প্রতিপালককে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে।”[২] আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করলে মানুষের বয়স ও জীবিকা বৃদ্ধি পায়। আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, যে লোক তার জীবিকা প্রশস্ত করতে এবং আয়ু বৃদ্ধি করতে চায়, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে।”[৩] অন্যত্র তিনি বলেন, “যে তার জীবিকার প্রশস্ততা এবং আয়ু বৃদ্ধি পছন্দ করে, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম আচরণ করে।”[৪] এখানে বয়স বৃদ্ধির অর্থ হচ্ছে হায়াতে বরকত লাভ করা। সেই সাথে সুস্বাস্থ্য ও সুস্থ দেহ, শক্তিমত্তা এবং অধিক কাজ করার ক্ষমতা লাভ করা।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বর্তমান সময় আত্মীয়-স্বজনের সাথে অনেক ক্ষেত্রে সম্পর্কের অবনতি হচ্ছে। পিতা-মাতা, ভাই-বোন, চাচা-মামা শ্বশুর-শাশুড়ি সহ অনেক নিকট আত্মীয়ের সাথে সম্পর্কের অবনতিই নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে বৈরিতার সৃষ্টি হচ্ছে। যার কারণে হত্যা, অপহরণ, মারামারি, হানাহানি সহ বিভিন্ন রকমের সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে যার কারণে টেকসই উন্নয়ন অনেকাংশে বিঘ্নিত হচ্ছে। তাই টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে ইসলামের বিধি-বিধান মেনে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

৬.২.৩ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করা

---

[১] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল আদাব, পরিচ্ছেদ: বাবু ইকরামিদ-দইফি ওয়া খিদমাতি ইয়্যাহু বি নাফসিহি, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৬১৩৮ (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ)

[২] আল-কুরআন, ১৩:২১ (وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ)

[৩] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল আদাব, পরিচ্ছেদ: বাবু মান বুসিতা লাহু ফির রিজকি বিসিলাতির রিহিম, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৫৯৮৫ (" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ ")

[৪] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল দাব, পরিচ্ছেদ: বাবু মান বুসতা লাহু ফির রিযকি বিসিলাতির রাহিমি, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৫৯৮৬ (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِىْ رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِىْ أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ)

প্রতিবেশীর আরবি শব্দ اَلْجَارِ॥ (আল-জার), আর ইংরেজীতে একে Neighbour বলে। প্রতিবেশীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়, “A person who lives next to you or near to you”[১] অর্থাৎ যে তোমার পরে বা নিকটে বসবাস করে প্রতিবেশীরা মানুষের বিপদে-আপদে আত্মীয়-স্বজনের মত পাশে দাঁড়ায়। অনেক ক্ষেত্রে বিপদের সময় আত্মীয়-স্বজনের আগে প্রতিবেশীরা সাহায্যের হাত বাড়ায়, কারণ আত্মীয়-স্বজন অনেক সময় কাছাকাছি থাকেন না। প্রতিবেশীদের সাথে সুসম্পর্ক থাকলে ছোট-খাটো বিষয়ে সাহায্যের জন্য আত্মীয়-স্বজনের কাছে না গিয়েও সমাধান করা যায়। আত্মীয়-স্বজনের অবস্থান দূরে হওয়ায় অনেক সময় তাদের সাথে নিয়মিত দেখা করা সম্ভব নয় কিন্তু প্রতিবেশীর সাথে প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত দেখা হচ্ছে। প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক থাকলে সেখানে বসবাস করে শান্তি পাওয়া যায়, যা মানুষের কর্ম ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে, আর প্রতিবেশীর সাথে খারাপ সম্পর্ক থাকলে মানুষ সেখানে বসবাস করে শান্তি পায় না, যা তার কর্মক্ষমতাকে হ্রাস করে। তাই ইসলাম প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্কের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী (সা.) বলেছেন, আমাকে জিব্রীল (আ.) সর্বদা প্রতিবেশীর ব্যাপারে অসীয়ত করতে থাকেন। এমনকি, আমার ধারণা হয়, শীঘ্রই তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিস করে দিবেন।[২] আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, যে, নবী (সা.) বলেছেন, যে লোক আল্লাহ্‌তে ও শেষ দিনে ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।”[৩] আরেক হাদীসে “আবূ শুরায়হ্‌ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) একবার বলেছিলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! সে ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহ্‌র শপথ! সে ব্যক্তি মুমিন নয়। আল্লাহ্‌র শপথ! সে ব্যক্তি মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলোঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূলুল্লাহ্‌! কে সে লোক? তিনি বললেন, যে লোকের প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে না।”[৪] মহান আল্লাহ্‌ প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে বলেন, “তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং

---

[১] A S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, New York: Oxford University Press, p. 1024.

[২] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* কিতাব: কিতাবুল আদাব, পরিচ্ছেদ: বাবুল ওসাতি বিল যার, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৬০১৪ (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا زَالَ جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ)

[৩] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল আদাব, পরিচ্ছেদ: বাবু মান কানা ইউমিনু বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখিরি ফালা ইউজি জারাহু, হাদীস নং ৬০১৮ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ،)

[৪] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল আদব, পরিচ্ছেদ: বাবু ইসমি মান ইয়ামানু জারুহু বাওয়ায়িকাহু, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৬০১৬ (عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ ". قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ")

কোনো কিছুকে তার সাথে শরিক করবে না। এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্থ, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সংগী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে।”[১] প্রতিবেশীর হক রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি, কারণ আল্লাহ্ তা'আলা তার ইবাদতে, পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন ও ইয়াতীমদের অধিকারের সাথে প্রতিবেশীদের অধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক না থাকায় সমাজে বিভিন্ন রকমের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, যেমন- ঝগড়া, বিবাদ, মারামারি, হানাহানি, রক্তপাত, হত্যা, গুম, অবৈধ সম্পর্ক সহ অনেক অনৈতিক কার্যকলাপ। প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক ভাল না থাকলে মানুষ মানসিক অশান্তির মধ্যে থাকে, যা তার স্বাভাবিক কর্মকান্ডে বিঘ্ন ঘটায়। সর্বোপরি আমাদের টেকসই উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে।

প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে আমরা পরস্পর পরস্পরকে হাদিয়া বা উপহার প্রদান করতে পারি, সে উপহার যত ছোটই হোক না কেন। তাদেরকে খাবার দিতে পারি, পরস্পর দেখা হলে সালাম বিনিময় করতে পারি। প্রতিবেশীর জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করতে হবে, তাদের দোষ ত্রুটি গোপন করতে হবে, প্রতিবেশী দাওয়াত দিলে দাওয়াত কবুল করে তাতে অংশগ্রহণ করতে হবে, কেউ অভুক্ত থাকলে তাকে খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর আচরণ করতে হবে, কোন ভাবেই ঝগড়ায় জড়ানো যাবে না। প্রতিবেশীকে হত্যা করা কিয়ামতের আলামত। প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহারের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে অন্য এক হাদীসে এসেছে, “আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা.) বলতেন, হে মুসলিম মহিলাগণ! কোন প্রতিবেশী মহিলা যেন তার অপর প্রতিবেশী মহিলাকে (হাদিয়া ফেরত দিয়ে) হেয় প্রতিপন্ন না করে। তা ছাগলের পায়ের ক্ষুরই হোক না কেন।”[২] প্রতিবেশীকে আমাদের রান্না করা খাবার দেয়া উচিত, কারণ এর মাধ্যমে প্রতিবেশীর সাথে আন্তরিকতা ও সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়। যার ফলে পরস্পর পরস্পরের বিপদ-আপদে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। আমাদের দেশে গ্রাম অঞ্চলে প্রতিবেশীদের এক সময় সুসম্পর্ক বিরাজ ছিল। প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পর্বে প্রতিবেশীদের দাওয়াত না দিয়ে থাকার কথা চিন্তাও করা যেত না কিন্তু

---

[১] আল-কুরআন, ৪:৩৬ (وَاعْبُدُوا اللَّـهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا)

[২] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল আদাব, পরিচ্ছেদ: বাবু লা তাহকিরান্না জারাতু লি জারাতিহা, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৬০১৭ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ ")

বর্তমানে এর প্রচলন দিনে দিনে কমে যাচ্ছে। আর আমাদের নগর জীবনে প্রতিবেশীদের দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো অনেকটাই অনুপস্থিত।

৬.২.৪ সমাজকে সুশিক্ষিত করা

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। একটি সমাজকে উন্নত করতে চাইলে সে সমাজের মানুষদেরকে শিক্ষিত করা জরুরি। ইসলাম শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) প্রথম মহাপুরুষ যিনি নারী জাতিকে প্রকৃত অধিকার ও মর্যাদা দান করেছেন। তিনি নারীকে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সাথে সাথে সামাজিক, নৈতিক ও আত্মিক প্রভৃতি বিষয় জীবনের বিভিন্ন স্তরে পুরুষের সাথে নারীকে অধিকার দিয়েছে।[১] মহান আল্লাহ্ মহানবী (সা.) কে প্রথম যে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন তা ছিল শিক্ষার ব্যাপারে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না।"[২] মহানবী (সা.) মহান আল্লাহ্‌র কাছ থেকে শিক্ষার দাওয়াত পেয়ে তিনি আরব সমাজের মানুষদেরকে শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে গোপনে মক্কার নিকটবর্তী সাফা পাহাড়ের পাদদেশে সাহাবী হযরত আরকাম (রা.)-এর ঘরকে নির্বাচন করেন। ইসলামের ইতিহাসে যা প্রথম মাদ্রাসা হিসেবে 'দারুল আরকাম' নামে পরিচিত। দারুল আরকাম নামক এ শিক্ষালয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) স্বয়ং শিক্ষকতা করেন। মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে দাওয়াত প্রদানের নির্দেশ আসার আগ পর্যন্ত 'দারুল আরকাম' নামক এ শিক্ষা নিকেতনে নব দীক্ষিত মুসলমানদের মাঝে রাসূলুল্লাহ (সা.) দাওয়াত ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এ শিক্ষা কেন্দ্র থেকেই নবী করীম (সা.) কুরাইশদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন।[৩] মহানবী (সা.) এই পৃথিবীতে শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন, আর তাঁর শিক্ষক ছিলেন, মহান আল্লাহ্ নিজে। মহানবী (সা.) বলেন, "আমি শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত

---

[১] সৈয়দ বদরুদ্দোজা, *হযরত মুহাম্মাদ (দঃ) তাঁহার শিক্ষা ও অবদান,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৭ খ্রি., পৃ. ২০৭

[২] আল-কুরআন, ৯৬: ১-৫ (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۚ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۚ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)

[৩] মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্প, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, *জাতীয় তথ্য বাতায়ন,* ২০১৯, Retrived on March 03, 2020 from http://www.islamicfoundation.gov.bd/

হয়েছি।”[১] মহান আল্লাহ্ বলেন, “হে মানুষেরা! আমি তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছি। যে তোমাদের কাছে আমার আয়াত (কুরআন) পাঠ করে শোনায়, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ করে, তোমাদের কিতাব ও হিকমত (কুরআন ও বিজ্ঞান) শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যে বিষয়ে কিছুই জানতে না, সেটা শিক্ষা দেয়।”[২] মহানবী (সা.)-এর আগমনের আগে গোটা আরব সমাজে সীমাহীন মূর্খতা বিরাজমান ছিল, সম্ভ্রান্ত পরিবারে লেখাপড়া দোষ হিসাবে বিবেচিত হতো। মহানবী (সা.) এর আগমনের পর সেখানে প্রতিটি ঘর ফিকহ, হাদীস ও তাফসিরের বিদ্যালয়ে পরিণত হয়ে গেল। তিনি আরব সমাজে কিছু মানুষকে এমন শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন, যাদের শিক্ষার আলোতে শুধু আরব নয়, গোটা বিশ্ব জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়েছিল।

মদীনায় হিজরত করার পর মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা করে মসজিদে নববীর একাংশ ইবাদতের জন্য নির্ধারিত রেখে বাকি অংশের কিছুটা প্রশাসনের জন্য এবং অন্য অংশকে শিক্ষার জন্য মাদ্রাসা হিসেবে ব্যবহার করেন। এই ঐতিহাসিক মাদ্রাসা 'সুফফা' নামে পরিচিত ছিল। তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই সুফফাটি দেখাশোনা করতেন এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনসাইদ আল আ'স (রা.)-কে এখানকার শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। এই শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে সুশিক্ষার আলো গোটা মদীনায় ছড়িয়ে দিলেন। এই শিক্ষিত মানুষগুলো এতটাই নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিল যে তারা কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত হতো না। দুনিয়ার কোন মোহ তাদেরকে প্রলুব্ধ করতে পারতো না।

৬.২.৫ ইয়াতিম, দুঃস্থ ও মাযলুম মানুষের পাশে দাঁড়ানো

প্রায় প্রতিটি সমাজে ইয়াতিম, দুঃস্থ ও মাযলুম লোকের বসবাস থাকে। তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করতে না পারলে তারা সমাজে পিছিয়ে পরবে। সমাজের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হবে। ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজের সবাই পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য সহযোগিতা করবে। মহানবী (সা.) বলেছেন, “সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ্র পরিজন। আল্লাহ্র কাছে প্রিয় সৃষ্টি হলো সে যে তার সৃষ্টির প্রতি সদয়

[১] ইবন মাজা, *সুনানু ইবন মাজাহ,* অধ্যায়: কিতাবুল মুকাদ্দামাহ, পরিচ্ছেদ: বাবু ফাদলিল উলামায়ি ওয়াল-হাসসি আলা তলাবিল ইলম, বৈরুত: মুয়াচ্ছাছাতুর রিসালাহ, ২০০৯ খ্রি., হাদীস নং ২২৯ (إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا)

[২] আল-কুরআন, ২:১৫১ (كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ)

আচরণ করে।"[১] যারা এই পার্থিব জীবনে ইয়াতীম, মিসকিন ও বন্দিদের সাহায্য, সহযোগিতা করবেন করবেন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জান্নাতে অনেক নিয়ামত দান করবেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তারা দুনিয়ার জীবনে খাদ্যদ্রব্যের প্রতি নিজেদের প্রয়োজন আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীন, ইয়াতীম ও কয়েদীদের আহার প্রদান করে।"[২] আল্লাহ্ মুসলিমদেরকে এই পৃথিবীতে মানুষের কল্যাণের জন্য প্রেরণ করেছেন। মানুষের কল্যাণের মধ্যেই রয়েছে মুসলমানদের সফলতা, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা শ্রেষ্ঠ জাতি! তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য।"[৩] মহান আল্লাহ্ ইয়াতিম ও মিসকিনদের ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে সতর্ক করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তুমি কি এমন লোককে দেখেছ, যে দীনকে অস্বীকার করে? সে তো ঐ ব্যক্তি যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়, আর সে মিসকীনদের খাবার দানে মানুষকে উৎসাহিত করে না।"[৪] আল্লাহ্ তা'আলা অন্য এক আয়াতে বলেন, "না, কখনও না; বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না, এবং তোমরা অভাবগ্রস্তদিগকে খাদ্য দানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না।"[৫] উপরের আলোচনা দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, ইয়াতীম, মিসকীন, অসহায়, দুঃস্থ ও মাজলুম মানুষের সাহায্য করা ইসলামের নির্দেশ। তাই আমাদের সামাজিক উন্নয়নের জন্য মহান আল্লাহ্র নির্দেশ মেনে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর আদর্শ অনুসরণ করে ইয়াতীম, মিসকীন, দুঃস্থ, অসহায়, মাজলুমদের সাহায্য সহযোগিতা করা উচিত। আমরা তাদেরকে সাহায্য করলে তারা সমাজে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে তাদেরকে সম্পৃক্ত করতে পারবে, সমাজে অনেকটা সমতা ফিরে আসবে, উন্নয়ন আরো বেগবান হবে।

৬.২.৬ নারীর অধিকার ও সম্মান প্রতিষ্ঠা

সমাজে নারী-পুরুষ উভয়ই বসবাস করে। কিন্তু যুগে যুগে নারীরা অবহেলিত হয়েছে, অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাদের অবদান অনেক ক্ষেত্রেই স্বীকৃত হয়নি। একটি সমাজের উন্নয়নের জন্য নারী পুরুষ উভয়েরই অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

---

[১] আবু বাকর আহমাদ ইবনহুসাইন ইবন'আলী ইবনমুসা আল-খোসরোযেরদী আল-বায়হাকী, *সুনানু বায়হাকী,* অধ্যায়: কিতাবুল আদাব, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৮ খ্রি., হাদীস নং ৪৯৯৮ (الخلق كلهم عيال الله ، فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله)

[২] আল-কুরআন, ৮৯:১৭-১৮ (كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ۝ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ)

[৩] আল-কুরআন, ৩:১১০ (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ)

[৪] আল-কুরআন, ১০৭:১-৩ (أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۝ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ۝ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ)

[৫] আল-কুরআন, ৮৯:১৭-১৮ (كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ۝ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ)

যে সমাজে কন্যা শিশু জন্মগ্রহণ করলে পিতা-মাতার মন খারাপ হয়ে যেত, কখনও বা তাদেরকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো, নারীদেরকে পণ্য-সামগ্রীর মতো ব্যবহার করা হতো, ইসলাম সে সময় এসে নারী অধিকার ও সম্মান দুটোই প্রতিষ্ঠা করে। মহান আল্লাহ্ জাহেলী যুগের নারীদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়।"[১] ইসলাম নারীদের বাঁচার অধিকার, সামাজিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার, শিক্ষার অধিকার সহ সকল ধরনের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করে। কন্যা সন্তানের বিবাহের পূর্বে তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পিতার, বিয়ের পরে এ দায়িত্ব স্বামীর উপর থাকে। বিয়েতে প্রাপ্ত মোহরানার অর্থ-সম্পদের মালিক ঐ নারী। আবার স্ত্রীর আয় উপার্জনের সমস্ত অর্থের মালিক ঐ নারী। স্বামী কিংবা পিতা-মাতা এই সম্পত্তির মালিক হবে না। অন্য দিকে নারীগণ পিতা, মাতা, স্বামী, ভাই সবার সম্পত্তিতে নির্ধারিত অংশ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করবে। এভাবে নারীর সব ধরনের অধিকার ইসলাম নিশ্চিত করেছে। নারী অধিকারের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়, "নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের।"[২] নারীরা মায়ের জাতি, তাই নারীদেরকে মায়ের বিশেষ মর্যাদার কথা উল্লেখ করে এক হাদীসে বর্ণনা করা হয় যে, "হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী (সা.) এর নিকট এসে বলল, মানুষের মধ্যে কোন ব্যক্তি আমার সর্বাধিক সদাচরণ পাওয়ার অধিকারী? তিনি বলেন, "তোমার মা। লোকটি বলল, তার পর কে? তিনি বলেন, তোমার মা। লোকটি বলল, তার পর কে? তিনি বলেন, তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বলেন, তোমার পিতা।"[৩] এই হাদীসে নারীর মর্যাদা পুরুষের চেয়ে তিন ধাপ উপরে দেয়া হয়েছে। অপর এক হাদীসে এসেছে "ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে নিজের পরিবারের কাছে উত্তম।"[৪] আমাদের সমাজে অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রীদের সাথে সুন্দর আচরণ করা হয় না, তাদেরকে অনেক

---

[১] আল-কুরআন, ১৬:৫৮ (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ)

[২] আল-কুরআন, ২:২২৮ (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)

[৩] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল আদাব, পরিচ্ছেদ: বাবু মান আহাক্কুন নাসি বি হুসনিস সুহবাত, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৫৯৭১ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ " أُمُّكَ . قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ " أُمُّكَ ". قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ " أُمُّكَ ". قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ " ثُمَّ أَبُوكَ)

[৪] ইমাম ইবন মাজাহ, *সুনানু ইবন মাজাহ,* অধ্যায়: কিতাবুন নিকাহ, পরিচ্ছেদ: বাবু হুসনি মুআ'শারাতিন নিসা, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ১৯৭৭ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ)

ক্ষেত্রে অত্যাচার নির্যাতন করা হয়। মহান আল্লাহ্ নারীদের সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ প্রদান করে বলেন, "তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে জীবন যাপন করবে।"[১]

৬.২.৭ সমাজে সহাবস্থান ও সম্প্রীতি রক্ষা করা

একটি সমাজে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, পেশা, সামাজিক অবস্থান, রাজনৈতিক মতাদর্শের মানুষ বসবাস করে। সমাজে বসবাসকারী সকলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা অতি জরুরি। সমাজে সবার সাথে সুসম্পর্ক না থাকলে সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়। কুরআনে করিমে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে মানুষ! আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র কাছে সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদা সম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে বেশি মুত্তাকি। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবকিছু জানেন, সব খবর রাখেন।"[২] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।"[৩] মহান আল্লাহ্র এই সৃষ্টি বৈচিত্র তাঁর শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে। মানুষের এই সৃষ্টি বৈচিত্র নিয়ে কারো সাথে বৈষম্য করা যাবে না। মহান আল্লাহ্ অন্য এক আয়াতে বলেছেন, "তাদের অধিকাংশ গোপনে পরামর্শের কোন কল্যাণ নেই, তবে কল্যাণ আছে যে নির্দেশ দেয় দান খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষায় কেউ তা করলে তাকে অবশ্যই আমি পুরস্কার দিবো।"[৪] উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ্ তিনটি কাজকে উত্তম বলে অভিহিত করেছেন। যথা- ১। দান খয়রাত, ২। সৎকাজ, ৩। পারস্পরিক শান্তি স্থাপন করা। এখানে তৃতীয় বিষয়টি মূলত সমাজে সহঅবস্থান ও সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য। মানুষের সাথে ভাল সম্পর্ক না থাকলে সমাজে শান্তিতে বসবাস করা যায় না। যারা সহাবস্থান ও

---

[১] আল-কুরআন, ৪:১৯ (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)

[২] আল-কুরআন, ৪৯:১৩ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّـهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّـهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)

[৩] আল-কুরআন, ৩০:২২ (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ)

[৪] আল-কুরআন, ৪:১১৪ (لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّـهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا)

সম্প্রীতি রাখার জন্য চেষ্টা করে তাদের জন্য আল্লাহ্ নিকট মহা পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে। "নু'মান ইবন বাশীর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে তুমি মুমিনদের একটি দেহের মত দেখবে। যখন শরীরের একটি অঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়, তখন শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাত জাগে এবং জ্বরে অংশ নেয়।"[১]

সমাজের বিভিন্ন ধরনের মানুষের সাথে সুসম্পর্ক রাখার ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে ও কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করবে না এবং পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্থ, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে।"[২] পিতামাতা সহ সমাজে বসবাস করা সকলকে আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করা উচিত। আল্লাহ্ সামাজের কিছু মানুষকে অর্থশালী করেছেন, ক্ষমতা দিয়েছেন, তাই বলে গরীব, অসহায় কিংবা ক্ষমতাহীনদের উপর অহংকার করা উচিত নয়।

৬.২.৮ উপহার আদান প্রদান করা

ইসলাম সমাজে বসবাসকারী পরস্পরকে হাদীয়া, উপঢৌকন কিংবা উপহার প্রদান করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। এর মাধ্যমে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা, আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়। মহানবী (সা.) উপহার আদান প্রদানের ব্যাপারে বলেন, "তোমরা একে অপরকে উপহার দিবে, হাদীয়া অন্তরের কলুষতা দূর করে। এক প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীকে হাদীয়া দিতে যেন অবহেলা না করে এবং কেউ যেন সামান্য মনে না করে যদিও তা এক টুকরা বকরীর ক্ষুরও হয়।"[৩] কেউ কোন উপহার সামগ্রী দিলে তাকেও তার সামর্থ অনুযায়ী প্রতিদান হিসেবে উপহার প্রদান করা উচিত। প্রতিদান সমান হওয়া

---

[১] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল আদাব, পরিচ্ছেদ: বাবু রহমাতিন নাসি ওয়াল বাহায়িম, হাদীস নং ৬০১১ (النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى)

[২] আল-কুরআন, ৪:১১৪ (وَاعْبُدُوا اللَّـهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا)

[৩] ইমাম তিরমিযি, *জামে' আত-তিরমিযী,* অধ্যায়: কিতাবুল ওয়ালা ওয়াল হিবাতি আন রাসূলিল্লাহি (সা.), পরিচ্ছেদ: বাবু ফি হাসসিন নাবিয়্যি (সা.) আলাত তাহাদী, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২১৩০ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ وَلاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسِنِ شَاةٍ)

জরুরি না। যে যার সামর্থ ও পছন্দ অনুযায়ী উপহার প্রদান করবে এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। কারও উপহার নিয়ে উপহাস কিংবা অবজ্ঞা করা ঠিক নয়। উপহার দিলে তার প্রশংসা করা উচিত, প্রশংসা না করা অকৃতজ্ঞতার শামিল। হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "যাকে দান করা হয়েছে তার সামর্থ্য থাকলে সে যেন এর প্রতিদান দেয়, আর যার সামর্থ্য নাই, সে যেন প্রশংসা করে। কেননা যে প্রশংসা করল সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো, আর যে তা গোপন করে সে তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।"[১] আবূ হুরায়রাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহ্‌র প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।"[২] অন্য এক হাদীসে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, "হে মুসলিম মহিলাগণ! কোন মহিলা প্রতিবেশিনী যেন অপর মহিলা প্রতিবেশিনীকে (প্রদত্ত হাদিয়া) তুচ্ছ মনে না করে, এমন কি স্বল্প গোশত বিশিষ্ট বকরীর হাঁড় হলেও।"[৩] ইসলামের দৃষ্টিতে হাদীয়া প্রত্যাখ্যান করা কিংবা ফিরিয়ে নেয়া অশোভনীয় কাজ। এতে সামাজিক বিশৃঙ্খলা কিংবা পারস্পরিক দূরত্ব অথবা অমিল সৃষ্টি হয়। যা সমাজে অশান্তি নিয়ে আসে। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্নিত, তিনি বলেন, "রাসূল (সা.) বলেছেন, যে দান করে তা প্রত্যাহার করে নেয় তার দৃষ্টান্ত এমন কুকুরের মত যে বমি করে পুনরায় তা গলাধঃকরণ করে নেয়।"[৪] আমাদের উচিত সমাজে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী, পরিচিত জন সবাইকে সামর্থ অনুযায়ী উপহার প্রদান করা। এর মাধ্যমে পরস্পরের প্রতি আন্তরিকতা সৃষ্টি হবে, সমাজে সবাই মিলেমিশে কল্যাণ তথা উন্নয়নের জন্য কাজ করা যাবে। সমাজে সম্প্রীতি ও ভালবাসা সৃষ্টি হবে, যা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে বেগবান করবে।

---

[১] ইমাম আবু দাউদ, *সুনানু আবি দাউদ,* অধ্যায়: কিতাবুল আদাব, পরিচ্ছেদ: বাবু ফি শুকরিল মারূফ, হাদীস নং ৪৮১৩ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ فَمَنْ أَثْنَى بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ)

[২] ইমাম আবু দাউদ, *সুনানু আবি দাউদ,* অধ্যায়: কিতাবুল আদাব, পরিচ্ছেদ: বাবু ফি শুকরিল মারূফ, হাদীস নং ৪৮১১ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ ")

[৩] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল হিবাতি ওয়া ফাদলিহা ওয়াত তাহরীদু আলাইহা كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها হাদীস নং ২৫৬৬ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ)

[৪] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল হিবাহ ওয়া ফাদলিহা ওয়া তাহরিদু আলাইহা, পরিচ্ছেদ: বাবু হিবাতির রাজুলি লি ইমরাআতিহি ওয়াল মারআতি লিযাওজিহা, হাদীস নং ২৫৮৯ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ)

৬.২.৯ অনৈতিক কাজ বন্ধ করা

সমাজে অনৈতিক কাজ চলতে থাকলে সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড স্বাভাবিকভাবে চলতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়। তাই ইসলাম অনৈতিক কাজ বন্ধের ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশিকা প্রদান করেছে। নিম্নে কিছু অনৈতিক কাজের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা আলোচনা কর হলো:

ক। সুদের কার্যক্রম বন্ধ: সুদ একটি শোষণের হাতিয়ার, মানুষের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করে, ধনী-গরীবের মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়ে দেয়। তাই ইসলাম সুদ বন্ধ করার তাকীদ দিয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "হে মু'মিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেওনা এবং আল্লাহ্কে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"[১] অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ্ সুদের ভয়াবহতা বর্ণনা করে বলেন, "যারা সুদ খায় তারা সে ব্যক্তিরই ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। আর তা এ জন্য যে তারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মত' অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই; এবং তার ব্যাপার আল্লাহ্র ইখতিয়ারে। আর যারা পুণরায় আরম্ভ করবে তারাই অগ্নি-অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ্ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না।"[২] সুদ সম্পর্কে আমাদের প্রিয় নবী, মানবতার মুক্তিদূত রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সতর্ক করে দিয়ে বলেন, "হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সুদখোর, সুদদাতা, সুদের হিসাব রক্ষক এবং তার সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি লা'নত করেছেন এবং তিনি বলেছেন, তারা সকলেই সমান অপরাধী।"[৩] সুদ মানুষকে স্বার্থপর, নিষ্ঠুর তথা মানবিক

---

[১] আল-কুরআন, ৩:১৩০ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّـهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

[২] আল-কুরআন, ২:২৭৫-২৭৬ (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ يَمْحَقُ اللَّـهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّـهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ)

[৩] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম,* অধ্যায়: কিতাবুল মুসাকাতি ওয়াল মুযারাআ', পরিচ্ছেদ: বাবু লাআ'না আকিলার রিবা ওয়া মুওয়াককিলিহি, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ১৫৯৮ (عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ)

মূল্যবোধ বিবর্জিত মানুষ করে দেয়। সুদ মানুষের মধ্যে নির্মমতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, কৃপণতা, নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতার জন্ম দেয়। সুদ হচ্ছে মানুষের উন্নত চরিত্র গঠনের প্রতিবন্ধক। সুদ মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি ও মেধা বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। সুদ সমাজে বেকারত্ব বৃদ্ধি করে। সুদের সকল প্রকার ব্যবস্থা বন্ধ না করতে পারলে আমরা আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে বাঁচতে পারবো না এবং আমাদের সমাজের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড টেকসই হবে না।

খ। ঘুষের প্রচলন সমাজ থেকে বন্ধ করা

ঘুষ একটি সামাজিক ব্যাধি, অন্যায় ও নিষিদ্ধ কাজ। বর্তমানে বাংলাদেশের জনগণের নিকট এটি একটি বহুল পরিচিত শব্দ। কেউ কেউ এটাকে speed money বলে এটার বৈধতা দিতে চায়। ঘুষ বা উৎকোচকে ইংরেজীতে Bribe বলে। এই Bribe এর সংজ্ঞায় Cambridge Dictionary তে বলা হয়েছে, “Bribe is money or a present that you give to someone so that they will do something for you, usually something dishonest.”[১] অর্থাৎ ঘুষ হলো টাকা বা উপহার যা অপনি কাউকে এ জন্য দেন যে তারা অপনার জন্য কিছু করে দিবে, যা সাধারণত অবৈধ। মোট কথা হলো কোন ব্যক্তির কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা গ্রহণের জন্যে যে বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়, তাই হচ্ছে উৎকোচ বা ঘুষ। ঘুষ কখনো দিতে বাধ্য করা হয়, আবার কখনো নিজস্ব প্রয়োজনেই দেয়া হয়। ঘুষ নামক সর্বনাশা অসুখ আমাদের সমাজ ব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়েছে। ক্রমেই সমাজ ব্যবস্থা থেকে মানবতা ও দায়িত্ববোধ হারিয়ে যাচ্ছে। আজকাল যে দিকে তাকান, সেদিকেই ঘুষের কার্যক্রম চোখে পড়ে।

ঘুষকে আরবিতে رشوة বলে। বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী মহানবী (সা.) ঘুষ দাতা ও গ্রহীতার প্রতি লা’নত দিয়েছেন। এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনওমর (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতাকে অভিসম্পাত করেছেন ।”[২] মহানবী (সা.) যাকে লা’নত দান করবেন দুনিয়া ও আখিরাতে তার করুণ পরিণতি ভোগ করতে হবে। অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায় ভাবে কেউ গ্রহণ না করে সে ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, “তোমরা নিজেদের মধ্যে একে

---

[১]Camridge Dictionary, *Bribe,* United Kingdom: *Cambidge University Press*, 2020, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bribe

[২] ইমাম আবু দাউদ, *সুনানু আবি দাউদ,* অধ্যায়: কিতাবুল আকদিয়া, পরিচ্ছেদ: বাবু ফি কারাহিয়াতির-রিশওয়াহ, হাদীস নং ৩৫৮০ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ)

অন্যের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং জেনে-শুনে মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিচারকগণের নিকট পেশ করো না।”[১] সুদ খাওয়া মূলত হারাম, তাই তাই আমাদের সুদ খাওয়া পরিহার করতে হবে এবং হালাল উপায় অর্জন করার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, “হে মানব জাতি। যমীনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা থেকে তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তুসমূহ খাও। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেননা, সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।”[২] আলোচ্য আয়াতে হারাম পন্থায় সম্পদ অর্জন এবং ভোগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই আল্লাহ্ পাক হালাল পন্থায় সম্পদ অর্জন এবং ভোগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। হালাল পন্থায় অর্জন ও সুদ এর প্রচলন সমাজ থেকে বন্ধ করতে পারলে আমরা অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক উন্নয়ন সাধন করতে পারবো।

গ। সমাজে চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই বন্ধ করা: চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই সামাজিক বিশৃঙ্খলা কারী কাজ। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই কোন সমাজে থাকলে সে সমাজের মানুষ স্বাভাবিক ভাবে সমাজে চলাফেরা করতে পারে না, শান্তিতে বসবাস করতে পারে না। সমাজের উন্নয়ন কর্মকান্ড ব্যাহত হয়। তাই সামাজিক উন্নয়ন ও শান্তির জন্য সমাজ থেকে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই বন্ধ করা প্রয়োজন। ইসলাম এ ধরনের অপরাধ বন্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। চোর চুরি করলে ইসলামী বিধান অনুযায়ী তার হাত কাটা যাবে। কি পরিমাণ চুরি করলে হাত কাটা যাবে এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মত পার্থক্য আছে। ইমাম মালিক, ইমাম আহমাদ ও ইমাম শাফঈ (র.) এর মতে তিন দিরহামের কম চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে, দশ দিরহামের কম চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। চোরের হাত কাটার ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ বলেন, “পুরুষ চোর এবং নারী চোর, তাদের হস্তচ্ছেদন কর; এটা তাদের কৃত কর্মের ফল এবং আল্লাহ্র পক্ষ হতে আদর্শ দণ্ড; আল্লাহ্ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।”[৩] হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত মহানবী (সা.) যেনা কারী, চোর ও মদ্যপায়ীর ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছেন, “ব্যভিচারী যখন ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন সে মু’মিন থাকে না এবং চোর যখন চুরি করে তখন সেও মু’মিন থাকে না।”[৪]

---

[১] আল-কুরআন, ২:১৮৮ (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)

[২] আল-কুরআন, ২:১৬৮ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ)

[৩] আল-কুরআন, ৫:৩৮ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

[৪] আবু আবদ আর-রহমান আহমাদ ইবন সুয়াযেব ইবন আলী ইবন সিনান আল-নাসাঈ, *সুনানু আন নাসাঈ*, অধ্যায়: কিতাবুল আশরিবাহ, পরিচ্ছেদ: বাবু জিকরি রিওয়াইয়াতিল মুগাল্লাজাতি ফি সুরবিল খামর, হাদীস নং ৪৮৭০ (قَالَ أَبُو

ডাকাতি, ছিনতাই, লুট ইত্যাদিও সামাজিক অপরাধ। এ সবের কারণে সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়, মানুষ তাদের সম্পদ হারায়, কখনওবা আহত হয়, অনেক সময় তাদের জীবন দিতে হয়। এদের শাস্তির ব্যাপারে ইসলাম খুবই কঠোরতা অবলম্বন করেছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, “যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক হতে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা ও পরকালে তাদের জন্য মহাশাস্তি রয়েছে।”[১] উক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা‘আলা ডাকাতি, ছিনতাই সহ বিভিন্ন বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর কাজের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। এই আয়াতে চার ধরনের শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো- ১। হত্যা করা ২। শূলে চড়ানো ৩। হাত ও পা কাটা ৪। দেশ থেকে বহিষ্কার। তবে বিচারক অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করবেন।

সমাজ ও রাষ্ট্রে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর শাস্তি

(সারণী-১৬)

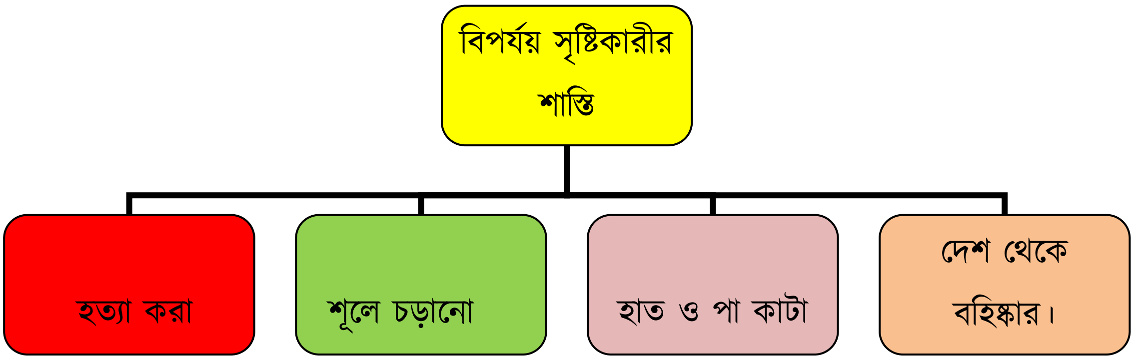

هُرَيْرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ")

[১] আল-কুরআন, ৫:৩৩ (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)

সপ্তম অধ্যায়

ইসলামে মানব সম্পদ উন্নয়নে পরিকল্পনা

সপ্তম অধ্যায়

ইসলামে মানব সম্পদ উন্নয়নে পরিকল্পনা

৭.১ ইসলামে মানব সম্পদ উন্নয়ন

উন্নয়নের মূল কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে মানুষ। উন্নয়ন একটি পন্থা মাত্র, চুড়ান্ত লক্ষ্য নয়। যে উন্নয়ন মানুষের জীবনকে উন্নত করে না, যে উন্নয়নে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ নেই, সে উন্নয়ন সত্যিকারের উন্নয়ন নয়। মানব সম্পদ উন্নয়ন ধারণা প্রসঙ্গে নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেন, জন সাধারণের সক্ষমতার বিকাশ সাধনই হলো মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং উন্নয়নের চুড়ান্ত লক্ষ্য হল এই সক্ষমতা অর্জন এবং নিজের জীবনের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা। মানুষের সক্ষমতা নির্ভর করে স্বত্বাধিকারের উপর অর্থাৎ কি পরিমাণ দ্রব্য এবং সেবা সামগ্রিতে সে তার স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে তার উপর।[১] হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০০১ এ বলা হয়েছে, "It is about creating an environment in which people can develop their full potential and lead productive, creative lives in accord with their needs and interests."[২] অর্থাৎ "এটি এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যেখানে মানুষ তাদের সম্ভাবনা বিকাশ করতে পারে এবং তাদের প্রয়োজন ও আগ্রহের সাথে মিল রেখে উৎপাদনশীল, সৃজনশীল জীবনযাপন করতে পারে।" এখানে জীবনের অন্তর্নিহিত বা প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনার বিকাশ বা পরিস্ফুটনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। "Human Development-Past-Present and Future" শিরোনামে প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, "Three foundations for human development are to live a healthy and creative life, to be knowledgeable, and to have access to resources needed for a decent standard of living."[৩] অর্থাৎ "মানব উন্নয়নের তিনটি ভিত্তি হলো- একটি স্বাস্থ্যকর ও সৃজনশীল জীবনযাপন, জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া এবং একটি ভালমানের জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় জিনিস

---

[১] অমর্ত্য সেন, *জীবন যাত্রা ও অর্থনীতি*, ভারত: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭ খ্রি., পৃ. ১২১

[২] Amanda Briney, *"UN Human Development Index (HDI)."* ThoughtCo, Retrieved on February 11, 2020 from thoughtco.com/hdi-the-human-development-index-1434458

[৩] *UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP)*, Human Development Reports, About Human Development, Retrieved on August 15, 2020 from http://hdr.undp.org/en/content/what-human-development

পাওয়ার ব্যবস্থা থাকা।” মানব সম্পদ উন্নয়ন একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী সম্পদে পরিণত হয়। মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানব গোষ্ঠীর সুপ্ত প্রতিভা, কর্মক্ষমতা, যোগ্যতা ও মেধাকে উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার উপযোগী করার উপযুক্ত পরিবেশ ও ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। মানব উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

মানব সম্পদ, এই দু’টি শব্দের মধ্যে মানুষ জাতি তথা আদম (আ.) ও মাতা হাওয়া (আ.) এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা‘আলা যে জাতি সৃষ্টি করেছেন তাকে বুঝানো হয়েছে। যে সমস্ত দ্রব্যের আর্থিক মূল্য আছে অর্থশাস্ত্রে তাকে সম্পদ বলে। কোন দ্রব্যকে সম্পদ বলে পরিগণিত হতে হলে এর চারটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে : ১। উপযোগ ২। অপ্রাচুর্যতা ৩। হস্তান্তর যোগ্যতা ৪। বাহ্যিকতা।[১]

সম্পদের বৈশিষ্ট্য (সারণী-১৭)

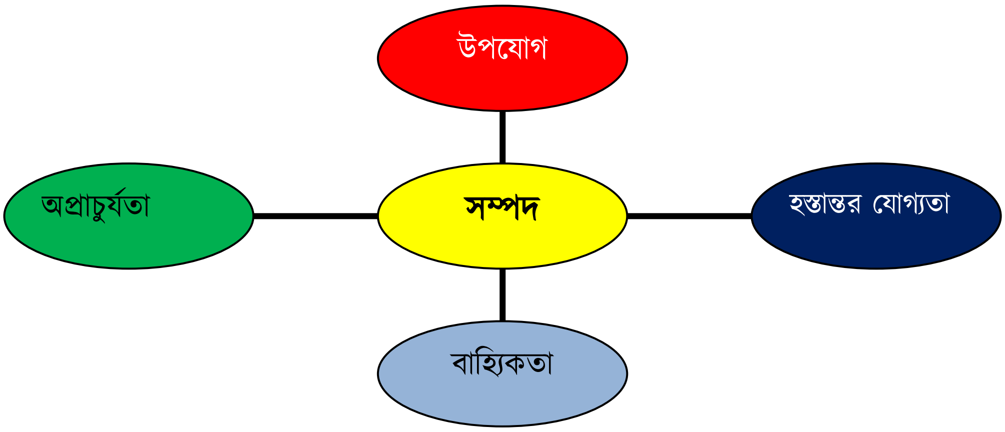

আল্লাহ্ মানুষকে এই পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করেছেন। মানুষ মহান আল্লাহ্র সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি। এই মানুষকে কেন্দ্র করেই সমগ্র সৃষ্টি জগতের সকল আয়োজন। আধুনিক কালে মানুষের জীবন কীভাবে আরো ফলপ্রসূ করা যায় তা নিয়ে বিস্তর গবেষণা হচ্ছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ এই মানুষের উন্নয়ন সাধন করে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিয়োজিত করতে হলে প্রয়োজন যথার্থ কৌশল প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন। মানব সম্পদ উন্নয়ন আধুনিক উন্নয়ন চিন্তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ ধারণা। বিশ শতকের শেষ দশকে এ ধারণার প্রাতিষ্ঠানিক বিকাশ ঘটে। বর্তমানে উন্নয়ন চিন্তার ক্ষেত্রে মানব সম্পদ উন্নয়ন ধারণাটি সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে এবং সর্বাধিক গুরুত্ব পাচ্ছে। কারণ অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কিংবা অন্য যে উন্নয়নের কথাই বলা

[১] আনিসুর রহমান, *আধুনিক অর্থশাস্ত্র,* ঢাকা: পুথিঘর লি:, পঞ্চদশ সংস্করণ, ১৯৮৯ খ্রি., পৃ. ৪৬

হোক, সকল উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে মানব সম্পদ। একে ঘিরে এবং এর জন্যই সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টা। টেকসই উন্নয়ন, সমন্বিত উন্নয়ন ধারণা, সামগ্রিক উন্নতি বা সর্বাত্মক সুষম উন্নয়ন, সকল ক্ষেত্রে মানুষের সুখ-সুবিধাই মূল বিবেচ্য হয়ে থাকে। মানব সম্পদ উন্নয়ন ছাড়া প্রাকৃতিক, নৈসর্গিক বা পরিবেশগত কোনো সুবিধা গ্রহণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। বর্তমান উন্নয়ন ধারায় প্রথমেই মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণকে আবশ্যিক বলে গণ্য করা হয়। ইসলাম গোড়া থেকেই মানব সম্পদ উন্নয়নকে সামগ্রিক উন্নয়নের প্রথম এবং প্রধান শর্ত হিসেবে গণ্য করে আসছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম মানবকে সত্যিকারার্থে শ্রেষ্ঠতম সম্পদ বলে ঘোষণা করেছে এবং এর উন্নয়নে প্রয়োজনীয় বিধি-ব্যবস্থাসমূহ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ইসলামে 'মানব সম্পদ উন্নয়ন' হলো আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মূল বিষয়। কুরআন মাজীদের মৌলিক বিষয় হলো মুমিনের আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত সমৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য মানব উন্নয়ন এবং মানব সম্পদ গঠন। এ উন্নয়নের জন্য ইসলাম মানুষের দৈহিক আকৃতিতে মানুষ হওয়ার সাথে সাথে মানবিক ঔদার্য ও মানসিক সৌন্দর্যের অধিকারী হওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। ইসলাম মানুষকে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জীবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত এবং মর্যাদাবান করেছে। মহান আল্লাহ্ মানুষকে এই পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "তিনি সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি বানিয়েছেন।"[১] তিনি অন্যত্র বলেছেন, "নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দিয়েছি, তাদেরকে স্থলভাগে ও সাগরে চলাচলের বাহন দিয়েছি, তাদেরকে পবিত্র জীবিকা দিয়েছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"[২] মহান আল্লাহ্ মানুষকে সুন্দরতম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে।"[৩] এই মানুষ আল্লাহ্‌র বিধান না মানলে, তাদের নিজেদের কর্ম দোষে নিম্নতর স্তরে পৌছায়। মহান আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন, "অতঃপর আমি তাদেরকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি।"[৪] মানুষ যখন নিম্নস্তরে নেমে যায়, সমাজে তখন তাদের উপযোগিতা থাকে না। সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ তখন সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ যাতে সমাজের বোঝা না হয়ে যায়, তারা যাতে সমাজের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হতে পারে এ জন্য ইসলাম বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ

---

[১] আল-কুরআন, ০৬:১৬৫ (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ)

[২] আল-কুরআন, ১৭:৭০ (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا)

[৩] আল-কুরআন, ৯৫:৪ (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ)

[৪] আল-কুরআন, ৯৫:৫ (ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ)

করার নির্দেশনা প্রদান করেছে। মানুষকে সম্পদে পরিণত করার ক্ষেত্রে তার মৌলিক চাহিদা পুরণ করা আবশ্যকীয়। মানুষের মৌলিক চাহিদা বা প্রয়োজন পাঁচটি বলে অনেক অর্থনীতিবীদ মনে করেন। আর এই মৌলিক চাহিদাগুলো হলো, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা।[১] এই মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করতে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা চালু করলে মানুষের এই মৌলিক চাহিদা পুরণ করা সহজ হবে। পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করে আর যাকাত ভিত্তিক ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে বৈষম্য কমিয়ে নিয়ে আসে, যা মানুষের মৌলিক চাহিদা পুরণে সহায়ক

৭.১.১ ইসলামের আলোকে কর্মে দক্ষতা অর্জন

ইসলাম মানুষকে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাকিদ প্রদান করে। একজন মানুষের কর্মে দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। ইসলাম মানুষকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ্ শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বলেন, "পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানতো না।"[২] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "বল, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান? বোধশক্তি সম্পন্ন লোকরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।"[৩] অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীদিগকে জিজ্ঞাসা কর।"[৪] ইসলাম শুধু শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়েই শেষ করেনি বরং কাজের মাধ্যমে প্রত্যেকের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করার নির্দেশ প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ অনুসন্ধান করবে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[৫] নামায শেষে আমাদের কাজে ছড়িয়ে পড়তে হবে, আর কাজের মাধ্যমেই কর্ম দক্ষতা অর্জন করা যাবে। অলস বসে থাকলে কখনও কর্ম দক্ষতা অর্জন করা যাবে না। একজন ঈমানদার কখনই

---

[১] আব্দুল খালেক, *ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য,* ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৭ খ্রি., পৃ. ৩

[২] আল-কুরআন, ৯৬:১-৫ (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)

[৩] আল-কুরআন, ৩৯:৯ (قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ)

[৪] আল-কুরআন, ২১:৭ (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)

[৫] আল-কুরআন, ৬২:৯ (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

অদক্ষ থাকতে পারে না, কারণ সে নিজেকে কাজের মধ্যে ও জ্ঞান অর্জনে নিয়োজিত রাখে। তাই জ্ঞান অর্জন ও বাস্তব কাজের মধ্যে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেই প্রকৃত দক্ষতা অর্জন করে মানব সম্পদে পরিণত হওয়া যায়। উন্নয়নের কার্যে নিজেকে দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে কাজে লাগানো যায়। মেধা-মনন, বুদ্ধি, দক্ষতা ও কায়িক শ্রমের বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করা বৈধ। দায়িত্বশীল ও কর্মক্ষমদের কাজে উৎসাহিত করেছে ইসলাম। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, “সর্বোত্তম কর্মী সেই ব্যক্তি, যে শক্তিমান ও দায়িত্বশীল।”[১] কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে যোগদান করে প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুসারে মেধা ও শ্রম দিয়ে কাজ করতে হয়, কাজে কোন রূপ ফাঁকি দেয়া উচিত নয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, “হে ঈমানদাররা, তোমরা তোমাদের চুক্তিগুলো পূর্ণ করো।”[২] তাই ঈমানদার ব্যক্তি যদি তার দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করে তা হলে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন হয়, দেশের উন্নয়ন হয়, সর্বোপরি নিজের দক্ষতা বাড়ে। তাই আমরা এ কথা বলতে পারি যে, ইসলাম কর্মে দক্ষতা অর্জনের জন্য বিভিন্নভাবে তাকিদ প্রদান করেছে। যদি কেউ ইসলামের বিধি-বিধান মেনে চলে তা হলে কেউ অদক্ষ, কর্মহীন হয়ে থাকতে পারে না।

৭.১.২ যথাযথভাবে সন্তানের লালন-পালন করা

মানব সম্পদ উন্নয়নে শিশু অধিকার ও শিশুর পরিচর্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইসলাম চৌদ্দশ বছরের অধিককাল যাবত শিশুদের বিষয় গুরুত্ব আরোপ করে আসছে এবং শিশুদের পরিচর্যার বিষয়টি ইসলামের মৌলিক নীতিমালার অন্তর্ভূক্ত করতঃ তাকে একটি সার্বক্ষণিক পালনীয় বিধানে পরিণত করেছে।[৩] শিশুকে সঠিকভাবে মেধা বিকাশের জন্য মাতৃদুগ্ধ পান করানোর বিকল্প কিছু নাই। তাই মা শিশুকে কতদিন তার দুগ্ধ পান করাবেন তা মহান আল্লাহ্ উল্লেখ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেন, “যে স্তন্য পানকাল পূর্ণ করতে চায়, তাদের জন্য জননীগণ সন্তানগণকে পূর্ণ দুই বছর স্তন্য পান করাবেন।”[৪] এই স্তন্য পান একটি শিশুর তার ছোট বেলায় সুস্থভাবে বেড়ে উঠার ক্ষেত্রে বিরাট

---

[১] আল-কুরআন, ২৮:২৬ (إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ)

[২] আল-কুরআন, ৫:১ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)

[৩] মাওলানা এ বি এম ফারুক আহমাদ ও মাওলানা মুহাম্মাদমুসা, *ইসলামে শিশু পরিচর্যা,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৭ খ্রি., পৃ. ৩৫

[৪] আল-কুরআন, ২:২৩৩ (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ)

সহায়ক।

৭.১.৩ জ্ঞান অর্জন

মানব সম্পদ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য ইসলাম শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জনের জন্য বিশেষ ভাবে তাকিদ দিয়েছে। শিক্ষার প্রাথমিক কথা হচ্ছে একজন ভাল উৎপাদনক্ষম মানুষ তৈরী করা।[1] পবিত্র কুরআনের প্রথম নির্দেশই ছিল পড়ার ব্যাপারে। মহান আল্লাহ্ বলেন, “পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ‘আলাক’ হতে। পড়, আর তোমার প্রতিপালক মহা মহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানতো না।”[২] তবে সন্তানকে প্রথমে কুরআনের জ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে এর সাথে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় সাধন করতে হবে। তবে যে শিক্ষা ইসলামী মূল্যবোধের সাথে যায় না তা কোন বয়সেই শিক্ষা দেয়া যাবে না। শিশুদের কী শিক্ষা দিতে হবে তা হযরত লুকমান (আ.) যে ভাষায় তাঁর পুত্রকে নির্দেশ করেছেন, তাঁর কথা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, “হে আমার পুত্র সালাত কায়েম করো, সৎ কর্মের নির্দেশ দাও, অসৎ কর্মে নিষেধ কর এবং বিপদে আপদে ধৈর্য ধারণ কর। এটা দৃঢ় সংকল্পপূর্ণ হৃদয়ের কাজ।”[৩] মহানবী (সা.) জ্ঞান অর্জনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে বলেন, “জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয।”[৪]

৭.১.৪ আল-কুরআন অধ্যয়ন

আল-কুরআন মানব জাতির জন্য আলোক বর্তিকা। মানুষ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে কীভাবে উন্নতি লাভ করতে পারবে, সফল হবে, তার দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। আর কুরআন এমনই একটি গ্রন্থ যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, “এটা সেই কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই। মুত্তাকীদের জন্য এটা পথ নির্দেশ।”[৫] কুরআন অধ্যয়ন না করে শুধু দেখে

---

[১] এম, উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন,* ড. মাহমুদ আহমদ (অনুবাদক), ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট (বি.আই.আই.টি), ২০০০ খ্রি., পৃ. ৯৭

[২] আল-কুরআন, ৯৬: ১-৫ (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۞ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۞ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)

[৩] আল-কুরআন, ৩১: ১৭ (يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ)

[৪] ইমাম ইবন মাজাহ, *সুনানু ইবন মাজাহ,* অধ্যায়: কিতাবুল মুকাদ্দামাহ পরিচ্ছেদ: বাবু ফাদলিল উলামা ওয়াল হাসসি ‘আলা তলাবিল ইলম, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২২৪ (طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)

[৫] আল-কুরআন, ২:২ (ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ)

তিলাওয়াত করলে সওয়াব পাওয়া যাবে, কিন্তু তাতে কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য হল, কুরআনের আলোকে মানুষের চরিত্র গঠন করতে হবে। যেমন আল্লাহ্‌র রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ইন্তিকালের পর সাহাবীগণ যখন তাঁর চরিত্র সম্পর্কে জানতে চাইলেন, আয়িশা (রা.) বিনা দ্বিধায় বলে দিলেন, তোমরা যে কুরআন পড় সে কুরআনই তাঁর চরিত্র। একজন ব্যক্তি যদি কুরআনের দাবি আদায় করে কুরআন তিলাওয়াত করে, তাহলে কুরআনই তাকে পথ দেখিয়ে দেবে। আর কুরআন মাজীদের শিক্ষা ব্যক্তির আত্মিক, আচরণিক ও বৈষয়িক উন্নতিতে সন্দেহাতীতভাবে ইতিবাচক প্রভাব রাখতে সক্ষম হবে।

৭.১.৫ হাদীস অধ্যয়ন

আল-কুরআনের ব্যাখ্যা হলো হাদীস। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিই হাদীস। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর হাদীস জ্ঞানজগতের এক বিশাল ভান্ডার। কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তা'আলা যে কোনো হুকুমের মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) সে মূলনীতি বাস্তবায়নের পথ নির্দেশ করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ছিলেন পবিত্র কুরআনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজে থেকে কোনো কিছুই বলতেন না। মহান আল্লাহ্ বলেন, "এবং সে মনগড়া কথাও বলে না। এটা তো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।"[১] তাই মহানবীর আদেশ-নির্দেশকে ওহীয়ে গায়রে মাতলু বলা হয়। কুরআন মাজীদের বিধি ও অনুশাসন সঠিকভাবে মেনে চলার জন্য আমাদেরকে হাদীস অধ্যয়ন করতে হবে। মহানবী (সা.) বিদায় হজ্জের ভাষণে উল্লেখ করেছেন, "আমি তোমাদের নিকট দু'টি জিনিস রেখে গেলাম, একটি হলো আল্লাহ্‌র কুরআন, অন্যটি রাসূলের হাদীস। তোমরা যদি এ দু'টিকে শক্ত ভাবে আকড়ে ধর, তা হলে তোমরা পথ ভ্রষ্ট হবে না।"[২] আমরা আজ রাসূলের সেই বাণীকে অনেকাংশেই ভুলে যাচ্ছি। কুরআন হাদীসের দিক-নির্দেশনা বাদ দিয়ে নিজের খেয়াল খুশি মত জীবন পরিচালনা করছি। যার কারণে আমাদের টেকসই উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সাময়িক ভাবে কিছু দিকের উন্নয়ন হলেও আমরা দীর্ঘ মেয়াদী অনেক সমস্যার মধ্যে পতিত হচ্ছি।

---

[১] আল-কুরআন, ৫৩:৩-৪ (وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ)

[২] ইমাম মালিক ইবনআনাস, *আল-মুয়াত্তা,* অধ্যায়: কিতাবুল কদর, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ১৭১৮ (وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ)

তাই এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য পবিত্র কুরআনের পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর হাদীস আমাদের অধ্যয়ন করা উচিত।

৭.১.৬ নবী, রাসূল ও সাহাবীদের জীবনী অধ্যয়ন

নবী ও রাসূলরা আল্লাহ্র প্রিয় ও নির্বাচিত আদর্শ মানুষ। আল্লাহ্ তাদেরকে সরাসরি জীবন পরিচালনার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তারা পৃথিবীতে আদর্শ মহামানব হিসেবে আগমন করেছেন। অসংখ্য নবী ও রাসূল এই পৃথিবীতে মহান আল্লাহ্ প্রেরণ করেছেন, তবে ২৫ জন নবীর নাম পবিত্র কুরআনে এসেছে, তাদের জীবনী আমাদের অধ্যয়ন করা উচিত। কারণ তাদের জীবনী থেকে অনেক কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। তারা মানুষের শিক্ষক, আর মহান আল্লাহ্ স্বয়ং তাদের শিক্ষক। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন, "নিশ্চয়ই আমি শিক্ষক রূপে প্রেরিত হয়েছি।"[১] মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের মধ্যে রাসূলের আদর্শ হচ্ছে উত্তম আদর্শের নিদর্শন।"[২] তাদের জীবনী পড়লে আমরা তাদের আচার-আচরণ, কথা-বার্তা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষাবাদ, রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি, পারিবারিক জীবন, আতিথেয়তা, সত্যবাদিতা সহ সার্বিক জীবন প্রণালী জানতে পারবো। এ ছাড়া আল্লাহ্র রাসূলের সাহাবীদের জীবনীও আমাদের অধ্যয়ন করা উচিত। কারণ তারা নবী (সা.) কে দেখেছেন, তাকে অনুসরণ ও অনুকরণ করেছেন। আমরা নবী, রাসূল ও সাহাবীদের জীবনী অধ্যয়ন করতে পারলে দুনিয়া ও আখেরাতে উন্নয়নের জন্য অনেক কাজ করতে পারবো। তাদের আদর্শ আমাদেরকে টেকসই উন্নয়নের জন্য কাজ করার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে সফল হতে পারবো।

৭.১.৭ সত্য কথা বলা ও মিথ্যা পরিত্যাগ করা

বিশ্বের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর বড় বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি সব সময় সত্য কথা বলতেন। সত্য কথা বলা সুন্দর চরিত্রের শ্রেষ্ঠতম গুণ। সত্যবাদী হওয়া ছাড়া মুমিন হওয়া যায় না। ইসলাম সত্যের ধর্ম, সততার ধর্ম। এখন কেউ যদি সত্যকে ধারণ করে সে ইসলামকে ধারণ করবে। আর কেউ যদি মিথ্যা বলার অভ্যাস করে, সে অবশ্যই ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে।

---

[১] ইমাম ইবন মাজাহ, *সুনানু ইবন মাজাহ,* অধ্যায়: কিতাবুল মুকাদ্দামাহ পরিচ্ছেদ: বাবু ফাদলিল-ওলামায়ি ওয়াল হাসসি 'আলা তলাবিল-ইলম, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২২৯ (إِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا)

[২] আল-কুরআন, ৩৩:২১ (لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)

সত্যবাদীরা আল্লাহ্ তা'আলার পরম সন্তোষ ও সাফল্য লাভ করে থাকেন। যেমন, আল্লাহ্ বলেন, "এটা তো সে দিন, যে দিন সত্যবাদীরা তাদের সত্যবাদিতার জন্য উপকৃত হবে, তাদের জন্য আছে জান্নাত যার পাদদেশে দিয়ে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট; এটা মহাসফলতা।"[১] মহান আল্লাহ্ অন্যত্র বলেন, "হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।"[২] সত্য বলার অভ্যাস মানুষের ব্যক্তিত্বকে এমন উন্নত করবে যে, সে সকলের বিশ্বাসভাজন হবে। যা আমাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে টেকসই করবে।

৭.১.৮ সবর বা ধৈর্য ধারণ করা

মানুষের উন্নতি ও সফলতার বড় একটি ধাপ হলো ধৈর্য ধারণ করা। এই ধাপকে অতিক্রম করতে না পারলে মানুষ কোন ক্ষেত্রেই সফল হতে পারে না। ধৈর্য এর আরবি শব্দ সবর (صبر)। ধৈর্য ধারণ করা সুন্দর চরিত্রের একটি অনিবার্য দিক। ধৈর্য ধারণ ছাড়া সুন্দর চরিত্র সার্থক ও অর্থবহ হয় না। সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হতে হলে ধৈর্যের অনুশীলন করতে হবে। আল্লাহ্ বিভিন্ন সময় বিপদ আপদ, কষ্ট দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, "আমি তোমাদেরকে কিছু ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করবো। তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলগণকে।"[৩] কুরআন মাজীদে এসেছে, আল্লাহ্ তা'আলা ভালোবাসেন ধৈর্যশীলদের। অন্য আয়াতে তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আছেন ধৈর্যশীলদের সাথে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, সবর বা ধৈর্যের বিনিময় হলো জান্নাত। ধৈর্যশীল মানুষ নিঃসন্দেহে অনন্য গুণের অধিকারী। ইসলাম মানুষকে মানব সম্পদে পরিণত করার জন্য অন্যতম মৌলিক এ গুণটি অর্জন করা আবশ্যিক করেছে।

৭.১.৯ মানব সম্পদ উন্নয়নে আমানত

মানুষের নৈতিক উন্নয়নের অন্যতম উপাদান আমানত। আমানতদারিতা না থাকলে মানুষ নৈতিকতাহীন হয়ে পরে। আমানতদারিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক গুণ। এ গুণ মানুষের কাছে

---

১ আল-কুরআন, ৫:১১৯ (قَالَ اللَّـهُ هَـٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ رَّضِيَ اللَّـهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)

২ আল-কুরআন, ৯:১১৯ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)

৩ আল-কুরআন, ২:১৫৫ (وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ)

মানুষকে বিশ্বাসভাজন ও ভালোবাসার পাত্র করে তোলে। মানুষ অবলীলায় তার কথা শোনে। তার কাছে তাদের সম্পদ, এমনকি সম্মান পর্যন্ত আমানত রাখতে দ্বিধাবোধ করে না। ঈমান ও আমানতদারিতা অবিচ্ছেদ্য বিষয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যার আমানতদারিতা নেই তার ঈমান নেই, যে ওয়াদা রাখে না তার ধর্ম নাই।"[১] আল্লাহ্ তা'আলা আমানতের সুরক্ষাকে ফরয করেছেন। কুরআন মাজীদে এসেছে, "নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারের কাছে ফিরিয়ে দিতে।"[২] মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত বিপুল কর্মসূচি, বিস্তারিত কর্মশালা দিয়ে ব্যক্তির ভেতর আমানতদারিতা তৈরি অনেক কঠিন। মূলত ঈমান ও ইসলামের শিক্ষা কোন ব্যক্তিকে আখিরাতে জবাবদিহির চেতনায় আমানতদার করে তোলে। সে গোপনেও তার কাছে গচ্ছিত সম্পদের অপচয়, অপব্যবহার করে না, কারণ সে জানে এর জন্য তাকে কিয়ামতের দিন জবাবদিহি করতে হবে, যখন কেউই তার পাশে থাকবে না। তার আমানতদারিতার খেয়ানত দুনিয়ার কেউ ধরতে না পারলেও আখেরাতে আল্লাহ্র কাছে ফাঁকি দেয়ার উপায় থাকবে না। কারণ তিনি সব কিছু জানেন, দেখেন ও শোনেন। আমানতদারিতার অভাবে আমাদের অনেক রাষ্ট্রীয় সম্পদ নষ্ট হয়, অপচয় হয় কিংবা অন্যায় ভাবে আত্মসাৎ করে। দায়িত্ব কিংবা ক্ষমতা একটি মানুষের জন্য আমানত। দায়িত্বে থাকা অবস্থায় অনেকের কাছে অনেক সম্পদ যথাযথ ব্যবহারের কিংবা বিতরণের জন্য আসে। কিন্তু দেখা যায় দায়িত্বে থেকে অনেকে তা যথাযথ ব্যবহার করে না কিংবা তদারকি করে না। আমাদের দেশের মানুষদেরকে ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করে, রাসূলের আদর্শে আদর্শবান করে, আমানতদার করে গড়ে তুলতে পারলে আমাদের অনেক সম্পদ ও সময়ের অপচয় কম হতো, সম্পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহার কমে যেত, যা আমাদের সার্বিক উন্নয়নকে আরো গতিশীল করতো।

৭.১.১০ কথা ও কাজে মিল রাখা

একজন মুসলিমের অবশ্যই কথা ও কাজে মিল থাকতে হবে। সুন্দর চরিত্র অর্জন করতে হলে কথায়-কাজে মিল রাখা অতিব জরুরি। আল্লাহ্ তা'আলা কথা ও কাজের অমিলকে হারাম ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা এমন কথা কেন বলো, যা তোমরা করো না? আল্লাহ্র নিকট

---

[১] আবু বাকর আহমাদ ইবন হুসাইন ইবন 'আলী ইবন মুসা আল-খোসরোয়েরদী আল-বায়হাকী (البيهقي), *সুনানু বায়হাকী,* অধ্যায়: শোয়াবুল-ঈমান পরিচ্ছেদ: বাবু ফিল ইফা বিল উকুদ, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২৮৮ (لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ، وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ)

[২] আল-কুরআন, ৪:৫৮ (إِنَّ اللَّـهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا)

এটা অত্যন্ত অপ্রিয় যে, তোমরা যা বলো তা করো না।”[১] মানব সম্পদের প্রকৃত উন্নয়ন সাধনের জন্য কথা ও কাজের মিল থাকা আবশ্যক। কারণ কথা ও কাজের বৈপরীত্ব থাকলে মানুষকে প্রকৃত মানুষ বলা চলে না। এমন মানুষকে কেউ ভালোবাসে না, বিশ্বাসও করে না। ইসলাম মানবসম্পদ উন্নয়নে কথা ও কাজে মিল থাকাকে অত্যাবশ্যক করে দিয়েছে। আমাদের সমাজে দেখা যায় অনেকে নিজে যা বলে তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করে না। পিতা-মাতার কথা ও কাজে মিল না থাকলে তার সন্তানরাও দেখা যায় বড় হয়ে একই আচরণ করে। ঠিক অফিসের কর্মকর্তা কথা ও কাজে মিল না রাখলে তার কর্মচারীরা অনেক সময় কথা ও কাজে মিল রাখে না। অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গও কথা ও কাজে মিল রাখেন না যা সমাজ ও রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরূপ প্রভাব ফেলে। যা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত করে।

৭.১.১১ ওয়াদা পালন করা

ইসলাম ওয়াদা পালনের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। ওয়াদা এক ধরনের আমানত। কাউকে কথা দিলে তা রাখতে হয়, ওয়াদা করলে তা পালন করতে হয়। চরিত্রবান ব্যক্তি কখনও ওয়াদা খেলাপ করে না। ইসলাম এমন মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য বলে যারা তাদের জীবনে ওয়াদা রক্ষা করার জন্য সব সময় সচেষ্ট থাকে। ব্যক্তিগত পর্যায় কিংবা ব্যবসা বাণিজের ক্ষেত্রে ওয়াদা রক্ষা না হলে সম্পর্কের অবনতি থেকে শুরু করে খুন-রাহাজানিসহ বড় ধরনের অঘটনও ঘটে যায়। আমাদের দেশে অনেকে ব্যক্তিগত ভাবে ব্যবসার পণ্য কিংবা অর্থ গ্রহণ করে যথা সময় দেয়ার কথা থাকলেও তা ফেরত দেয় না। ব্যাংক থেকে ধার নিয়ে তা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পরিশোধ করে না, যা ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাঘাত ঘটায়। তাই ব্যবসা এবং ব্যক্তিগত লেনদেনের ক্ষেত্রে ওয়াদা রক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। তা ছাড়া অনেক ক্ষেত্রে মানুষ বিভিন্ন মানুষের কাছে প্রিয় হওয়ার জন্য কিংবা নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার জন্য বিভিন্ন রকমের ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন কিন্তু পরবর্তী সময় তারা তা পূরণ করে না, যা সমাজে বিভিন্ন রকমের বিশৃঙ্খলার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সততাকে বলা হয় ব্যবসার মূলধন, তেমনি ওয়াদা রক্ষাও ঈমানের মূলধন। মুমিন চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ওয়াদা রক্ষা করা। ওয়াদা রক্ষা করার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, “আমার সঙ্গে করা ওয়াদা তোমরা পূর্ণ কর। আমিও

---

[১] আল-কুরআন, ৬১:২-৩ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّـهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ)

তোমাদের সঙ্গে করা ওয়াদা পূর্ণ করব। আর আমাকেই ভয় কর।”[১] অন্যত্র আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, “তোমরা আল্লাহ্ এবং পরস্পরের সঙ্গে করা ওয়াদা পূর্ণ কর। আর আল্লাহ্‌কে সাক্ষী রেখে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ কর না।”[২] আল্লাহ্ তা‘আলা ওয়াদা লঙ্ঘনকারীকে ভালোবাসেন না। তিনি ওয়াদা পালনের আদেশ দিয়ে বলেন, “মুমিনগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূর্ণ করো।”[৩] আল্লাহ্ তা‘আলা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় ওয়াদা রক্ষাকারীর প্রশংসা ও মর্যাদা বর্ণনা করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, “প্রকৃত মুত্তাকীরা যখন ওয়াদা করে, তখন তা রক্ষা করে।”[৪] অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, “হ্যাঁ! কেউ যদি ওয়াদা রক্ষা করে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তবে সে জেনে রাখুক, আল্লাহ্ এমন খোদাভিরুদের ভালোবাসেন।”[৫] ওয়াদা রক্ষা না করা কবিরা গুনাহ। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, “ওয়াদা রক্ষা না করার অপরাধে আমি বনি ইসরাইল সম্প্রদায়কে অভিশপ্ত জাতিতে পরিণত করেছি। আর তাদের অন্তরগুলোকে করে দিয়েছি কঠিন।”[৬] অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, “তিনি তাদের অন্তরে মুনাফিকী স্থায়ী করে দিলেন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার দিন পর্যন্ত। কারণ তারা আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত ওয়াদা রক্ষা করেনি বরং মিথ্যাচার করেছে।”[৭] আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, “মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি। যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে খেলাফ করে এবং আমানত রাখলে খেয়ানত করে।”[৮]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজে ওয়াদা রক্ষা করেছেন, ওয়াদা রক্ষা করার জন্য বলেছেন। তাঁর সাহাবীগণ এ ব্যাপারে তাঁকে পুরোপুরি অনুসরণ করেছেন। ওয়াদা পালন বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা মানবিক উন্নয়নের অন্যতম দৃষ্টান্ত। একজন মুমিন ঈমান আনার সাথে সাথে প্রতিশ্রুতি পালনে সচেষ্ট হবেন। ওয়াদা পালন না করলে অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়। তাই আমাদের উন্নয়নের জন্য জীবনের সকল পর্যায়ে ওয়াদা পালন করা উচিত।

---

[১] আল-কুরআন, ২:৪০ (أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ)

[২] আল-কুরআন, ১৬:৯১ (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّـهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ)

[৩] আল-কুরআন, ৫:১ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)

[৪] আল-কুরআন, ২:১৭৭ (وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا)

[৫] আল-কুরআন, ২:১৭৭ (بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ)

[৬] আল-কুরআন, ৫:১৩ (فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً)

[৭] আল-কুরআন, ৯:৭৭ (فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّـهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ)

[৮] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান, পরিচ্ছেদ: বাবু আলামাতিল-মুনাফিক, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৩৩ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ)

৭.১.১২ পরিশ্রম করা

আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত যেমন ফরয, ইসলামে জীবিকা উপার্জনকে তেমন ফরয করা হয়েছে। কুরআন মাজীদে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "এরপর যখন সালাত আদায় শেষ হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে, আল্লাহ্র অনুগ্রহ তালাশ করবে এবং আল্লাহ্র বেশি বেশি যিকর করবে, এতে তোমরা সফল হবে।"[১] আবার জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রেও হালাল-হারামের সীমারেখা এমন প্রবলভাবে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে যে, ইবাদত কবুল হবে কি না, ব্যক্তি জান্নাতে যাবে কি না তা একান্তভাবে জীবিকা উপার্জনের পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল রাখা হয়েছে। ফলে ইসলামে একজন ব্যক্তি কেবল জীবিকাই উপার্জন করে না বরং হালাল উপায় অবলম্বন করে বৈধভাবে জীবিকা উপার্জন করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "তোমরা উত্তম ও পবিত্র বস্তু আহার করো, যা আমি তোমাদের জীবিকা রূপে দিয়েছি এবং কৃতজ্ঞতা আদায় করো আল্লাহ্র, যদি তোমরা একান্তই তাঁর ইবাদাত করো।"[২] রাসূলুল্লাহ (সা.) সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, "পবিত্রতম উপার্জন হলো মানুষের নিজের হাতের পরিশ্রম এবং প্রত্যেক বিশুদ্ধ ব্যবসায় (এর উপার্জন)।"[৩] মহান আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নানাভাবে মানুষকে কাজ করার উৎসাহ দিয়েছেন। ভিক্ষাবৃত্তির প্রতি অনীহা তৈরির জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "নিচের হাতের চেয়ে উপরের হাত উত্তম। উপরের হাত হচ্ছে যে দান করে আর নিচের হাত হচ্ছে যে চায়"[৪]

৭.১.১৩ মাদকাসক্তি থেকে দূরে থাকা

মানব সম্পদ ধ্বংসের ক্ষেত্রে মাদকাসক্তির কুপ্রভাব অত্যন্ত ভয়াবহ। ইসলামে মাদক দ্রব্য মাত্রই হারাম ঘোষিত হয়েছে। এ ব্যাপারে তার পরিমানের ওপর মোটেই দৃষ্টি দেয়নি। কাজেই তার পরিমান

---

[১] আল-কুরআন, ৬২:১০ (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّـهِ وَاذْكُرُوا اللَّـهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

[২] আল-কুরআন, ২:১৭২ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّـهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ)

[৩] আলাউদ্দিন আল-মুত্তাকী, আল-হিন্দি, *কানযুল উম্মাল,* অধ্যায়: কিতাবুল বুয়ু, পরিচ্ছেদ: ফি ফাদায়িলিল কাসবিল হালাল, হালাল, বৈরুত: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৯ খ্রি., হাদীস নং ৯১৯৬, Bulugh al-Maram, Business Transactions, India: Millat Book Center, Book 07, 1993, Hadith No-784 (عَمَلُ اَلرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ)

[৪] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুয যাকাত, পরিচ্ছেদ: বাবু লা সাদাকাতা ইল্লা 'আন জাহরি গিনা, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ১৪২৯ (اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة)

কমহোক কি বেশি, উভয় অবস্থায়ই তা হারাম।[১] ইসলাম তাই মাদকাসক্তি ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছে। মাদকাসক্তির মাধ্যমে অর্থ-সম্পদের অপচয় হয়। ব্যক্তির নিজের ও অন্যের ক্ষতি হয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "আত্মীয় স্বজনকে তার হক দান কর এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও এবং কিছুতেই অপব্যয় কর না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।"[২] মদ্যপান করা একটা পাপের কাজ। মদ্য পানকরা মহাপাপ হওয়ার বড় কারণ হলো এটা মানুষের অনুভূতির বিলুপ্তি সাধন করে। পবিত্র কুরআনে একে মহাপাপ ও অপবিত্র শয়তানের কার্যাবলীর অর্ন্তভূক্ত বলে উল্লেখ করেছে।[৩] আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী এবং ভাগ্য নির্ধারক তীর অবশ্যই শয়তানের অপবিত্র ও ঘৃণ্য কাজের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তোমরা তা বর্জন করো, তাহলে তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।"[৪] বিভিন্ন সংস্থা এবং দেশ এমনকি আন্তর্জাতিক নানা সংঘ মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে শত প্রচেষ্টা করেও তেমন কোন সুফল অর্জন করতে পারেনি। ফলে এর ক্ষতি থেকে মানবজাতিকে সঠিকভাবে রক্ষা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অথচ ইসলামের ঘোষণা ও শিক্ষা এ ক্ষেত্রে মুমিনকে মাদকাসক্তি থেকে প্রকৃতার্থেই দূরে রাখতে সক্ষম, যা মানব সম্পদ উন্নয়নে বিরাট সহায়ক।

৭.১.১৪ স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও উন্নয়ন

উন্নয়নের একটি বড় দিক স্বাস্থ্য সেবা। মহান আল্লাহ্র বিধান ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সুরক্ষা করা সম্ভব। আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন- "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং অধিক ভালোবাসেন পবিত্রতা অর্জনকারীদের।"[৫] তাওবা ও পবিত্রতার মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র নিকটবর্তী হওয়া যায়। তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারী শয়তানের ধোকা থেকে বেঁচে থাকতে পারে এবং তার দ্বারা অন্যায় অপরাধ কম সংঘটিত হয়। অপরাধ না করলে মানুষের মন ভাল থাকে, পবিত্রতার মাধ্যমে শারীরিক অবস্থা ভাল থাকে, যা

---

[১] আল্লামা ইউসূফ আল-কারযাভীর, *হালাল হারামের বিধান,* অনূদিত: মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, খায়রুণ প্রকাশনী, ১২ তম প্রকাশ, ২০০৬ খ্রি., পৃ. ১০৬

[২] আল-কুরআন, ১৭:২৬ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۝ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

[৩] আফীফ আবদুল ফাত্তাহ্ তাববারা, *ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ,* অনুবাদ: মাওলানা মুহাম্মাদরিজাউল করীম ইসলামাবাদী, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৩ খ্রি., পৃ. ১৩৮

[৪] আল-কুরআন, ৫:৯০ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

[৫] আল-কুরআন, ২:২২২ (إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)

মানুষকে সুস্থ থাকতে সহায়তা করে। মহানবী (সা.) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, "পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ।"[১] পাঁচবার উযু ও গোসল করলে অনেক জীবাণু থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, রোগ প্রতিরোধ হয়। নামায পড়লে শারীরিক ও মানসিক অবস্থার উন্নতি হয়। নামায একটি বড় ব্যায়াম, যা শরীর ও মনকে সুস্থ রাখতে সহায়তা করে। শরীর ও মন সুস্থ থাকলে মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা হয়। একজন মানুষ সুস্থ থাকলে তখন সে কাজ করে নিজের, দেশের উন্নয়ন সাধন করতে পারে।

লাগামহীন ভাবে যৌনাচারের ফলে বিশ্বব্যাপী এইডসসহ নানা মহামারি ছড়িয়ে পড়ছে। এ সব মরণ ব্যাধি থেকে বেঁচে থাকার জন্যে কোটি কোটি ডলার ব্যয় হচ্ছে। অথচ ইসলামের বিধি বিধান মেনে চললে এই মহামারি থেকে বেঁচে থাকা যায়। এই কোটি কোটি ডলার তখন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা যায়। অবৈধ যৌনাচারের ফলে আমাদের সমাজ কলুষিত হচ্ছে, নানা রকম মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অকালে ঝড়ে পড়ছে অসংখ্য প্রাণ। পিতা-মাতার অবাধ যৌনাচারের কারণে নিস্পাপ শিশুরাও আক্রান্ত হচ্ছে এই মরণ ব্যাধিতে। ইসলাম এই অবৈধ যৌনাচারের ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "আর যিনার নিকটবর্তী হয়োনা, এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।"[২] যিনার মধ্যে লিপ্ত হওয়াতো দূরের কথা এর কাছে যেতেও ইসলাম নিষেধ করেছে। এর ভয়াবহ স্বাস্থ্যগত ও সামাজিক ক্ষতির কথা চিন্তা করেই মহান আল্লাহ্ এই অপরাধে সম্পৃক্ত হওয়ার ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করেছেন। যিনা থেকে রক্ষা করার জন্য ইসলাম কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী এদের প্রত্যেককে একশত কষাঘাত করবে। আল্লাহ্র বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদিগকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মুমিনদের একটি দল যেন এদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।"[৩]
বর্তমানে পর্ণোগ্রাফীর কবলে পড়ে যুবসমাজ ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। মাদক ব্যবসা ও এর ব্যবহার সমাজকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। যুবসমাজ মাদক ব্যবহার করে দিনে দিনে ধ্বংসের দিকে যাচ্ছে। তাদের কর্ম ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে, মানসিক বিকারগ্রস্ত হচ্ছে। অথচ ইসলাম এই

---

[১] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম,* অধ্যায়: কিতাবুত তাহারাত, পরিচ্ছেদ: বাবু ফাদলিল উযু, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৩৬০ (الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ)

[২] আল-কুরআন, ১২:৩২ (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا)

[৩] আল-কুরআন, ২৪:২ (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ)

ক্ষতিকারক মাদকের ব্যবহার ও ব্যবসা হারাম বা অবৈধ করেছে। মাদক সেবন ও মাদকাসক্তির চিকিৎসার জন্যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। যদি মাদকের ব্যবসা বন্ধ ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করা যেত তাহলে এই মাদক ক্রয় ও চিকিৎসা ব্যয়ের বিপুল পরিমাণের অর্থ উন্নয়নের কাজে ব্যয় করা যেত যা আমাদের স্থিতিশীল উন্নয়নকে আরও গতিশীল করতো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক ও বিশ্লেষক সায়মা হক বিদিশা বলেছেন, মাদক ব্যবসা দেশের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এর কয়েকটি কারণ তিনি উল্লেখ করেন।

প্রথমত: মাদক ব্যবসা অবৈধ হওয়ার কারণে, যারা এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে তারা দেশের টাকা বিদেশে পাচার করে দিতে চায়।

দ্বিতীয়ত: অর্থের উৎস নিয়ে প্রশ্ন থাকায় এ খাত থেকে অর্জিত অর্থ অন্য জায়গায় বিনিয়োগ হয় না।

তৃতীয়ত: যে ব্যক্তি মাদকের জন্য টাকা ব্যয় করছেন, তিনি যদি মাদকাসক্ত না হতেন তাহলে সে টাকা অর্থনীতির অন্য খাতে ব্যয় হতো।

চতুর্থত: মাদকের বিস্তার লাভ করলে অপরাধ প্রবণতা বেড়ে যায়। ফলে সেটি ব্যবসা খাতে বিনিয়োগের পরিবেশ বাধাগ্রস্ত করে। এছাড়া মাদকের সাথে সংশ্লিষ্ট নানাবিধ রোগের কারণে স্বাস্থ্যখাতে প্রচুর অর্থ খরচ হচ্ছে।[১]

সুস্থ থাকার জন্য ইসলাম খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রেও নীতিমালা প্রদান করেছে। খাবার সময় পেটের এক ভাগ খাবার দ্বারা, আর এক ভাগ পানি দ্বারা, আর একভাগ খালি রাখার জন্য ইসলাম নির্দেশ প্রদান করেছে। আধুনিক বিজ্ঞানও এর যথার্থতা নিশ্চিত করেছে। এ ভাবে খাদ্য গ্রহণ করলে পেটের পীড়াসহ বিভিন্ন রোগ থেকে বেঁচে থাকা যায়। অলসতা লোপ পায় আর কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। খাবার গ্রহণের আগে হাত ধোয়া আবশ্যক। আমরা অনেক সময় খাবার গ্রহণ করার আগে হাত ভালভাবে পরিষ্কার করি না, যার কারণে অনেক অসুখ বিসুখে আক্রান্ত হয়ে থাকি। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাপ যখন পরেনি ঠিক তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) খাওয়ার আগে হাত ধোয়ার অভ্যাসের ব্যাপারে মানুষকে শিখিয়েছেন। আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অপবিত্র অবস্থায় ঘুমাতে

---

[১] আকবর হোসেন, বিবিসি বাংলা, *বিবিসি নিউজ,* ঢাকা: ২৬ অক্টোবর ২০১৮, Retrievd on July 19, 2020, from https://www.bbc.com/bengali/news-45927332

চাইলে ওযু করে নিতেন আর পানাহার করতে চাইলে উভয় হাত ধুয়ে নিতেন।”[১] অন্য এক হাদীসে এসেছে, “আম্মার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অপবিত্র ব্যক্তিকে নামাযের ওযুর মতো ওযু করে খাওয়া-দাওয়া ও ঘুমানোর সম্মতি দিয়েছেন।”[২] মানুষের শরীর মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি অত্যাধুনিক যন্ত্র। এই মানব যন্ত্রকে সুস্থ রাখার জন্য মানুষকে আল্লাহ্র দেয়া বিধি-বিধান মেনে চলতে হবে। আধুনিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা প্রতিবার খাবার পরে দাঁত পরিষ্কার করা নির্দেশ প্রদান করে। কারণ দাঁত পরিষ্কার থাকলে মুখ থেকে দুর্গন্ধ ছড়ায় না, বদ হজম হয় না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজে দাঁত পরিষ্কার করতেন, তাঁর উম্মতের দাঁত পরিষ্কার করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, “আমার উম্মতের ওপর যদি কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে তাদের প্রত্যেক সালাতের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ করতাম।”[৩]

পবিত্র কুরআন মহান আল্লাহ্র অমীয় বাণী, যা মানুষের জন্য রোগের মহৌষধ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্পাক বলেন, “আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা আরোগ্য ও রহমত, কিন্তু উহা যালিমের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।”[৪] এই কুরআন তিলাওয়াত করলে, অধ্যয়ন করলে মানুষের আত্মশুদ্ধি হয়, মনের তৃপ্তি লাভ করা যায়। আত্মার প্রশান্তি হলে মানুষ সুস্থ থাকে। আমরা শত চেষ্টা করেও অনেক সময় সুস্থ থাকতে পারি না, যদি না মহান আল্লাহ্র রহমত আমাদের উপর থাকে। তাই কুরআন তিলাওয়াতকারীর উপর মহান আল্লাহ্ রহমত বর্ষণ করে থাকেন। অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন, “জেনে রাখ! আল্লাহ্ তা‘আলার জিকির দ্বারা অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।”[৫] আমরা বিভিন্ন সময় পার্থিব দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে থাকি। আমাদের এই অস্থিরতা থেকে অনেক রকমের অসুস্থতা দেখা দেয়। মহান রব্বুল আলামীনের স্মরণ এই অসুস্থতা থেকে আমাদের হৃদয়কে প্রশান্ত করতে পারে। মহান আল্লাহ্কে আমরা বিভিন্নভাবে স্মরণ করতে পারি, যেমন-নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত, কুরআন

---

[১] ইমাম নাসাঈ, *সুনানু আন নাসাঈ,* অধ্যায়: কিতাবুত তাহারাত, পরিচ্ছেদ: বাবু ইকতিসারিল জুনুবি ‘আলা গাছলি ইয়াদাইহি ইজা আরাদা আয়্যাকুলা আও ইয়াশরাব, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২৫৯ (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ - قَالَتْ - غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ)

[২] ইমাম তিরমিযি, *জামে’ আত-তিরমিযী,* অধ্যায়: কিতাবুল জুমুআ’ আন রাসূলিল্লাহ (সা.), পরিচ্ছেদ: বাবু মা যুকিরা ফির রুখসাতি লিল জুনুবি ফিল আকলি ওয়ান নাওমি ইজা তাওয়াযযায়া, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬১৩ (عَنْ عَمَّارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ)

[৩] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুত-তামান্না,পরিচ্ছেদ: বাবু মা ইয়াজুযু মিনাল লাও ওয়া কাওলিহি তা‘আলা: লাও আন্না লী বিকুম কুউয়াহ, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৭২৪০ (لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ)

[৪] আল-কুরআন, ১৭:৮২ (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ)

[৫] আল-কুরআন, ১৩:২৮ (أَلَا بِذِكْرِ اللَّـهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ)

তিলাওয়াত, মানবতার সেবা প্রদান করে, হালাল রুজি অর্জন দ্বারা। মোট কথা জীবনের প্রতিটি কাজেই আমাদের আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা উচিত। আর আমরা যদি মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী চলি, তা হলে দুনিয়া ও আখেরাতে উন্নতি ও সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবো।

অষ্টম অধ্যায়

ইসলামে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

অষ্টম অধ্যায়

ইসলামে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

৮.১ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও উন্নয়নের ধারণা

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আজ সারা বিশ্বে একটি উন্নত ও স্থিতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে পরিগণিত। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কল্যাণমূখী উন্নয়ন নিশ্চিত করে। যার পুরোপুরি সুফল পাওয়ার জন্য মহান রব্বুল আলামিনের বিধান যথাযথ ভাবে মেনে চলা আবশ্যক। অর্থ উপার্জন ও ব্যয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্ সুশৃঙ্খল নীতিমালা করে দিয়েছেন। অর্থনৈতিক জীবন যাতে ভারসাম্যহীন না হয়, সে জন্য হালাল-হারামের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। যেমন-মহান আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। কারণ সুদের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়। তাই সুদ ও ব্যবসার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "ইহা এই জন্য যে, তারা বলে, ক্রয় বিক্রয়তো সুদের মত। অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।"[১] শ্রমিক যাতে যথাযথ ভাবে মজুরী পায় এবং সঠিক সময় পায় তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছেন। শ্রমিক আর তার শ্রমকে ইসলাম অবারিত সম্মান দিয়েছে। ফকীর-মিসকিন যাতে অনাহারে-অর্ধাহারে কষ্ট না পায় সে জন্য যাকাত, উশর, খারাজসহ বিভিন্ন দানের ব্যবস্থা করেছে। ঠিক এমনিভাবে ধন বৈষম্য সৃষ্টিকারী শোষণমূলক সুদ, জুয়া, লটারী, কালোবাজারী, মজুদদারী ইত্যাদি উপায়ে উপার্জনের পন্থাকে অবৈধ করেছে। কারণ এ ব্যবস্থা অর্থনীতিকে অস্থির করে তোলে এবং স্থিতিশীল উন্নয়নকে ব্যাহত করে। মূলত ইসলামী অর্থনীতিতে কোন রূপ যুলম, শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের সুযোগ নেই। মহানবী (সা.) এর প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা কায়েমের ফলে এক সময় যাকাত নেয়ার লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন হতো। অথচ এক সময় এই মদীনার বিশাল একটি জনগোষ্ঠী দারিদ্র্য ও বৈষম্যের শিকার ছিল। অর্থনৈতিক এই বিরাট উন্নয়নের বড় কারণ ছিল ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার অনুসরণ।

[১] আল-কুরআন ২:২৭৫ (ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)

৮.১.১ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

ইসলাম একটি পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উপহার দিয়েছে। ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই আমাদের স্বপ্নের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব। আধুনিক অর্থ ব্যবস্থা মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে। তাই আজ আধুনিক অর্থ ব্যবস্থাও ইসলামী অর্থব্যস্থার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। অর্থনৈতিক জীবন যাতে ভারসাম্যহীন না হয় সে জন্য ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় হালাল-হারামের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। শ্রমিকরা যাতে সঠিকভাবে কাজ করে এবং তার মজুরী যথাযথভাবে পায় তার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। গরীব, অসহায়, দুঃস্থ মানুষ যাতে সমাজে বেশি কষ্টে না থাকে সে জন্য যাকাত, ফিতরা, দান কিংবা ওশরের ব্যবস্থা করেছে। যে সব ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ধন বৈষম্য সৃষ্টি করে যেমন, সুদ, ঘুষ, কালোবাজারী, মজুদদারী, লটারী ইত্যাদির মাধ্যমে উপার্জনকে হারাম করা হয়েছে। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় কোন রূপ জুলম, শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবকাশ নেই। আরববাসীরা এক সময় দারিদ্র্য ও বৈষম্যের শিকার ছিল। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার সংস্পর্শে এসে কয়েক বছরের মধ্যে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার এত পরিবর্তন হলো যে, যাকাত নেয়ার মত লোক খুঁজে পাওয়া যেত না। আজকের সমাজ সেই উন্নয়নশীল ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা থেকে সরে যাওয়ার কারণে সমাজে আজ এত দারিদ্র্য আর ধন বৈষম্য ।

৮.১.২ ইসলামী অর্থনীতি ও সাধারণ অর্থনীতির সংজ্ঞা

সাধারণ অর্থনীতি দিয়ে সাময়িক উন্নয়ন সম্ভব, তবে ইসলামী অর্থনীতির উপর ভিত্তি করেই স্থিতিশীল বা টেকসই উন্নয়ন সম্ভব, তাই ইসলামী অর্থনীতি ও সাধারণ অর্থনীতির সংজ্ঞা আমাদের জানা প্রয়োজন। ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা প্রদানে বলা হয়, “Islamic economics is the knowledge and application of injunctions and rules of the Shari'ah that prevent injustice in the acquisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human beings and enable them to perform their obligations to Allah and the society.”[১] অন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী আর্থনীতিবীদ ডঃ এম উমর চাপরা বলেন, “Islamic Economics is that branch of knowledge which helps to realize

[১] S. M. Hasanuz Zaman, *Definition of Islamic Economics*, Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, Vol. 1, No. 2, 1984. Retrived on December 14, 2018 from https://ssrn.com/abstract=3127466

human well-being and allocation and distribution scarce resource in conformity with Islamic teaching without unduly curbing individual freedom for creating continued macro-economic ecological imbalance."[১] অর্থাৎ ইসলামী অর্থনীতি জ্ঞানের সেই শাখা যা ইসলামের শিক্ষার সাথে সম্মতি রেখে দুষ্প্রাপ্য সম্পদের বন্টন ও বরাদ্দের মাধ্যমে এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা অযথা খর্ব, সামষ্টিক অর্থনীতি ও পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি না করে মানব কল্যাণ অর্জনে সহায়তা করে। ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞায় ড: এম এ মান্নান বলেন, "Islamic Economics is a social science which studies economic problems of the people in the light of Quran and Sunnah."[২] অর্থাৎ ইসলামী অর্থনীতি হলো একটি সামাজিক বিজ্ঞান যা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে।

অ্যাডাম স্মিথ ১৯৭৬ সালে তার রচিত গ্রন্থ 'An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations' গ্রন্থে অর্থনীতির সংজ্ঞায় বলেন, "Economics is a Science which inquries into the nature and causes of the wealth of nations" অর্থাৎ "অর্থনীতি হচ্ছে এমন একটি শাস্ত্র যা জাতিগুলোর সম্পদের প্রকৃতি ও কারণ অনুসন্ধান করে।"[৩] বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ আলফ্রেড মার্শাল (Alfred Marshall) বলেন, "Economics is a study of mankind in the ordinary business of life।"[৪] অর্থাৎ অর্থনীতি মানুষের জীবনের সাধারণ কার্যাবলীর পর্যালোচনা মাত্র।

৮.১.৩ ইসলামী উন্নয়ন অর্থব্যবস্থার নীতিমালা

ইসলামী অর্থব্যবস্থা মানুষের উন্নয়ন ও কল্যাণমূখী অর্থব্যবস্থা। আর এই অর্থব্যবস্থার প্রর্বতক মহান রব্বুল আলামীন। সুতরাং এই অর্থ ব্যবস্থার মূল নীতিমালা মহান রব্বুল আলামীন তার প্রেরিত মহান গ্রন্থ আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এবং এর সহায়ক হিসেবে আছে মহান আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী ও

[১] Dr. Muhammed Umer Chapra, *What is Islamic Economics?* Islamic Research and Teaching Institute, Islamic Development Bank, Jeddah: 1996, p.33

[২] Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice*, U.K: The Islamic Academy, 1986, p.18

[৩] মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক, *ইসলামী অর্থনীতি,* ঢাকা: আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৯১ খ্রি., পৃ. ৪

[৪] Alfred Marshall, *"Principles of Economics".* London: Macmillan for the Royal Economic Society, 9th ed. 1961, p.1

রাসূল এর জীবনী, আদর্শ এবং তাদের বাণী যা হাদীস নামে পরিগণিত। কুরআন ও হাদীসের সমন্বয় সাধন করে ইসলামী পণ্ডিতগণ ফিকহ্ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, যার মধ্যে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার নীতিমালার সমন্বয় করা হয়েছে।

ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে সকল সম্পত্তির মালিক একমাত্র আল্লাহ্। মানুষ আল্লাহ্‌র খলিফা হিসেবে সম্পদ তাঁর নির্দেশিত পথে অর্জন করবে এবং তাঁর নির্দেশিত পথে ব্যয় করবে। কোনভাবেই সম্পদের অপচয় কিংবা অপব্যয় করা যাবে না। অপচয় ও অপব্যয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে সব সময়ই ব্যাহত করে। আর সম্পদের সদ্ব্যবহার তথা আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে ব্যয় উন্নয়নকে বেগবান করে। সকল সম্পদের মালিক যেহেতু আল্লাহ্ মানুষ শুধু নির্ধারিত সময়ের জন্য তা তদারকি করে। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেন, "তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা হতে ব্যয় কর (শরী'আতের বিধান অনুসারে)। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে, তাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার।[১]

৮.১.৪ টেকসই উন্নয়নের জন্য যাকাত ও উশর ব্যবস্থার প্রয়োগ

মুক্ত বাজার অর্থনীতি কিংবা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করে। যা টেকসই উন্নয়ন ব্যবস্থাকে ব্যাপক ভাবে ব্যাহত করে। আধুনিক অর্থব্যবস্থা ধনীকে আরও ধনী করে আর গরীবকে আরও গরীব করে। যারা এই অর্থনীতির দৌড়ে টিকে থাকতে পারে তারা সমাজের বেশির ভাগ সুযোগ সুবিধা নিয়ে বসবাস করে। ইসলামী অর্থব্যবস্থা ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে নিয়ে আসার জন্য ও উন্নয়নকে গতিশীল ও টেকসই করার জন্য যাকাত ও উশর ব্যবস্থা চালু করেছে। যা ধনীদের থেকে গ্রহণ করা হবে আর আল্লাহ্‌র নির্ধারিত খাতে ব্যয় করা হবে। হযরত মু'আয (রা.) কে ইয়ামেনের শাসনকর্তা নিয়োগ করে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে বলেছেন, "অতঃপর তাদেরকে জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন। যা তাদের ধনী লোকদের কাছ থেকে গ্রহণ করবে আর গরীবদের মাঝে বিতরণ করবে।"[২] যাকাত হয় ধন-সম্পদের উপর আর উশর হলো জমিনে উৎপাদিত ফসলের উপর।

---

[১] আল-কুরআন, ৫৭:৭ (آمِنُوا بِاللَّـهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ)

[২] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুয যাকাত, পরিচ্ছেদ: বাবু উজুবিয যাকাত, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ১৩৯৫ (فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ)

আর এর পরিমান মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত। কোন ব্যক্তি সাহিবে নিসাব বা নির্ধারিত পরিমান সম্পদের মালিক হলে তার সম্পদের ওপর ২.৫%, কৃষি সম্পদের ওপর ১০% বা ৫%, খনিজ সম্পদের ওপর ২০%, যাকাত আরোপের মাধ্যমে প্রকৃত পক্ষে প্রায় সকল প্রকার সম্পদকে যাকাতের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।[১] আট শ্রেণির ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যাকাত কিংবা উশর প্রদান করা যায়। যাকাত ও উশর আদায়ের মাধ্যমে দারিদ্র্যতা দূর হয় আর টেকসই উন্নয়ন সাধিত হয়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যাকাত ও উশর ব্যবস্থাপনার একটি প্রস্তাবিত চিত্র **পরিশিষ্ট-৪** এ প্রদান করা হয়েছে।

৮.১.৫ ঋণ খেলাপি বন্ধের মাধ্যমে উন্নয়ন

ঋণ গ্রহণ করা এবং যথাসময় তা পরিশোধ না করা আজ একটি জাতীয় সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে। রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে ব্যক্তি জীবনে অনেকেই আজ ঋণ গ্রহণ করছেন। অনেকে আবার ব্যবসা পরিচালনার নামে মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করে ঋণ গ্রহণ করে কিন্তু তা যথাসময় পরিশোধ করে না বা করতে পারে না। এর কারণে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ কিংবা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অস্থিরতা বিরাজ করে। ইংরেজী দি ডেইলি সান পত্রিকার এক বিবরণিতে বলা হয়, বাংলাদেশে মোট ঋণের পরিমান ৩১ বিলিয়ন ইউ এস ডলার, যা মাথা পিছু ঋণের পরিমান দাড়ায় ১৯৮ ইউ এস ডলার[২], যার বাজার মূল্য দাঁড়ায় ১৬০০০ (ষোল হাজার) টাকার উপরে। বলা যায় একটি নব জাতক শিশুও এই ঋণের বোঝা নিয়ে বাংলাদেশে জন্ম গ্রহণ করে। ঋণ মানুষের জীবনকে অস্থির করে তোলে। অপ্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করা ঠিক নয়। ইংরেজীতে একটি কথা আছে যে, “The man who borrows, goes sorrows.” অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধার করে, তার দুঃখে সময় কাটে। ব্যক্তিগত, সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় পর্যায় ঋণ গ্রহণ করা থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। আর যদি একান্ত প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করতেই হয় তা হলে যথা সম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা উচিৎ। কখনও মানুষ ঋণ গ্রহণ করে পরিশোধ করার আগেই যদি পৃথিবী থেকে চলে যায়, পরে তার পরিবার-পরিজন, আত্মীয়স্বজন ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে বিপাকে পরে। কিংবা তারা এই ঋণ অনেক সময় যথাযথ ভাবে পরিশোধ করে না। অনেকে আছে ঋণ গ্রহণ করে তা পরিশোধ করে না, কিংবা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে

---

[১] মুহাম্মাদ লোকমান হাকীম, *দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১২ খ্রি., পৃ. ১৩১

[২] Staff Corrospondant, *Per capita foreign debt now $198*, The Daily Sun, June 9, 2018, Retrived on June 15, 2019 from https://www.daily-sun.com/arcprint/details/ 314551/ Per-capitaforeign-debt-now-198/2018-06-09

ইচ্ছে করে ঋণ খেলাপী হয় যা উন্নয়ন কার্যক্রমকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। “আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি মুমিনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। যে ব্যক্তি ঋণের বোঝা নিয়ে মারা যায় আর ঋণ পরিশোধ করার মত সম্পদ রেখে না যায়, তাহলে তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যায়, তা তার উত্তরাধিকারীদের জন্য।”[১] ঋণের ব্যাপারে ইসলামের কিছু মৌলিক বক্তব্য রয়েছে, আর তা হলো এমনভাবে জীবন যাত্রা পরিচালনা করা যাতে মানুষের কাছে হাত পাততে না হয় অর্থাৎ ঋণ করতে না হয়। আর যদি অতীব প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করতে হয়, তবে তা যথা সময় পরিশোধ করে দিতে হবে। আর যদি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ঋণ পরিশোধ করতে না পারে তবে ঋণ দাতার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিবে অথবা যাকাতের অর্থ গ্রহণ করে তা থেকে ঋণ পরিশোধ করে দিবে। এ দেশে এক শ্রেণির মানুষ আছে যারা ঋণ গ্রহণ করে পরিশোধ না করার নিয়তে, যা মহা-অপরাধ। আল্লাহ্ তাঁর ইবাদত না করলে কিয়ামতের দিন মানুষকে ক্ষমা করে দিতে পারেন কিন্তু ঋণ দাতা ঋণ ক্ষমা না করলে আল্লাহ্ তা ক্ষমা করবেন না। এটা বান্দার হক্ক বা অধিকার। তাই বান্দা তা ক্ষমা না করলে মহান আল্লাহ্ তা ক্ষমা করবেন না। ঋণ গ্রহণ করলে তা সময় মতো পরিশোধ করার নিয়ত থাকতে হয় এবং সে অনুযায়ী সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাতে হয় তখন আল্লাহ্ তাকে নিজ রহমত দিয়ে ঋণ পরিশোধ করার সামর্থ্য প্রদান করেন। আর যদি এ নিয়তে ঋণ গ্রহণ করে যে, তা আর পরিশোধ করবে না, তখন আল্লাহ্ তার জন্য ধ্বংস অনিবার্য করে তোলেন। আমাদের প্রিয় নবী (সা.) এ সম্পর্কে বলেন, “যে ব্যক্তি কারও কাছ থেকে ঋণ নেয় এবং আদায় করার নিয়ত রাখে, আল্লাহ্ তার পক্ষ থেকে তা শোধ করে দিবেন। আবার যে ব্যক্তি কারও কাছ থেকে ঋণ নেয় এবং তা আদায় করার নিয়ত করে না, আল্লাহ্ তার জন্য ধ্বংস অনিবার্য করে দিবেন।”[২] অন্য এক হাদীসে আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, “ধনী ব্যক্তির (ঋণ আদায়ে) গড়িমসি

---

[১] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল ফারায়িয, পরিচ্ছেদ: বাবু কাওলিন নবী (সা.): মান তারাকা মালান ফালিআহলিহি, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৬৭৩১ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَنَا أَوْلَى، بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً، فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ ".)

[২] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল ইসতিকরাদ, পরিচ্ছেদ: বাবু মান আখাযা আমওয়ালান নাসি ইউরিদু আদায়াহা আও ইতলাফাহা, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২৩৮৭ ("مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ)

করা যুলম।”[১] আমাদের সমাজের এক শ্রেণির মানুষ আছে যারা ঋণের অর্থ নিয়ে বিলাস বহুল জীবন যাপন করে কিন্তু ঋণ পরিশোধ করতে চায় না। অনেকে অর্থশালী হওয়ার জন্য ঋণ গ্রহণ করে এবং ঋণ পরিশোধ না করার কারণে তাদের মধ্যে সামান্যতম লজ্জাবোধ হয় না। এটি আমাদের সমাজের জন্য ব্যাপক নৈতিক অধঃপতন। এই নৈতিকতা ও মনুষ্যবোধ ফিরিয়ে আনার জন্য ইসলামী মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনা দরকার।

বাংলাদেশে ঋণ খেলাপির সংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে খেলাপি ঋণের পরিমাণও। বাংলাদেশ ব্যাংকের এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, বাংলাদেশে ঋণখেলাপির সংখ্যা দুই লাখ ৩০ হাজার ৫৬৮ জন। তাদের কাছে পাওনার পরিমাণ এক লাখ ৩১ হাজার ৬৬৬ কোটি টাকা। তবে অতীতের ঋণখেলাপির তালিকায় যাদের নাম শীর্ষে ছিল বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ তালিকায় এদের অনেকের নাম নেই। বিশেষ বিবেচনায় এসব শিল্প গ্রুপের অনিয়মিত ঋণকে নিয়মিত দেখানো হয়েছে। অনেকেই মনে করেন এতে প্রকৃত ঋণের চিত্র ফুটে উঠেনি।[২] বিশ্লেষকদের মতে ব্যাংকিং খাতের বর্তমান পরিস্থিতি উন্নতি না হলে ঝুঁকির মাত্রা আরও বেড়ে যাবে। যা অর্থনীতির জন্য মোটেও ভাল ফল বয়ে আনবে না।

ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ইসলামের বিধান হলো কারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে সর্বপ্রথম তার সম্পদ হতে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। তারপর উত্তারাধিকারের মধ্যে নিয়ম অনুযায়ী বণ্টন করা হবে। ঋণপরিশোধ না করে কোন অবস্থায়ই সম্পদ বণ্টন করা যাবে না। আল্লাহ্ বলেন, “এ সবই (উত্তরাধিকারীদের সম্পদ বন্টন) সে যা ওসিয়ত করে তা দেয়ার এবং ঋণ পরিশোধের পর।”[৩] মহানবী (সা.) বলেন, “আরিয়াত (ঋণ) শোধ করতে হবে। মিনহা (ধার নেয়া উট) ফেরত দিতে হবে। যে ব্যক্তি যামিন হবে তাকে যামানত আদায় করতে হবে।”[৪] রমজান মাসের পূর্বেই লেনদেন পরিশোধ করে যাকাত প্রদান করা উচিত। কারণ ঋণ থাকলে

---

[১] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল হাওয়ালাত, পরিচ্ছেদ: বাবুল হাওয়ালাহ, ওয়া হাল ইয়ারজিউ ফিল হাওয়ালাহ? *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২৪০০ (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ)

[২] আশরাফুল ইসলাম, “ঋণ খেলাপি আর খেলাপি ঋণ দুটোই বাড়ছে”, *দৈনিক নয়াদিগন্ত,* সেপ্টেম্বর ০৭, ২০১৮, Retrieved on December 13, 2018 from https://www.dailynay adiganta.com /first-page/346922

[৩] আল কুরআন, ৪:১১ (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)

[৪] ইমাম আবু দাউদ, *সুনানু আবি দাউদ,* অধ্যায়: কিতাবুল বুয়ু’, পরিচ্ছেদ: বাবু ফি তাদমীনিল ‘আরিয়াহ, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৩৫২৭ (الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ)

থাকলে যাকাত আদায় হবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) রমজান মাস, ঋণ ও যাকাত সম্পর্কে বলেন, "এটি তোমাদের যাকাতের মাস। অতএব যার ঋণ রয়েছে, সে যেন তা পরিশোধ করে দেয়।"[১] ঋণ মানুষের মানসিক শান্তিকে বিনষ্ট করে। মহানবী (সা.) এ সম্পর্কে বলেন, "ঋণের প্রথম (সমস্যা) দুশ্চিন্তা আর শেষ (সমস্যা) যুদ্ধ।"[২] ঋণ পরিশোধ না করার ভয়াবহতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, "মুমিন ব্যক্তির রূহ্ ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত তার ঋণের সাথে বন্ধক অবস্থায় থাকে।"[৩] যার কারণে ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি ঋণের বোঝা নিয়ে মৃত্যু বরণ করলে তার আত্মা শান্তি পায় না, যতক্ষণ না তার ঋণ পরিশোধিত হয়, আত্মা ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে ঝুলতে থাকে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঋণ পরিশোধ করা উচিত। কারণ মানুষের মৃত্যু সব সময় তার অতি সন্নিকটে থাকে।

বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা, দেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য। কিন্তু এই ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে তাকে বিরাট অংকের সুদ প্রদান করতে হয়। আবার ঋণের অর্থ গ্রহণের সময় ঋণ প্রদানকারী সংস্থাগুলো তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এমন সব শর্তারোপ করে যা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে ব্যাহত করে। দিনে দিনে জাতীর উপর ঋণের বোঝা বাড়তে থাকে। তাই ইসলামী আদর্শ অনুসরণ করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে নিজস্ব অর্থে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে, তা না হলে যে সব সংস্থা বা দেশ করজে হাসানা প্রদান করতে রাজি থাকবে তাদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন, তা না হলে টেকসই উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হওয়া যাবে না।

---

[১] ইমাম মালিক ইবনআনাস, *আল-মুয়াত্তা,* অধ্যায়: কিতাবুয যাকাত, পরিচ্ছেদ: বাবুয যাকাতি ফিদ দায়িন, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৬০১ (هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ . فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ)

[২] ইমাম মালিক ইবনআনাস, *আল-মুয়াত্তা,* অধ্যায়: কিতাবুল ওয়াসিয়্যাত, পরিচ্ছেদ: বাবু জামিয়িল কাযায়ি ওয়া কারাহিয়াতিহি, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ১৪৭০ (إِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ)

[৩] ইমাম তিরমিযী, *জামে' আত-তিরমিযী,* অধ্যায়: কিতাবুজ জানায়িয আন রাসূলিল্লাহি (সা.), পরিচ্ছেদ: বাবু মা জাআ আনিন নাবিয়্যি (সা.) আন্নাহু কালা "নাফসুল মু'মিনি মুআল্লাকাতুন বি দাইনিহি হাত্তা ইউকদা আনহু, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ১০৭৮ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ")

৮.১.৬ উন্নয়নের লক্ষ্যে সুদ সংশ্লিষ্ট সকল ব্যবসা-বাণিজ্য নিষিদ্ধ করা

যুগ যুগ ধরে সুদ, সুদী কারবার, ব্যবসা-বাণিজ্য শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার হয়ে আসছে। অর্থ-সম্পদে ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ মানুষের অভাব, অনটন তথা দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে তাদের অর্থ খাটিয়ে বিপুল পরিমাণ সুদ গ্রহণ করে লাভবান হয়। যা সাময়িক বৈষম্য বা দূরত্ব সৃষ্টি করে। ইসলাম দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সুদের হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে সুদ ব্যবস্থাকে হারাম করেছে এবং সৎ ব্যবসা-বাণিজ্য করে স্বাবলম্বী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। মহান আল্লাহ্ সুদ সম্পর্কে বলেন, "যারা সুদ খায় তারা সে ব্যক্তিরই ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এ জন্য যে, তারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মত'। অথচ আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন"।[১] অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ্ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না"।[২] মহানবী (সা.) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, "আল্লাহ্র চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলো, সুদী কারবার চলতে পারবে না। আর আমার চাচা আব্দুল মুত্তালিব পুত্র আব্বাসের যাবতীয় সুদী কারবার পুরোপুরি বন্ধ করা হলো।"[৩] তাই টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুদ বিহীন ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে। তা না হলে আমরা টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারবো না।

৮.১.৭ উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিশ্রমের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা

পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি। এই প্রবাদ আমাদের সকলের জানা। পৃথিবীতে যে জাতি যত উন্নত সে জাতি তত পরিশ্রমী। পরিশ্রম ছাড়া কোন ব্যক্তি, সমাজ কিংবা জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। তাই আমাদের দেশকে উন্নতির শিখরে পৌছানোর জন্য আমাদেরকে ব্যাপক পরিশ্রম করতে হবে। অলসতা মানুষকে দারিদ্রের দিকে নিয়ে যায়, বয়ে নিয়ে আসে অশান্তি। ইসলাম মানুষকে পরিশ্রমী হতে উৎসাহিত করে। মহান আল্লাহ্ প্রতিটি মানুষকে কিছু প্রতিভা, যোগ্যতা প্রদান করেছেন। মানুষকে তার পরিশ্রমের মাধ্যমে এই প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে এই পৃথিবীতে পাঠানোর অনেক আগে তার জীবন ধারণের সব কিছুর ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তবে

---

[১] আল-কুরআন, ২:২৭৫ (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ)

[২] আল-কুরআন, ২:২৭৬ (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ)

[৩] ইবন হিশাম,*আসসিরাতুন নববিয়া,* বৈরূত: উলুমুল কুরআন ফাউন্ডেশন, ১৯৮৯ খ্রি., খ. ২, পৃ. ১৪৬

পরিশ্রমের মাধ্যমে তাকে তা অর্জন করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "মানুষ তাই পায় যা সে করে।"[১] অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্রই"।[২] অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করে দেন না যতক্ষণ তারা তাদের নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করতে চেষ্টা করে।"[৩] মহান আল্লাহ্ আরো বলেন, "বল, তোমরা কাজ করতে থাকো। আল্লাহ্ তোমাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন।"[৪] ইসলাম বরাবরই শ্রমের মর্যাদা প্রদান করেছে। কোন কাজকেই খারাপ বা তুচ্ছ মনে করেনি যদি তা ইসলাম বিরোধী কিংবা সমাজ বিরোধী না হয়। "মিকদাম (রা.) সূত্রে নবী (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনো কেউ খায় না। আল্লাহ্র নবী দাঊদ (আ.) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।"[৫] আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) নিজে অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন এবং তিনি মানুষকে পরিশ্রমের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। "আবু হুরায়রাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যাকারিয়্যা (আ.) ছুতার ছিলেন।"[৬] তাই আমাদেরকে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নের জন্য সকলে সম্মিলিত ভাবে পরিশ্রম করতে হবে। আমাদের বড় সম্পদ হলো মানব সম্পদ। আমরা আল্লাহ্র এই সীমাহীন সম্পদকে যদি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কাজে লাগাতে পারি তাহলে আমরা স্বল্প সময়ের মধ্যে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করতে পারবো।

৮.১.৮ কৃষি কাজের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম

বাংলাদেশ দিনে দিনে শিল্পায়নের দিকে এগোচ্ছে। তবে এখনও বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ হিসেবে পরিগণিত। কারণ এদেশের মানুষের আয়ের বড় একটি অংশ আসে কৃষি কাজ থেকে এবং অধিকাংশ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীই কৃষির উপর নির্ভরশীল। দেশের মোট জন সংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগ

---

[১] আল-কুরআন, ৫৩:৩৯ (وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ)

[২] আল-কুরআন, ১১:৬ (وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا)

[৩] আল-কুরআন, ১৩: ১১ (إِنَّ اللَّـهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ)

[৪] আল-কুরআন, ৯:১০৫ (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّـهُ عَمَلَكُمْ)

[৫] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল বুয়ু', পরিচ্ছেদ: বাবু কাসবির রাজুলি ওয়া আমালিহি বিইয়াদিহি, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২০৭২ (عَنِ الْمِقْدَامِ ـ رضى الله عنه ـ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ ـ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ـ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ")

[৬] ইমাম ইবন মাজা, *সুনানু ইবন মাজাহ,* অধ্যায়: কিতাবুত তিজারাত, পরিচ্ছেদ: বাবুস সিনাআ'ত, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২১৫০ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ " كَانَ زَكَرِيَّا نَجَّارًا ")

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির নির্ভরশীল। দেশের সমস্ত উন্নয়ন তৎপরতা কৃষিকে কেন্দ্র করেই এগিয়ে চলছে। শিল্প, বাণিজ্য কিংবা পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থাগুলো কৃষির উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত কৃষিতেই জিডিপির খাতওয়ারী অবদান হচ্ছে শতকরা ২৫ ভাগ।[১] এ দেশের মাটি ও আবহাওয়া কৃষির জন্য যথেষ্ট উপযোগী। মহান রব্বুল আলামীন তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব জাতির জীবিকা অর্জনের যে সব উপায়ের কথা বলেছেন তার মধ্যে কৃষি কাজ অন্যতম। মহান আল্লাহ্ এই সুবিশাল পৃথিবীতে পানি, বাতাস, মাটি দিয়েছেন। মাটির মধ্যে উর্বরা শক্তি দিয়েছেন। ফল, ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা আমি পৃথিবীর উদ্ভিদের চারা উদগত করি, অনন্তর তা হতে সবুজ পাতা উদগত করি। পরে তা থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্য দানা উৎপাদন করি।"[২] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "আমি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং আমি তাতে সুপরিকল্পিত ভাবে প্রত্যেক বস্তু উদগত করেছি এবং তাতে তোমার জন্য জীবিকার ব্যবস্থা করেছি এবং আর তোমরা যাদের রিযিকদাতা নও তাদের জন্যও।"[৩] হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, "যদি মুসলিম গাছ লাগায় কিংবা জমি চাষ করে, অতঃপর কোন পাখি কিংবা মানুষ কিংবা চতুষ্পদ জন্তু তা থেকে আহার করে, তবে তা তার জন্য সাদাকা হিসাবে গণ্য হবে।"[৪]

শিল্পের অনেক কাঁচমাল আসে কৃষি থেকে। তাই আমাদের দেশকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যেতে কৃষির উপর বেশি গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। কৃষককে সরকারিভাবে বিভিন্ন রকমের সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে কৃষির প্রতি উৎসাহ প্রদান করতে হবে। আজ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষি তথা

---

[১] মোঃ শামসুল কবীর খান, *বাংলাদেশের অর্থনীতি,* ঢাকা: বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ৩য় সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি. পৃ. ১৩১

[২] আল-কুরআন, ৬:৯৯ (وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا)

[৩] আল-কুরআন, ১৫:১৯-২০ (وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ)

[৪] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল মুযারা'আত, পরিচ্ছেদ: বাবু ফাদলিয যারঈ ওয়াল গারাছি ইজা আকালা আকালা মিনহু, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২৩২০ (عَنْ أَنَسٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ)

আবাদি জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে, এ ব্যাপারে আমাদের সচেতন হতে হবে যাতে কৃষি বা আবাদি জমি কোন ভাবে নষ্ট না হয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময় এ দেশের জনসংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে সাত কোটি। তখন আমাদের দেশ খাদ্যে এতটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না, যা আমরা বর্তমান অবস্থায় অর্জন করেছি। বর্তমানে বাংলাদেশের লোক সংখ্যা তখনকার তুলনায় অনেক বেশি। কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে, কৃষি কাজে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে আমরা খাদ্য-শস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পেরেছি। এই উন্নয়ন প্রক্রিয়া ধরে রাখতে পারলে ও আবাদি জমি সংরক্ষণ করতে পারলে, আমরা আমাদের এ দেশকে সহজেই উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো। মহান রব্বুল আলামীনের উপর আস্থা ও বিশ্বাসের সাথে কৃষি কাজে নিয়োজিত থাকলে আমরা দুনিয়ায় উন্নয়ন ও আখেরাতে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবো।

নবম অধ্যায়

ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

নবম অধ্যায়

ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

৯.১ উন্নয়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার গুরুত্ব

মানব জাতিকে সুশৃঙ্খলভাবে বসবাস করার জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রয়োজন। প্রখ্যাত দার্শনিক প্লেটোর মতে, রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনতা ব্যতিরেকে উন্নত মানের জীবন লাভ করা কোন ব্যক্তির পক্ষে অকল্পনীয়। কেননা মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে রাজনীতি-তথা রাষ্ট্রীয় তৎপরতার দিকে। মানুষ তার এ স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে কখনও মুক্ত হতে পারে না।[১] ইসলাম সুপরিকল্পিত, উন্নত, স্থিতিশীল, সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) প্রথম একটি স্থিতিশীল, উন্নত ও সুপরিকল্পিত রাষ্ট্রের মডেল উপহার দিয়েছিলেন। তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সকল কলহ, সংঘাত বিদূরীত করলেন, সকলের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করলেন। যা একটি উন্নত ও টেকসই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত। তিনি প্রথম লিখিত সংবিধান উপহার দেন, যার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনাকে আরও সুসংহত করেন। তাঁর নেতৃত্বে মাত্র দশ বছরের মধ্যে এমন রাষ্ট্র উপহার দিলেন, যেখানে ছিল না কোন ক্ষুধা ও দারিদ্র্য। এমন কি যাকাত নেয়ার লোকও খুঁজে পাওয়া যেত না। মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছিল। তার এই কাজে সফল হওয়ার পিছনে কারণ ছিল তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসরণ করেছিলেন, সমাজ ও রাষ্ট্রে তা বাস্তবায়ন করেছিলেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, ইসলামি শাসন ব্যবস্থায় একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়। আল্লাহ্ বলেন, "জেনে রেখ সৃষ্টি তাঁর, আদেশও তাঁর"।[২] রাসূল (সা.) এর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে আইনের শাসন ছিল সর্বব্যপী। স্বয়ং আল্লাহ্‌র নবী (সা.) নিজেকে এর উর্ধে স্থাপন করেন নি।[৩] অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, "তারা এমন লোক যাদেরকে আমি জমিনে ক্ষমতা দান করলে নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করবে। আর সব বিষয়ের চূড়ান্ত

---

[১] মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার,* ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, আগস্ট ১৯৯৫ খ্রি., পৃ. ১৪

[২] আল-কুরআন ৭:৫৪ (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ)

[৩] মুহাম্মাদগোলাম মুস্তফা (সম্পাদিত), *বিশ্ব শান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা),* অধ্যাপক মোঃ আব্দুল মান্নান, *রাসূল (সা) এর প্রশাসনিক ও পররাষ্ট্র নীতি,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২য় সংস্করণ, ২০০৭ খ্রি., পৃ. ২৬৬

পরিণতি আল্লাহ্‌র হাতে।"[১] মহানবী (সা.)-এর পরিকল্পনার বড় দায়িত্ব ছিল মানুষকে নামাযের পথে নিয়ে আসা, কারণ মানুষকে ভাল পথে নিয়ে আসার বড় সহায়ক নামায। যাকাতের প্রতি মানুষকে নির্দেশ দেয়া, কারণ এর মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণসহ বৈষম্য দূর করা সম্ভব। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) নিজে ভাল কাজ করতেন এবং মানুষকে সকল প্রকার ভাল কাজের নির্দেশ প্রদান করতেন। আর ভাল কাজই হলো টেকসই উন্নয়নের জন্য সহায়ক। সত্য কথা বলার নির্দেশ প্রদান করতে, সৎ পথে চলার জন্য বলতেন। ব্যবসা-বাণিজ্য সততার সাথে করতে বলতেন, অলস ভাবে বসে না থেকে পরিশ্রমী হওয়ার জন্য বলতেন। কারণ পরিশ্রমই মূলত উন্নয়নের চাবিকাঠি। তিনি সকল প্রকার খারাপ কাজ থেকে মানুষকে দূরে থাকার নির্দেশ প্রদান করতেন। সুদ, ঘুষ, মদ্যপান, যিনা-ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, হত্যাসহ সকল প্রকার খারাপ কাজ থেকে মানুষকে দূরে রাখার চেষ্টা করতেন। কেউ নিষেধ করার পরও এসব অকল্যাণ মূলক, সমাজ বিশৃঙ্খলা মূলক কাজে লিপ্ত হলে সমাজ তথা রাষ্ট্রের উন্নয়নের স্বার্থে তাদের উপর কঠোর শাস্তি আরোপ করতেন। মহানবী (সা.) মানুষকে শুধু নির্দেশ প্রদান করতেন না, বরং প্রতিটি ভাল কাজ নিজের জীবনে অনুসরণ করতেন। তিনি সমাজ ও সমাজের মানুষদেরকে নিয়ে ভাবতেন, পরিকল্পনা করতেন এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতেন। আমাদের দেশে উন্নয়ন পরিকল্পনায় যদি এসব কাজের বাস্তবায়ন করা যায় তা হলে আমরাও একটি সুন্দর, উন্নত, শান্তিময়, সোনার বাংলাদেশ গড়তে সক্ষম হবো।

৯.২ কাঠামোগত উন্নয়ন

একটি রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য তার কাঠামোগত উন্নয়ন অতীব জরুরি। ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পর্যায়ে দায়িত্ব পালনের জন্য কার্যাবলীকে তিনটি ভাগে ভাগ করে নিতে হয়: ১। আইন বিভাগ ২। নির্বাহী বিভাগ ৩। বিচার বিভাগ।

[১] আল-কুরআন, ২২:৪১ (الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّـهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ)

রাষ্ট্রের তিনটি বিভাগ (সারণী-১৮)

৯.২.১.১ আইন প্রণয়ন বিভাগ

একটি রাষ্ট্রের টেকসই উন্নয়ন ও শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য আইন বিভাগের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। ইসলাম মানব জাতির পরিচালনার জন্য যে আইন-কানুন লিপিবদ্ধ করেছে তা এক কথায় অনন্য, অসাধারণ ও তুলনাহীন। ইসলাম জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলের জন্য সুবিচার নিশ্চিত করার নির্দেশ দেয়। মানব জাতির সঠিক কল্যাণ সাধনে ইসলামী আইন বিশ্ববাসীর জন্য এক অমূল্য সম্পদ।[১] ইসলাম ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মূলত কোন আইন প্রণয়নের কাজ নেই। মহানবী (সা.) এর সুন্নাতের আলোকে আল্লাহ্র আইনের অনুসন্ধান করা, ধারাবদ্ধ করা এবং আইন কার্যকরণের পদ্ধতি ও প্রেক্ষিত রচনা করা। ইসলামী আইন বাস্তবায়নের জন্য রয়েছে কয়েকটি পদ্ধতি, আর তা হলো: ১। আইন রচনা করা-আল্লাহ্র কাজ; ২। আইন সন্ধান, ধারাবদ্ধকরণ ও প্রেক্ষিত নির্ধারণ-মজলিসে শু'রার কাজ, ৩। আইন কার্যকরকরণ (নির্বাহী পর্যায়ের আইন)-নির্বাহী কর্মকর্তার ৪। আইনের ভিত্তিতে পারস্পরিক নিস্পত্তি ও অপরাধীকে দণ্ডদান-বিচার বিভাগের কাজ।[২]

---

[১] অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদআব্দুর রশীদ, *মানবতা প্রতিষ্ঠায় ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব,* ঢাকা: সবুজ মিনার প্রকাশনী, ৭ম প্রকাশ, ২০১২ খ্রি., পৃ. ৪০

[২] মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৫৮

ইসলামী আইন বাস্তবায়নের পদ্ধতি (সারণী-১৯)

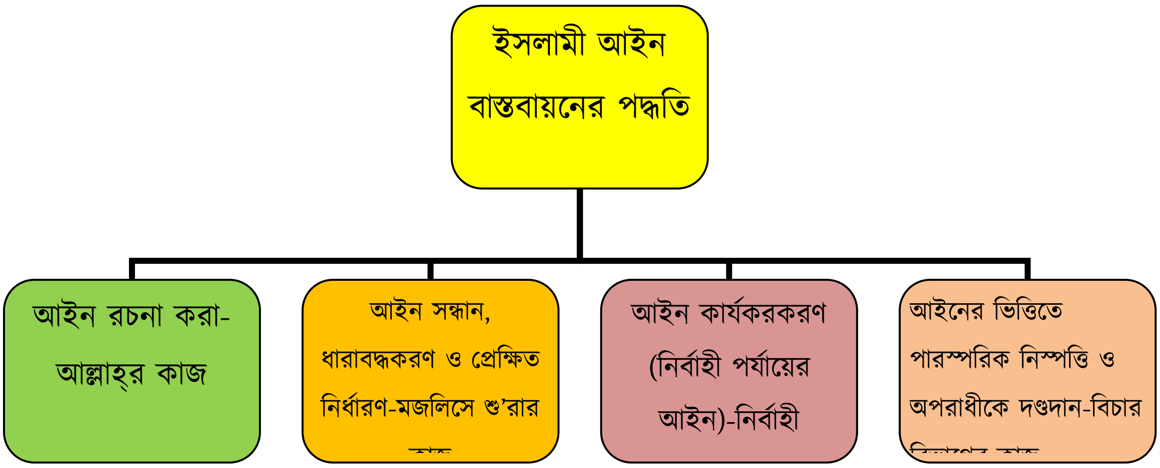

৯.২.১.২ মজলিসে শু'রা

মজলিস অর্থ সভা আর শু'রা অর্থ পরামর্শ। সুতরাং মজলিসে শু'রা অর্থ পরামর্শ সভা। যেখান থেকে মূলত রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ করা হয়, সরকার প্রধানকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করা হয়। যা আমাদের জাতীয় সংসদের মতই অনেকটা। ইসলামী সরকার পরিচালনার জন্য মুসলমানরা তাদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে পরিচালনা করে থাকে। মহান আল্লাহ্ এ প্রসংগে বলেন, "এবং তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে।"[১] বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, রাষ্ট্র নায়কদের মডেল মহানবী মুহাম্মাদ (সা.) কে পরামর্শ করার নির্দেশ প্রদান করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "এবং কাজ-কর্মে তুমি তাদের সাথে পরামর্শ করবে। তারপর তুমি কোন সংকল্প করলে আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়াক্কুল কারীদের পছন্দ করেন।"[২] পরামর্শ গ্রহণ করলে আল্লাহ্ খুশি হন। পরামর্শ করে কাজ করলে আল্লাহ্ সে কাজে রহমত ও বরকত দান করে থাকেন। আর আল্লাহ্ কোন কাজে রাজী-খুশি থাকলে সে কাজ অনেক সহজে সম্পাদন করা সম্ভব হয়। মানব জাতির আদর্শ মুহাম্মাদ (সা.) সব সময় পরামর্শ করে কাজ করতেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এ প্রসঙ্গে বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর চেয়ে সাহাবীদের সাথে অধিক পরামর্শকারী আমি আর কাউকে দেখিনি।"[৩]

---

[১] আল-কুরআন, ৪২:৩৮ (وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ)

[২] আল-কুরআন, ৩:১৫৯ (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ)

[৩] ইমাম তিরমিযী, *জামে' আত-তিরমিযী,* অধ্যায়: কিতাবুল জিহাদ আন রাসূলিল্লাহ (সা.), পরিচ্ছেদ: বাবু মা জাআ ফিল মাশওরাহ, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ১৭১৪ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم)

৯.২.১.৩ মজলিসে শু'রার সদস্যদের যোগ্যতা

মজলিসে শু'রার সদস্যদের অবশ্যই ইসলামের জীব নবীধান ও আইন-কানুন সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। জনগণের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠাবান কল্যাণকামী হতে হবে। আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব, আঞ্চলিকতা বা অন্য কোন বস্তুগত বা বৈষয়িক দিককে কোন রূপ গুরুত্ব দেয়া মজলিসে শু'রা গঠনের মহান উদ্দেশ্য ক্ষুণ্ণ ও বিনষ্ট করারই শামিল। তাদেরকে বিশ্বস্ত, আল্লাহ্‌র নিকট জবাব দিহির তীব্র অনুভূতি সম্পন্ন, আমানতদার ও দূর্নীতিমুক্ত হতে হবে। অন্যথায় তাদের দ্বারা জাতীয় আদর্শ যেমন ব্যাহত হবে, তেমন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডও বিঘ্নিত হবে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "তোমার মজুর হিসাবে উত্তম হবে সে ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।"[১] বাংলাদেশের যারা জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন তাদের ক্ষেত্রে ইসলামি বিধি বিধান মেনে নির্বাচিত করতে পারলে তারা উন্নয়ন কাজে আরো বেশি অবদান রাখতে পারতো। কারণ তারা আল্লাহ্‌র ভয়ে দুর্নীতি, সমাজ বিরোধী বিভিন্ন কাজ থেকে বিরত থাকতো।

৯.২.২.১ নির্বাহী বা শাসন বিভাগ

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আইন সংসদে পাস হওয়ার পর তা কার্যকর হওয়ার জন্য রাষ্ট্র প্রধানের সম্মতিসূচক স্বাক্ষর হতে হয়। তা না হওয়া পর্যন্ত কোন আইন 'আইন' বলে অভিহিত হয় না এবং নির্বাহী বিভাগ তা কার্যকর করতে পারে না। রাষ্ট্র প্রধানের স্বাক্ষর হওয়ার পরই নির্বাহী বিভাগের কর্মকর্তাদের দ্বারা সারাদেশে তা কার্যকর হবে। তাই নির্বাহী বিভাগ বা আইন-প্রয়োগকারী "অথোরিটি" আধুনিক কালের প্রত্যেকটি সরকার প্রতিষ্ঠানের একটি অপরিহার্য এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ।[২]

ইসলামি আইন শুধু জারি করাই কাজ নয় বরং ইসলামি আইন অনুযায়ী ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সুন্দর ও শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনা করা। ইসলামি আইন বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন পূর্ণ সতর্কতা, সহনশীলতা, ধৈর্য, ক্ষমাশীলতা ও আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা। আর ইসলামি আইন যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে পারলেই আদর্শ ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। মূলত আদর্শ ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গড়ার জন্যই পৃথিবীতে ইসলামের আগমন। মহান আল্লাহ্‌ এ প্রসংগে বলেন, "নিশ্চয়ই মানুষ বিরাট ক্ষতির মধ্যে নিপতিত। তবে তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে, নেক

---

[১] আল-কুরআন, ২৮:২৬ (إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ)

[২] মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২

আমল করেছে, পরম সত্য ও কল্যাণের উপদেশ পরস্পরকে প্রদান করেছে এবং ধৈর্য ধারণ করার জন্য উৎসাহিত করেছে।”[১] ইসলামি আইন বাস্তবায়নের ব্যাপারে কোনরূপ অনীহা কিংবা দূর্বলতা দেখানো যাবে না। এ ব্যাপারে প্রশাসনকে শক্ত ভূমিকা পালন করতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, “অবশ্যই আমি আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি অকাট্য দলিল প্রমাণ সহকারে এবং তাদের সাথে কিতাব ও মানদণ্ড নাযিল করেছি, যেন জনগণ ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আর নাযিল করেছি লৌহ। তাতে বিপুল শক্তি যেমন নিহিত, তেমনি জনগণের জন্য অশেষ কল্যাণও।”[২] এ আয়াতে “আল-হাদীদ ‘লৌহ’ বলে মূলত প্রশাসনিক শক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যার কাজ হচ্ছে আল্লাহ্‌র আইনকে মানদণ্ডের ভারসাম্য সহকারে বাস্তবায়ন করা। এ আইন বাস্তবায়ন করা শক্তি যেমন ‘লৌহ’ এর ন্যায় অনমনীয়, তেমনি তা জারির ক্ষেত্রে বাস্তবভাবে সে অনমনীয়তা অবশ্য অবলম্বনীয়। প্রশাসনিক দুর্বলতা গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেয়। জনগণের মনে রাষ্ট্র শক্তির প্রতি আনুগত্যমূলক ভাব ধারা নিঃশেষ করে দেয়। আল্লাহ্‌র আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন প্রকার দুর্বলতা কিংবা দয়া দেখানো যাবেনা।[৩] মহান আল্লাহ্ এ ব্যাপারে সতর্ক করে বলেন, “আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদিও তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হও।”[৪] এই বিভাগের আর একটি কাজ হলো তারা মানুষকে ভাল কাজের আদেশ প্রদান করবে আর খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, “তোমাদের মধ্য হতে অবশ্যই একদল এ কাজে নিযুক্ত থাকবে, যারা সব সময় মানুষকে কল্যাণের দিকে আহবান করবে, খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করবে, তারাই সফল কাম হবে।”[৫]

৯.২.২.২ প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের প্রয়োজনীয় গুণাবলী

রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশাসনিক বিভাগ-ই মূলত রাষ্ট্রের প্রকৃত আদর্শ, রীতি-নীতি ও সিদ্ধান্ত সমুহ কার্যকর করার প্রধান হাতিয়ার। রাষ্ট্রের সাফল্য, উন্নয়ন, স্থিতিশীলতা ও শান্তি অনেকটাই নির্ভর করে এই বিভাগের দক্ষতা ও কর্মের উপর। জনগণের যাবতীয় সমস্যার সমাধান,

---

[১] আল-কুরআন, ১০৩:২-৩ (إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ)

[২] আল-কুরআন, ৫৭:২৫ (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ)

[৩] মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৪

[৪] আল-কুরআন, ২৪:২ (وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّـهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)

[৫] আল-কুরআন, ৩:১০৪ (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)

প্রয়োজন পূরণ যেমন এই বিভাগের দায়িত্ব, তেমনি জনগণকে সঠিক পথে পরিচালনা, আদর্শের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে কোন বিচ্যুতি বা লংঘন-উপেক্ষা দেখা দিলে তা থেকে বিরতা রাখা ও তাদের সংশোধন ইত্যাদি যাবতীয় কাজ প্রশাসনিক বিভাগকে আঞ্জাম দিতে হয়। গোটা দেশের সকল রকমের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও জনগণের অধিকার আদায় করা এই বিভাগের কাজ। তাই এই বিভাগে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিশেষ কতগুলো গুণের প্রয়োজন, আর তা হলো-

(সারণী-২০)

প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের গুণাবলী

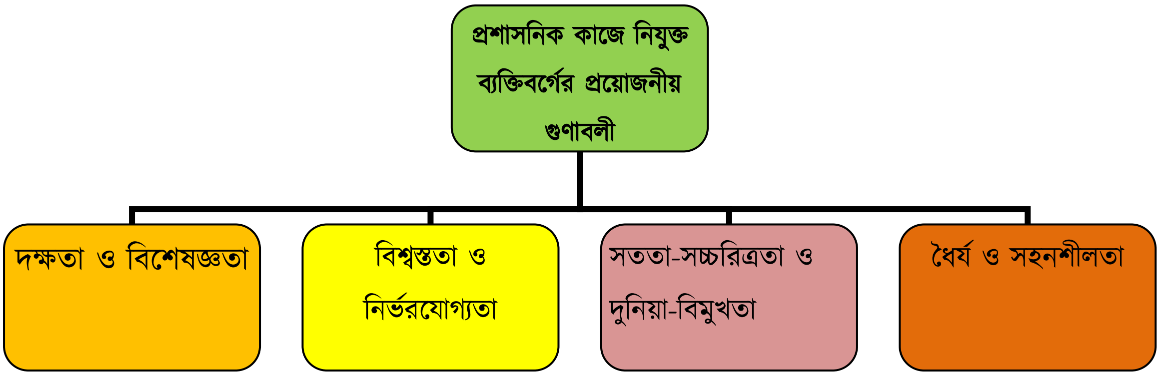

১। দক্ষতা ও বিশেষজ্ঞতা: কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্য সে কাজে দক্ষ, অভিজ্ঞ লোককে দিয়ে কাজ করানো প্রয়োজন। তা হলে কাজ গুলো সঠিকভাবে, সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। অর্থের অপচয় কম হয়। ইসলাম এ ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন, “তোমরা না জানলে জ্ঞানবান লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা কর।”[১] মহানবী (সা.) এ প্রসঙ্গে বলেন, “কোন কাজে প্রাধান্য পাওয়া সেই ব্যক্তি দাবীদার, যে সে ব্যাপারে যোগ্য।”[২] অন্যত্র মহানবী (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোন বিষয় যথার্থ জ্ঞান ছাড়া কাজ করে সেই ব্যক্তি সে কাজে বেশি বিনষ্ট করবে তার তুলনায় যে ঐ কাজে যোগ্যতা রাখে।”[৩] আমাদের দেশে অনেক সময় দেখা যায় প্রশাসনিক কাজে

[১] আল-কুরআন, ১৬:৪৩ (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)

[২] শাইখ আবি জাফর মুহাম্মাদ ইবনইয়াকুব ইবনইসহাক কুলাইনী, *আল-কাফী*, ইরান, তেহরান: দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়াহ, ১৩৬৫ হি. হাদীস নং ৪৭/১ الكافي : 1 / 47 ، للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُليني المُلَقَّب بثقة الإسلام ، طبعة دار الكتب الإسلامية ، سنة : 1365 هجرية / شمسية ، طهران / إيران (إِنَّ الرِّئَاسَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِأَهْلِهَا) ...

[৩] (মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৩) لأبي محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني من فقهاء القرن الرابع الهجري / باب ما روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) ، و بحار الأنوار (الجامعة لدرر أخبار الأئمة

কম দক্ষ কিংবা অদক্ষ লোকদের দিয়ে বিভিন্ন কাজ করানো হয় যার কারণে রাষ্ট্রীয় অনেক অর্থ-সম্পদ অপচয় হয়। তাই আমাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করা উচিত। তা হলে আমরা আমাদের দেশকে সহজে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যেতে পারবো।

২। বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা: প্রশাসনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, দায়িত্বশীল ও আমানতদার হওয়া একান্ত প্রয়োজন। জন-জীবনের অসুবিধা, দুঃখ, দুর্দশার বড় একটি কারণ আমানতদারীতার অভাব। অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য কর্মকর্তা না থাকার কারণে সরকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে না। এ জন্যই পবিত্র কুরআনে সকল প্রকার কল্যাণের জন্য যোগ্য ও বিশ্বস্ত কর্মচারীদের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের জন্য সর্বোত্তম কর্মচারী হতে পারে সেই ব্যক্তি, যে দক্ষ-শক্তিমান, বিশ্বস্ত।"[১] তাই আমাদেরকে প্রশাসনিক কাজসহ বিভিন্ন কাজে দক্ষ-শক্তিমান, বিশ্বস্ত ও আমানতদার কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করা প্রয়োজন।

৩। সততা-সচ্চরিত্রতা ও দুনিয়া-বিমুখতা: প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে অবশ্যই সততা, সত্যবাদীতা অর্থাৎ সচ্চরিত্র গুণসম্পন্ন হওয়া আবশ্যকীয়। কারণ তাদের হাতে জনসাধারণের অর্থ-সম্পদ, নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়োজিত থাকে। তাদেরকে দুনিয়ার লোভ-লালসা যাতে পেয়ে না বসে সে ব্যাপারে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। পদে সমাসীন হয়ে যাতে পদের অপব্যবহার না করে সে ব্যাপারে তাকে খেয়াল রাখতে হবে। এ প্রসঙ্গে হযরত আলী (রা.) বলেন, "ন্যায়বাদী রাষ্ট্র নেতাদের জন্য আল্লাহ্ ফরয করে দিয়েছেন যে, তারা যেন জনগণের দুর্বলতার অনুপাতে তাদের জীবিকার পরিমাণ নির্ধারণ করে। তা হলে তারা তাদের দারিদ্রের সুযোগে কোন অন্যায় কাজ করে বসবে না।"[২]

৪। ধৈর্য ও সহনশীলতা: প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিকে অবশ্যই ধৈর্যশীল ও সহনশীল হতে হয়। তাকে জনগণের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয়। তাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে হয়।

الأطهار (عليهم السلام)) : 74 / 152 ، للعلامة الشيخ محمد باقر المجلسي ، المولود بإصفهان سنة : 1037 ، و المتوفى بها سنة : 1110 هجرية ، طبعة مؤسسة الوفاء ، بيروت / لبنان ، سنة : 1414 هجرية

(مَنْ عَمِلَ عَلى غَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ)

[১] আল-কুরআন, ২৮:২৬ (إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ)

[২] (মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৮) الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، *نهج البلاغة*، دار الهجرة للنشر –ر قم، ص324-325.

(إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى أَئِمَّةِ الْعَدْلِ أَنْ يُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ كَيْلَا يَتَبَيَّغَ بِالْفَقِيرِ فَقْرُهُ)

রাষ্ট্রের জরুরি মুহূর্তে তাকে ধৈর্যের সাথে কাজ করতে হয়। মহান আল্লাহ্ ধৈর্যের ব্যাপারে বলেন, “হে মুমিনগণ! ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।”[১] আমাদের অনুকরণীয় আদর্শ মহানবী (সা.) ছিলেন ধৈর্যের মহান নিদর্শন। মহান আল্লাহ্ বলেন, “আমি তো তাকে পেলাম ধৈর্যশীল। কত উত্তম বান্দা সে! সে ছিল আমার অভিমুখী।”[২]

৯.২.৩ বিচার বিভাগ ও উন্নয়ন

সরকারের বিভাগগুলোর মধ্যে বিচার বিভাগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের মধ্যে বিচার কার্য ও ঝগড়া বিবাদের মিমাংসা করা এই বিভাগের কাজ। ইসলাম বিচার বিভাগের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। ইসলাম শুধু বিচারকেই নিশ্চিত করেনি বরং সুবিচারকে প্রতিষ্ঠা করে সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা নিয়ে এসে উন্নয়নকে নিশ্চিত করেছে। মহান আল্লাহ্ বিচার ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেন, “নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে পাঠিয়েছি সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। এবং লৌহও দিয়েছি যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি এবং রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিদ কল্যাণ। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ্ প্রকাশ করে দিবেন কে প্রত্যক্ষ না করে তাঁকে ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।”[৩] মহান আল্লাহ্ বিচার কার্যের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন “আমি তো তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি আল্লাহ্ যা জানিয়েছেন সে অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মিমাংসা কর এবং তুমি কখনই খিয়ানতকারী লোকদের পক্ষপাতকারী হবে না।”[৪] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ ন্যায় বিচারের তাকিদ করে বলেন, “এবং তুমি যদি বিচার ফয়সালা কর-হে নবী! তা’হলে তাদের মধ্যে পূর্ণ ইনসাফ সহকারে বিচার ফয়সালা কর। কেননা ইনসাফকারী ও সুবিচারকারীদের আল্লাহ্ খুবই ভালোবাসেন।”[৫]

---

১ আল-কুরআন, ২:১৫৩ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ مَعَ الصَّابِرِينَ)

২ আল-কুরআন, ৩৮:৪৪ (إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ)

৩ আল-কুরআন, ৫৭:২৫ (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّـهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ)

৪ আল-কুরআন, ৪:১০৫ (إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّـهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا)

৫ আল-কুরআন, ৫৭:২৫ (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)

যিনি বিচারক হবেন কিংবা বিচার কার্য পরিচালনা করবেন তাকে অবশ্যই সুন্দর ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত প্রদান করতে হবে। তাকে অবশ্যই মহান রব্বুল আলামীনের উপর দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল হতে হবে। তাকে মেধাবী তথা স্মরণশক্তির তীক্ষ্ণতা থাকতে হবে। বিচারকদের দায়িত্ব ও মর্যাদার কথা উল্লেখ করে মহানবী (সা.) বলেন, "বিচারকরা তিন ধরনের হয়। এক ধরনের বিচারক জান্নাতে যাবে, অপর দুই ধরনের জাহান্নামে যাবে। জান্নাতী হবে সেই বিচারক, সত্য অনুধাবন করতে পেরেছে এবং সে অনুযায়ী বিচার করেছে। যে সত্য বুঝতে পেরেও বিচারের রায় প্রদানে জুলুম করেছে, সে জাহান্নামে যাবে। আর যে বিচারক মূর্খতা থাকা সত্ত্বেও লোকদের উপর বিচার চাপিয়ে দিয়েছে, সেও জাহান্নামী হবে।"[১] বিচারকের সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বাতন্ত্র্য থাকা অতীব জরুরি। তাদের বিচার কার্যে কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার চরম অন্যায়। তাদের বেতন-ভাতা, সুযোগ-সুবিধা, এরকম হওয়া উচিত যাতে তাদের কখনো লোভ লালসা পেয়ে না বসে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বলতে আমরা যা সাধারণ ভাবে বুঝি তা হলো, বিচার বিভাগ রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ থেকে সম্পূর্ণ প্রভাব মুক্ত থাকবে, যাতে বিচারক তার রায় প্রদানে কোন রূপ রাগ, অনুরাগের স্বীকার হয়ে রায় প্রদান না করেন। মহানবী (সা.) এ প্রসঙ্গে বলেন, "যে লোক বিচারক হওয়ার পরীক্ষায় পড়বে সে যেন ক্রুদ্ধ অবস্থায় বিচার কার্য পরিচালনা না করে।"[২]

বিচার কার্য সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য সাক্ষ্যদান করা অতীব জরুরি। তবে সে সাক্ষ্য অবশ্যই সত্যের পক্ষে হতে হবে। মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা বড় অপরাধ। এর জন্য মহান রব্বুল আলামীনের কাছে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারীকে কঠিন শাস্তির সম্মুখিন হতে হবে। মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করলে কেউ যদি এর কারণে শাস্তিভোগ করে আল্লাহ্ এই অপরাধীকে ক্ষমা করবেন না, কারণ সে বান্দার হক নষ্ট করেছে। বান্দার হক নষ্টকারীকে আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করেন না যতক্ষণ না সেই বান্দা তাকে ক্ষমা করেন। তাই সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে অবশ্যই সত্য সাক্ষ্য প্রদান করবে এমনকি অপরাধী পিতা-মাতা কিংবা নিজের নিকট আত্মীয়-স্বজন হোক না কেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, "হে ঈমানদার

---

[১] ইমাম আবু দাউদ, *সুনানু আবি দাউদ,* অধ্যায়: কিতাবুল কাযা, পরিচ্ছেদ: বাবু ফিল কাযী ইউখতিউ, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৩৫৭৩ (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ)

[২] শাইখ কুলাইনী, *কাফী,* ইরান, তেহরান: দারুল কুতুবুল ইসলামিয়া, ১৩৬৫ হি. খ. ৭ম, পৃ. ৪১৩ (من ابتلي بالقضاء فلا يقضي هو غضبان)

লোকেরা ! তোমরা ন্যায়বিচারের জন্য শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যাও, আল্লাহ্র জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসেবে, যদিও সে সাক্ষ্য তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতা-মাতার ও নিকট আত্মীয়দের বিরুদ্ধে হয়। সে যদি ধনশীল হয় কিংবা দরিদ্র হয়, তা হলে সে আল্লাহ্-ই তাদের জন্য অতীব উত্তম। অতএব, তোমরা ন্যায়বিচার না করে নিজেদের কামনা বাসনার অনুসরণ করো না।"[১] অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন, "হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্র জন্য ন্যায় বিচারের সাক্ষ্যদাতা হিসেবে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যাও।"[২] ঈমানদারদের উচিত সত্যের পক্ষে সাক্ষ্যদান করা। তাই সাক্ষ্য দানের ক্ষেত্রে সাক্ষ্যদাতার ঈমান, সততা, সত্যবাদীতার গুণ থাকা দরকার। সকল প্রকার অন্যায়, অপরাধ, দুস্কৃতির অভিযোগ থেকে মুক্ত থাকা উচিত।

ইসলাম শুধু ন্যায় বিচারের রায় ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হয়নি কিংবা লোক দেখানো রায় প্রদান করার পক্ষে নয়। বরং রায় বাস্তবায়নের জন্য তাকিদ প্রদান করে। ইসলামের দৃষ্টিতে কারো সুপারিশ শাস্তির রায় বাস্তবায়নের পথে বাধা হতে পারে না। মহানবী (সা.) এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, "যার সুপারিশ আল্লাহ্র নির্ধারিত কোন হাদ্দ বাস্তবায়িত করার পথে বাধা সৃষ্টি করে, সে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।"[৩] তাই বিচার ব্যবস্থা যাতে সঠিকভাবে পরিচালিত হয়, মানুষ যাতে সঠিক বিচার পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। তা হলে আমাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে পরিচালিত হবে।

৯.৩ ইসলামে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন

আমাদের সমাজের একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ আছে যে, স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। শরীর সুস্থ না থাকলে কোন কাজেই আত্মনিয়োগ করা সম্ভব হয় না। যা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত করে। সুস্বাস্থ্যের মধ্যেই একটা সুন্দর মন বিরাজ করে। সুন্দর মনই পারে একটি টেকসই উন্নয়নের জন্য কাজ করতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা পিতা বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বেনজামিন ফ্রাংকলিন বলেছেন, "তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যাওয়া এবং সকালে ঘুম থেকে উঠা একজন মানুষকে স্বাস্থ্যবান, সম্পদশালী ও

---

[১] আল-কুরআন, ৪: ১৩৫ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّـهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّـهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا)

[২] আল-কুরআন, ৫:৮ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّـهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ)

[৩] ইমাম আবু দাউদ, *সুনানু আবি দাউদ,* অধ্যায়: কিতাবুল কাযা, পরিচ্ছেদ: বাবু ফীমান ইউয়ীনু আলা খুসুমাতিন মিন গাইরি আন ইয়া'লামা আমরাহা, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৩৫৯৭ (مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ)

জ্ঞানী করে তোলে।”[১] যার অর্থ আগে ঘুমানো, আগে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া একজন মানুষকে সুস্থ, বিত্তশালী ও জ্ঞানী করে। ইসলাম একজন মানুষকে খুব সকালে ঘুম থেকে জাগানোর জন্য ফযরের নামাযের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। একজন মানুষ যদি সকালে ফযরের নামায যথাসময় আদায় করতে চায় তাকে অবশ্যই খুব সকালে জাগ্রত হতে হবে। সকাল বেলায় সুন্দর ও নির্মল আবহাওয়া থাকে, যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। আমাদের সমাজের জ্ঞানীজনরা বলে থাকেন, “সকাল বেলার হাওয়া কোটি টাকার দাওয়া।” এই শিক্ষা মূলত ইসলামের শিক্ষা। সকাল বেলা জাগ্রত হলে মানুষ অনেক রোগ থেকে বাঁচতে পারে এবং অনেক কাজ কর্ম করার সময় পায়, যা উন্নয়নের জন্য সহায়ক। আজকাল আমাদের তরুণ সমাজ বেশি রাতে ঘুমায় আর অনেক দেরিতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, যার কারণে তারা বিভিন্ন রকমের রোগে আক্রান্ত হয়, মানসিক ভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। যা আমাদের উন্নয়নের জন্য একটি বড় বাধা।

কী ধরনের খাদ্যাভ্যাস করলে মানুষ অধিক সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকতে পারবে তার দিক নির্দেশনা ইসলামে প্রদান করা হয়েছে। মহানবী (সা.) খাদ্য গ্রহণের সময় পেটের এক অংশ খাবার দিয়ে, অর এক অংশ পানি দিয়ে, এক অংশ খালি রাখার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। মিকদাম ইবনমাদীকারিব (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে বলতে শুনেছি, “মানুষ পেটের চেয়ে নিকৃষ্ট কোন পাত্র ভর্তি করে না। (যতটুকু খাদ্য গ্রহণ করলে পেট ভরে পাত্র থেকে ততটুকু খাদ্য উঠানো কোন ব্যক্তির জন্য দূষণীয় নয়)। যতটুকু আহার করলে মেরুদণ্ড সোজা রাখা সম্ভব, ততটুকু খাদ্যই কোন ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। এরপরও যদি কোন ব্যক্তির উপর তার নফস (প্রবৃত্তি) জয় যুক্ত হয়, তবে সে তার পেটের এক-তৃতীয়াংশ আহারের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।”[২] আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, খাবারের সময় পুরো পেট ভরে না খেয়ে বরং পেটের কিছু অংশ খালি রেখে খাবার গ্রহণ করা উচিত এবং খাবারের পরে পর্যাপ্ত পানি গ্রহণ করা উচিত। এর ফলে খাদ্য হজমে সহায়তা করে এবং সুস্থ থাকা যায়। ইংরেজিতে একটি

---

[১] Matthew Henry, *“A Method of Prayer”.* Glasgow: Christian Heritage, 2015, p. 253, Benjamin Franklin, "Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise"

[২] ইমাম ইবন মাজাহ, *সুনানু ইবন মাজাহ,* অধ্যায়: কিতাবুল আতঈমাহ, পরিচ্ছেদ: বাবুল ইকতিসাদি ফিল আকলি ওয়া কারাহাতিশ শিবাঈ, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং-৩৩৪৯ (الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِيكَرِبَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَقُولُ " مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ حَسْبُ الآدَمِيِّ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ غَلَبَتِ الآدَمِيَّ نَفْسُهُ فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ)

প্রবাদ আছে যে, “Prevention is better than cure.” অর্থাৎ “প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ভাল।” রোগের চিকিৎসার পিছনে অর্থ ব্যয় না করে, রোগ যাতে হতে না পারে সে ব্যাপারে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। ইসলামী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা মূলত রোগ নিরাময়ের চেয়ে রোগ প্রতিরোধের প্রতি বেশি গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। কারণ প্রতি বছর আমাদের দেশে স্বাস্থ্য খাতে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়। যার সঠিক হিসাব প্রদান করা অনেকটা কঠিন। ইসলাম পানি পান করার সময় পান পাত্রে নিঃশ্বাস ছাড়তে নিষেধ করেছে। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা আবিস্কার করেছেন যে, মানুষ যে নিঃশ্বাস ছাড়ে তাতে কার্বন ডাই অক্সাইড থাকে, যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। তাই পানি পান করার সময় পানপাত্রে নিঃশ্বাস ছাড়া উচিত নয়। এক হাদীসে, “ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) পানপাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন।”[১]

মহান আল্লাহ্ আমাদের শরীরের জন্য যা কল্যাণকর তা আমাদের জন্য বৈধ করে দিয়েছেন আর যা কিছু অকল্যাণকর তা আমাদের জন্য নিষেধ করে দিয়েছেন। কারণ তিনি আমাদের শরীরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমাদের শরীরের জন্য কী কল্যাণকর আর কী অকল্যাণকর তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মহান রব্বুল আলামীন বলেন, “তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের গোশত এবং সে সব জন্তু, যা আল্লাহ্ ছাড়া অপর কারোর নামে হত্যা করা হয়েছে। আর যা গলায় ফাঁস পড়ে, আঘাত খেয়ে, উচ্চস্থান থেকে পড়ে গিয়ে কিংবা শৃংগাঘাতে মৃত জন্তু এবং হিংস্র পশুতে খাওয়া জন্তু; তবে যা তোমরা যবেহ করতে পেরেছ, তা ব্যতীত, আর যা মূর্তি পূজার বেদীর উপর বলি দেয়া হয়।”[২]

মাদক দ্রব্য মানুষের শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক। প্রতি বছর ২৮ লাখ মানুষ মারা যায় মদের কারণে। মদের কোন নিরাপদ মাত্রা নেই।[৩] গবেষকরা বলেছেন, ১৫-১৯ বছর বয়সী মানুষের ১০টি মৃত্যুর মধ্যে একটি ঘটে মদের কারণে। নিয়মিত মদ পান করলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ও টিস্যুতে বিরূপ প্রভাব পরে। মদে অভ্যস্ত মানুষ সহিংস হয় এবং অনেক সময় নিজের ক্ষতি করে। গবেষণায়

---

[১] ইমাম ইবন মাজা, *সুনানু ইবন মাজাহ,* অধ্যায়: কিতাবুল আশরিবাহ, পরিচ্ছেদ: বাবুত তানাফফুসি ফিল ইনাই, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৩৪২৮ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ التَّنَفُّسِ فِي الإِنَاءِ .)

[২] আল-কুরআন, ৫:৩ (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ)

[৩] বিশেষ প্রতিনিধ, “ল্যানসেটের প্রবন্ধ, মদের নিরাপদ মাত্রা নেই, বছরে ২৮ লাখ মৃত্যু”, *দৈনিক প্রথম আলো,* আগস্ট ২৫, ২০১৮ খ্রি., পৃ. ১৬

আরো পাওয়া যায় ৫০ বছরের বেশি বয়সীদের ক্যান্সারে মৃত্যুর পেছনে প্রধান কারণ মদ্য পান। মাদক দ্রব্য নিরোধ সংস্থা (মানস) এর তথ্য মতে এ দেশে বর্তমানে মাদক সেবনের সঙ্গে ৭০ লাখ মানুষ জড়িত। এর মধ্যে নারী মাদকাসক্তের সংখ্যা ৫ লাখ ছাড়িয়েছে।[১] মাদকাসক্তদের মধ্যে ৮৪ ভাগ পুরুষ ও ১৬ ভাগ নারী। মাদকসেবীরা গড়ে প্রতিদিন অন্তত ২০ কোটি টাকার মাদক সেবন করে, হিসাব অনুযায়ী মাসে ৬০০ কোটি টাকা।[২] মাদকের ভয়াবহ ক্ষতির কথা মহান আল্লাহ্ জানেন বিধায় মাদক দ্রব্য সেবন হারাম বা অবৈধ করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, "হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো-যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"[৩] মাদকদ্রব্য সেবন ও মাদকের চিকিৎসার জন্য যে অর্থ অপচয় হয় তা দিয়ে দেশের শিক্ষা ও শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে দেশকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করা সম্ভব। এ ছাড়া মাদকাসক্তির কারণে বিরাট একটি জনগোষ্ঠী দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকে, অনেক ক্ষেত্রে তারা দেশে জনসম্পদের পরিবর্তে জন সমস্যা হয়ে দাড়ায়।

আধুনিক বিজ্ঞান আবিস্কার করেছে যে, মধু অত্যন্ত উপকারী খাদ্য। মধুতে অনেক উপকারিতা রয়েছে যা রোগ নিরাময়ে বিরাট অবদান রাখে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমার প্রতিপালক মৌমাছিকে উহার অন্তরে ইংগিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন, 'গৃহ নির্মান কর পাহাড়ে, বৃক্ষে ও মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে। এর পর প্রত্যেক ফল হতে কিছু কিছু আহার কর, অতঃপর তোমার প্রতিপালকের সহজ পথ অনুসরণ কর।' উহার উদর হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়; যাতে মানুষের জন্য রয়েছে আরোগ্য। অবশ্য এতে রয়েছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।"[৪]

অযাচিত যৌনাচার থেকে রক্ষা করার জন্য ইসলাম বৈবাহিক ব্যবস্থার প্রচলন করেছে। নারী পুরুষ বৈবাহিক নিয়ম-নীতির মাধ্যমে তার জৈবিক চাহিদা পুতঃপবিত্র ভাবে সম্পাদন করবে। এই সব নিয়ম নীতির বাইরে গিয়ে অনিয়ন্ত্রিত জৈবিক চাহিদা মিটাতে গিয়ে নারী-পুরুষ এইডসসহ বিভিন্ন রকমের মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। যার পেছনে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। ইসলামের সুন্দর

---

[১] মো: তোফাজ্জল বিন আমীন, "মাদকে আক্রান্ত দেশ", *দৈনিক ইনকিলাব,* ২৬ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রি., পৃ. ৭

[২] অধ্যাপক ড. অরূপ রতন চৌধুরী, "মাদকাসক্তি ভয়াবহ একটি রোগ", *বাংলাদেশ প্রতিদিন,* ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি., Retrived from https://www.bd-pratidin.com/editorial/ 2018/09/05/358003

[৩] আল-কুরআন, ৫:৯০ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

[৪] আল-কুরআন, ১৬:৬৮-৬৯ (وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۝ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)

বৈবাহিক নীতি মেনে চললে আমরা সুস্থ থাকতে পারি এবং এই অর্থ স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় না করে শিক্ষা ও উন্নয়ন মূলক কাজে ব্যয় করতে পারি। অযাচিত যৌনাচার বা ব্যভিচার থেকে দূরে থাকার জন্য মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। কেননা তা যেমন চরম মাত্রার নির্লজ্জতা, আর অতীব খারাপ পথ ও পন্থা।"[১]

বর্তমান যুগের চিকিৎসা শাস্ত্র সুস্থতার জন্য নিয়মিত ব্যায়াম করার নির্দেশ প্রদান করে থাকে। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায (সতের রাকাত ফরয, তিন রাকাত ওয়াজিব ও সুন্নাত সালাত) আদায়ের মাধ্যমে শরীরের অনেক ব্যায়াম হয়, যার মাধ্যমে মানুষ সুস্থ থাকতে পারে। সুস্থ থাকলে মানুষ দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য কাজ করতে পারে। যা আমাদের উন্নয়ন কার্মকাণ্ডকে তরান্বিত করতে পারে।

মানুষের শরীর পৃথিবীর যে কোন যন্ত্রের চেয়ে অত্যাধুনিক ও শক্তিশালী। সে সব সময়ই চলতে থাকে। ইসলাম একে বিভিন্নভাবে, পর্যায়ক্রমে কাজ ও বিশ্রাম দিয়ে ভালভাবে বাঁচতে নির্দেশ প্রদান করেছে। যেমন- দিনে আমরা কাজ করি আর রাতে ঘুমাই, রমজান মাসে আমরা রোজা রাখি, যার মাধ্যমে শরীর বিশ্রাম পায়। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম, করেছি রাত্রিকে আবরণ, এবং করেছি দিবসকে জীবিকা আহরণের সময়।"[২] অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন, "রাত্রিকে তিনি আচ্ছন্ন করেছেন চাঁদর দ্বারা বিশ্রামের জন্য এবং সমুত্থানের জন্য দিয়েছেন দিবস।"[৩] রমজান মাসে দিনে খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থেকে শরীরের বিভিন্ন অংশকে বিরতি প্রদান করা হয়, যা আমাদের সুস্থ রাখতে সহায়তা করে।

৯.৪ উন্নয়নে সেনা ও নিরাপত্তা বাহিনী

দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সেনা ও নিরাপত্তা বাহিনীর অবদান অপরিসীম। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, প্রাকৃতিক দূর্যোগসহ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজে সেনা বাহিনীর আবদান অপরিসীম। দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ সেনা বাহিনী বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে। ইসলাম দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও শান্তি-শৃঙ্খলা সুরক্ষায় সেনাবাহিনী গঠনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছে। রাসূল (সা.) প্রথমে স্বেচ্ছাসেবীদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংক্ষক সৈন্য বাছাই করতেন। এ ক্ষেত্রে আহলি সুফফার সদস্যদের প্রাধান্য দেয়া হতো।

---

[১] আল-কুরআন, ১৭:৩২ (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا)

[২] আল-কুরআন, ৭৮:৯-১১ (وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۚ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۚ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا)

[৩] আল-কুরআন, ২৫:৪৭ (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا)

কোথাও দ্রুত সৈন্য বাহিনী পাঠাতে হলে আহলে সুফফার মধ্য থেকে পাঠানো হতো, কারণ তাদেরকে সহজেই পাওয়া যেত। আর বেশি সেনা বাহিনী পাঠালে এ উদ্দেশ্যে সভা আহবান করা হতো এবং সেখান থেকে নির্বাচন করা হতো।[১] সামরিক কাজের প্রতি উৎসাহিত করে মহান রব্বুল আলামীন বলেন, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য সন্ধান কর এবং তার পথে জিহাদ কর। আশা করা যায়, তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে।"[২] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তোমরা বেরিয়ে পড়, চলতে শুরু করে দাও, হাল্কাভাবে (ছোট ছোট বাহিনী নিয়ে) কিংবা ভারী অস্ত্র-সজ্জায় সজ্জিত হয়ে (বিরাট বাহিনী নিয়ে) এবং আল্লাহ্র পথে তোমরা জিহাদ কর তোমাদের জান ও মাল দিয়ে। এটাই তোমাদের জন্য প্রভূত কল্যাণের উৎস, যদি তোমরা জানো।"[৩] সূরা হজ্জে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, জিহাদ কর আল্লাহ্র পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত। তিনি তোমাদিগকে (আল্লাহ্র পথে জিহাদ করার জন্য) মনোনীত করেছেন।"[৪] মহান আল্লাহ্র পথে যারা জিহাদে অংশগ্রহন করে না তাদের উপরে যারা জিহাদে অংশগ্রহণকারী তাদের মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর যারা জিহাদ করে তাদেরকে আল্লাহ্ মহাপুরস্কারের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন।"[৫] এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন জিহাদে অংশগ্রহণকারী সেনা বাহিনীর মর্যাদা বর্ননা করেছে। সেনা বাহিনীর উদ্দেশ্য মূলত অন্যদেশ আক্রমণ করে দেশ দখল করা নয় বরং বাইরের শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা, দেশের ক্রান্তি লগ্নে মানুষের পাশে দাড়ানো। মহান আল্লাহ্ বলেন, "আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠিত না হয়।"[৬] আমাদের দায়িত্ব হলো সমাজ থেকে বিভিন্ন সমস্যা দূর করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা, সমস্যা দূর না হওয়া পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। যুদ্ধের নীতিমালা বর্ণনা করে

[১] ড. মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ, *দি ইমারজেন্স অব ইসলাম,* সম্পাদনা: মুহাম্মাদ যুবায়ের, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগাল এইড সেন্টার, ২০১২ খ্রি. পৃ. ২৭৭

[২] আল-কুরআন, ৫: ৩৫ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

[৩] আল-কুরআন, ৯:৪১ (انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ)

[৪] আল-কুরআন, ২২:৭৮ (وَجَاهِدُوا فِي اللَّـهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ)

[৫] আল-কুরআন, ৪:৯৫ (فَضَّلَ اللَّـهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا)

[৬] আল-কুরআন, ২:১৯৩ (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّـهِ)

আল্লাহ্ বলেন, "যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহ্র পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, কিন্তু সীমালংঘন করবে না। আল্লাহ্ সীমালংঘন কারীদেরকে ভালবাসেন না।"[১]

মহানবী (সা.) সেনা বাহিনীদের সম্মানের কথা উল্লেখ করে বলেন, "হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে একশ'টি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। দু'টি স্তরের ব্যবধান আসমান ও যমীনের দূরত্বের মত। তোমরা আল্লাহ্র কাছে চাইলে ফেরদাউস চাইবে। কেননা এটাই হলো সবচেয়ে উত্তম ও সর্বোচ্চ জান্নাত।"[২]

৯.৫ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন অতীব জরুরি। রাস্তাঘাট নির্মাণ করা, রাস্তাঘাটে মানুষের চলাচলের সুবিধা করে দেয়া অত্যাবশ্যক। ইসলাম মানুষকে পৃথিবীতে ভ্রমণ করতে বলেছে। মহান আল্লাহ্ পৃথিবীর সৌন্দর্য ও তাঁর সৃষ্টির রূপবৈচিত্র দেখার জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, "বল, 'তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর, কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন? অত:পর আল্লাহ্ সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। আল্লাহ্ তো সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।"[৩] আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেন, "বল, 'তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং দেখ তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছে।' উহাদের অধিকাংশই ছিল মুশরিক।"[৪] ভ্রমণ করার জন্য তো রাস্তাঘাট সুন্দর থাকা দরকার, পরিবহন ব্যবস্থা ভাল হওয়া প্রয়োজন, মোট কথা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রয়োজন। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল না থাকলে মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে সহজে ভ্রমণ করতে পারবে না। সূরা বনী ইসরাঈলে মহান আল্লাহ্ মুসাফির তথা ভ্রমণ কারীর হক বা অধিকার আদায়ের ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, "আত্মীয় স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকে এবং কিছুতেই অপব্যয় করো

---

[১] আল-কুরআন, ২:১৯০ (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ)

[২] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ার, পরিচ্ছেদ: বাবু দারাজাতিল মুজাহিদীনা ফী সাবীলিল্লাহ, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২৭৯০ (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ)

[৩] আল-কুরআন, ২৯:২০ (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ۚ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)

[৪] আল-কুরআন, ৩০:৪২ (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ)

না।"[১] মুসাফির বা ভ্রমণকারীর হকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। যাতে সে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সহজে যেতে পারে। স্বল্প সময়ের মধ্যে যাতে তাঁর নির্ধারিত স্থানে পৌছাতে পারে। বাহনটি যাতে ভ্রমণকারীর জন্য আরাম দায়ক হয়। ভ্রমণের সময় যাতে তাঁর থাকা, খাওয়ার সুব্যবস্থা থাকে। সব মিলিয়ে বলতে গেলে বলা যায় এর সবগুলোই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত। এ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, মুসাফিরের সকল অধিকারকে নিশ্চিত করতে হলে অবশ্যই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

মহানবী (সা.) কে মহান আল্লাহ্ মেরাজের রাত্রিতে মক্কা নগরীর মসজিদে হারাম থেকে জেরুজালেমের মসজিদে আল-আকসা পর্যন্ত খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে ভ্রমণ করিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ বলেন, "তিনি পবিত্র (আল্লাহ্) যিনি তাঁর বান্দাকে রাত্রিতে ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত। যার চারপাশ আমি বরকতময় করেছি। যাতে আমি তাকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখাতে পারি। নিশ্চয়ই তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"[২] মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত এই দূরত্ব উটের পিঠে করে মানুষ যখন যাতায়াত করত তখনকার সময় প্রায় এক মাস লাগতো। যা তিনি মূহুর্তের মধ্যে চলে গেলেন। এর পর ঊর্ধ্বে গমন করলেন, সপ্তম আকাশ ভ্রমণ করলেন, মহান রব্বুল আলামীনের সাথে সাক্ষাৎ করলেন, আবার পৃথিবীতে ফিরে আসলেন। মহানবী (সা.) এর এই ভ্রমণে মহান রব্বুল আলামীন প্রথমে বোরাক, পরবর্তীতে রফরফ নামক বাহন ব্যবহার করালেন। যা ছিল বিদ্যুতের গতির চেয়েও দ্রুতগামী। মানুষ ভ্রমণে দ্রুতগামী যানবাহনের আবিস্কারের ধারণা মূলত এখান থেকেই পায়। কারণ এর আগে এ রকম কোন ভ্রমণের বর্ননা পাওয়া যায় না। বর্তমান সময়ের দ্রুতগামী বিমান, কিংবা মহাশূন্য যানের আবিস্কারের পিছনে ইসলামের এই ঘটনা অনেকটা উৎসাহিত করে। তাই আমরা বলতে পারি ভ্রমণে আধুনিক ও দ্রুতগামী যানবাহনের ধারণা মূলত মিরাজের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই পেয়েছে।

রাস্তায় যাতে মানুষের যাতায়াত করতে কষ্ট না হয় সে ব্যাপারে খেয়াল রাখার জন্য ইসলাম তাকিদ প্রদান করেছে। রাস্তা থেকে কষ্ট দায়ক জিনিস দূর করতে বলেছে। এ সম্পর্কে একটি প্রসিদ্ধ হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে যে, "হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)

---

[১] আল-কুরআন, ২৯:২০ (وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا)

[২] আল-কুরআন, ১৭:২০ (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ)

বলেছেন- ঈমানের শাখা সত্তরটিরও কিছু বেশি। অথবা ষাটটিরও কিছু বেশি। এর সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই) বলা, আর সর্বনিম্ন হল রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া, আর লজ্জাশীলতা (হায়া) হল ঈমানের অঙ্গ।”[১] রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করা অর্থ হলো রাস্তায় চলতে গেলে মানুষ যাতে কোন রকম কষ্ট না পায়, তা যানবাহন দ্বারা হোক, কিংবা রাস্তার মধ্যে কোন জিনিস ফেলে বাধা সৃষ্টি করে হোক। আমাদের দেশে দেখা যায় রাস্তাঘাট সঠিকভাবে মেরামত করা হয় না। সরকারি টাকার বিশাল অংশ মেরামতের নামে নিজেরা আত্মসাৎ করে। যার কারণে মেরামত করা রাস্তা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যায়। তখন মানুষের চলাচলে খুব কষ্ট হয়। অথচ ইসলাম যোগাযোগ কিংবা চলাচলের রাস্তাকে প্রতিবন্ধকতাহীন, কষ্টহীন করতে বলেছে। আমাদের দেশে অনেক সময় দেখা যায় রাস্তার জায়গা দখল করে অবৈধভাবে দোকানপাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এমনকি বাড়ী নির্মাণ করছে। রাস্তার মধ্যে যত্রতত্র গাড়ী পার্কিং করে রাখছে। যার কারণে রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে, আমাদের অনেক সময় রাস্তায় নষ্ট হচ্ছে। যা আমাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত করছে। যানজটের কারণে রাজধানী ঢাকায় প্রতিদিন ৩২ লাখ কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে। এ কারণে বছরে যে আর্থিক ক্ষতি হয়, অঙ্কের হিসাবে তা প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা।[২]

স্বাধীনতার পরবর্তী বাংলাদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যোগাযোগ এখন অনেক সহজ হয়েছে। মহান রব্বুল আলামীনের অসীম কৃপায় আমাদের দেশে জলপথ, স্থলপথ, আকাশ পথ তিনটি মাধ্যমে যাতায়াতের সুযোগ রয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশ আছে যেখানে জলপথে যাতায়াতের সুযোগ সীমিত আকারে রয়েছে। বাংলাদেশ নদী মাতৃক হওয়ায় এখানে জলপথের গুরুত্ব অপরিসীম। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের উপর অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। উন্নত দেশগুলোর উন্নয়নের বড় একটি কারণ হলো এ দেশগুলো

---

[১] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান, পরিচ্ছেদ: বাবু বাইয়ানি আদাদি শু‘আবিল ঈমান ওয়া আফদালিহা ওয়া আদনাহা ওয়া ফাদীলাতিল হায়া ওয়া কওনিহি মিনাল ঈমান, হাদীস নং ৬০ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ ")

[২] (The World Bank, The conference titled *"Towards Great Dhaka: International Conference on Development Options for Dhaka Towards 2035"*, July 19, 2017), অনলাইন ডেস্ক, ভয়াবহ যানজটের ১০ শহর, *দৈনিক প্রথম আলো,* অক্টোবর ০৬, ২০১৭, Ritrived on June 20, 2019, from https://-www.prothomalo.com/ pachmisheli/article-/1338081

যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেছে। বাংলাদেশের উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব নিম্নের চিত্রে প্রদান করা হলো:

(সারণী-২১)

বাংলাদেশের উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব

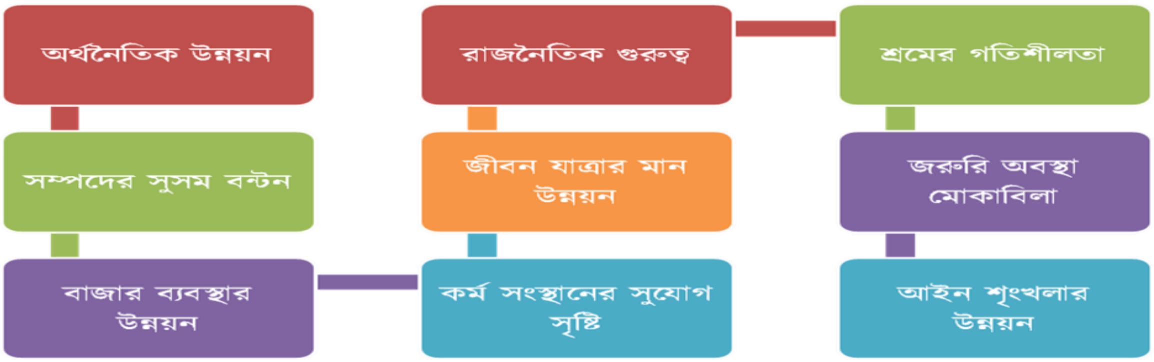

ইসলামের বিধিবিধান মেনে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করতে পারলে, যাত্রীসেবার মান বাড়াতে পারলে ও রাস্তা-ঘাট প্রতিবন্ধকতা মুক্ত রাখতে পারলে আমাদের দেশও উন্নত দেশের কাতারে দাড়াতে পারবে।

৯.৬ বাসস্থানের নিশ্চয়তা

নিজের বাসস্থান মানুষের সবচেয়ে প্রিয় ও শান্তির জায়গা। এখানে মানুষ তার প্রিয়জনকে নিয়ে কাঁটায়। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো তাদের মানুষের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর বাসস্থানগুলো সুন্দর ও সুপরিকল্পিত। আমাদের দেশেও অনেক আধুনিক, উন্নত বাড়ী-ঘর তৈরি হচ্ছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এখনও অনেক মানুষের মাথা গোঁজার মতো একটু ঘর কিংবা বাড়ী নেই। এরা অনেকেই রেলস্টেশনে, বাসস্ট্যান্ডে, বাস ছাউনীতে, রাস্তার ধারে কিংবা গাছের নিচে তাদের জীবন কাটায়। পরিসংখ্যান ব্যুরোর এক জরিপের ফলাফল অনুযায়ী ঢাকার ফুটপাতে ভাসমান মানুষ ৫০ হাজার, ক্রমে এদের সংখ্যা আরও বাড়ছে।[১] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ হিসাব বলছে, ঢাকায় ভাসমান মানুষের সংখ্যা ৫০ হাজারের বেশি। কিন্তু সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এই সংখ্যা আরও অনেক বেশি। তারা বলছেন, ভাসমান এই মানুষগুলোর থাকার জন্য যেমন কোনো জায়গা নেই, তেমনি তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন মৌলিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত। রাজধানীর বিভিন্ন

[১] জনকণ্ঠ রিপোর্ট, "ঢাকায় ভাসমান মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে", *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৮ এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ৩

বাসস্ট্যান্ড ও সদরঘাটেও ভাসমান মানুষকে রাত যাপন করতে দেখা যায়। একইভাবে নগরীর বিভিন্ন যাত্রী ছাউনি, ফুটওভার ব্রিজ, রাস্তার আইল্যান্ডেও তাদের ঘুমাতে দেখা যায়।[১] সারা দেশে বাড়ী-ঘরহীন মানুষের সংখ্যা অনেক। বাসস্থানের নিশ্চয়তা করা মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। এই অধিকার নিশ্চিত করা সরকারের যেমন দায়িত্ব ঠিক তেমনি সমাজের অর্থশালী আছেন যারা তাদেরও দায়িত্ব রয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "এবং তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক।"[২] এত বিশাল সংখ্যক মানুষকে বাসস্থানহীন রেখে আমরা উন্নত দেশের কাতারে দাড়াতে পারবো না। তাই আমাদের উন্নত দেশ হিসেবে পরিগণিত হওয়ার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে যত দ্রুত সম্ভব এই অসহায় মানুষের বাসস্থানের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নিয়ে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। যাকাত কিংবা দানশীল ব্যক্তিদের অনুদান হতে পারে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অর্থায়নের উৎস।

মহান আল্লাহ্ এই পৃথিবীর ভাল কর্মের মাধ্যমে মানুষের স্থায়ী বসবাসের জায়গা আখিরাতে নিবাস বানানোর জন্য উৎসাহিত করেছেন। মহান আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন, "আর আল্লাহ্ তোমাকে যা দান করেছেন তাতে তুমি আখিরাতের নিবাস অনুসন্ধান কর। তবে তুমি দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না।"[৩] মহান আল্লাহ্ আমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন তা দিয়ে আমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এর বিনিময়ে সুন্দর, মনোরম আবাসস্থল খুঁজে নিবো। তবে আমরা দুনিয়ায় নিজে, পরিবার, পরিজন নিয়ে থাকার জন্য আবাস স্থান বানাতে যেন ভুলে না যাই। কারণ পিতা-মাতা, স্ত্রী, সন্তানদেরকে নিয়ে শরীয়তের বিধান মত চলতে গেলে বসবাসের জন্য একটি ঘর দরকার, যেখানে প্রত্যেকে তাঁর ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করে চলতে পারে। মহান আল্লাহ্ অন্যত্র বলেছেন, "এবং আল্লাহ্ তোমাদের গৃহকে করেন তোমাদের জন্য আবাসস্থল এবং তিনি তোমাদের জন্য পশুচর্মের তাঁবুর ব্যবস্থা করেন, তোমরা তাকে সহজ মনে কর ভ্রমণকালে এবং অবস্থানকালে। এবং তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন তাদের পশম, লোম ও কেশ হতে কিছু কালের গৃহ-সামগ্রী ও ব্যবহার- উপকরণ।"[৪] ঘর শুধু বিশ্রাম, কিংবা বিনোদনের জন্য নয় বরং এখানে মানুষ নিরবে,

---

[১] জিন্নাতুন নূর, ভাসমান মানুষের রাত্রিবাস, *বাংলাদেশ প্রতিদিন,* ২৩ মে ২০১৬ খ্রি., Retrieved on July 20, 2019, from https://www.bd-pratidin.com/various-city-roundup/2016/05/24/146602

[২] আল-কুরআন, ৫১:১৯ (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)

[৩] আল-কুরআন, ২৮:৭৭ (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّـهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا)

[৪] আল-কুরআন, ১৬:৮০ (وَاللَّـهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ)

নিভৃতে মহান আল্লাহ্‌র ইবাদত বন্দেগী করবে, কুরআন তিলাওয়াত করবে। মহানবী (সা.) এ প্রসঙ্গে বলেন, “আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে ক্বরস্থানে পরিণত করো না এবং আমার ক্বরকে উৎসবের স্থানে পরিণত করো না। তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ করো। তোমরা যেখানেই থাকো না কেন তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌছানো হবে।”[১] বাড়ী-ঘর বানাতে গিয়ে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যাতে প্রতিবেশীর কোন রকম ক্ষতি না হয়, অন্যের জমি দখল না হয়। সরকারের বিধি-নিষেধ অবশ্যই অনুসরণ করা উচিত। আমাদের দেশে অনেক সময় দেখা যায়, নিজের বাড়ীর বেশি সুবিধা ভোগ করতে গিয়ে অন্যের ক্ষতি করে ফেলি, এটি মোটেই যুক্তিসংগত নয়। মহানবী (সা.) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, “ক্ষতি করাও যাবে না, ক্ষতি সহ্য করাও যাবে না।”[২] নিজে বাড়ী করতে গিয়ে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া যাবে না, এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। এ সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।”[৩] গৃহ নির্মাণের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন ঘরের ছেলে মেয়ে আলাদা থাকার ব্যবস্থা থাকে। সম্ভব হলে মেহমানদের জন্য আলাদা ব্যবস্থাপনা রাখা উত্তম। নারী পুরুষ যেন পর্দার বিধান রক্ষা করে স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করতে পারে সে ব্যবস্থাও রাখা উচিত। বাসায় কাজের ছেলে মেয়ে থাকলে খেয়াল রাখতে হবে যেন তারা অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়।

৯.৭ ধর্মীয় শিক্ষা ও শারীরিক প্রশিক্ষণ প্রদান

ইসলাম প্রতিটি মুসলমানকে শিক্ষা বা জ্ঞান অর্জনের প্রতি নির্দেশ দিয়েছে, বিশেষভাবে ধর্মীয় ও শারীরিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছে। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শিক্ষা অবশ্যই হবে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক। কারণ জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক নরনারীর জন্য ফরয। ফরয আদায় ব্যর্থ হলে শুধু

---

[১] ইমাম আবু আদাউদ, *সুনানু আবি দাউদ,* অধ্যায়: কিতাবুল মানাসিক, পরিচ্ছেদ: বাবু যিয়ারাতিল কুবুর, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২০৪২ (وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ يَقُوْلُ لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا وَلَا تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا وَّصَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّ صَلوتَكُمْ تَبْلُغُنِىْ حَيْثُ كُنْتُمْ)

[২] ইমাম ইবন মাজা, *সুনানু ইবন মাজাহ,* অধ্যায়: কিতাবুল আহকাম, পরিচ্ছেদ: বাবু মান বানা ফী হাক্কিহি মা ইয়াদুররু বিজারিহি, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২৩৪০ (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ)

[৩] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল আদাব, পরিচ্ছেদ: বাবু মান কানা ইউমিনু বিল্লাহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি ফালা ইউজি জারাহু, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৬০১৮ (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ)

ব্যক্তিকে নয় রাষ্ট্রের কর্ণধারগণকেও আল্লাহ্‌র কাছে দায়ী হতে হবে।[১] পবিত্র কুরআনের প্রথম আয়াতে মহান আল্লাহ্ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন, বিশেষ করে সেই স্রষ্টার নামে পড়তে বলেছেন যিনি সৃষ্টি করেছেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌র বাণী, "পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে আলাক হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানতো না।"[২] দ্বিতীয় আয়াতে স্রষ্টার নামে পড়তে বলেছেন, যিনি মানুষসহ পৃথিবীর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। এখানে সৃষ্টিকর্তার ব্যাপারে পড়াশুনা করে জ্ঞান অর্জন করতে হবে যাতে তার দেয়া দায়িত্ব বিশ্বাস ও আস্থার সাথে পালন করা যায়। এই স্রষ্টার পরিচয় সম্পর্কে জানার জন্য একজন মানুষকে কুরআন অধ্যয়ন করতে হবে, রাসূলের হাদীস অধ্যয়ন করতে হবে। কুরআনের মধ্যে আল্লাহ্ তাঁর পরিচয় বিভিন্নভাবে প্রদান করেছেন। সূরা ইখলাসে মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "বল, তিনিই আল্লাহ্, এক অদ্বিতীয়, আল্লাহ্ কারও মুখাপেক্ষী নহেন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী; যিনি কাউকেও জন্ম দেন নাই এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি।"[৩] সূরা হাদীদের প্রথম দিকে আল্লাহ্ তাঁর পরিচয় সম্পর্কে বলেন, "আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সর্বময় কর্তৃত্ব তারই; তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান; তিনি সর্ব বিষয় সর্বশক্তিমান। তিনি আদি, তিনিই অন্ত; তিনিই ব্যক্ত ও তিনিই গুপ্ত এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।"[৪] মহান আল্লাহ্‌র ব্যাপারে এ সব জ্ঞান মানব রচিত কোন আধুনিক জ্ঞানের বইয়ের মাধ্যমে জানা যায় না। স্রষ্টার জ্ঞান না থাকলে মানুষ স্রষ্টার আদেশ-নিষেধ মানতে বাধ্য হবে না। অন্যায়ের সাথে লিপ্ত হবে, মানুষের অকল্যাণ করবে। সর্বোপরি দুনিয়া ও আখেরাতে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হবে। কিয়ামতের দিন মহান শাস্তির সম্মুখিন হবে। তাই ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মানুষের জন্য জরুরি।

মানুষের সার্বিক বিকাশের জন্য সুস্থ বিনোদন, শরীর চর্চা অতীব জরুরি। আমাদের প্রিয় নবী (সা.) শিশুদের সাথে কৌতুক করে কথা বলতেন। এক হাদীসে বর্ণিত আছে, আনাস (রা.) বলেন,

---

[১] শামসুল আলম, *ইসলামী রাষ্ট্র,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯৫ খ্রি. পৃ. ৫৭

[২] আল-কুরআন, ৯৬:১-৫ (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۞ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۞ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)

[৩] আল-কুরআন, ৯৬:১-৫ (قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ۞ اللَّـهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ)

[৪] আল-কুরআন, ৫৭:১-৩ (سَبَّحَ لِلَّـهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۞ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)

"রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাদের সাথে মেলামেশা করতেন। এমনকি তিনি আমার ছোট ভাইকে বলতেন, হে নুগায়র পাখির খবর কী?"[১] বস্তুত আবূ উমায়র (রা.) এর একটি নুগায়র পাখি ছিল। তা দিয়ে তিনি তিনি খেল-তামাসা করতেন, পরে তা মারা যায়।

মানুষের সুস্থতার জন্য ব্যায়াম, শরীর চর্চা, শারীরিক শিক্ষা অতীব জরুরি। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজে কুস্তি করেছেন, ঘোর চালনা করেছেন, তীর চালনা করেছেন, আবার হাবশীদের মাঝে বর্শা চালনোর প্রতিযোগিতায় পৃষ্ঠপোষকতাও করেছেন।[২]

৯.৮.১ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম

ব্যক্তি, সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মের লোকের বসবাস, তাই এখানে বিভিন্ন ধর্মের লোকের বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ দেশ হিসাবে এদেশে অনেক ইসলামিক প্রতিষ্ঠান যেমন, মকতব, মাদ্রাসা, মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার রয়েছে। এর সাথে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা-কর্মচারী, পরিচালনা পর্ষদ, অভিভাবকসহ আরও অনেকে সম্পৃক্ত রয়েছে। বাংলাদেশে যে সব ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় তার একটি চিত্র তুলে ধরা হলো:

৯.৮.২ মাদ্রাসাভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকেই ওহীভিত্তিক শিক্ষা বিস্তারকল্পে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ইসলামের প্রাথমিক স্তরে নব দীক্ষিত মক্কার মুসলমানদেরকে হাতে-কলমে মহান আল্লাহ্র একত্ববাদের শিক্ষা প্রদানের জন্য মক্কার নিকটবর্তী সাফা পাহাড়ের পাদদেশে সাহাবী হযরত আরকাম (রা.)-এর ঘরকে নির্বাচন করেন। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মাদ্রাসা হিসেবে যা 'দারুল আরকাম' নামে পরিচিত। 'দারুল আরকাম' নামক এ মাদ্রাসা বা শিক্ষালয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) স্বয়ং শিক্ষকতা করেন। মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে দাওয়াত প্রদানের নির্দেশ আসার আগ

---

[১] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল আদাব, পরিচ্ছেদ: বাবুল ই নবীসাতি ইলান নাস, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৬১২৯ (قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ يَقُولُ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لأَخٍ لِي صَغِيرٍ " يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ ")

[২] সম্পাদনা পরিষদ, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০০ খ্রি., পৃ. ১৫৮

পর্যন্ত ‘দারুল আরকাম’ নামক এ শিক্ষা নিকেতনে নব দীক্ষিত মুসলমানদের মাঝে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) দাওয়াতভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এ শিক্ষা কেন্দ্র থেকেই নবী করীম (সা.) কুরাইশদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। মাদ্রাসা শিক্ষার শুরুটা মূলত মানবতার সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর হাত

বাংলাদেশে বর্তমানে চার ধরনের মাদ্রাসা প্রচলিত। আলিয়া, কওমী, হাফেজী ও ফুরকানিয়া বা ইবতেদায়ী মাদ্রাসা। এর মধ্যে আলিয়া মাদ্রাসা হলো সরকারি অনুমতিপ্রাপ্ত ও বেতনভুক্ত। যেখানে কুরআন, হাদীস, ফিকাহ আকাঈদ, আরবি ভাষা ও সাহিত্যসহ ইসলামের মৌলিক বিষয়াদির পাশাপাশি বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, পৌরনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কৃষি, কম্পিউটার, কারিগরি প্রভৃতি বিষয় শেখানো হয়। এক কথায় মাদ্রাসা শিক্ষা হলো ‘টু ইন ওয়ান’ একের ভেতর দু’ধারার শিক্ষাব্যবস্থা। যেখানে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জগতের জ্ঞান লাভ হয়। তা ছাড়া মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন রকম সমাজ সেবা মূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে।

৯.৮.৩ মসজিদ ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ। এ দেশের প্রায় প্রতিটি শহর, গ্রাম, মহল্লায় মসজিদ রয়েছে। ঢাকাকে মসজিদের শহর বলা হয়। সরকারি হিসেব মতে সারা দেশে মসজিদের সংখ্যা ২ লাখ ৫০ হাজার ৩৯৯ টি। মসজিদের উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে প্রতি অর্থ বছরে নির্ধারিত আবেদন ফরমের ভিত্তিতে বাজেট বরাদ্দ থাকা সাপেক্ষে মসজিদের অনুদান মঞ্জুর করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ৫ হাজার ৩৫৬ টির অনুকূলে ১১ কোটি ২১ লাখ ৬০ হাজার, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৫ হাজার ৩৯৯ টি মসজিদের জন্য ১১ কোটি ৪৬ লাখ ৭০ হাজার টাকা অনুদান দেয়া হয়।[১]

মসজিদকে বায়তুল্লাহ বা আল্লাহ্র ঘর বলা হয়। মসজিদ শব্দের শাব্দিক অর্থ সিজদার স্থান। মসজিদ মুসলিম সমাজের অন্যতম পবিত্র স্থান। মুসলিম ঐতিহ্য, স্থাপত্য কৌশল, বিজয় স্মারক এবং শিক্ষা ও প্রশাসনিক বহুবিধ উজ্জ্বলতায় মসজিদের বিশেষ ভূমিকা আছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, “এবং নিশ্চয়ই মসজিদগুলো আল্লাহ্র।”[২] হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা.)

[১] অনলাইন ডেস্ক, “সারাদেশে মসজিদের সংখ্যা আড়াই লাখ”, *দৈনিক ইত্তেফাক,* ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০১৮ খ্রি., Retrived on December 15, 2019 from https://archive1.ittefaq.com.bd/ national/2018-/02/19/147832.html
[২] আল-কুরআন, ৭২:১৮ (وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّـهِ)

বলেছেন, সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ কেয়ামত দিবসে তার আরশের ছায়াতলে স্থান দিবেন, যে দিন তার ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না- ১. ন্যায়পরায়ণ শাসক, ২. এমন যুবক, যে তার যৌবনকাল ব্যয় করেছে আল্লাহর ইবাদতে, ৩. যার অন্তর সব সময় মসজিদের সাথে লেগে থাকে, ৪. এমন দুই ব্যক্তি, যারা আল্লাহ্‌র জন্য একে অপরকে ভালোবেসেছে এবং আল্লাহ্‌র জন্যই তাদের বিচ্ছেদ হয়েছে, ৫. এমন ব্যক্তি, যাকে কোনো সুন্দরী নেতৃস্থানীয়া রমণী মন্দকাজের জন্য ডেকেছে, কিন্তু সে তার ডাক প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি, ৬. সেই ব্যক্তি, যে এতটা গোপনে দান করে যে, তার বাম হাত জানে না, ডান হাত কী দান করেছে, ৭. আর সেই ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।[১] তাই তো জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অন্তিম ইচ্ছা, 'মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই, যেন গোরে থেকেও মুয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই।'[২] মসজিদ আল্লাহ্ তা'আলার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা এবং দিনরাত তাঁর রহমত নাযিলের ক্ষেত্র। হাদীসের ভাষায় "দুনিয়ায় সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান হলো বাজার, আর সবচেয়ে উত্তম স্থান হলো মসজিদ"।[৩] আল্লাহ্‌র নবী (সা.) বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করে দেয়, আল্লাহ্ তার জন্য বেহেস্তে একটি ঘর বানিয়ে দেন।"[৪] হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন বলেন, যে ব্যক্তি সকালে বা সন্ধ্যায় যতবার মসজিদে যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে ততবার মেহমানদারীর ব্যবস্থা করে রাখেন।"[৫]

মসজিদ নামাজের স্থান হলেও এটিকে উন্নয়নের কেন্দ্রে পরিণত করা যেতে পারে। এটি শিক্ষা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র বিন্দু হতে পারে। ইসলামের স্বর্ণ

---

[১] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুয যাকাত, পরিচ্ছেদ: বাবুস সাদাকাতি বিল ইয়ামীন *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ১৪২৩ (عَن أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ في ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاَّ ظِلُّهُ: إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأ في عِبَادَةِ الله تَعَالَى، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالمَسَاجِدِ، وَرَجُلاَنِ تَحَابّا في اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيهِ وتَفَرَّقَا عَلَيهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأةٌ ذَاتُ مَنصَبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إنِّي أخَافُ اللهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، فَأخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِياً فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)

[২] মো. আলী এরশাদ হোসেন আজাদ, "মসজিদের দেশ বাংলাদেশ", *কালের কণ্ঠ,* ১৪ জুলাই, ২০১৭, পৃ. ১৫

[৩] ওয়ালীউদ্দিন আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনআবদুল্লাহ আল খতীব আত তাবরিযী (রহ:), *মিশকাতুল মাসাবীহ,* অধ্যায়: কিতাবু সালাত, পরিচ্ছেদ: বাবুল মাসাজিদি ওয়া মাওয়াদিঈস সালাত, বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামি, ১৯৭৯ খ্রি., হাদীস নং ৭৪১ (شَرُّ الْبِقَاعِ اَسْوَاقُهَا وَخَيْرُ الْبِقَاعِ مَسَاجِدُهَا)

[৪] প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬৯৭ (مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللهُ لَه بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ)

[৫] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল আযান, পরিচ্ছেদ: বাবু ফাদলি মান গাদা ইলাল মাসজিদি ওয়া মান রাহা, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং-৬৬২ (مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ)

যুগে মসজিদে নববী শুধু নামাযের জন্য নয় বরং যাবতীয় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের মূল প্রাণ কেন্দ্র রূপে বিবেচিত হতো এবং মসজিদের চত্বর আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ইসলামের স্বর্ণযুগে এখানেই মুসলিম জাতির সামাজিক, নৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক প্রভৃতি যাবতীয় সমস্যার সমাধান হতো এবং এখনকার সময়েও তা করা যেতে পারে। মসজিদের ইমাম সাহেবদের অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা আছে। যদি সরকারি ভাবে ইমাম সাহেবদের নিজ নিজ এলাকায় যাকাত আদায়ের দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং আল-কুরআনের নির্দেশ অনুসারে এসব যাকাত আদায়ের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের অর্থের একটি অংশ প্রদান করা হয় তাহলে কোটি কোটি টাকা যাকাত আদায় হতে পারে।[১] যাকাতের এই অর্থ যাকাতের খাতগুলোতে প্রদান করলে দেশে অর্থনৈতিক চাকা সচল হবে আর দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম বেগবান হবে। যাকাত ও উশর ব্যবস্থাপনার একটি চিত্র **পরিশিষ্ট-৪** দেয়া হয়েছে।

গণশিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, সর্বোপরি নারী শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে দেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সম্মানিত ইমামগণ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে মসজিদের ইমামগণ নামাযের সময় ব্যতীত অন্যান্য সময় মসজিদের বারান্দায় বিভিন্ন রকমের কল্যাণমূখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন।[২] আমাদের দেশের মসজিদগুলো নৈতিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সামাজিক উন্নয়নের কাজে লাগাতে পারলে এদেশে অন্যায়, অপরাধ, দূর্নীতি ও উগ্রবাদ কমে যেত। আমাদের দেশ উন্নতির দিকে আরও এগিয়ে যেত।

বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন এখন সরকারি অর্থে পরিচালিত মুসলিম বিশ্বের অন্যতম একটি বৃহৎ সংস্থা হিসেবে নন্দিত। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর ছাড়াও বায়তুল মোকাররমস্থ অফিসে প্রধান কার্যালয়ের কয়েকটি বিভাগীয় কার্যালয় রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানটি কেন্দ্রীয়ভাবে ১৭টি বিভাগ, ৭টি প্রকল্প, ১টি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, মাঠপর্যায়ে ৮টি বিভাগীয়সহ ৬৪টি জেলা কার্যালয় এবং আর্তমানবতার সেবায় ৫০টি ইসলামিক মিশন কেন্দ্র, ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী কেন্দ্রের মাধ্যমে সারাদেশে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। বর্তমানে ইসলামিক

---

[১] মুহাম্মাদ রুহুল আমিন, *“বাংলাদেশর মসজিদ: পরিকল্পনা ও উন্নয়ন”,* পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (অপ্রকাশিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত), ২০০৮ খ্রি., পৃ. ৩৯

[২] *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৪২

ফাউন্ডেশন-এর রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে ২৩১১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সম্মানী/ভাতার ভিত্তিতে ৭১,১৮৫ জনসহ সর্বমোট ৮৪,২৫৩ জন কর্মরত রয়েছে।[১]

ইফা 'ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী' নামে একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের 'ইমাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম' শুধু বাংলাদেশে নয়, উপমহাদেশে একটি ব্যতিক্রমধর্মী কার্যক্রম। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী এ বিভাগের আওতায় সর্বমোট এক লাখ ৮১ হাজার ৯১২ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ইমাম-মুয়াজ্জিনদের আর্থিক সহযোগিতা দেওয়ার জন্য 'ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মসজিদগুলোকে ইসলামী জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২৭ হাজার ৮৩২টি মসজিদ পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া ৩৮ কোটি ৭৩ লাখ টাকা ব্যয়ে ২১ হাজার ৫২০টি মসজিদ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার করা হয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিযোগ্য খাদ্য, পানীয় ও অন্যান্য ভোগ্যপণ্য সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক 'হালাল সনদ' দেওয়ার দায়িত্ব পালনার্থে এ বিভাগের আওতাধীন একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি কাজ করে যাচ্ছে। দুস্থ, দরিদ্র ও অনগ্রসর মানুষের চিকিৎসাসেবা, দারিদ্র্য বিমোচন ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সহায়-সম্বলহীন মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে এ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করছে। সুদমুক্ত ঋণ (কর্জে হাসানা), সেলাই প্রশিক্ষণ ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র মুসলমানদের বিপুল আর্থিক সহযোগিতা করা এ বিভাগের অন্যতম কাজ।[২] ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম বাংলাদেশের শান্তি, শৃঙ্খলা উন্নয়নে বিশাল অবদান রাখছে। এই প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন অনিয়মের কারণে আশাব্যাঞ্জক অবদান রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। সরকারের সিভিল অডিট অধিদফতরের বিশেষ নিরীক্ষা দলের প্রাথমিক অনুসন্ধানে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে গত ১০ বছরে প্রায় ৯০০ কোটি টাকার অনিয়মের তথ্য উঠে এসেছে। এ অনিয়মের কারণে সরকারের সরাসরি ক্ষতি হয়েছে ৩৭২ কোটি ৬৯ লাখ ৬৪ হাজার ৫৩৭ টাকা এবং বিধিবহির্ভূতভাবে খরচ করা হয়েছে ৫১৮ কোটি ৬০ লাখ ৬৯ হাজার ৭৯৮ টাকা।[৩] দুর্নীতি ও অনিয়ম বন্ধ করে এই প্রতিষ্ঠানটিকে কাজে লাগাতে পারলে দেশের উন্নয়ন কাজে এ প্রতিষ্ঠানটি বিরাট আবদান রাখতে পারবে।

---

[১] ইসলামিক ফাউন্ডেশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *জাতীয় তথ্য বাতায়ন,* Retrieved on march 30, 2020 from http://www.islamicfoundation.gov.bd/

[২] মাওলানা কাসেম শরীফ, "ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গৌরবময় পথ চলা", *দৈনিক কালের কণ্ঠ,* ০৭ এপ্রিল, ২০১৭, পৃ. ১৫

[৩] সম্পাদকীয়, "ইসলামিক ফাউন্ডেশনে অনিয়ম শুদ্ধি অভিযানের আওতায় আনা দরকার", *দৈনিক যুগান্তর,* নভেম্বর ০৮, ২০১৯, Retrieved on January 15, 2020 from https://www.jugantor.com/-todays-paper/editorial-/241548

৯.৯ সীমান্ত সুরক্ষা ও উন্নয়ন

একটি রাষ্ট্রের সীমান্ত সুরক্ষিত না থাকলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অনেক ক্ষেত্রেই বিঘ্নিত হয়। বর্হিঃ শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা, দেশে নিষিদ্ধ পণ্য সামগ্রী প্রবেশ থেকে দেশকে রক্ষা করা, সীমান্তবর্তী মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য সীমান্ত রক্ষী নিয়োগ করা রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আমাদের দেশের সীমান্ত রক্ষীরা সীমান্তে অনিয়ম বন্ধের চেষ্টা করা সত্ত্বেও বিভিন্ন অনিয়মের চিত্র ফুটে উঠছে, যা দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরাট সমস্যা সৃষ্টি করছে। নেশার বড়ি ইয়াবা পাচারের নতুন পথ হয়ে উঠেছে সিলেট সীমান্ত। ভারতের মিজোরাম রাজ্য থেকে আসাম ও মেঘালয় হয়ে সীমান্ত দিয়ে ইয়াবা ঢুকছে সিলেটের বিভিন্ন এলাকায়। এ ছাড়া জেলার জকিগঞ্জ ও বাল্লা সীমান্তের ওপারে (ভারতের অংশে) গড়ে উঠেছে ইয়াবা তৈরির ছোট ছোট কারখানা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও পুলিশ সদর দপ্তর সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, দুই দেশের সীমান্তে আগে যারা হেরোইন ও ফেনসিডিল আনা-নেওয়া করত, বেশি লাভের আশায় তারা এখন ইয়াবার কারবার করছে। এই সিন্ডিকেটের সঙ্গে স্থানীয় কিছু রাজনীতিক ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যেরও যোগসাজশ রয়েছে।[১] হেরোইন, ফেনসিডিল ছাড়াও সীমান্ত পথে ভারত থেকে আসা মাদক পণ্যের সারিতে এবার নুতন সংযোজন ইয়াবা ট্যাবলেট। মিয়ানমারে তৈরি ইয়াবা রুট বদল করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য পাড়ি দিয়ে সীমান্ত পথে বাংলাদেশে আসছে, নাকি ভারতেই ইয়াবা তৈরি হচ্ছে সে বিষয়ে নিশ্চিত না হলেও এখন সীমান্ত পথে ভারত থেকে ইয়াবা ঢুকছে সেটা নিশ্চিত হয়েছেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কর্মকর্তারা।[২]

সীমান্ত রক্ষার গুরুত্ব প্রদান করে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, “হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর; ধৈর্যের প্রতিযোগিতা কর এবং (প্রতিরক্ষায়) সদা প্রস্তুত থাক।”[৩] এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) বলেন, “আল্লাহ্‌র রাস্তায় একদিন সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত থাকা দুনিয়া এবং দুনিয়ার সবকিছু

---

[১] কামরুল হাসান, ঢাকা ও উজ্জ্বল মেহেদী, সিলেট, “ইয়াবা পাচারের নতুন পথ সিলেট সীমান্ত”, *দৈনিক প্রথম আলো,* ২৩ আগস্ট, ২০১৯, Retrieved on January 20, 2020 from https://www.prothomalo.com/bangladesh-/article/1610599/

[২] আনু মোস্তফা, রাজশাহী ব্যুরো, “ভারত সীমান্ত পথে আসা মাদকের তালিকায় নতুন সংযোজন ইয়াবা”, *দৈনিক যুগান্তর,* ১৯ জানুয়ারি, ২০১৯, Retrieved on January 15, 2020 from https://www.jugantor.com/todays-paper/city/135026/

[৩] আল-কুরআন, ৩:২০০ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

অপেক্ষা উত্তম।”[1] তাই সীমান্ত রক্ষায় আমাদের ভালভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। সীমান্ত সুরক্ষা না করতে পারলে আমাদের দেশে মরণ ব্যাধি ইয়াবাসহ বিভিন্ন মাদক দ্রব্য প্রবেশ করে আমাদের তরুণ ও যুব সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবে। যা আমাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে সার্বিকভাবে ব্যাহত করবে।

৯.১০.১ ইসলামে পররাষ্ট্রনীতি ও উন্নয়ন

বিশ্ব নবী (সা.) এর নেতৃত্বে মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইসলামে পররাষ্ট্রনীতি সুষ্ঠু ভিত্তির উপর দাঁড়ায়। মদীনায় ইসলামী হুকুমত প্রথম প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই বর্হির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগের জন্য ব্যাপক কর্মনীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব শান্তি ও উন্নয়নের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা এবং পরস্পরের মধ্যে শান্তি ও উন্নয়ন চুক্তি সম্পাদন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় । মহান আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন, “তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তবে আপনিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবেন ও আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভর করবেন। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।”[2] চুক্তি করার ব্যাপারে ইসলাম যেভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে ঠিক চুক্তি রক্ষার ব্যাপারেও ইসলাম বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। আল্লাহ্ তা‘আলা এ প্রসঙ্গে বলেন, “তবে মুশরিকদের মধ্যে যাদের সাথে তোমরা চুক্তিতে আবদ্ধ ও পরে যারা তোমাদের চুক্তি রক্ষায় কোন ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি, তাদের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত চুক্তি পালন করবে, আল্লাহ্ মুত্তাকীদেরকে পছন্দ করেন।”[3] ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সন্ধি চুক্তিতে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। যেমন- হুদায়বিয়ার সন্ধিতে বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের প্রতিকূল মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এই চুক্তি মুসলমানদের জন্য নিয়ে এসেছিল মহাসাফল্য। মুসলমানরা এই চুক্তির ফলে ইসলামের দাওয়াত আরবের বিভিন্ন প্রান্তরে পৌঁছে দেয়াসহ ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ, সমর প্রশিক্ষণে নিজেদেরকে নিয়োগ করতে পেরেছিলেন। প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ আল্লামা ইবন হিশাম

---

[1] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল জিহাদি ওয়াস সিয়ার, পরিচ্ছেদ: বাবু ফাদলি রিবাতি ইয়াওমিন ফী সাবীলিল্লাহ, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২৭৬৪ (رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا)

[2] আল-কুরআন, ৮:৬১ (وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ)

[3] আল-কুরআন, ৮:৬১ (إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ)

বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) মাত্র চৌদ্দশত সাহাবী নিয়ে হুদায়বিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন। কিন্তু দু'বছর পরই মক্কা বিজয়ের সময় তাঁর সাথী মুসলমানদের সংখ্যা হয়েছিল দশ হাজার।[১]

৯.১০.২ ভ্রাতৃত্ব, শান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন

মহানবী (সা.) এর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নের মূল প্রতিপাদ্য ছিল বিশ্ব ইসলামী ভ্রাতৃত্ব। এ ভ্রাতৃত্বই সারা বিশ্বের মানুষকে এক সূতায় গ্রোথিত করতে সক্ষম হয়েছিল। ভাষা, বর্ণ, পেশাগত ও ভৌগোলিক দিক দিয়ে যে ভ্রাতৃত্ব গড়ে তা মানুষকে পরিপূর্ণ শান্তি দিতে পারে না। মহান আল্লাহ্ বলেন, "হে মানব, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা হতে তাঁর স্ত্রীকে সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন; এবং আল্লাহ্কে ভয় কর যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাঞ্চা কর, এবং জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।"[২] মহানবী (সা.) বলেন, "সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহ্র পরিবারভুক্ত। আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় হচ্ছে ঐ সৃষ্টি, যে আল্লাহ্র অন্যান্য সৃষ্টিকূলের প্রতি অনুগ্রহ করে।"[৩] ইসলাম গোটা মানব জাতির সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করার কথা বলেছে। এর পর ইসলাম সব মু'মিন পুরুষ-নারীর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের কথা ঘোষণা করেছে। তাদের মধ্যে কোনরূপ বিরোধ বা বিবাদ দেখা দিলে তা দূর করে অবিলম্বে সন্ধি কায়েম করে সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, "মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই; সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর আর আল্লাহ্কে ভয় কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।"[৪]

যদি মুসলমানদের দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ ও যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, তাহলে গোটা মুসলিম সমাজের দায়িত্ব হচ্ছে- তাদের মধ্যে অনতিবিলম্বে মীমাংসা করে দেয়া এবং প্রয়োজন হলে সীমালংঘনকারী পক্ষের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হয়ে যুদ্ধ করা, তাকে মীমাংসা মেনে নিতে বাধ্য করা। আল্লাহ্ তা'আলা

---

[১] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ইসলামের ইতিহসা ও সংস্কৃতি,* ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিমিটেড, একাদশ সংস্করণ, ২০১৯, পৃ. ৮২

[২] আল-কুরআন, ৪:১ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)

[৩] আবু বাকর আহমাদ ইবন হুসাইন ইবন 'আলী ইবনমুসা আল-খোসরোযেরদী আল-বায়হাকী, *সুনানু বায়হাকী,* অধ্যায়: কিতাবুল আদাব, পরিচ্ছেদ: বাবুশ শাফকাতি ওয়ার রাহমাতি 'আলাল খালক, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৮ খ্রি., হাদীস নং ৪৯৯৮ (الخلق عيال الله ، فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله)

[৪] আল-কুরআন, ৪৯:১০ (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)

বলেন, “মুমিনদের দু’টি পক্ষ যদি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে হে মুসলিমগণ! তোমরা সেই পক্ষদ্বয়ের মাঝে সন্ধি করে দাও। পরে যদি এক পক্ষ অপর পক্ষের উপর সীমালজ্ঘন ও আগ্রাসন করে বসে, তাহলে তোমরা সকলে সম্মিলিতভাবে সেই পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না সে পক্ষ আল্লাহ্‌র ফয়সালা– মীমাংসার দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে তাহলে তখন উভয় পক্ষের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা সহকারে মীমাংসা ও সন্ধি করে দাও। আর তোমরা সকল ক্ষেত্রে সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতাকে প্রতিষ্ঠিত করবে। কেননা আল্লাহ্‌ ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারকারীদের ভালোবাসেন।”[১]
ইসলামের এসব আদেশ ও বিধানের চরম লক্ষ্যই হচ্ছে শান্তি রক্ষা, শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, যেন মানুষ শান্তি ও নিরাপত্তা সহকারে জীবন-যাপন করতে পারে। ইসলামের এই লক্ষ্য যেমন মুসলিম জনগণের মধ্যে, তেমনি সমগ্র মানব সমাজের মধ্যেও নিবদ্ধ।[২]

বর্তমান সময়ে স্থানীয় ও আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে বিভিন্নভাবে মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে। ইসলাম ভ্রাতৃত্ব ও শান্তি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি মানবাধিকার নিশ্চিত করার ব্যাপারে তাকিদ প্রদান করেছে। কারণ মানবাধিকার নিশ্চিত করতে না পারলে আমরা উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারবো না। মানবাধিকার বলতে আমরা বুঝি মানুষের মৌলিক অধিকার, যেমন-জান-মাল, ইজ্জত-সম্মানের নিরাপত্তা লাভের অধিকার, ভাত, কাপড় ও বেঁচে থাকার অধিকার, শিশুর অধিকার, নারীর অধিকার এবং শ্রমিক ও মজদুরের অধিকার ইত্যাদি। মানুষের প্রথম দাবী ও শ্রেষ্ঠ অধিকার হলো বেঁচে থাকার অধিকার। ইসলাম মানুষের এই অধিকার নিশ্চিত করার ব্যাপারে তাকিদ প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ্‌ এ প্রসঙ্গে বলেন, “আল্লাহ্‌ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করবে না।”[৩] বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (সা.) মানুষের জান, মাল এবং ইযযত-সম্মানের কথা উল্লেখ করে বলেন, “তা হলে, তোমাদের এ মাস, এ শহর, এ দিনটি যেভাবে সম্মানিত, ঠিক তেমনিভাবে তোমাদের জান-মাল-সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য সম্মানিত।”[৪] খাওয়া-পরাই মানুষের বেঁচে থাকার প্রধান উপকরণ। তাই এই রুজি-রোজগার সংগ্রহ করার ব্যাপারে ইসলাম ব্যাপক ভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ্‌

---

[১] আল-কুরআন, ৪৯:৯ (وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّـهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّـهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)

[২] মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৪

[৩] আল-কুরআন, ১৭:৩৩ (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّـهُ إِلَّا بِالْحَقِّ)

[৪] ইবরাহীম আলী, আনুবাদ: জিয়াউর রহমান মুন্সি, *সীরাতুন নবি (ﷺ)*, ঢাকা: মাকতাবাতুল বায়ান, বাংলাবাজার, ২০১৯ খ্রি., ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২৫০ (إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا)

এ প্রসঙ্গে বলেন, "সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধান করবে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[১]

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শিশুদের রক্ষা না করতে পারলে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, উন্নয়ন সব কিছুই মূল্যহীন হয়ে যাবে। আমাদের দেশসহ সারা বিশ্ব আজ শিশু অধিকার নিয়ে কাজ করছে। বিশ্বায়নের যুগে শিশু ও নারীরা এক দেশ থেকে অন্য দেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে বিভিন্ন কঠিন ও অনৈতিক কাজের মধ্যে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবন ঝুকির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। গত এক দশকে বাংলাদেশ থেকে লক্ষাধিক নারী ও শিশু পাচারের শিকার হয়েছে। প্রতি মাসে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় নারী ও শিশু ভারতে পাচার হয়ে থাকে। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বিস্তৃত স্থল ও জলসীমান্ত থাকার কারণে খুব সহজেই নানা কৌশলে পাচারকারী চক্র নারী ও শিশুদের পাচার করছে। পাচার হওয়া বেশির ভাগের ভাগ্যে জুটছে নির্মম পরিণতি।[২] জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী গত ১০ বছরে বাংলাদেশ থেকে তিন লাখের বেশি নারী শিশু পাচার হয়েছে ভারতে। টাইমস অব ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৫০ হাজার নারী ও শিশু ভারত, পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যে পাচার হয়ে থাকে। ইউনিসেফ ও সার্কের এক হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ হতে প্রতি বছর প্রায় সাড়ে ৪ হাজার নারী-শিশু পাচার হয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতার পর হতে এ পর্যন্ত এদেশ থেকে কমপক্ষে ১০ লাখ নারী ও শিশু পাচার হয়ে গিয়েছে। বিশ্ব জুড়েই রয়েছে পাচারকারীদের নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তারা গরিব ঘরের ছেলে, মেয়ে ও নারীদের পাচারের উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করে। বিভিন্ন কারণে শিশুদের পাচার করা হয়। যেমন-পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত, পর্নোগ্রাফি সিনেমায় ব্যবহার, মধ্যপ্রাচ্যে উটের জকি হিসেবে ব্যবহার, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত করা, শরীরের রক্ত বিক্রি করা, অঙ্গ-প্রতঙ্গ কেটে ব্যবসা, মাথার খুলি, কঙ্কাল রপ্তানি করা, চৌকস শিশুদের মগজ ধোলাই করে অস্ত্র ও জঙ্গি প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন দেশে অরাজকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রেরণ।[৩] ইসলাম শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করেছে। ইসলামে শিশুদের লালন-পালন ও তত্ত্বাবধানের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান

---

[১] আল-কুরআন, ৬২:১০ (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّـهِ وَاذْكُرُوا اللَّـهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

[২] নিজস্ব প্রতিনিধি, "শিশু ও নারী পাচার রোধে জনসচেতনতা বাড়ানোর আহ্বান" *দৈনিক কালের কণ্ঠ,* ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রি., Retrived on June 10, 2019 from https://www.kalerkantho.com/print-edition-/news/2018/09/17/681161

[৩] (*United Nations,* Office on Drugs and Crime, Interview: Human Trafficking in Bangladesh, June 2009), অভিমত, "শিশু পাচার", *দৈনিক ইনকিলাব,* ২১ মে, ২০১৭ খ্রি., Retrieved on June 14, 2019, from https://www.dailyinqilab.com/article/80278,

করেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) শিশুদের খুব স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন। মহানবী (সা.) এর আদর্শমতে শিশুর কল্যাণ বিধানে দায়িত্ব গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিশুর সুষ্ঠু বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যকর সকল ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি জন্মের সপ্তম দিনে তাঁর একটি সুন্দর নাম রাখা, মাথার চুল কমিয়ে ফেলা এবং আকীকা করার প্রতি হাদীসে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এমনকি শিশুর চারিত্রিক কল্যাণ, শিক্ষাগত চাহিদা এবং সাধারণ মঙ্গলের প্রতি মনোযোগ দেওয়াকে উন্নত মানের বদান্যতা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ইসলাম নারীর অধিকারের ব্যাপারেও ব্যাপক গুরুত্ব প্রদান করেছে। জাহেলিয়া যুগে নারী সমাজ সাধারণ নাগরিক সুবিধা ও পারিবারিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হতো এবং ভোগ্যপণ্য রূপে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু ইসলাম নারীকে প্রকৃত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। বিয়েতে সম্মতি প্রদান, ধর্ম ও জ্ঞান চর্চার অধিকার, উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া, মোহরানা লাভ ইত্যাদি অধিকার প্রদান করে ইসলাম নারীকে এক মহিমাময় আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। কুরআন মজীদের বহু জায়গায় পুরুষের পাশাপাশি নারীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে:

"আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ, সত্যবাদী নারী, সাওম পালন কারী পুরুষ ও সাওম পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাজতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী নারী, আল্লাহ্‌র অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী নারী তাদের জন্য আল্লাহ্ রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান।"[১]

বিশ্বব্যাপী শ্রমিক শ্রেণি বিভিন্ন অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আমাদের দেশসহ বিভিন্ন দেশ ও আর্ন্তজাতিক সংস্থা কাজ করছে। শ্রমিকরা কখনও বা তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক পায় না কিংবা পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হয়। কখনও বা তাদের উপর কঠিন কাজের বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা শারীরিক কিংবা মানসিক ভাবে নির্যাতিত হচ্ছে। ইসলাম শ্রমিকদের অধিকার ও মর্যাদার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। ইসলাম শরীরের ঘাম শুকাবার আগেই শ্রমিকদের পারিশ্রমিক দিয়ে দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেছে। তাদের উপর সাধ্যের অধিক কোন দায়িত্ব বা কাজের বোঝা চাপানোর ব্যাপারে নিষেধ করেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও বাসস্থান ইত্যাদি

---

[১] আল-কুরআন, ৩৩:৩৫ (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّـهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّـهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا)

শ্রমিকের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভূক্ত। এই অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা মালিক বা সরকারের অপরিহার্য কর্তব্য। কোন ছল-ছুতা ও মিথ্যা অজুহাত দাঁড় করিয়ে শ্রমিক ছাটাই করা অন্যায়।

একটি রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষেরা বসবাস করে। সকলে মিলেই দেশের উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত হতে হয়। ইসলাম সকলকে সমানভাবে মূল্যায়ন করে। ইসলাম অমুসলিমদের অধিকারের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। তাদের জান, মাল ইযযত-সম্মান, চাকুরী ইত্যাদির অধিকার নিশ্চিত করে। মহানবী (সা.) এ সম্পর্কে বলেন, "সাবধান! যদি কেউ কোন মু'আহিদ (চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিক)-এর প্রতি যুলম করে অথবা তাকে তার অধিকার থেকে কম দেয় কিংবা সাধ্য অতিরিক্ত কোন কাজ তার উপর চাপিয়ে দেয় অথবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার থেকে কোন মাল নিয়ে যায়, তাহলে কিয়ামতের দিনে আমি তার বিরুদ্ধে থাকব।"[১]

৯.১১ বৈধভাবে সম্পদ অর্জন ও উন্নয়ন

ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদের মালিক মহান আল্লাহ্। মানুষকে সাময়িক ভাবে এই সম্পদের মালিক করেছেন। মানুষের দায়িত্ব হলো এই সম্পদ আল্লাহ্র নির্দেশিত পথের বাইরে ব্যবহার করবে না। মানুষ তার ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে ব্যয় করবে। প্রত্যেক মানুষকে জিজ্ঞাসা করা হবে কোথা থেকে সে সম্পদ অর্জন করেছে এবং কোথায় তা ব্যয় করেছে? সুদের মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করা যাবে না। আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।"[২]

চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, সুদ, ঘুষ ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করা নিষিদ্ধ। অথচ আমাদের সমাজে কিছু মানুষ সুদ, ঘুষ, চুরি, ডাকাতিসহ বিভিন্ন পন্থায় অন্যায়ভাবে সম্পদ অর্জন করে সমাজকে ভারসাম্যহীন করে তুলেছে। যা দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে ব্যাপকভাবে ব্যাহত করছে। ইসলাম এ ব্যাপারে কঠিন নীতি অবলম্বন করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "পুরুষ চোর এবং নারী চোর, তাদের

[১] সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৮ম সংস্করণ, ২০০৯ খ্রি., পৃ. ৫৯২

[২] আল-কুরআন, ০২:২৭৫ (وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)

হস্তচ্ছেদন কর।"[১] ব্যবসায় প্রতারণাও উন্নয়ন কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। ইলামের দৃষ্টিতে ব্যবসায় প্রতারণার মাধ্যমে উপার্জন করা হারাম। "যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমার উম্মত নয়।"[২]

৯.১২ দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন

দারিদ্র্য উন্নয়নের পথে একটি বড় বাধা। আমাদের দেশের বিরাট একটি জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যের যাতাকলে পিষ্ট। দারিদ্র্য একটি সামাজিক ব্যাধি, যার কারণে মানুষ কখনো কখনো অন্যায়ের দিকে ধাবিত হয়। মানুষের চির শত্রু শয়তান দরিদ্র, অভাবগ্রস্থ ব্যক্তিকে অনেক ক্ষেত্রে খারাপ কাজের দিকে ধাবিত করতে পারে। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন, "শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ করে। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"[৩] অভাব ঈমানের জন্য হুমকি স্বরূপ, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। হাদীসে এসেছে, "দরিদ্রতা মানুষকে কুফরের দিকে নিয়ে যায়।"[৪] আল্লাহ্র সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ যাতে অভাব ও দরিদ্রতার মধ্যে না থাকে, উন্নত জীবন যাপন করতে পারে সে জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ্ বলেন, "নামায শেষ হলে তোমরা জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ (রিযক) সন্ধান করো।"[৫]

৯.১৩ উন্নয়নের জন্য মাদকমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন

বাংলাদেশের বিরাট একটি জনগোষ্ঠী আজ মাদকাসক্ত। এর মধ্যে তরুণ-তরুণীর সংখ্যা অনেক। যেটা দেশ, জাতি ও সমাজের জন্য আশংকাজনক। মাদকাসক্তিতে আক্রান্ত হয়ে তারা বিভিন্ন অন্যায়-অপরাধের সাথে জড়িত হচ্ছে। এসব তরুণ-তরুণী তাদের মেধাকে উন্নয়নের কাজে লাগাতে পারছে না। বিশাল একটি অংকের অর্থ ব্যয় হচ্ছে মাদক গ্রহণের পিছনে। আবার মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য মোটা অংকের অর্থ ব্যয় হয়। ইসলামের অনুশাসন মেনে চললে অর্থের এই অপচয়

---

[১] আল-কুরআন, ০৫:৩৮ (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

[২] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম,* অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান, পরিচ্ছেদ: বাবু কাওলিন নাবিয়্যি (সা.) মান গাশশানা ফালাইসা মিন্না, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ১০১ (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي)

[৩] আল-কুরআন, ০২:২৬৮ (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّـهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)

[৪] ছিকাতুল ইসলাম আল-কালিনী, *উসূলুল কাফী,* বৈরুত: দারুল মুরতাদালিত-তবা'আহওয়ান-নাশরিওয়াত-তাওযিয়ি, ১ম সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি., খ. ২, পৃ. ৩০৭ (كاد الفقر أن يكون كفر)

[৫] আল-কুরআন, ৬৪:১০ (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّـهِ وَاذْكُرُوا اللَّـهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

হতো না। আর এই অর্থ দিয়ে অনেক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড করা যেত, বেকার সমস্যার অনেকটাই সমাধান করা যেত। তাই আল্লাহ্র নির্দেশ মেনে সকল পর্যায় থেকে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে।

মহানবী (সা.) এ প্রসংগে বলেছেন, "নেশা জাতীয় প্রত্যেক বস্তুই মাদক।"[১] ইসলামের দৃষ্টিতে সব ধরনের মাদক দ্রব্য ব্যবহার ও ব্যবসা করা হারাম। মদ হারাম বা অবৈধ করার আয়াত রাসূলে পাক (সা.) এর মাদানী জীবনের প্রথম দিকে তিনটি পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়। প্রথমে মহান আল্লাহ্ বলেন, "লোকেরা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, মদ ও জুয়ার মধ্যে ভয়ানক পাপ আছে এবং মানুষের জন্য উপকারও আছে। তবে মদ ও জুয়ার উপকারের চেয়ে এগুলোর পাপ অধিকতর ভয়ানক।"[২] পরবর্তীতে নাযিলকৃত আয়াতে মুসলমানদেরকে মদ্যপ অবস্থায় নামাযে দাঁড়াতে নিষেধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন, "হে মু'মিনগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা যা বলো তা বুঝতে পারো।[৩] যার ফলে নামাযী মুসলমানদের মদপান শুধুমাত্র এশার নামাযের পর ঘুমানোর আগের সময়টাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কারণ আর কোন নামাযের মাঝে এত দীর্ঘ বিরতি ছিল না, যার মধ্যে মদ্যপান করে তার প্রভাবমুক্ত হয়ে পরবর্তী নামায আদায় করবে। অবশেষে পঞ্চম সূরার ৯০ নং আয়াতে সরাসরি মদ্যপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এখানে মহান আল্লাহ্ বলেন, "হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মুর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"[4] আয়াত নাযিলের পর তখন যারা মদপান করছিল এবং যাদের ঘরে মদের পাত্র ছিল তারা সবাই তা নির্দ্বিধায় ছুঁড়ে ফেলে।

---

[১] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম,* অধ্যায়: কিতাবুল আশরিবাহ, পরিচ্ছেদ: বাবু বাইয়ানি আন্না কুল্লা মুসকিরিন খামরুন ওয়া আন্না কুল্লা খামরিন হারামুন, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৩৮৪৮ (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)

[২] আল-কুরআন, ২:২১৯ (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّـهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ)

[৩] আল-কুরআন, 8:8৩ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ)

[4] আল-কুরআন, ৫:৯০ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تُفْلِحُونَ)

৯.১৪ প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সকল রকম উন্নয়ন কার্যক্রম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ছাড়া মানুষের উন্নয়ন কার্যক্রম চিন্তাও করা যায় না। সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামল, নদী-মাতৃক আমাদের এই বাংলাদেশ। মহান রব্বুল আলামীন প্রকৃতিগতভাবেই আমাদের এই দেশকে অনেক সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। এ দেশে দিয়েছেন অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ। কিন্তু আমরা আমাদের এই সুন্দর পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদকে বিভিন্নভাবে নষ্ট করে পরিবেশ দূষণ করছি, যা আমাদের টেকসই উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করছে। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক প্রকাশিত এক গবেষণায় উঠে আসে, পরিবেশগত সূচকে ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৯তম। পরিবেশ সুস্বাস্থ্য সূচকে এদেশের অবস্থান ১৭৮ রাষ্ট্রের মধ্যে ১৭৮তম। বায়ুমান সূচকে ১৮০ দেশের মধ্যে সবচেয়ে দ্বিতীয় খারাপ অবস্থা আমাদের দেশের। খাবার পানি ও স্যানিটেশনে ১২৮ দেশের মধ্যে ১২৮তম। আর কৃষি, বায়ুদূষণ, প্রতিবেশ, বন ও সবুজ আচ্ছাদন, জলবায়ু ও জ্বালানি খাতেও আমাদের অবস্থান পেছনের কাতারে। পরিবেশবিনাসী কার্যক্রম এখনই বন্ধ করতে না পারলে ২০৩০ সালে টেকসই উন্নয়নের অভিষ্ঠ লক্ষ্য অর্জনেও আমাদের পিছিয়ে পড়া দেশের কাতারেই থাকতে হবে।[১]

আমাদের উৎপাদনের সকল কাঁচামাল কিংবা উপকরণ আমরা প্রকৃতি থেকেই সংরক্ষণ করে থাকি। মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন এই প্রকৃতিতে মানুষ তথা সৃষ্টি জীবের প্রয়োজনীয় সকল রকম নিয়ামত প্রদান করেছেন। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ বলেন, “আমি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি ও এতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং আমি পৃথিবীতে প্রতিটি বস্তু সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছি। আমি তোমাদের জন্য তাতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি এবং তোমরা যাদের রিজিকদাতা নও, তাদের জন্যও। প্রতিটি বস্তুর ভাণ্ডার আমার কাছে আছে এবং আমি তা প্রয়োজনীয় পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি। আমি বৃষ্টি-গর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, অতঃপর আকাশ থেকে বারিধারা বর্ষণ করি এবং তা তোমাদের পান

---

[১] মোহাম্মদ আবু তাহের, “পরিবেশ বিপর্যয়ের আশঙ্কা বাড়ছে”, *দৈনিক ইনকিলাব,* ১১ ডিসেম্বর, ২০১৮, Retrieved from https://www.dailyinqilab.com/article/171516 on August 20, 2019

করতে দেই, বস্তুত এর ভাণ্ডার তোমাদের কাছে নেই।"[১] পৃথিবীতে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা জীবজগতের অস্তিত্ব রক্ষায় মহান আল্লাহ্ গাছ-পালা, লতা-পাতা ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, "আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি ও তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং নয়নাভিরাম বিবিধ উদ্ভিদরাজি উৎপন্ন করেছি। এটি আল্লাহ্‌র অনুরাগী বান্দাদের জন্য জ্ঞান ও উপদেশ স্বরূপ।"[২] আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে পৃথিবীর মানুষকে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার দিকনির্দেশনা দিয়ে ঘোষণা করেছেন, "তিনিই আল্লাহ্, যিনি বায়ু প্রেরণ করেন। অতঃপর তা (বায়ু) মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে। অতঃপর তিনি (আল্লাহ্) মেঘমালাকে যেভাবে ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে (মেঘমালাকে) স্তরে স্তরে রাখেন। এরপর তুমি দেখতে পাও, তার মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাদের নিকট ইচ্ছা তা (বৃষ্টি) পৌঁছান, তখন তারা আনন্দিত হয়।"[৩] মহানবী (সা.) বলেছেন, "কোনো মুসলমান যদি একটি বৃক্ষের চারা রোপণ করে অথবা ক্ষেতখামার করে, অতঃপর তা থেকে পাখি, মানুষ কিংবা কোনো জন্তু ভক্ষণ করে, তা তার জন্য সদকার সওয়াব হবে।"[৪] আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে নবী কারীম (সা.) বলেছেন, "যদি নিশ্চিতভাবে জানো যে, কেয়ামত এসে গেছে, তখন হাতে যদি একটি গাছের চারা থাকে যা রোপণ করা যায়, তবে সেই চারাটি লাগাবে।"[৫] গাছ লাগানো প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের একটি বড় মাধ্যম। তাই আমাদেরকে প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ করতে হবে। প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট করলে টেকসই উন্নয়ন ব্যাহত হবে। পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর (২০১১ সালের ১৪ নং

---

[১] আল-কুরআন, ১৫:১৯-২২ (وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ۚ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۚ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ)

[২] আল-কুরআন, ৫০:৭-৮ (وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۚ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ)

[৩] আল-কুরআন, ৩০:৪৮ (اللَّـهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۖ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ)

[৪] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল মুযারাআ'হ, পরিচ্ছেদ: বাবু ফাদলিয-যারঈ ওয়াল গারাসি ইযা আকালা মিনহু, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২৩২০ (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ)

[৫] ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ,* অধ্যায়: বাবুল 'ঈতিনাই বিদ দুনিয়া, কায়রো: আল-মাতবা'আতুস-সালাফিয়াহ, ১৩৭৫ হি. হাদীস নং ৪৭৯ (إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يَغرِسَها، فليَغرِسْها)

আইন) মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।[১] জাতীসংঘ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে ১৩, ১৪ ও ১৫ নম্বরে জলবায়ু বিষয়ে পদক্ষেপ, সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ ও পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিত করা, ভূমির টেকসই ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[২]

৯.১৫ জুয়া খেলা বন্ধ ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা

জুয়া খেলা একটি সামাজিক অপরাধ এবং ইসলাম একে সম্পূর্ণ রূপে অবৈধ ঘোষণা করেছে। জুয়া খেলা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়। জুয়াকে সামাজিকভাবে একটি খারাপ বা অপরাধ মনে করলেও এদেশে গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত জুয়ার আসর বসে। তরুণ বয়স থেকে শুরু করে পরিণত বয়সের অনেক লোক এ কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত থেকে অনেক অর্থ ও সময় অপচয় করছে। কেউবা নিঃস্ব হয়ে গেছে এই জুয়ার কারণে। অনেক সাজানো পারিবার ভেঙে গেছে এই জুয়া খেলার জন্য। যা আমাদের উন্নয়নের পথে একটি অন্তরায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অভিজাত হোটেল ও ক্লাবে অননুমোদিত জুয়ার প্রচলন রয়েছে। বিভিন্ন পার্বণ ও উৎসব উপলক্ষ্যে দেশের সর্বত্র জুয়া খেলার আয়োজনের সংবাদ পাওয়া যায়।[৩] এ সংক্রান্ত অসংখ্য সংবাদ জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনুল কারিমে বলেন, “নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তিপূজা ও ভাগ্যনির্ধারক তীর শয়তানের অপবিত্র কাজের অন্তর্ভূক্ত। তাই তোমরা এসব থেকে দূরে থেকো, যাতে তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারো।[4] ইসলাম একে পরিত্যাগ করতে বলেছে, কারণ জুয়ারী নেশার তাড়নায় অনেক অন্যায় কাজের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পরে যা উন্নয়ন কার্যক্রমকে ব্যাহত করে। তাদেরকে ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে সচেতন করতে হবে, এরপরও বিরত না রাখতে পারলে তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। জুয়া খেলে মানুষ সময়, মেধা ও অর্থ নষ্ট করে এবং চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মারামারি,

---

[১] *জাতীয় পরিবেশ আইন ২০১৮,* পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ১

[২] মোঃ রায়হানুল ইকবাল ইভান, “টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও বাংলাদেশ”, *Dhaka Tribune, বাংলা,* জুন ০২, ২০১৯, Retrived on June 20, 2020, from https://bangla.dhakatribune.com/-opinion/2019/06-/02/11372,

[৩] মোঃ ইব্রাহীম খলিল, *সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলামের বিধানঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ।* পিএইচ. ডি. গবেষণা, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (অপ্রকাশিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত), ২০১০, পৃ. ৫৭

[4] আল-কুরআন, ৫:৯০ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

হানাহানিসহ বিভিন্ন রকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তাই ইসলামের বিধান মেনে জুয়া থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারলে সমাজ, দেশ তথা জাতি রক্ষা পাবে, উন্নয়ন কার্যক্রম বেগবান হবে।

৯.১৬ সুদের প্রচলন বন্ধ করে স্থিতিশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করা

ইসলামে নিষিদ্ধ অর্থনৈতিক কর্ম-কাণ্ডের মধ্যে সুদ একটি কর্ম-কাণ্ড। সুদ শোষণের একটি বড় অর্থনৈতিক হাতিয়ার। সুদ প্রথার মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়ে যায়, ধনী আরও ধনী হয় আর গরীব আরও গরীব হয়। যা Sustainable Development বা স্থিতিশীল উন্নয়নের পথে অন্তরায়। সামাজিক বৈষম্য ও অশান্তির এক উল্লেখযোগ্য কারণ সুদ প্রথা। সুদের কারণে মানুষ মানসিক চাপের মধ্যে থাকে, যার কারণে হৃদরোগের মত কঠিন রোগে মানুষ আক্রান্ত হয়। সুদের অর্থ গ্রহণ করে ব্যবসা শুরু করে মানুষ কখনও কখনও নিঃস্ব হয়ে যায়। যথা সময় সুদের টাকা পরিশোধ করতে না পারলে তাকে সমাজে অপমানের শিকার হতে হয়। আবার সমাজের অনেক মানুষ আছে যারা ব্যাংক থেকে মোটা অংকের অর্থ সুদে ব্যবসার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে আর পরিশোধ করে না। তারা ঋণ খেলাপি হয়, যা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ইসলাম এ কারণে সুদ প্রথার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। সুদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, “যে ঋণ কোন মুনাফা টানে তাই রিবা।”[১] মহানবী (সা.) বলেছেন, “সোনার বিনিময় সোনা, রূপার বিনিময় রূপা, গমের বিনিময় গম, যবের বিনিময় যব, খেজুরের বিনিময় খেজুর এবং লবনের বিনিময় লবন লেনদেন করা হলে সে ক্ষেত্রে পরিমাণ সমান সমান ও নগদ হতে হবে। যে ব্যক্তি বেশি দেবে বা গ্রহণ করবে সে সুদ সংঘটনকারী সাব্যস্ত হবে।”[২] সমজাতীয় দ্রব্য হোক বা টাকা যদি ধার দেয়া হয় এবং ধার পরিশোধের সময় যদি প্রদত্ত বস্তু বা টাকার চেয়ে অতিরিক্ত কোন বস্তু বা টাকা গ্রহণ করা হয়, তা হলে অতিরিক্ত যা কিছু গ্রহণ করা হলো তা সুদ বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধি হারে কিংবা সরল হারে যে হিসাবেই নেয়া হোক বা কেনো অতিরিক্ত কিছু নিলে তা সুদের আওতাভুক্ত হবে।

---

[১] হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদশফী (রহ.), *তফসীরে মা'আরেফুল কোরআন,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১ম খন্ড, ১৯৯৩ খ্রি., পৃ. ৭৯৩

[২] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম,* অধ্যায়: কিতাবুল মুসাকাতি ওয়াল মুযারা'আ, পরিচ্ছেদ: বাবুর রিবা, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৩০৭৩ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ ")

আল্লাহ্ তা‘আলা সুদকে সম্পূর্ণ রূপে হারাম করে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, “হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গ্রহণ করো না। আল্লাহ্‌কে ভয় করো, তাহলে তোমরা কল্যাণ লাভ করবে।”[১] আল্লাহ্ অন্যত্র বলেছেন, “হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং যদি তোমরা ঈমান এনে থাকো তা হলে সুদের মধ্য থেকে যা এখনো অনাদায়ী আছে তা পরিহার করো।”[২] যারা এ জেনেও সুদ গ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, “এর পরও তোমরা যদি সুদ পরিহার না করো, তা হলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা রইল।”[৩] আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু থেকে বেঁচে থাক। তারা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! সেগুলো কি? তিনি বললেনঃ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, জাদু, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে কাউকে হত্যা করা, যা আল্লাহ্ হারাম করেছেন, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, জিহাদের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা, সাধ্বী সরলমনা রমণীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা।”[৪] আল্লাহ্ আরও বলেন, “যারা সুদ খায় কিয়ামতের দিন তারা সেই ব্যক্তির মতো দাঁড়াবে শয়তান যাকে স্পর্শ দিয়ে পাগল করে দিয়েছে। যারা আবার সুদ গ্রহণ করবে তারা আগুণের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।”[৫] আরো বলা হয়েছে, “নিষিদ্ধ হওয়ার পর বনী ইসরাঈরা সুদ গ্রহণ করতো এবং অন্যায়ভাবে মানুষের ধন সম্পদ আত্মসাৎ করতো তাই আমি তাদের মধ্যকার অবিশ্বাসীদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।”[৬] সুদের ক্ষতির চিন্তা করে বিশ্বব্যাপী ইসলামিক ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংকিং ব্যবস্থা যথেষ্ট রকমের গ্রহণ যোগ্যতা পেয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা সুদ মুক্ত রাখা হয়েছে। আমাদের দেশসহ

---

[১] আল-কুরআন, ৩:১৩০ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّـهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

[২] আল-কুরআন, ২:২৭৮ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ)

[৩] আল-কুরআন, ২:২৭৯ (فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ)

[৪] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল ওয়াসায়া, পরিচ্ছেদ: বাবু কওলিল্লাহি তা‘আলা: ইন্নাল্লাযীনা ইয়াকুলুনা আমওয়াল ইয়াতামা যুলমান ইন্নামা ইয়াকুলুনা ফী বুতুনিহিম নারান ওয়া সাইয়াসলাওনা সাঈরা, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২৭৬৬ (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ "قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ " الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ ")

[৫] আল-কুরআন, ২:২৭৫ (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)

[৬] আল-কুরআন, ৪:১৬১ (وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا)

পৃথিবীর আনেক দেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা সফল ভাবে চলছে।[১] ইসলামী নীতিমালা মেনে তারা ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে গেছে। তাই উন্নয়নকে গতিশীল করার জন্য সুদকে পরিহার করে ইসলামী বিধিনিষেধ মেনে ব্যবসা ভিত্তিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিত।

৯.১৭ ইসলামের দৃষ্টিতে বাংলাদেশে বেকার সমস্যার সমাধান ও উন্নয়ন

বাংলাদেশের উন্নয়নের একটি বড় বাধা বেকার সমস্যা। শিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা অনেক। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ হিসাব মতে, দেশে কর্মক্ষম ৫ কোটি ৬৭ লাখ লোকের মধ্যে কাজ করছে ৫ কোটি ৫১ লাখ। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)-এর এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশে বেকারের সংখ্যা ৩ কোটি। প্রতিষ্ঠানটি আভাস দিয়েছে, কয়েক বছরে তা দ্বিগুণ হয়ে ৬ কোটিতে দাঁড়াবে, যা মোট জনসংখ্যার ৩৯.৪০ শতাংশ হবে। আইএলও, বিশ্বব্যাংক, কমনওয়েলথ হিসাব দিয়েছে, গত এক দশকে বেকারত্বের হার বেড়েছে ১.৬ শতাংশ। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির এক গবেষণায় দেখানো হয়েছে, বাংলাদেশে বছরে ২২ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। এদের মধ্যে কাজ পায় মাত্র ৭ লাখ। এর মধ্যে শিক্ষিত-অশিক্ষিত বেকার রয়েছে।[২]

ইসলামের দৃষ্টিতে সুস্থ সবল মানুষ সে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, পারিবারিক শিক্ষা কিংবা কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হোক অথবা কোন শিক্ষা নাই থাকুক তার বেকার থাকার কোন সুযোগ নেই। ইসলাম তার মৌলিক ইবাদাতের সাথে সাথে একজন মুমিনকে হালাল উপর্জনের প্রতি ব্যাপক তাগিদ দিয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "যখন সালাত আদায় শেষ হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে, আল্লাহ্র অনুগ্রহ তালাশ করবে এবং বেশি বেশি করে আল্লাহ্র যিকর করবে- তাহলে তোমরা সফল হবে।"[৩] রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আরও বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজের শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে, তার চেয়ে উত্তম আহার আর কেউ করে না। জেনে রাখ, আল্লাহ্র নবী দাউদ (আ.) নিজের শ্রমলব্ধ উপার্জনে

[১] শামসুল আলম, *ইসলামী রাষ্ট্র,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৩য় প্রকাশ, ১৯৯৫ খ্রি., পৃ. ৫৮

[২] কামরুল হাসান দর্পণ, "দেশে বেকারত্বের হার এবং বাস্তব পরিস্থিতি", *দৈনিক ইনকিলাব,* ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০১৯, Retrived on November 13, 2019, from https://m.dailyinqilab.com/article/186305

[৩] আল-কুরআন, ৬২:১০ (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّـهِ وَاذْكُرُوا اللَّـهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

জীবিকা নির্বাহ করতেন।”[১] অন্য এক হাদীসের বর্ণনায় এসেছে, “মহানবী (সা.) বলেন, জাকারিয়া (আ.) ছুতার ছিলেন।”[২] মুহাম্মাদ (সা.) নিজে ছোট বেলা থেকেই বিভিন্ন ধরনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন, কখনোই তিনি অলস সময় কিংবা বেকার সময় অতিবাহিত করেননি। ছোট বেলায় তিনি মেষ চড়াতেন, চাচার ব্যবসায় সহযোগিতা করতেন, খাদিজার ব্যবসা দেখাশুনা করতেন। তবে তাঁর প্রতিটি কাজের মধ্যে ছিল একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা যা তার কর্মে সফলতা এনে দিয়েছে। মুহাম্মাদ (সা.)-এর সাহাবীগণ তাঁর আর্দশ অনুসরণ করে নিজেদেরকে কোন না কোন কাজে সম্পৃক্ত রেখেছিলেন। আমাদের দেশের বেকার যুব সমাজ যদি প্রত্যেকে নিজেকে কোন না কোন কাজে নিয়োজিত রাখে, কোন কাজকেই ছোট মনে না করে, তাহলে আমাদের দেশ স্বল্প সময়ে একটি উন্নত দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে। উন্নত দেশগুলোর উন্নতির বড় কারণ তারা অত্যন্ত পরিশ্রমী। তারা কোন কাজকেই ছোট করে দেখে না, যা মূলত ইসলামেরই শিক্ষা। বাংলাদেশ থেকে উন্নত বিশ্বে যারা উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করতে যায় তারা অনেক সময়ই অর্থের যোগান দিতে গিয়ে বিভিন্ন পেশায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন, যেই পেশার কাজ তিনি নিজের দেশে করতে চান না।

৯.১৮ উন্নয়নের জন্য পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা

কাজ ছাড়া কখনও উন্নয়ন কল্পনা করা যায় না। যে জাতি, গোষ্ঠী, সম্প্রদায়ের লোক যত পরিশ্রমী ও কর্মমূখী তারা তত উন্নত। আমাদের সমাজে একটি প্রবাদ আছে যে, “পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি” অর্থাৎ যারা অনেক পরিশ্রমী তারা জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারবে, সুখ সমৃদ্ধি তাদের জীবনের সাথী হবে। যেমন বলা যায়, জাপান, চীনের অধিবাসীরা অনেক পরিশ্রমী, যার কারণে পৃথিবীতে আজ তারা অর্থনৈতিক ভাবে অনেক সমৃদ্ধশালী। ইসলামী সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই হতে হবে শ্রমজীবি। জীবনের একটি মুহূর্ত অপচয় বা অপব্যবহার বা নষ্ট করার অধিকার আল্লাহ্ মানুষকে দেননি।[৩] ইসলাম কাজের মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করার জন্য ব্যাপকভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তি, অলসতা, কর্মবিমূখতাকে অপছন্দ করে। “যুবাইর ইব্নু ‘আওয়াম (রা.) সূত্রে নবী (সা.)

---

[১] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল বুয়ু, পরিচ্ছেদ: বাবু কাসাবির রাজুলি ওয়া আমালিহি বিইয়াদিহি, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২০৭২ (مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ)

[২] ইমাম মুসলিম,*সহীহ মুসলিম,* অধ্যায়: কিতাবুল ফাযাইল, পরিচ্ছেদ: বাবু ফী ফাযাইলি যাকারিয়্যা (আ.), *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৪৫১০ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ كَانَ زَكَرِيَّاءُ نَجَّارًا)

[৩] এ, জেড, এম, শামসুল আলম, *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ২০০

থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ রশি নিয়ে তার পিঠে কাঠের বোঝা বয়ে আনে এবং তা বিক্রি করে, ফলে আল্লাহ্ তার চেহারাকে (যাঞ্ছা করার লাঞ্ছনা হতে) রক্ষা করেন, তা মানুষের কাছে সওয়াল করার চেয়ে উত্তম, চাই তারা দিক বা না দিক।”[১]

বাংলাদেশে অনেক মানুষ আছে যারা ভিক্ষাবৃত্তিকে একটি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছে। যা নৈতিক দিক থেকে একটি খারাপ কাজ। ভিক্ষাবৃত্তি অসম্মানজনক এবং অনুৎপাদনশীল কাজ। ভিক্ষাবৃত্তি দেশ, জাতি ও সমাজের জন্য একটি লজ্জাকর বিষয়। আমাদের সরকার রাজধানী শহরের কিছু অভিজাত অঞ্চলকে ভিক্ষুক মুক্ত এলাকা করার চেষ্টা করেছে, যা একটি মহৎ উদ্যোগ। তবে এই উদ্যোগ দেশব্যাপী নিতে হবে। এক্ষেত্রে তাদেরকে পুনর্বাসনের জন্য সমাজের সম্পদশালী লোকদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। এই পেশা পরিহার করে মানুষকে কর্মের দিকে ধাবিত করতে হবে। কর্মের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে মহান আল্লাহ্ বলেন, “নিশ্চয়ই তোমার মজুর হিসাবে উত্তম হবে সেই ব্যক্তি, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।”[২] এখানে দু’টি বিষয় আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়; যার একটি হলো যোগ্যতা আর অন্যটি হলো বিশ্বস্ততা। উন্নয়নের জন্য আমাদেরকে কাজ করতে হবে। কাজ করলে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। আর কর্মক্ষম মানুষ যথাযথ ভাবে কাজ করলেই আমাদের দেশ স্বল্প সময়ের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে পরিগণিত হবে। তবে এই কর্মক্ষমতার সাথে সাথে সততা অত্যন্ত জরুরি বিষয়। কারণ অসৎ কর্মক্ষম মানুষ নিজের সুযোগ সুবিধা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যকে ঠকিয়ে নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এসব কর্মক্ষম মানুষ দেশকে উন্নতির চেয়ে পিছনের দিকে বেশি ঠেলে দেয়। যদি আমরা আমাদের জীবন, সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ দু’টির বাস্তবায়ন করতে পারি তাহলে আমরা টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌছাতে পারবো।

---

[১] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুয যাকাত, পরিচ্ছেদ: বাবুল ইসতি‘ফাফি ‘আনিল মাসয়ালা, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ১৪৭১ (عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ)

[২] আল-কুরআন, ২৮:২৬ (إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ)

৯.১৯ উন্নয়নের জন্য আমানত রক্ষা করা

আমানত রক্ষা করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমানতের খেয়ানতের কারণে মানুষ কখনো নিঃস্ব হয়ে যায়, আবার কেউ অন্যের অর্থ দিয়ে নিজে অট্টালিকা গড়ে, যা সমাজ তথা রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা নিয়ে আসে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে ব্যাপক ভাবে ব্যাহত করে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "হে মুমিনগণ! জেনে শুনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে বিশ্বাস ভংগ করো না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানত সম্পর্কেও বিশ্বাস ভংগ করো না।"[১] আমাদের দেশে ব্যাংকসহ বিভিন্ন অর্থ আমানত ও বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক ক্ষেত্রে তাদের আমানত রক্ষা করতে ব্যর্থ হচ্ছে, যা আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। অনেক ক্ষেত্রে গ্রাহকের অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথ ভাবে যাচাই বাছাই করে বিনিয়োগ করা হচ্ছে না। যার কারণে অসাধু ব্যক্তিবর্গ অর্থ আত্মসাতের সুযোগ পায়, যা আমাদের দেশের উন্নয়ন কাজে বাধা সৃষ্টি করে। মানুষ যখন কোন দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়, সেটা তার জন্য একটি আমানত। এই দায়িত্ব যদি সে যথাযথ ভাবে পালন না করে তাহলে সেটা তার আমানতের খেয়ানত করা হবে এবং এ ব্যাপারে সে আল্লাহ্র কাছে জিজ্ঞাসিত হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইবনুল লুতবিয়াকে যাকাত উসূল করার জন্য ইয়ামেনে পাঠালেন এবং তিনি ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে বললেন, "এগুলো আপনাদের আর এগুলো হাদিয়া যা আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন: তুমি সত্যবাদী হলে তোমার হাদিয়া তোমার কাছে না আসা পর্যন্ত তুমি তোমার বাবার ঘরে ও মায়ের ঘরে বসে থাকলে না কেন, এরপর রাসূলুল্লাহ (সা.) উঠে দাঁড়ালেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করলেন। তারপর বললেন: অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা আমার উপর যেসব দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন তা থেকে কিছু কাজের জন্য তোমাদের কতক লোককে নিযুক্ত করে থাকি। তাদের কেউ এসে বলে এগুলো আপনাদের, আর এগুলো হাদিয়া যা আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। সে সত্যবাদী হলে সে তার বাবার ঘরে ও মায়ের ঘরে কেন বসে থাকল না, যাতে তার হাদিয়া তার নিকট আসে? আল্লাহ্র শপথ! তোমাদের কেউ যেন তা থেকে অন্যায়ভাবে কিছু গ্রহণ না করে। তা না হলে সে ক্বিয়ামাতের দিন তা বহন করে আল্লাহ্র নিকট আসবে। সাবধান! আমি অবশ্যই চিনতে পারব যা নিয়ে আল্লাহ্র নিকট হাজির হবে। এক ব্যক্তি উট নিয়ে আসবে যা চেঁচাতে থাকবে অথবা গরু নিয়ে আসবে যে গরুটি হাম্বা হাম্বা করতে থাকবে, অথবা

[১] আল-কুরআন, ৮:২৭ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّـهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)

বক্রী নিয়ে আসবে, যে বক্রী ভ্যা ভ্যা করতে থাকবে। অতঃপর তিনি হাত দু'খানা উপরের দিকে এতটুকু উঠালেন যে, আমি তার বগলের শুভ্র উজ্জ্বলতা দেখতে পেলাম। এবং বললেন, শোন! আমি কি (আল্লাহ্‌র বিধান তোমাদের নিকট) পৌঁছিয়েছি।"[১] তাই আমাদেরকে প্রতিটি ক্ষেত্রে আমানত রক্ষা করে চলতে হবে। তা না হলে আমাদের উন্নয়ন অনেক ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হবে।

৯.২০ উন্নয়নে শ্রমিকের ভূমিকা

একটি জাতির উন্নয়নে শ্রমিকের ভূমিকা অপরিসীম। শ্রমিকের পারিশ্রমিকের প্রভাব যেকোন সমাজের উপর গভীরভেব প্রতিফলিত হয়। পারিশ্রমিক যদি সামান্য হয় তাহলে কেবল শ্রমিক পরিবারের জীবনমানই হ্রাসপাবে না, সাথে সাথে গোটা জাতিও এর দ্বারা প্রভাবিত হবে। কেননা প্রত্যেক দেশেই শ্রমিক শ্রেনির (চাই তারা দৈহিক শ্রমিক হোক অথবা বুদ্ধিগত) সংখ্যা গরিষ্ঠতা রয়েছে।[২] শ্রমিকরা যথাযথ ভাবে কাজ না করলে, কাজে ফাঁকি দিলে, অসততার সাথে সম্পৃক্ত হলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বিঘ্নিত হয়। আমাদের দেশের যতটুকু উন্নয়ন আমরা দেখতে পাই তার পিছনে বিরাট অবদান রয়েছে আমাদের দেশের সকল পেশার শ্রমিকদের। ইসলাম শ্রমিকদের দুনিয়া ও আখিরাতে মর্যাদা প্রদান করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে একজন শ্রমিকের কতগুলো দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। যেমন- ১। বিশ্বাস ভঙ্গ না করে আমানত ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করা। ২। মালিকের ন্যায়সংগত নির্দেশ মেনে চলা। ৩। কাজ যথাযথ ভাবে পালনে সতর্ক থাকা। ৪। দায়িত্ব পালনে সচেতন থাকা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্‌ বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের সহিত বিশ্বাস ভঙ্গ করো না এবং তোমরা আমানতের খেয়ানত করো না অথচ তোমরা এ বিষয়ে জ্ঞান রাখ।"[৩] শ্রমিকরা তার দেশের উন্নয়নের জন্য পৃথিবীর যে কোন জায়গায় তাদের রিযিক অন্বেষণ করার জন্য ভ্রমণ করবে অর্থাৎ

---

[১] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল আহকাম, পরিচ্ছেদ: বাবু মুহাসিবাতিল ইমামি উম্মালিহি, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৭১৯৭ (قَالَ هَذَا الَّذِي لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَهَلاَّ جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَخَطَبَ النَّاسَ وَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ رِجَالاً مِنْكُمْ عَلَى أُمُورٍ مِمَّا وَلاَّنِي اللهُ فَيَأْتِي أَحَدُكُمْ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَبَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا فَوَاللهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ هِشَامٌ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ جَاءَ اللهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلاَ فَلأَعْرِفَنَّ مَا جَاءَ اللهَ رَجُلٌ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بِبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةٍ تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ)

[২] ডক্টর মুহাম্মাদ ইউসূফুদ্দীন, *ইসলামের অর্থনৈতিক মতবাদ,* অনূদিত: আবদুল মতীন জালালাবাদী, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২য় সংস্করণ, ২০০০ খ্রি. পৃ. ২১

[৩] আল-কুরআন, ৮:২৭ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّـهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)

কাজের সন্ধান করবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, “তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন। অতএব, তোমরা তার ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ কর এবং তার দেয়া রিযিক আহরণ কর।”[১]

আমাদের দেশের শ্রমিকরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাজ করছে আর সেখান থেকে দেশে অর্থ পাঠাচ্ছে যা আমাদের অর্থনীতির চাকা গতিশীল রাখছে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বেগবান হচ্ছে। ২০১৯ সালে বাংলাদেশের রেমিটেন্স ১৮ বিলিয়ন ডলারের উপরে ছিল।[২] ২০১৮ সালের হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী বেশি রেমিট্যান্স আসা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান নবম।[৩] গত ১১ বছরে বাংলাদেশে রেমিট্যান্স বা প্রবাস আয়ের চিত্র **পরিশিষ্ট-৫** এ দেয়া হয়েছে।

আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শ্রমিক-মালিক অসন্তোষ, যা আমাদের উন্নয়নকে হুমকির মুখে ফেলে দেয়। আর এই অসন্তোষের কারণ শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা যথা সময় পরিশোধ না করা কিংবা শ্রমিকরা যথাযথভাবে কাজ না করা অথবা কাজে ফাঁকি দেয়া। শ্রমিক মালিক অসন্তোষ দেখা দিলে আলোচনার মাধ্যমে ইসলামের বিধি মেনে সমাধান করা উচিত। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, “তোমাদের মধ্যে যদি কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় তবে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মুতাবিক মিমাংসা করে নাও।”[৪] মালিকের উচিত শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই তাদের পাওনা পরিশোধ করা। “আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, শ্রমিকের দেহের ঘাম শুকাবার পূর্বে তোমরা তার মজুরী দাও।”[৫] তাদের উপর অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপিয়ে দেয়া উচিত নয়। মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের উপর কাজের বোঝা চাপিয়ে দেন না। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, “আল্লাহ্ কারও উপর এমন কোন কষ্ট দায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত।”[৬] আর শ্রমিকদের উচিত তাদের উপর দেয়া দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করা। তাদের এ

---

[১] আল-কুরআন, ৬৭:১৫ (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

[২] (*বাংলাদেশ ব্যাংক,* রেমিটেন্স তথ্য, ২৯ ডিসেম্বর, ২০১৯), আবদুর রহিম হারমাছি, “২০১৯: রেমিটেন্স ১৮ বিলিয়ন ডলার ছাড়াল”, অর্থনীতি, *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম,* Published: December 29, 2019, Retrieved on June 6, 2020 from https://bangla.bdnews24.com/economy/article-1706168.bdnews

[৩] (The World Bangnk, Global Remitance Report 2018), বাণিজ্য প্রতিবেদক, প্রবাসী আয়ে বিশ্বে নবম বাংলাদেশ, প্রবাণিজ্য, অর্থ ও বাজার, *দৈনিক প্রথম আলো,* ০৯ ডিসেম্বর, ২০১৯, পৃ. ২

[৪] আল-কুরআন, ৪:৫৯ (فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّـهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)

[৫] ইমাম ইবন মাজা, *সুনানু ইবন মাজাহ,* অধ্যায়: কিতাবুর রুহুন, পরিচ্ছেদ: বাবু আজরিল উজারা, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২৪৪৩ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ")

[৬] আল-কুরআন, ২:২৮৬ (لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)

কথা মনে রাখা উচিত মালিক হয়তো তার কাজে ফাঁকি দেয়া নাও দেখতে পারে, কিন্তু সে আল্লাহ্কে ফাঁকি দিতে পারবে না। মহান আল্লাহ্র কাছে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। মহানবী (সা.) এ সম্পর্কে বলেন, "আল্লাহ্ যদি কোন বান্দাকে জনসাধারণের উপর দায়িত্ব দেন এবং সে যদি জনগণের সাথে প্রতারণা করা অবস্থায় মারা যায় তা হলে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাত হারাম করবেন।"[১] তাই দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে রাষ্ট্র প্রধান বা দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গকে সজাগ থাকতে হবে। যাদের মধ্যে অসততা, কর্ম বিমূখতা পাওয়া যায় প্রয়োজনে তাদের দায়িত্ব থেকে অপসারণ করতে হবে। হযরত ওমর (রা.) রাষ্ট্রের কল্যাণে সাদ (রা.) কে সরিয়ে তার স্থলে অন্য আরেক জনকে নিয়োগ করেছিলেন। এ ছাড়া হযরত ওমর (রা.) উতবাহ ইবন গাঁযওয়ান (রা.) কে সরিয়ে দিয়েছিলেন।[২] শ্রমিক-মালিকের সাথে সুসম্পর্ক কাজের গতিশীলতা বাড়িয়ে দেয়, উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। তাই ইসলাম উন্নয়নের লক্ষ্যে শ্রমিক-মালিকের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে যে যার দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তাকিদ প্রদান করেছেন। আমাদের দেশে শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক রক্ষা করতে পারলে, ইসলামের বিধান মেনে পরস্পর পরস্পরের প্রতি যথাযথ দায়িত্বশীল আচরণ করলে আমাদের দেশের উন্নয়ন আরো গতিশীল হবে।

৯.২১ উন্নয়নের জন্য মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করা

সুখি-সমৃদ্ধ ও উন্নত জীবনের পূর্ব শর্ত মানুষের মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করা। কালের বির্বতনে মানুষের এই মৌলিক চাহিদার রূপ পরিবর্তন হয়ে এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ইসলামের দৃষ্টিতে মৌলিক চাহিদা কী হওয়া উচিত তা আল্লাহ্ জান্নাত বাসীদের অবস্থা বর্ণনার মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমার জন্য এটা রইল যে তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্তও হবে না ও নগ্নও হবে না; এবং সেথায় পিপাসার্ত হবে না এবং রৌদ্র-ক্লিষ্টও হবে না।"[৩] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ বলেন, "যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।"[৪] ইসলামের দৃষ্টিতে

---

[১] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল আহকাম, পরিচ্ছেদ: বাবু মানিস তুরঈয়া রাঈয়্যাতান ফালাম ইয়ানসাহ,*প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৭১৫১ (مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)

[২] মুহাম্মাদ ইউসূফ,*সামাজিক নিরাপত্তা ও ইসলাম,* পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (অপ্রকাশিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত), ২০০৮ খ্রি., পৃ. ৩৫

[৩] আল-কুরআন, ২০:১১৮-১১৯ (إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۚ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ)

[৪] আল-কুরআন, ১০৫:৪ (الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ)

দৃষ্টিতে খাদ্য, পানীয়, পোশাক ও বাসস্থান এগুলো মানুষের মৌলিক চাহিদা, যা ছাড়া মানুষ এ পৃথিবীতে বসবাস করতে পারে না।

৯.২২ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ইয়াতিম মিসকিনদের সম্পৃক্ত করা

ইয়াতিম বা পিতা-মাতাহীন শিশুরা সমাজে অসহায়। অনেক ক্ষেত্রে তারা সমাজের সাধারণ সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়। নিকট আত্মীয় কিংবা সমাজের কাউকে না কাউকে তাদের দায়িত্ব নিতে হয়। তা না হলে তারা শিক্ষা-দীক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। অনেক সময় তাদের সঠিক দিক-নির্দেশনা কিংবা লালন-পালনের অভাবে তারা সমাজে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক এমনি ভাবে মিসকিনরাও সমাজের অসহায় মানুষ। তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করা সমাজের অর্থ-সম্পদ কিংবা বিত্তবান মানুষের দায়িত্ব। কিন্তু সমাজের এক শ্রেণির মানুষ আছে যারা এই ইয়াতীমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে কিংবা তাদের হীন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহার করে। অসহায় মিসকিনকে সাহায্য করে না কিংবা সাহায্য দানে উৎসাহিত করে না। যারা ইয়াতিমদের আল্লাহ্ প্রদত্ত অধিকার প্রদান করে না আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, "ফিরিস্তাদেরকে বলা হবে, ধর তাকে, তার গলদেশে বেড়ি পড়িয়ে দাও। অতঃপর উহাকে নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। পুনরায় তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর হাত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে। সে মহান আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী ছিল না, এবং অভাবগ্রস্থকে অন্ন দানে উৎসাহিত করতো না।[১] অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ্ বলেন, "কিসে তোমাদেরকে জাহান্নামের আগুণে প্রবেশ করাল? তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারীদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিলাম না। আর আমরা অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দান করতাম না।"[২] বাংলাদেশে অনেক শিশু আছে যারা ইয়াতিম-মিসকিন। তাদের মধ্যে একটা বিরাট অংশ অর্থাভাবে, অনাহারে দিন কাটায়। জ্ঞান অর্জন কিংবা শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কিছু সংখ্যক শিশু ইয়াতিমখানায় থেকে সীমিত সুযোগ সুবিধা নিয়ে সীমিত পরিসরে পড়া লেখা করার সুযোগ পায়। যার কারণে তারা সমাজে আশাব্যঞ্জক অবদান রাখতে পারছে না। তারা যদি যথাযথ ভাবে সুযোগ সুবিধা পেত, তা হলে তারা সমাজে অনেক অবদান রাখতে পারতো। সমাজ, দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হতো। এরা দেশের সমস্যা না হয়ে সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হতো। মহান আল্লাহ্ তার নবীকে উদ্দেশ্য করে

---

[১] আল-কুরআন, ৬৯:৩০-৩৪ (خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۞ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۞ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۞ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۞ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ)

[২] আল-কুরআন, ৭:৪২-৪৪ (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ۞ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۞ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ)

বলেন, “তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পান নাই আর তোমাকে আশ্রয় দান করেন নাই? তিনি তোমাকে পেলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, অতঃপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন। তিনি তোমাকে পেলেন নিঃস্ব অবস্থায়, অতঃপর অভাব মুক্ত করলেন। সুতরাং তুমি ইয়াতিমের প্রতি কঠোর হয়ো না; এবং প্রার্থীকে ভৎর্সনা করো না। তুমি তোমার প্রতিপালকের কথা জানিয়ে দাও।”[১] আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সা.) বলেছেন, বিধবা ও মিসকীন-এর জন্য খাদ্য জোগাড় করতে চেষ্টারত ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় মুজাহিদের মত অথবা রাতে সালাতে দণ্ডায়মান ও দিনে সিয়ামকারীর মত।”[২]

মহান আল্লাহ্ বলেন, “না, কখনই নয়। ববং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না, এবং তোমরা অভাবগ্রস্তদের খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না, এবং তোমরা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ ভক্ষণ করে ফেল।”[৩] মহানবী (সা.) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সুরক্ষা ও তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে ইয়াতিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। মহানবী (সা.) ইয়াতিমদের লালন পালনকারীর মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, “আমি ও ইয়াতিমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে এমনিভাবে নিকটে থাকবে। এই বলে তিনি শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল দু'টি দ্বারা ইঙ্গিত করলেন এবং এ দু'টির মাঝে কিঞ্চিত ফাঁক রাখলেন।”[৪] এ কথা বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল দ্বারা ইঙ্গিত করলেন। দু'টি আঙুলের মাঝে সামান্য ব্যবধান ছিল। ইয়াতিমদের প্রতি সর্বোচ্চ পর্যায়ের দয়া, মমতা ও স্নেহ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর উম্মাহর সদস্যদের ইয়াতিমকে তাদের সন্তানদের সঙ্গে যুক্ত করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ইসলামি শরীয়ত ইয়াতিমদের সম্পদ আত্মসাৎ ও তাদের প্রতি জুলুম করার ব্যাপারে কঠিন সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে। এ প্রসঙ্গে “আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী (সা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে তোমরা বিরত থাকবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল!

---

[১] আল-কুরআন, ৯৩:৬-১১ (أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۝ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ)

[২] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুন নাফাকাত, পরিচ্ছেদ: বাবু ফাদলিন নাফাকাতি ‘আলাল আহলি, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৫৩৫৩ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ)

[৩] আল-কুরআন, ৮৯: ১৭-২০ (كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ۝ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ۝ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا)

[৪] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুত তালাক, পরিচ্ছেদ: বাবুল লি‘আন, হাদীস নং ৫৩০৪ (قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هٰكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.)

সেগুলো কী? তিনি বললেন, (১) আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করা (২) যাদু (৩) আল্লাহ্ তা'আলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, শরীয়ত সম্মত কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করা (৪) সুদ খাওয়া (৫) ইয়াতিমের মাল গ্রাস করা (৬) রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭) সরল স্বভাবা সতী-সাধ্বী মু'মিনাদের অপবাদ দেয়া।”[১]

মদীনা রাষ্ট্রের উন্নয়নের বড় কারণ ছিল কেউ বসে থাকতো না। অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে সবাই কিছু না কিছু কাজ করার চেষ্টা করতো। যারা মদীনায় হিজরত করে গিয়েছিলেন তারাও কেউ অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল না। যার ব্যবসার অভিজ্ঞতা ছিল সে ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করলেন, আবার যাদের চাষাবাদের অভিজ্ঞতা ছিল তারা চাষাবাদ করে ফসল উৎপাদনের কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখলেন। কেউ বা চাষাবাদের কাজে সহযোগিতা করে নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করলেন।

মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য। মানুষকে এই পৃথিবীতে আল্লাহ্ শুধু নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার জন্য পাঠাননি। এ সম্পর্কে একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ আমাদের সকলেরই জানা, “আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী ‘পরে, সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে মোরা পরের তরে।”[২] মানুষের কল্যাণে ব্যয় করার মধ্যে বিরাট সফলতা রয়েছে। মানুষের কল্যাণে ব্যয়ের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে আল্লাহ্ বলেন, “হে মুমিনগণ! আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তোমরা ব্যয় করো সে দিন আসার পূর্বে, যে দিন ক্রয়-বিক্রয় বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকবে না।”[৩] তাই আমাদের ইয়াতিম, মিসকিনদের সুশিক্ষিত, আদর্শবান মানুষ হওয়ার জন্য অর্থ ব্যয় করা উচিত। তা হলে তারা আদর্শ নাগরিক হয়ে দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করতে পারবে।

---

[১] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল ওয়াসাইয়া, পরিচ্ছেদ: বাবু কাওলিল্লাহি তা'আলা: ইন্নাল্লাজিনা ইয়াকুলুনা আমওয়ালাল ইয়াতামা যুলমান ইন্নামা ইয়াকুলুনা ফী বুতুনিহিম নারান ওয়া সাইয়াসলাওনা সা'ঈরা, *প্রাগুক্ত, প্রাগুক্ত,* হাদীস নং- ২৭৬৬ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ " الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ)

[২] কামিনী রায়, *সকলের তরে সকলে আমরা,* কবিতা, আলোছায়া, বাংলাদেশ, ঢাকা: ১৮৮৯ খ্রি.

[৩] আল-কুরআন, ২:২৫৪ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ)

৯.২৩ উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধন-সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থা

আমদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সম্পদ যথাযথ ভাবে বন্টন হয় না। রাষ্ট্রীয় সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে কখনো কখনো অপচয়, অপব্যয় কিংবা আত্মসাতের ঘটনা ঘটে। যা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। দেশ ও জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন ও যথাযথ ব্যবহারের ওপর নির্ভর করে। তাই ইসলাম রাষ্ট্রীয় সম্পদ যথার্থ ও ন্যায়সংগত ব্যবহার নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) রাষ্ট্রীয় সম্পদের সর্বোচ্চ সুষ্ঠু বন্টন ও ব্যবহার নিশ্চিত করার প্রয়াস পান। একই সঙ্গে তিনি রাষ্ট্রীয় সম্পদের সব ধরনের অপচয়, অপব্যয় ও অপরিণামদর্শী ব্যবহার বন্ধের উদ্যোগ নেন। রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে মহানবী (সা.) অর্থ প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করেন এবং সম্পদের প্রবাহকে তিনি নিয়মাধীন করেন। যাকাত, খারাজ, ওশর, জিজিয়া যথাযথ ভাবে সংগ্রহ ও বন্টন নিশ্চিত করেন। সম্পদ যেন রাষ্ট্রের কতিপয় মানুষের হাতে কুক্ষিগত হয়ে না থাকে সে ব্যবস্থা করেন। মহান আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন, “আল্লাহ্ জনপদবাসীর কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহ্র, আল্লাহ্র রাসূলের, রাসূলের স্বজনদের, ইয়াতিমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের। যেন সম্পদ তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান তাদের মধ্যে আবর্তন না করে।”[১] আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগকালীন সময় সম্পদ বণ্টনের অনেক অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়, যা দূর্যোগকে মহাদূর্ভোগ, দীর্ঘ্য মেয়াদী দূঃখ-কষ্টের কারণ হয়ে দাড়ায় এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে অনেক পিছিয়ে দেয়। দূর্যোগ কালীন সময় জনগণের প্রয়োজন পূরণ করার পর উদ্বৃত্ত অর্থ সংরক্ষণ করতে হবে এবং জনগণকে যে কোনো ধরনের দুর্যোগ ও সংকট থেকে রক্ষায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিতে হবে। পবিত্র কোরআনে দীর্ঘমেয়াদি রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার একটি রূপরেখা পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ্ বলেন, “ইউসুফ বলল, তোমরা সাত বছর একাদিক্রমে চাষ করবে, অতঃপর তোমরা যে শস্য কর্তন করবে তা থেকে সামান্য পরিমাণ আহার করবে, তা ছাড়া পুরো শিষসহ রেখে দেবে। এরপর আসবে সাতটি কঠিন বছর। এই সাত বছর আগে সঞ্চয় করে রাখা শস্য খাবে। কেবল সামান্য অংশ, যা তোমরা সংরক্ষণ করবে তা ছাড়া।”[২]

---

[১] আল-কুরআন, ৫৯:৭ (مَّا أَفَاءَ اللَّـهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّـهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ)

[২] আল-কুরআন, ১২:৪৭ (قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ)

ইসলাম রাষ্ট্রীয় সম্পদের সর্বোচ্চ সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার চেষ্টা করে। রাষ্ট্রীয় সম্পদের পূর্ণ সুফল যেন জনগণ সঠিকভাবে লাভ করে তার যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করে। যেখানে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার না হওয়ার সন্দেহ থাকবে, সেখানে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যয় করবে না। এ ব্যাপারে কুরআনের নির্দেশনা হলো, "তোমাদের সম্পদ যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য উপজীবিকা করেছেন, তা নির্বোধদের হাতে অর্পণ করো না।"[১] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবন কাসির (রহ.) বলেন, যে সম্পদের ওপর মানুষের জীবন-জীবিকা নির্ভরশীল তা কোনো নির্বোধের হাতে তুলে দিতে নিষেধ করেছেন। এই ধরনের নির্বোধ মানুষ কয়েক শ্রেণির হতে পারে। যেমন-বয়স কম হওয়া, মানসিক ভারসাম্যহীন হওয়া, ধর্মীয় জ্ঞান ও জাগতিক অভিজ্ঞতা কম থাকা, অধিক ঋণগ্রস্ত হওয়া এবং তা পরিশোধের ব্যর্থ হওয়া। আর এ ধরনের ব্যক্তিদের হাতে সম্পদ দিলে তারা সম্পদের যথার্থ ব্যবহার করতে পারবে না, সম্পদ বিভিন্ন ভাবে নষ্ট করবে। যার দ্বারা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বাধা সৃষ্টি করবে।

রাষ্ট্রীয় সম্পদসহ ব্যক্তিগত যে কোন সম্পদ অপচয় কিংবা অপব্যয়ের ব্যাপারে ইসলাম কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। মহান আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন, "তোমরা খাও এবং পান করো, কিন্তু অপচয় করবে না। নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ্) অপব্যয়কারীকে পছন্দ করেন না।"[২] মহানবী (সা.) বলেন, "আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তিনটি জিনিস অপছন্দ করেন। অনর্থক গালগল্প, সম্পদের অপচয় ও বেশি বেশি প্রশ্ন করা।"[৩] রাষ্ট্রীয় সম্পদসহ যে কোন সম্পদের অসদ্ব্যবহারের ব্যাপারে সতর্ক করে মহানবী (সা.) বলেন, "কিছু লোক আল্লাহ্‌র দেয়া সম্পদ অন্যায়ভাবে ব্যয় করে, কিয়ামতের দিন তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত।"[৪]

---

[১] আল-কুরআন, ৪:৫ (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّـهُ لَكُمْ قِيَامًا)

[২] আল-কুরআন, ৭:৩১ (كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ)

[৩] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুয যাকাত, পরিচ্ছেদ: বাবু কাওলিল্লাহি তা'আলা: {লা ইয়াসআলুনান্নাসা ইলহাফা} ওয়া কামিল গিনা ওয়া কাওলি {আন্নাবীয়্যু (সা.) "ওলা ইয়াজিদু গিনান ইউগনিহি" {লিল ফুকারায়িল্লাযিনা উহসিরু ফী সাবীলিল্লাহ} ইলা কাওলিহি: {ফাইন্নাল্লাহা বিহি আলীম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ১৪৭৭ (إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ)

[৪] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবু ফারদিল খুমুস, পরিচ্ছেদ: বাবু কওলিল্লাহু তা'আলা ফাইন্না লিল্লাহি খুমুসুহু ওয়া লির রাসূল *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৩১১৮ (إِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুফল লাভের পথে অন্যতম প্রধান অন্তরায় আর্থিক দুর্নীতি। ইসলাম দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। ইসলাম দুর্নীতির সকল পথের উপর কঠোরতা আরোপ করেছে। "আবূ হুমাইদ আস সাঈদী (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) আ'দ গোত্রের এক লোককে যাকাত আদায়কারী নিয়োগ করেন। তার নাম ইবনুল লুতবিয়্যাহ। তবে ইবনুস সারহ বলেছেন, তার নাম ইবনুল উতবিয়্যাহ। সে কর্মস্থল হতে মাদীনাতে প্রত্যাবর্তন করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বললেন, এগুলো আপনাদের, আর এগুলো আমাকে উপঢৌকন দেয়া হয়েছে। নবী (সা.) মিম্বারে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করে বললেন, কর্মচারীর কি হলো! আমরা তাকে দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করি। আর সে ফিরে এসে বলে, এটা আপনাদের আর এটা আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। সে তার পিতা-মাতার ঘরে বসে থেকে দেখুক তাকে কেউ উপঢৌকন দেয় কিনা? তোমাদের মধ্যকার যে-ই এভাবে কোন কিছু গ্রহণ করবে সে তা নিয়ে ক্বিয়ামাতের দিন উপস্থিত হবে। যদি সেটা উট, গাভী কিংবা বকরী হয়, তা চিৎকার করবে। অতঃপর তিনি তাঁর দু'হাত এতোটা উঁচু করেন যে, আমরা তার বগলের শুভ্রতা দেখলাম। তিনি বললেন, হে আল্লাহ্! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি, হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি।"[১] রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন কালে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যাতে রাষ্ট্রের সম্পদ কোনভাবে নষ্ট না হয় কিংবা নিজে সম্পদ আত্মসাৎ না করে। রাষ্ট্রীয় সম্পদের মালিক সকল জনগণ, সুতরাং তারা তাদের সম্পদ সঠিকভাবে না পেলে এর জন্য তারা আল্লাহ্র কাছে কিয়ামতের দিন আত্মসাতকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে। অন্য এক হাদীসে এসেছে, "বুরাইদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, আমরা কাউকে সরকারি পদে নিযুক্ত করলে তার আহারের ব্যবস্থাও আমার দায়িত্বে। পরে সে অতিরিক্ত কিছু নিলে তবে তা আত্মসাৎ হিসাবে গণ্য হবে।"[২]

---

[১] ইমাম আবু দাউদ, *সুনানু আবি দাউদ,* অধ্যায়: কিতাবুল খারাজ ওয়াল ইমারাত ওয়াল ফাই, পরিচ্ছেদ: বাবু ফী হাদায়াল উম্মাল, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২৯৪৬ (عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ - قَالَ ابْنُ السَّرْحِ ابْنُ الأُتْبِيَّةِ - عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ فَقَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي . فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ " مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَجِيءُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي . أَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أُمِّهِ أَوْ أَبِيهِ فَيَنْظُرَ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ لاَ يَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشَىْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا فَلَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً فَلَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ " . ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ " اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ")

[২] ইমাম আবু দাউদ, *সুনানু আবি দাউদ,* অধ্যায়: কিতাবুল খারাজ ওয়াল ইমারাত ওয়াল ফাই, পরিচ্ছেদ: বাবু ফী আরযাকিল উম্মাল, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২৯৪৩ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ)

কিয়ামতের কঠিন দিন সম্পদ বণ্টনকারীকে আল্লাহ্‌র এই সম্পদের হিসাব দিতে হবে যখন তাদের কাছে কোন সম্পদ থাকবে না। তাই আমাদেরকে সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে যাতে সম্পদের কোনরূপ অপচয়, অপব্যয় কিংবা আত্মসাতের ঘটনা না ঘটে।

৯.২৪ মানব সম্পদকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে প্রেরণ

জন সংখ্যাকে আমরা কখনো কখনো সমস্যা মনে করি। কিন্তু শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনসংখ্যাকে আমরা জনসম্পদে পরিণত করতে পারি। শিক্ষার ব্যাপারে ইসলাম ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করেছে। পবিত্র কুরআনের প্রথম বাণীই হলো জ্ঞান অর্জনের প্রতি নির্দেশনা। বিশ্বায়নের যুগে মানুষ তার কর্মসংস্থানের জন্য নিজের দেশেই প্রচেষ্টা করবে না বরং বিশ্বের যে কোন স্থানে তার সুবিধা মত চাকুরী কিংবা ব্যবসার অনুসন্ধান করবে। মহান আল্লাহ্‌ দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে কর্ম সংস্থানের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। মহান আল্লাহ্‌ বলেন, "কেউ আল্লাহ্‌র পথে দেশ ত্যাগ করলে সে দুনিয়ায় বহু আশ্রয়স্থল এবং প্রাচুর্য লাভ করবে।"[১] বাংলাদেশের বাজেটে একটি বড় অংশ আসে প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ থেকে। আমরা এই খাতকে আরো শক্তিশালী করতে পারলে আমাদের জাতীয় বাজেটে বিপুল পরিমাণ অর্থের যোগান দিতে পারবো। বিভিন্ন দেশে জনশক্তি রপ্তানি করার সুযোগ খুঁজে বের করতে হবে এবং সে দেশের উপযোগী করে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে সেখানে জনশক্তি পাঠাতে হবে। আশার বিষয় হলো আমাদের দেশে জনশক্তি রপ্তানির জন্য একটি মন্ত্রণালয় রয়েছে। সুতরাং এই মন্ত্রণালয়কে সক্রিয় হতে হবে। জনশক্তিকে আধুনিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ধর্মীয় জ্ঞানের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে রপ্তানি করতে হবে। তা না হলে তারা কখনো অন্যায় ও অনিয়মের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আমাদের দেশের সুনাম ক্ষুন্ন করতে পারে। যা পরবর্তীতে জনশক্তি রপ্তানিতে সংকট সৃষ্টি করতে পারে। তবে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে জনশক্তিকে আমাদের দেশে কাজ করার সুযোগ আগে প্রদান করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। প্রথমে দেশের চাহিদা মিটিয়ে তারপর বিদেশে প্রেরণ করতে হবে। তা না হলে মেধা পাচার বা "Brain Drain" হয়ে যাবে, যা আমাদের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করবে।

---

[১] আল-কুরআন, ৪:১০০ (وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً)

৯.২৫ উন্নয়নের লক্ষ্যে শিল্পায়নের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ হলেও এ দেশে শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের কৃষি পণ্যেকে ভোগের উপযোগী করতে শিল্পায়নের দরকার। তাছাড়া জনসংখ্যাকে অর্থনৈতিক কাজ-কর্মে নিয়োগ দানের জন্য শিল্পায়ন ব্যতীত সম্ভব নয়।[১] বিশ্বের উন্নত দেশগুলো কৃষির পাশাপাশি শিল্পায়নের প্রতিও ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করছে। কারণ কৃষি সম্প্রসারণে শিল্পের ব্যাপক গুরুত্ব রয়েছে। সাথে সাথে কৃষির মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের সংরক্ষণ ও এর বহুমুখী ব্যবহারের জন্য শিল্পের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। শিল্পের ব্যবহার আমাদের জীবনকে অনেক সহজ ও সুন্দর করে দিয়েছে। তাই উন্নয়নের জন্য কৃষি ও শিল্প অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। বিশ্ব বরেণ্য আলিম আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী তার লিখিত বই 'The Lawful and Prohibited in Islam' এ বলা হয়েছে, "কৃষিকাজ ছাড়াও মুসলমানদের অবশ্যই এমন সব শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে হবে যা মানব সমাজের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী জাতি গঠনের জন্য সহায়ক এবং একটি দেশের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য একান্ত ভাবে প্রয়োজন। শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা করা ও শিল্প-কারখানায় কাজ করাকে অনেক আলেম ফরযে কিফায়া বলেছেন।[২] ইসলামে প্রত্যেকটি মানুষকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করার প্রতি অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। কারণ হাদীসে এসেছে, "যে ব্যক্তি চেষ্টা করে সে পায়।" যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে তার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায় আল্লাহ্‌ তার প্রচেষ্টাকে ফলপ্রসূ করে দেন। মহান আল্লাহ্‌ পবিত্র কুরআনে বলেন, "মানুষ তাই পায় যা সে করে।"[৩] অন্য এক আয়াতে মহান রব্বুল আলামিন বলেন, "আল্লাহ্‌ এমন কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের পরিবর্তন করে।"[৪] অপর এক আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেন, "ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্‌রই।"[৫] মুহাম্মাদ (সা.) বলেন, "যে যাঞ্চা থেকে বিরত থাকে, আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রাখেন আর যে পরমুখাপেক্ষী না হয়, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ

---

[১] মোঃ শামসুল আলম কবির, *বাংলাদেশের অর্থনীতি,* ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ৩য় সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি. পৃ. ২৮২

[২] Yusuf Al-Qaradawi, *The Lawful and Prohibited in Islam,* U.S.A. American Trust Publications, 1999, p. 131

[৩] আল-কুরআন, ৫৩:৩৯ (وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ)

[৪] আল-কুরআন, ১৩:১১ (إِنَّ اللَّـهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ)

[৫] আল-কুরআন, ১১:৬ (وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا)

করে, আল্লাহ তাকে সবর দান করেন। সবরের চাইতে উত্তম ও ব্যাপক কোন নিয়ামত কাউকে দেওয়া হয়নি।"[1] তাই আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে দেশকে শিল্পায়নের দিকে নিয়ে যাওয়া। সে লক্ষ্যে আমাদের সবাইকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হবে এবং মহান রব্বুল আলামীনের কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

৯.২৬ উন্নয়নের জন্য নিরাপদ ও টেকসই ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যবস্থা করা

ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়নের একটি সোপান। তাই ইসলাম ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। যে জাতি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি যত গুরুত্ব দেয় সে জাতি ততটাই উন্নত হয়। আর যারা ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতি গুরুত্ব দেয় না তারা ততটাই পিছিয়ে পরে। ব্যবসা-বাণিজ্যের আরবি শব্দ হলো তিজারাহ। আর মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও লাভ হলো ব্যবসা বাণিজ্যের মূল লক্ষ্য। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যের হাতেখরি তাঁর চাচা আবু তালিবের হাত ধরে শুরু হলেও মূলত খাদিজা (রা.)-এর ব্যবসায় নিয়োগ পেয়েই সবচেয়ে বেশি সুনাম অর্জন করেছিলেন। মদীনা রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্রের উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি দেশের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। রাসূলের যুগে আরবের মানুষ ব্যবসার উদ্দেশ্যে শীত ও গ্রীষ্মকালে সফর করত, যা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, "যেহেতু কুরায়শের আসক্তি আছে, আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের, অতএব, তারা ইবাদত করুক এ গৃহের মালিকের, যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।"[2]

ব্যবসা-বাণিজ্যে সততা, স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা অত্যন্ত জরুরি। আমাদের সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্যে সততা ও স্বচ্ছতার যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ ব্যবসায় গ্রাহককে ওজনে ঠকানো, পণ্য সামগ্রীতে ভেজাল মিশানো, মেয়াদ উত্তীর্ণ জিনিস বিক্রি করা, পণ্যের গুণগত মান বজায় না রাখা যেন নিত্য দিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভেজাল দ্রব্য খেয়ে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে, কখনওবা ক্যান্সার, কিডনি, হার্টের অসুখের মত দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। সরকার বিভিন্ন সময় এই অনিয়ম

---

[1] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুয যাকাত, পরিচ্ছেদ: বাবুল ইসতি'আফাফি আনিল মাসআলা, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ১৪৬৯ ১৪৬৯ (وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ)

[2] আল-কুরআন, ১০৬:১-4 (لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ۝ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ)

বন্ধের প্রচেষ্টা করলেও পুরোপুরি সফল হতে পারছে না। আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন, "দূর্ভোগ তাদের জন্য, যারা মাপে ও ওজনে কম দেয়, যারা লোকদের নিকট থেকে যখন মেপে গ্রহণ করে, তখন পুরো মাত্রায় গ্রহণ করে। আর যখন তারা অন্যকে মেপে দেয় অথবা তাদেরকে ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।"[১] ব্যবসা-বাণিজ্য করতে গিয়ে অর্থ-সম্পদের নেশায় বেশি আসক্ত হওয়া ঠিক নয়, কারণ অধিক পরিমাণ সম্পদের মোহে মানুষ তার মনুষত্ব হারিয়ে ফেলে। অনেক অনৈতিক কাজে নিয়োজিত হয়, যা ইসলাম হারাম বা অবৈধ করেছে। ইসলাম সকল প্রকার হারাম দ্রব্য সামগ্রীর ব্যবসা-বাণিজ্যকে অবৈধ করেছে। হারাম ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, যা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে ব্যাহত করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হালাল ও হারাম ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রনের জন্য **পরিশিষ্ট-৬** এ একটি চিত্র প্রদান করা হয়েছে।

ব্যবসায়ীদের মধ্যে যদি মহান আল্লাহ্ রব্বুল আলামিনের জ্ঞান থাকে, হৃদয়ে আল্লাহ্‌র ভয় থাকে, মোট কথা তাকওয়া থাকে, তাহলে সে কখনো অন্যায় কাজে নিয়োজিত হবে না, ব্যবসায় কোন রূপ অনিয়ম করবে না। মহান আল্লাহ্ এ সম্পর্কে বলেন, "সেসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্‌র স্মরণ হতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সে দিনকে যে দিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।"[২]

নামাযের সময় বিশেষ করে জুমার দিনে ব্যবসা-বাণিজ্য কিছু সময়ের জন্য বন্ধ রাখা উচিত, যা মহানবী (সা.) মদীনা জীবনে চালু করেছিলেন, যা আজও বিদ্যমান আছে। তবে সালাত আদায় শেষে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা না করে জীবিকার তাগীদে যমীনে ছড়িয়ে পড়া উচিত। মহান আল্লাহ্ বলেন, "হে মুমিনগণ! জুমার দিনে যখন সালাতের জন্য আহবান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর, এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় যদি তোমরা উপলব্ধি কর। সালাত সমাপ্তি হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অনুসন্ধান করবে ও আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফল কাম হও।"[৩] এক শ্রেণির মানুষ আছে যারা দুনিয়া বিরাগী, তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করা পছন্দ করে না, কোন মতে কষ্ট করে জীবন অতিবাহিত করে। যা ইসলাম

---

[১] আল-কুরআন, ৮৩:১-৩ (وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۞ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ)

[২] আল-কুরআন, ২৪:৩৭ (رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّـهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ)

[৩] আল-কুরআন, ৬২:৯-১০ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّـهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّـهِ وَاذْكُرُوا اللَّـهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

কখনো অনুমোদন করে না। বরং ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে উন্নয়ন সাধনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

৯.২৭ ব্যবসা-বাণিজ্যের সময় পণ্যের দোষত্রুটি না লুকানো ও ভেজাল পণ্যের ব্যবসা না করা

ক্রয়-বিক্রয়ের সময় পণ্যে কোন দোষত্রুটি থাকলে তা ক্রেতাকে অবহিত করতে হবে কিংবা দোষত্রুটিযুক্ত জিনিস বিক্রি করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "ত্রুটিযুক্ত পণ্যের ত্রুটি না জানিয়ে কারো নিকট বিক্রি বৈধ নয়। ত্রুটি জানা সত্ত্বেও তা স্পষ্টকরে বলে না দিয়ে গোপন রাখা অবৈধ।"[১] অন্য এক হাদীসে এসেছে, "হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বাজারে এক ব্যবসায়ীর নিকট দিয়ে যাবার সময় দেখলেন, সে খাদ্য সামগ্রী বিক্রি করছে। স্তুপের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দেখতে পেলেন তা ভেজা। কারণ জিজ্ঞাস করায় সে বললো, বৃষ্টিতে মাল ভিজে গিয়েছিলো। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, "ভিজাগুলো উপরে রাখলে না কেন যাতে মানুষ তা দেখতে পায়?" এ কথা বলে তিনি ঘোষণা দিলেন, "যারা আমাদের সংগে প্রতারণা করে তারা আমাদের দলভূক্ত নয়।"[২] তাই ব্যবসায় দোষত্রুটি লুকানো কিংবা প্রতারণার আশ্রয় নেয়া ঠিক নয়। কারণ এ ধরনের প্রতারণা দ্বারা ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়, যা স্থিতিশীল ব্যবসা-বাণিজ্যের পথকে রুদ্ধ করে দেয়। সার্বিকভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই আমাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্যে যেকোন রকম প্রতারণা মূলক কার্যক্রম থেকে বিরত থাকা উচিত।

৯.২৮ উন্নয়নের লক্ষ্যে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক ও দায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি করা

উন্নয়নের জন্য শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে সুসম্পর্ক ও আস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন। মালিকরা অনেক অর্থ, মেধা ও ত্যাগের বিনিময় একটি প্রতিষ্ঠান, শিল্প ও কল কারখানা গড়ে তোলে। শ্রমিকরা কায়িক শ্রম ও মেধা দিয়ে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন সাধন করে। আমাদের দেশের মালিকরা অনেক ক্ষেত্রে

---

[১] আল্লামা জলিল আহসান নদভী, *রাহে আমল,* অনুবাদ: এ, বি, এম, আব্দুল খালেক মজুমদার, ঢাকা: মুরাদ পাবলিকেশন্স,খ. ১ম, ২০০২ খ্রি., পৃ. ১০০ অধ্যায়: কিতাবুল বুয়ু, অনুচ্ছেদ: আব-ওয়াবু আহকামিল-উইয়ুব, হাদীস নং ২২৭৩ (لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بيَّن ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه)

[২] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম,* অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান, পরিচ্ছেদ: বাবু কাওলিন নাবীয়্যি (সা.) "মান গাশশানা ফালাইসা মিন্না" *প্রাগুক্ত,* ২০১৯ খ্রি., হাদীস নং ১৭৬ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا ، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ : مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي)

শ্রমিকদের সর্বোচ্চ খাঁটিয়ে সর্বনিম্ন মজুরি দিয়ে থাকে। অন্য দিকে শ্রমিকরা কাজে ফাঁকি দিয়ে বেশি পারিশ্রমিক পাওয়ার আশা করে। যা স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য ক্ষতিকর ও ইসলামের নীতি বহির্ভূত কাজ। শ্রমিকের পারিশ্রমিক প্রদানের ব্যাপারে, "আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, শ্রমিকের দেহের ঘাম শুকাবার পূর্বে তোমরা তার মজুরী দাও।"[১]

অন্য এক হাদীসে এসেছে, "আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, কিয়ামতের দিবসে আমি নিজে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হবো। এক ব্যক্তি, যে আমার নামে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করল। আরেক ব্যক্তি, যে কোন আযাদ মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করল। আর এক ব্যক্তি, যে কোন মজুর নিয়োগ করে তার হতে পুরো কাজ আদায় করে এবং তার পারিশ্রমিক দেয় না।"[২] ইসলামে শ্রমিক মালিকের সম্পর্ক সুমধুর, পরস্পর পরস্পরের প্রতি আস্থাশীল করে তোলে। তাই ইসলামের নীতিমালা মেনে মালিক শ্রমিকের সুমধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারলে আমাদের টেকসই উন্নয়ন সহজতর হবে।

[১] ইমাম ইবন মাজা, *সুনানু ইবন মাজাহ,* অধ্যায়: কিতাবুর রুহুন, পরিচ্ছেদ: বাবু আজরিল উজারা, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২৪৪৩ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ)

[২] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল বুয়ু, পরিচ্ছেদ: বাবু ইসমি মান বা'আ হুররান, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২২২৭ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " قَالَ اللَّهُ ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ ")

দশম অধ্যায়

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে পরিকল্পনা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ধারণা

দশম অধ্যায়

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় পরিকল্পনা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ধারণা

১০.১ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সময় পরিকল্পনা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

মহানবী (সা.) এর মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ ইসলামের পরিপূর্ণতা প্রদান করেছেন। তার পরে আর বার্তা নিয়ে কোন নবী আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এই পৃথিবীতে আসবে না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মহানবী (সা.) এই বিশ্ববাসীর নিকট যে আদর্শ ও মহাবাণী রেখে গেছেন তাই মূলত এই বিশ্ববাসীর উন্নতি ও সফলতার চাবিকাঠি। মহান আল্লাহ্ উত্তম আদর্শের নিদর্শন হিসেবে মহানবী (সা.)-এর কথা উল্লেখ করে বলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"[১] ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে উন্নতি, অগ্রগতি ও সফলতার উত্তম আদর্শ হলো মহানবী (সা.)। তাকে অনুসরণ, অনুকরণ করলে জীবনের সর্বত্রই উন্নতি ও সফলতা লাভ করা যাবে। সাহাবীরা নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর আদর্শ মেনে তাদের জীবনের সকল পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কাজ চালিয়ে গেছেন। যার কারণে তারা দুনিয়ায় সফল হয়েছেন এবং পারলৌকিক জীবনে সফল হবেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, "আমার যুগের লোকেরাই সর্বোত্তম ব্যক্তি, অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী। অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী।"[২] নিম্নে প্রথমে মহানবী (সা.) ও তার চার খলিফার জীবনে বিভিন্ন কার্যক্রম সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

---

[১] আল-কুরআন, ৩৩:২১ (لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّـهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّـهَ كَثِيرًا)

[২] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুশ শাহাদাত, পরিচ্ছেদ: বাবু লা ইয়াশহাদু আ'লা শাহাদাতি জুরিন ইজা আশহাদা, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২৬৫২ (خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ،)

১০.১.১ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর সময় পরিকল্পনা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর গোটা জীবনই ছিল পরিকল্পিত, সুশৃঙ্খল, শান্তি ও উন্নয়ন মূখী। কারণ তাঁর জীবনের মূল পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের দায়িত্বে ছিলেন মহান রব্বুল আলামীন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবনের কিছু পরিকল্পনা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম আলোচনা করা হলো।

১। হিলফুল ফুজুলের মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন: যুদ্ধবিগ্রহ, মারামারি, হানাহানি, সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবেশকে বিনষ্ট করে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকে বাধাগ্রস্ত করে। নিরাপত্তাহীনতার কারণে বিদেশী পর্যটকরা আসতে চায় না, যা প্রত্যেকটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। তিনি শুধু ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেননি, মানব জাতির সব অন্যায়, অনাচার, অবিচার, শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সফল আন্দোলনকারী এবং মানব জাতির মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবেও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিলেন। তাঁর জীবনের প্রতিটি কাজ মানব জাতির জন্য পথ প্রদর্শক ও আদর্শ শিক্ষা হিসেবে সর্বজন সমাদৃত। মহানবী (সা.)-এর জীবনের তেমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে 'হিলফুল ফুজুল' প্রতিষ্ঠা। 'হিলফুল ফুজুল' অর্থ শান্তি সংঘ। ৫৮৫ খ্রিস্টাব্দ, মাত্র ১৫ বছর[১] বয়সে তিনি আরব সমাজের সব অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও নির্যাতন বন্ধের লক্ষ্যে তাঁর সমবয়সী কিছু যুবককে নিয়ে এ শান্তি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ সংঘের প্রতিটি কর্মসূচি থেকে যুব সমাজের জন্য বহু শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।
মহানবী (সা.) এমন একটি সময় আরব ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যখন আরব সমাজে চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা বিরাজ করছিল। এ সমাজে ছিল না কোনো নিয়ম-নীতি ও আইনের শাসন। গোত্রীয় কলহ, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, সামাজিক শ্রেণিভেদ, নারী নির্যাতন, ব্যভিচার, সুদ, ঘুষ, মদ, জুয়া প্রভৃতি সমাজকে মারাত্মকভাবে কলুষিত করেছিল। ঐতিহাসিকরা আরবের এই সময়কে 'আইয়ামে জাহেলিয়া' বা 'অন্ধকার যুগ' বলে অভিহিত করেছেন। জাহেলিয়া যুগের এই রক্তপাত, অন্যায় ও অনাচার বালক মুহাম্মাদ (সা.)-এর মনে গভীর রেখাপাত করে। তিনি সমাজের সব অন্যায়, অবিচার ও নির্যাতন বন্ধের

---

[১] প্রফেসর ড: এ. বি. এম. সিদ্দিকুর রহমান, *বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর জীবনী*, বাংলাবাজার, ঢাকা: মীনা বুক হাউস, ২০০৭ খ্রি., পৃ. ৭৭

উপায় খুঁজে বের করার জন্য সর্বদা চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। অবশেষে তাঁর মনে একটি অভিনব চিন্তার উদয় হলো। তিনি তাঁর সমবয়সী কতিপয় যুবককে নিয়ে 'হিলফুল ফুজুল' নামে একটি সংঘ গড়ে তুললেন। এ সংগঠন সমাজের সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল।

আরব সমাজের সব অন্যায় প্রতিরোধের লক্ষ্যে হিলফুল ফুজুল গঠিত হলেও একটি বিশেষ যুদ্ধের ভয়াবহতার পরিপ্রেক্ষিতে মহানবী (সা.) এ সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন বলে মনে করা হয়। এ যুদ্ধের নাম 'হরবুল ফুজ্জার' বা অন্যায় সমর। কিছু কিছু বর্ণনায় পাওয়া যায় যে ওকাজ মেলার (মক্কার ওকাজ নামক স্থানে প্রতি বছর এই মেলা বসত) ঘোড় দৌড়, জুয়া খেলা ও কাব্য প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে পবিত্র জিলকদ মাসে মক্কার কুরাইশ ও হাওয়াজিন গোত্রের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। আরবে পবিত্র জিলকদ মাস ছিল শান্তির মাস। এ মাসে আরব দেশে সব ধরনের যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। তাই জিলকদ মাসে শুরু হওয়া এ যুদ্ধকে 'হরবুল ফুজ্জার' (মতান্তরে 'ফিজার') বা অন্যায় সমর বলা হয়। দীর্ঘ পাঁচ বছর স্থায়ী এ যুদ্ধের ভয়াবহতা বালক মুহাম্মাদ (সা.)-এর কোমল মনকে মারাত্মকভাবে ব্যথিত করে তোলে। এ যুদ্ধে অনেক লোক প্রাণ হারিয়েছিল। যদিও তিনি অস্ত্র হাতে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি; কিন্তু এই যুদ্ধের বীভৎস লীলা দেখে বালক মুহাম্মাদ (সা.) অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন এবং আরববাসীদের এরূপ ধ্বংস যজ্ঞের হাত থেকে পরিত্রাণের উপায় নিয়ে ভাবতে থাকেন। আরবে শান্তি বজায় রাখার জন্য তিনি একটি শান্তি সংঘ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। হিলফুল ফুজুল হরবুল ফুজ্জার এর চার মাস পরে গঠিত হয়। হরবুল ফুজ্জার সংগঠিত শাবান মাসে, হিলফুল ফুজুল গঠিত হয় জিলকদ মাসে।[১] সমমনা নিঃস্বার্থ কিছু উৎসাহী যুবক ও পিতৃব্য জুবাইরকে নিয়ে তিনি এ শান্তি সংঘ গঠন করেন। এ সংঘের চারজন বিশিষ্ট সদস্য ফজল, ফাজেল, ফুজায়েল ও মোফাজ্জেলের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছিল 'হিলফুল ফুজুল'। এই সেবা সংঘের সদস্যরা যে সকল কাজ করার জন্য শপথ ও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেগুলো হচ্ছে- (১) আমরা দেশের অশান্তি দূর করবো, ২) বিদেশী পর্যটকদেরকে রক্ষা করবো, (৩) গরীব দুঃখীদেরকে সাহায্য করবো, (৪) শক্তিশালীদেরকে দুর্বলদের উপর অত্যাচার করতে দেব না, (৫) বিভিন্ন গোত্রের মধ্য সম্প্রীতি স্থাপনের চেষ্টা করবো।[২] এ শান্তি সংঘ প্রায় ৫০ বছর ধরে স্থায়ী হয়েছিল। এভাবে মুহাম্মাদ (সা.) মানুষের কল্যাণের জন্য

---

[১] জনাব মুহসিন ফারানি ও অন্যান্য, *সীরাত বিশ্ব কোষ,* অনুবাদ: ড. মাওলানা ইমতিয়াজ আহমদ, মাকতাবাতুল আযহার, ২য় খ. ২০১৯ খ্রি., পৃ. ২৭৭

[২] ড. এ. বি. এম. সিদ্দিকুর রহমান, *বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর জীবনী,* বাংলাবাজার, ঢাকা: মীনা বুক হাউজ, ২০০৭ খ্রি., পৃ. ৭৭

আত্মনিয়োগ করেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত হিলফুল ফুজুলই বিশ্ব ইতিহাসে সর্বপ্রথম কল্যাণী সেবা সংঘের মর্যাদা লাভ করে। এভাবে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির আগেই শান্তির অগ্রদূত হিসেবে পৃথিবীর বুকে আত্মপ্রকাশ করেন। মহানবী (সা.) এ প্রসঙ্গে বলেন, "ইবন জুদ এর ঘরে আমি যে শপথ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলাম, এক পাল লাল উটের বিনিময়েও যদি আমাকে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হতো, আমি তা গ্রহণ করতাম না। আজও যদি কোথাও এ ধরনের চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং আমাকে তাতে শরীক হওয়ার আমন্ত্রণ জানান হয়, আমি তা গ্রহণ করতে দ্বিধা করবো না।"[১]

জাহেলি যুগে আরব সমাজের অন্যায়, অবিচার প্রতিরোধ করার জন্য হিলফুল ফুজুল গঠিত হলেও মহানবী (সা.)-এর নেতৃত্বে গঠিত এ সংগঠনটির শিক্ষা সর্বকালের, সর্বসমাজের যুবকদের জন্য একটি আদর্শ শিক্ষা ও পথনির্দেশক হয়ে রয়েছে। বর্তমান যুগে জাহেলি যুগের মতো কলুষিত সমাজ পরিলক্ষিত না হলেও পৃথিবীর সব দেশে, সব সমাজেই এখনো বহু অন্যায়, অবিচার ও বৈষম্য রয়ে গেছে। এখনো সমাজে বহু মানুষ নিপীড়িত, নির্যাতিত ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। এখনো সমাজে হত্যা, নারী নির্যাতন, সুদ, ঘুষ প্রভৃতি অসামাজিক কাজ কম-বেশি প্রচলিত রয়েছে। আমাদের দেশের যুব সমাজ আজও হিলফুল ফুজুলের মতো সংগঠিত হয়ে সমাজের সব অন্যায় প্রতিরোধ করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। যার প্রমাণ মেলে আমাদের দেশের সকল আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে। দেশের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচিত হয়েছে ছাত্রদের আন্দোলনের মধ্য দিয়েই। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, '৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৬২-র শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, '৬৬-র ঐতিহাসিক ৬ দফা ও ১১ দফা, '৬৯-এর গণ অভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন, '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন, ৯০-এর স্বৈরাচার পতন আন্দোলনসহ প্রতিটি ঐতিহাসিক বিজয়ের প্রেক্ষাপট তৈরি ও আন্দোলন সফল করায় তৎকালীন ছাত্র-ছাত্রীদের ভূমিকা অপরিসীম। নিরাপদ সড়কের দাবিতে ছাত্ররা যে আন্দোলন গড়ে তুলেছে, তাদের আন্দোলনের ফলেই সড়কে শৃঙ্খলা আসবে বলে মনে করছে অনেকেই।[২]

ইসলাম ধর্মে যুবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। যুবক বয়সের ইবাদত আল্লাহ্‌র কাছে অধিক পছন্দনীয়। প্রকৃতপক্ষে যুবক বয়সই দেশ ও জাতি গঠনে দায়িত্ব

---

[১] ডঃ মুহাম্মাদ হোসাইন হায়কল, *মহানবীর জীবন চরিত,* অনুবাদঃ মওলানা আবদুল আউয়াল, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৮ খ্রি., পৃ. ১৪৭

[২] নওশাদ জামিল, শিক্ষার্থীদের আন্দোলনেই সড়কে আশার আলো, *দৈনিক কালের কণ্ঠ,* ২ আগস্ট, ২০১৮, বিশেষ সংখ্যা পৃ. ১ ও ৩

পালনের শ্রেষ্ঠ সময়। এ সময় গায়ে থাকে শক্তি এবং মনে থাকে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সাহস। এ শক্তি ও সাহস কাজে লাগিয়ে শুধু সামাজিক অসাম্য দূরীকরণই নয়, পরিবার, সমাজ ও দেশের উন্নয়ন ও সার্বিক কল্যাণ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব। 'হিলফুল ফুজুল' শুধু অন্যায়ের প্রতিবাদ করতেই শেখায়নি, মানুষের জানমালের নিরাপত্তা বিধান, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধনের শিক্ষা দিয়েছে। মহানবী (সা.)-এর এই সংগঠনের আলোকে প্রতিটি গ্রাম ও মহল্লায় শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন সংঘ প্রতিষ্ঠিত হলে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন অনেকটাই নিশ্চিত হবে।

২। মদীনা বাসীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ: রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মদীনায় সাহাবীদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ প্রদান করেছিলেন যা সাহাবীদের জন্য ছিল এক দিক নির্দেশনা মূলক ভাষণ। তিনি বলেছিলেন, "হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের নিজেদের জন্যে কিছু ভাল কাজ করে নাও! জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের প্রত্যেকেই একে একে মৃত্যুর শিকার হবে এবং তার ছাগল পালকে এমন অবস্থায় ছেড়ে যাবে যে, তার কোন রাখাল থাকবে না।"[১] হে জনগণ! তোমরা তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় কর, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করবেন, তোমাদের নিকট কি আমার রাসূল আসেনি? আমি কি তোমাদের ধন-মাল দেইনি? তোমাদের প্রতি কি অনুগ্রহ দেখাইনি? তা হলে তোমরা নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য কী পুঁজি সংগ্রহ করেছ? তখন ডান ও বামে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পাবে না। সম্মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে পাবে জাহান্নাম। অতএব এ জাহান্নাম থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য যার পক্ষে যা করা সম্ভব, তা এখনই করা কর্তব্য। যদি এক টুকরা খেজুরও ব্যয় করা যায়, তা হলে তা এখনই করা উচিত। যে লোক তাও পারবে না, তার উচিত ভালো ও কল্যাণমূলক কথা বলা। তাও তার জন্য যথেষ্ট হবে। যে কোন ভালো কাজের বিনিময়ে শুভ ফল পাওয়া যাবে তার দশ থেকে সাতশ গুণ বেশি। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভাষণের মূলে ছিল কুরআনে কারিমের এই আয়াত, "হে মুমিনগণ! আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তোমরা ব্যয় কর সে দিন আসার পূর্বে, যে দিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ থাকবে না।"[২] এই ভাষণটি ছিল প্রেরণার মহা উৎস, ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হওয়ার সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা। এ ভাষণের মূল কথা হচ্ছে, "সর্বাত্মক কল্যাণময় কাজ ও সে জন্য উদার হস্তে অর্থ ব্যয়ের এ এক উদাত্ত আহবান। এ দায়িত্ব থেকে কোন একজনও মুক্ত নয়।"[৩] রাসূলুল্লাহ্ (সা.)

---

[১] আবূ মুহাম্মদ আবদুল মালিক ইব্‌ন হিশাম মুআফিরী (র), *সীরাতুন নবী (সা),* অনুবাদক মন্ডলী, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২য় খন্ড, ২০০৭ খ্রি., পৃ. ১৭৩

[২] আল-কুরআন, ২:২৫৪ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ)

[৩] মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা,* ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ৭০

মানুষেরকে কল্যাণ মূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন, পাশাপাশি সে উপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেন, যারা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন মূলক কাজ করবে; তারা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে সফলতা লাভ করবে। প্রিয় নবী (সা.) সর্বাধিক নম্র, ভদ্র ও সহনশীল ছিলেন। কেউ তার সাথে দূর্ব্যবহার করলে তিনি তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতেন। যারা প্রিয় নবী (সা.) –এর প্রতি অত্যাচার করতেন, তাদেরকে তিনি ক্ষমা করতেন।[১]

হযরত জারীর ইবন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করেন না, যে মানুষের প্রতি রহম করে না।"[২] রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, সে ব্যক্তি আমাদের নয় যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং আমাদের বড়দের মর্যাদার জ্ঞান রাখে না।"[৩] তিনি আরো বলেন, "পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শনে তুমি মুমিনদের একটি দেহের মত দেখবে। যখন শরীরের একটি অঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়, তখন শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রাত জাগে এবং জ্বরে অংশ নেয়।"[৪] অন্য এক হাদীসে এসেছে, "আবূ মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, এক মুমিন আর এক মুমিনের জন্য ইমারত তুল্য, যার এক অংশ আর এক অংশকে সুদৃঢ় করে। আর তিনি (সা.) তাঁর এক হাতের আঙ্গুল আর এক হাতের আঙ্গুলে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন।"[৫]

৩। উন্নয়নের লক্ষ্যে সংবিধান প্রণয়ন ও সুরক্ষা: ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নয়ন ও শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্রের মডেল হিসেবে দেখতে গেলে মদীনা রাষ্ট্রকেই উপস্থাপন করতে হয়। এই রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল মূলত মদীনা সনদের মাধ্যমে। মহানবী (সা.) যখন মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করেন তখন তিনি সেখানে

---

[১] মুহাম্মাদ গোলাম মুস্তফা, সম্পাদিত, *বিশ্ব শান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.),* মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, *ক্ষমা ঐদার্য এবং বিনয়ের প্রতীক হযরত রাসূলে করীম (সা),* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৫ খ্রি. পৃ. ১৬

[২] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুত তাওহীদ, পরিচ্ছেদ: বাবু কাওলিল্লাহি তাবারাকা ওয়া তা'আলা: কুলিদউল্লাহা আবিদ'উর রাহমানা আইয়্যামা তাদউ ফালাহুল আসমাউল হুসনা, হাদীস নং ৭৩৭৬ (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاس)

[৩] ইমাম তিমমিযী, *জামে' আত-তিরমিযী,* অধ্যায়: কিতাবুর বিররি ওয়ালসিলাতি আন রাসূলিল্লাহ (সা.), পরিচ্ছেদ: বাবু মা জাআ ফী রাহমাতিস সিবইয়ান, হাদীস নং ১৯২০ (لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا)

[৪] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল আদাব, পরিচ্ছেদ: বাবু রহমাতিন নাসি ওয়াল বাহাইম, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৬০১১ (تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى)

[৫] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল মাযালিমি ওয়াল গাসাবি, পরিচ্ছেদ: বাবু নাসরিল মাজলুম, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২৪৪৬ (عَنْ أَبِي مُوسَى ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ .")

উন্নয়ন ও শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করণ তথা কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্ব প্রথম যে কাজটি করলেন, সেটি হলো মদীনার অভ্যন্তরে বসবাসরত সকল পক্ষের করণীয় স্পষ্টভাবে তুলে ধরার পাশাপাশি, তাদের অধিকার ও দায়িত্বের সীমা নির্ধারণ করে দেন। প্রাচীন উৎস-গ্রন্থসমূহে এর নাম দেয়া হয়েছে 'কিতাব' বা 'সহীফাহ' (দলীল); আর আধুনিক গবেষণামূলক লেখনীতে এর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে সংবিধান ও সনদ শব্দ।[১] সকল দল, মত নির্বিশেষে, সকলের অধিকার নিশ্চিত করে একটি সংবিধান রচনা করলেন, যা মদীনা সনদ নামে পরিচিত। Dr. Muhammad Hamidullah তাঁর গবেষণামূলক 'The First Written Constitution in the World[২] গ্রন্থে ঐতিহাসিক যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, মদীনা চুক্তি-ই পৃথিবীর প্রথম সংবিধান যা রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ শাসনাধিপতি নিজেই প্রবর্তন করেছেন।[৩]

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) দৃঢ় ভিত্তির ওপর ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন সাম্রাজ্যের সব সম্প্রদায়ের লোকের সহযোগিতা ও সমর্থন না পেলে রাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। তিনি মদীনা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের মুসলমান, ইয়াহুদি ও পৌত্তলিকদের নিয়ে একটি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তদনুসারে এ তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক সনদ স্বাক্ষর করেন। এটা 'মদীনার সনদ' নামে পরিচিত। এ সনদে ৪৭টি শর্ত ছিল। এর প্রধান শর্তগুলোর কিছু নিচে উল্লেখ করা হলো-

১. মদীনা সনদে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়সমূহ একটি সাধারণ জাতি গঠন করবে। ২. যদি চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী কোনো সম্প্রদায় বাইরের শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহলে তাদের মিলিত শক্তি দিয়ে সে আক্রমণকে প্রতিহত করবে। ৩. কেউ কুরাইশদের সঙ্গে কোনো প্রকার গোপন সন্ধি করতে পারবে না, কিংবা মদীনাবাসীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে কুরাইশদের সাহায্য করবে না। ৪. মুসলমান, ইয়াহুদি ও অন্যান্য সম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে, কেউ কারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। ৫. স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তি অপরাধ করলে তা ব্যক্তিগত অপরাধ হিসেবেই বিচার করা হবে। তজ্জন্য

---

[১] মূল (আরবি): ইবরাহীম আলি, *সীরাতুন নবি (স.),* অনুবাদ: জিয়াউর রহমান মুন্সী, ঢাকা: মাকতাবাতুল বায়ান, ২য় খ. ২০১৮ খ্রি., পৃ. ৩৫

[২] Dr. Muhammad Hamidullah, *The First Written Constitution in the World*, New Delhi: Nasir Books, First published in 1941

[৩] মাওলানা আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী ও অন্যান্য অনুবাদকবৃন্দ, *হযরত রাসূলে করীম (সা.): জীবন ও শিক্ষা,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৩য় সংস্করণ, ২০০৮ খ্রি., পৃ. ৩১২

অপরাধীর সম্প্রদায়কে দায়ী করা যাবে না। ৬. সর্ব প্রকার পাপ ও অপরাধকে ঘৃণা করতে হবে। কোনো ক্রমেই পাপী ও অপরাধী ব্যক্তিকে রেহাই দেওয়া যাবে না। ৭. দুর্বল ও অসহায়কে রক্ষা ও সাহায্য করতে হবে। ৮. এখন থেকে মদীনায় রক্ত ক্ষয়, হত্যা ও বলাৎকার নিষিদ্ধ করা হলো। ৯. আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) প্রজাতন্ত্রের সভাপতি হবেন এবং পদাধিকার বলে তিনি সর্বোচ্চ বিচারালয়ের সর্বময় কর্তা হবেন। ১০. মদীনায় কোনো মুসলমান, অমুসলমান কিংবা ইয়াহুদী হযরতের বিনানুমতিতে যুদ্ধ ঘোষণা করতে অথবা সামরিক অভিযানে যেতে পারবে না। ১১. কোনো মতানৈক্য ও বিরোধ দেখা দিলে তা বিচারের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে পেশ করতে হবে।[১]

মদীনা সনদ মদীনার রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নাগরিক জীবনে বিরাট পরিবর্তন আনে। প্রথমত, এ সনদ রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনে সাহায্য করে। হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নেতৃত্বে নিয়মিত যুদ্ধরত গোত্রগুলোর শহর শান্তিপূর্ণ প্রজাতন্ত্রে পরিণত হয়। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্‌র রাসূলের দেওয়া নতুন সংবিধান অনুযায়ী মদীনায় গৃহযুদ্ধ ও অনৈক্যের স্থলে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নবী কারিম (সা.) মদীনার প্রত্যেক মানুষের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করেন। তৃতীয়ত, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মদীনার সব নাগরিককে এ সনদ সমানাধিকার দান করে। চতুর্থত, এটা মদীনার মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে তোলে এবং মুহাজিরদের মদীনায় বসবাস ও জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা করে। পঞ্চমত, মদীনায় ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, এ সনদ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।[২]

মদীনার সনদ হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, কূটনৈতিক দূরদর্শিতা ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় বহন করে। তার প্রণীত সনদ দুনিয়ার ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র। এটা নাগরিক সাম্যের মহান নীতি, আইনের শাসন, ধর্মের স্বাধীনতা ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ঘোষণা করে। তাই এটাকে ইসলামের মহাসনদ বলা হয়।

মদীনা সনদে সব সম্প্রদায়ের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। গোত্র প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিলুপ্ত না করে প্রত্যেকের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন রেখে এ সনদ উদারতার ভিত্তিতে একটি বৃহত্তর জাতি গঠনের পথ উন্মুক্ত করে। এ সনদের দ্বারা আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বকে

---

[১] অধ্যাপক কে. আলী, *ইসলামের ইতিহাস,* ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০১৯ খ্রি., পৃ. ৫৯

[২] মাওলানা আবূ সাঈদ মহাম্মদ ওমর আলী ও অন্যান্য *অনুবাদকবৃন্দ, হযরত রাসূলে কারীম (সা.)- জীবন ও শিক্ষা,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০০ খ্রি., পৃ. ৩২২-৩২৪

স্বীকার করা হয়। বস্তুত, মদীনা সনদ ইসলামী প্রজাতন্ত্রের বীজ বপন করে। ঐতিহাসিক বার্নার্ড লুইসের মতে, এ দ্বৈত সনদ (ধর্ম ও রাজনীতি) তখন আরবে অপরিহার্য ছিল। সে সময়ে রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যম ছাড়া ধর্ম সংগঠিত হওয়ার উপায় ছিল না। রাজনৈতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ আরবদের কাছে ধর্ম ছাড়া রাষ্ট্রের মূলভিত্তি গ্রহণীয়ও হতো না। অধ্যাপক হিট্টি বলেন, 'পরবর্তীকালের বৃহত্তর ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল ছিল মদীনার প্রজাতন্ত্র'।[১]

মদীনা সনদের দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর মদীনার শাসনতান্ত্রিক কর্তৃত্ব অর্পিত হয়। কুরাইশদের বিরুদ্ধে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে এটা তার ক্ষমতা ও মর্যাদাকে যথেষ্ট বৃদ্ধি করে। এ সনদে সংঘর্ষ বিক্ষুব্ধ মদীনার পুনর্গঠনে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়েছে। যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত আরব জাহানকে একতাবদ্ধ করার একটি মহৎ পরিকল্পনাও এতে ছিল। মদীনা সনদ দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয়, হযরত মুহাম্মাদ (সা.) শুধু ধর্ম প্রচারকই ছিলেন না, তিনি পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞও ছিলেন। তাই মদীনা সনদের আদলে আমরা আমাদের নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারলে আমাদের দেশের উন্নয়ন আরও টেকসই ও গতিশীল হবে

৪। মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠা: বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর উদ্যোগে মদীনায় মসজিদ নির্মিত হয়েছিল যা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করতো। এই পবিত্র প্রতিষ্ঠানটি গত ১৪০০ বছরে বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে আজকের অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। কখনো কখনো মসজিদের বাহ্যিক চেহারাকে রাজপ্রাসাদের আকৃতি দেয়া হলেও ইবাদত-বন্দেগীর পবিত্র স্থান হিসেবে মসজিদের ভূমিকা কখনো ম্লান হয়ে যায়নি।

মহানবী (সা.) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পরপরই সর্ব প্রথম ইসলামী শাসনকাজ পরিচালনার স্থান হিসেবে মসজিদ নির্মাণের কাজে হাত দেন। শুধু নামায আদায় নয় সেই সঙ্গে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার লক্ষ্যে তিনি এই পবিত্র স্থাপনাটি নির্মাণ করেছিলেন। যে স্থানে শাসক ও শাসিত দু'জনই উপস্থিত থাকবেন এবং যেখানে আল্লাহ্‌র হুকুম-আহকাম শিক্ষা দেয়া হবে। সাহাবীদের সঙ্গে বিশ্বনবীর মিলনমেলা ছিল এই মসজিদ। রাসূলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের কাছে ধর্মের দাওয়াত দিতেন। সমাজে আল্লাহ্‌র হুকুম বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে কোনো কাজ তিনি আগে নিজে করে দেখাতেন এবং তারপর সবাইকে করতে বলতেন। দূর-দূরান্ত থেকে কেউ বিশ্বনবীর সঙ্গে দেখা করতে আসলে তার সঙ্গে তিনি মসজিদে

---

[১] হাসান আলী চৌধুরী, *ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি,* ঢাকা: আইডিয়াল বুকস, ২০১৬ খ্রি., পৃ. ৮০

সাক্ষাৎ করতেন। কোনোকিছু জনগণকে জানাতে চাইলে এই মসজিদে বসেই তিনি নিজে কিংবা কোনো একজন সাহাবীর মাধ্যমে তা সবাইকে জানাতেন।

মসজিদে নববী তৈরি হওয়ার পর এর একাংশকে দরিদ্র মানুষের বসবাসের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়। এসব দরিদ্র মানুষের বেশিরভাগই ছিলেন মক্কা থেকে আসা মুহাজির। মক্কার কাফেরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তারা নিজেদের ঘর-বাড়ি, সহায়-সম্বল ফেলে এক কাপড়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গে মদীনায় হিজরত করেন। বিশ্বনবীর এসব সাহাবীকে আসহাব আস-সুফফা বলা হয়। মসজিদে নববীর সঙ্গে বিশ্বনবী (সা.)-এর বসবাসের জন্য তৈরি হয় একটি ঘর। পরবর্তীতে সাহাবীদের মধ্যে সামর্থ্যবানরাও মসজিদের পাশে ঘর তৈরি করে মসজিদ অভিমুখে একটি করে দরজা রেখেছিলেন। নামাযের সময় হলে তারা ওই দরজা দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করতেন। তৃতীয় হিজরিতে বিশ্বনবী (সা.) আলী ইবন আবি তালিব (রা.) ছাড়া আর সবার ঘরের মসজিদ অভিমুখী দরজা বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ দেন। আজকে আমাদের সমাজে মসজিদগুলো যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সময়কার মসজিদে নববীর মত করা যেত, যেখানে নামাযের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালনা করা যেত, তাহলে এই মসজিদগুলো আমাদের দেশের উন্নয়নে অনেক কাজে আসতো।

৫। সচিবালয় প্রতিষ্ঠা: রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কয়েকজন একান্ত সচিব ছিলেন, যারা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নিকট আসা ওহী লিখে রাখতেন, এদের মধ্যে ছিলেন, হযরত ওসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত উবায়-ইবনে-কা'ব (রা.), যায়েদ বিন সাবিত (রা.)। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের দায়িত্ব বিভিন্ন সাহাবীকে অর্পণ করা হয়। যেমন-আল-যুবাইর বিন আল-আওয়াম, যাকাত ও সাদাকা হিসাবে গৃহীত মালের হিসাব রাখতেন। খেজুরের গাছ থেকে প্রাপ্ত আয়ের হিসাব রাখতেন হুজাইফা বিন আল-ইয়ামান। রাষ্ট্রীয় আয়ের হিসাব রাখতেন মুয়ানকীর বিন আবি তাতেমা। জাতি ও গোত্রের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার দায়িত্বে ছিলেন আল-মুগীরা বিন শুবা এবং হুসায়েন বিন নমীর। কাতিব হিসাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর পক্ষ হতে বিভিন্ন রাজ দরবারে পত্র লিখতেন যায়েদ বিন-সাবিত। অপর একজন সচিব হানযালা বিন-আল-রাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সীলমোহর রক্ষণাবেক্ষণ করতেন।

৬। প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা: মদীনা ইসলামী প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) শাসন-ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সমগ্র আরব দেশকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তা 'ওয়ালী' নামে পরিচিত ছিলেন। মদীনা ব্যতীত অপরাপর প্রদেশগুলো হচ্ছে, খাইবার, মক্কা, তায়েফ, সানা, ইয়ামেন, হাজরামাউত, ওমান, বাহরাইন, আল-জানদ

এবং বানু কিন্দ উপগোত্রীয় অঞ্চল। ইবন হিশামের মতে আলী বিন আবু তালিব নাজরানে, মুয়ায বিন-জাবাল ইয়ামেনে, যিয়াদ বিন-লাবিদ হাজরামাউতে, আলা-বিন হাজরামী বাহরাইনের 'ওয়ালী' নিযুক্ত ছিলেন। ওয়ালী ছাড়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চল বা জিলায় 'আমিল' নিয়োগ করা হয়। তাদের প্রধান কাজ ছিল সুষ্ঠুভাবে কর আদায় করা। ইবন হিশাম ও আত-তাবারী আরব ভূখন্ডের বিভিন্ন গোত্রের জন্য নিযুক্ত ২৩ জন 'আমিলের' কথা উল্লেখ করেন।

৭। রাজস্ব ব্যবস্থা: রাজস্ব ছাড়া রাষ্ট্রের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায় না। মুহাম্মাদ (স.) মদীনা রাষ্ট্রকে সুদৃঢ় করার জন্য রাজস্ব ব্যবস্থার প্রচলন করেন। তাঁর শাসনামলে রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎসছিল পাঁচটি: ১। যাকাত ২। খারাজ ৩। জিজিয়া ৪। মাল-ই গণীমত ৫। আল-ফাই। এ সব উৎস থেকে আয়কৃত অর্থ দারিদ্র্যতা দূরীকরণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজে ব্যবহার করা হতো।

৮। বিচার ব্যবস্থা: সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য অতিব জরুরি বিষয়। মহানবী (সা.) বিচার ব্যবস্থার সুষ্ঠু বিন্যাস করেন। তিনি স্বয়ং প্রধান বিচারক ছিলেন এবং তিনি মদীনার মসজিদে বিচারকার্য সমাধান করতেন। আল্লাহ্র বিধানের প্রধান ব্যাখাদাতা হিসাবে তিনিই ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারপতি। জানাযায় সর্বোচ্চ বিচারক হিসাবে তিনি অসংখ্য মামলার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।[১] প্রাদেশিক বিচারক কাজী নামে পরিচিত ছিল। কাজী নিয়োগের দায়িত্ব নিজেই পালন করতেন। অবশ্য কখনও কখনও তাঁর নির্দেশ 'ওয়ালী' বা প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণও প্রদেশিক বিচারক নিযুক্ত করতেন। তাঁর সময়ের প্রখ্যাত বিচারক ছিলেন আল-মুয়াজ বিন-জাবাল। বিচারকদের পরামর্শ ও সাহায্য করতেন আইন বিশারদ বা ফকীহ সম্প্রদায়। বিচারকার্য ছাড়াও কাজীগণ ওয়াকফ সম্পত্তি ও নাবালকদের সম্পদ তদারক করতেন।

৯। শিক্ষার সম্প্রসারণ: শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নত হতে পারে না, তাই মহানবী (সা.) শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এ সময় তিনি মসজিদ, মক্তব স্থাপন করে নিরক্ষরতা দূর করার চেষ্টা করেন। কুরআন পাঠ, শরীয়ত শিক্ষা, লিখন-পাঠ ও ব্যাকরণ শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সময় মদীনাতে নয়টি মসজিদ-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তন্মধ্যে নগরীর উপকণ্ঠে অবস্থিত কু'বার মসজিদ-বিদ্যালয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। শিক্ষার্থীদের সাথে আলাপ-আলোচনার জন্য নবী (সা.) সেখানে গমন করতেন। পুরুষের সাথে নারীদেরকেও শিক্ষাদান করা হতো। ক্রীতদাসকেও

---

[১] ড. মুহাম্মাদইয়াসীন মাযহার সিদ্দিকী, *রাসূল মুহাম্মাদ (সা) এর সরকার কাঠামো,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২য় সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ২৪৭

নবী (সা.) বিদ্যা শিক্ষাদান করে মুক্তি দিতে বলতেন। শিশুদের লেখাপড়ার জন্য প্রত্যেক 'মহল্লায়' প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। আরব উপদ্বীপে সর্বত্র ইসলাম প্রচারিত হওয়ার পর মহানবী (সা.) বেদুঈনদের কুরআন পাঠ শিক্ষাদানের জন্য 'মুয়াল্লিম' বা শিক্ষক প্রেরণ করেন।[১]

১০। জুয়াখেলা, দাসত্ব ও মদ উচ্ছেদ: মদ, জুয়া, দাসত্ব উন্নয়নের বড় প্রতিবন্ধক। জুয়া খেলা ও মদ্যপান সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বিধায় মহানবী (সা.) মদ-জুয়ার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন। দাস প্রথার মূলে তিনি কুঠার আঘাত করেন। তিনি কৃতদাস জায়েদকে সেনাপতির দায়িত্ব অর্পণ করেন। হাবসী কৃতদাস বেলালকে তিনি ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করেন। আনাস, সালমান ফারসী, সুহায়েব রুমী এবং অপরাপর কৃতদাসগণ সামাজিক মর্যাদা লাভ করেন। যে আরব জাতির অনেকেই সে সময় মদ না খেয়ে থাকতে পারতো না তাদেরকে মাদকাসক্তি থেকে মুক্তি দিয়ে সুন্দর ও উন্নত সমাজ গড়ার কাজে লাগান।

১১। নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রদান: নারী জাতির যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। মহানবী (সা.) বিশ্ববাসীকে বলেন যে, মানুষের জীবন নারী ও পুরুষ উভয়ের আস্থাভাজন সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল।[২] অর্থাৎ নারী ও পুরুষ একে অপরের পরিপূরক, উভয়ের সহযোগিতায় গড়ে উঠে একটি সুন্দর পরিবার। প্রাক ইসলামী যুগে নারীদেরকে পণ্যসামগ্রীর মত ব্যবহার করতো। তারা বিভিন্ন রকমের সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত ছিল। মহানবী নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কুরআনের অমীয় বাণী প্রচার করে বললেন, "পুরুষের নারীর উপর যতটা অধিকার আছে, নারীরও পুরুষের উপর ততটা অধিকার রয়েছে।"[৩] ইসলাম নারীকে শরীয়তের সীমার মধ্যে অবস্থান করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড করার অধিকার দিয়েছে।[৪] আইনের দৃষ্টিতে পুরুষ ও নারীর সমমর্যাদা ও অধিকার দেয়া হয়েছে। সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনের ক্ষেত্রে মুসলিম নারী অপর যে কোন ধর্মের নারী অপেক্ষা অধিকতর সম্মানজনক মর্যাদার অধিকারিণী। তিনি মাতার পদতলে সন্তানের বেহেশত নির্দেশ করেছেন এবং নারীকে তিনি স্বামীর গৃহে সর্বময় কর্ত্রী বলে

---

[১] অধ্যাপক কে. আলী, *ইসলামের ইতিহাস,* ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০১৯ খ্রি., পৃ. ১০৬

[২] মাওলানা আবূ সাঈদ মহাম্মদ ওমর আলী ও অন্যান্য অনুবাদকবৃন্দ, *হযরত রাসূল করীম (সা.): জীবন ও শিক্ষা,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৮ খ্রি., পৃ. ৪৫৯

[৩] আল-কুরআন, ২:২২৮ (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)

[৪] ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ৫২৫

ঘোষণা করেছেন। এক হাদীসে এসেছে, "ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্নিত, নবী (সা.) বলেন, তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি সর্বোত্তম যে তাঁর স্ত্রীর প্রতি সর্বোত্তম ব্যবহার করে এবং আমি আমার স্ত্রীদের সহিত সর্বাপেক্ষা উত্তম আচরণ করি।"[১] বিবাহের সময় নারীর মত প্রকাশের স্বাধীনতা, মৃত পিতা ও স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার ভোগের অধিকার দিয়েছেন। তিনি আরবের কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়ার প্রচলিত রীতি চিরতরে বন্ধ করেন।[২]

১২। শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা: হযরত মুহাম্মাদ (সা.) শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা দান করেছেন। তিনি নিজে মদীনার মসজিদ নির্মাণে এবং খন্দকের যুদ্ধে খন্দক অর্থাৎ পরিখা খননে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। কোন কাজকেই তিনি ছোট মনে করতেন না। পরিবারের কাজে সাহায্য করতেন, বাজার হতে খাদ্য ক্রয় করে আনতেন। নিজে ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করেছেন। নিজে হাতে আয়-উপার্জন করার জন্য তার অনুসারীদের উৎসাহিত করতেন। তিনি শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই তার পাওনা পরিশোধের নির্দেশ প্রদান করেছেন। আবার শ্রমিকরা যাতে মালিকের কাজে ফাঁকি না দেয় সে ব্যাপারে তাকিদ দিয়েছেন। এ ভাবে শ্রমিক-মালিকের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক করার দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন, যা টেকসই উন্নয়নের জন্য খুবই জরুরি।

১০.১.২ হযরত আবু বকর (রা.)-এর সময় পরিকল্পনা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

হযরত আবু বকর (রা.)-এর শাসনকাল ছিল ৬৩২-৩৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। মহানবী (সা.)-এর পরেই ইসলামের প্রথম খলিফা নিযুক্ত হন হযরত আবু বকর (রা.)। খলিফা নিযুক্তির পর হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর প্রথম ছোট্ট ভাষণে বলেন, 'আমি আপনাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ নই। আপনাদের সকলের সাহায্য ও পরামর্শ আমার কাম্য। আমি ন্যায় ও সত্যের পথে থাকলে আপনারা আমাকে সমর্থন করবেন। বিপথগামী হলে আমাকে উপদেশ দেবেন। আমি বরণ করবো সত্য, বর্জন করবো মিথ্যা। সত্যবাদিতা হচ্ছে আমানাতদারী এবং মিথ্যা হচ্ছে খিয়ানত। আমার চোখে ধনী-নির্ধন, সবল-দূর্বল সকলেই সমান। যে জাতির মধ্যে অন্যায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে আল্লাহ্ তাদের বিপদ আপদও ব্যাপক করে দেন। আমি যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করি তাহলে আপনারাও আমার

---

[১] ইমাম ইবন মাজা, *সুনানু ইবন মাজাহ,* অধ্যায়: কিতাবুন নিকাহ, পরিচ্ছেদ: বাবু হুসনি মুআ'শারতিন নিসা, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ১৯৭৭ (" عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ " خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي ")

[২] অধ্যাপক কে. আলী, *ইসলামের ইতিহাস,* ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০১৯ খ্রি., পৃ. ৯৮

আনুগত্য করবেন। কিন্তু আমি যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হই তাহলে আপনাদের কাছে আমার আনুগত্য চাওয়ার অধিকার থাকবে না।[১]

১। রাষ্ট্রের বিশৃঙ্খলা বন্ধ: একটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিশৃঙ্খলা কিংবা অরাজকতা থাকলে সেখানে স্থিতিশীল উন্নয়ন সম্ভব নয়। হযরত আবুবকর (রা.) দায়িত্ব গ্রহণের পর নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন রকমের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তিনি রাষ্ট্রের বিভিন্ন রকমের অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, প্রতারণা, ভন্ডামি, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, ধর্ম ও দেশদ্রোহিতার সংকটময় পরিস্থিতি যোগ্যতা ও দৃঢ়তার সাথে মোকাবিলা করেন। আব্দুল্লাহ-বিন-মসউদের মতে, “এইরূপ সঙ্কটের দিনে হযরত আবুবকর (রা.) এর মত খলিফা না থাকলে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্র কোনটাই রক্ষা পেত না।”[২]

২। আল-কুরআনের বাণী সংগ্রহ: পবিত্র কুরআন হলো মানবতার মুক্তি, সফলতা ও উন্নয়নের বাণী। পবিত্র কুরআনের বাণীগুলো অবতীর্ণ হওয়ার পরে বিভিন্ন জায়গায় লিখে রাখা হতো কিংবা হাফেজরা তা মুখস্থ করে রাখতো। ভণ্ড নবী মুসায়লামার বিরুদ্ধে পরিচালিত ইয়ামামার যুদ্ধে বহু সংখ্যক হাফেজে কুরআন শাহাদাত বরণ করলে হযরত ওমর (রা.)-এর পরামর্শ ক্রমে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও হযরত আবুবকর (রা.)-এর ব্যক্তিগত সচিব যায়েদ-বিন-ছাবিত (রা.) কে কুরআনের বাণীগুলো সংগ্রহ করে পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ প্রদান করেন। আবুবকর (রা.)-এর ইনতিকালের পর পবিত্র গ্রন্থ খলিফা ওমর (রা.) এর নিকট ছিল এবং পরে তার কন্যা ও মুহাম্মাদ (সা.)-এর স্ত্রী বিবি হাফসা (রা.) এর নিকট সংরক্ষিত ছিল।

৩। সহজ সরল জীবন প্রণালী: তিনি একজন সাধারণ মানুষ থেকে রাষ্ট্র প্রধানের আসনে সমাসীন হয়েছিলেন কিন্তু জীবন যাপন প্রণালীর মধ্যে কোন পরিবর্তন করেননি। তিনি সহজ-সরল-ও অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন।

৪। গণতন্ত্র পন্থী ও নির্ভীক: ধর্মীয় মতবাদে হযরত আবুবকর (রা.) যেমন ছিলেন অটল তেমনি রাষ্ট্রীয় কার্য নির্বাহে তিনি ছিলেন গণতন্ত্র পন্থী এবং নির্ভীক। খলিফা নির্বাচিত হয়ে তিনি উদ্বোধনী ভাষণে মুসলমানদের নিকট হতে পরামর্শ এবং ভুল-ত্রুটির জন্য সংশোধন কামনা করেন। তিনি মনে-প্রাণে

---

[১] সাইয়েদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, *তারীখে ইসলাম,* ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫ খ্রি., পৃ. ২৪

[২] ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি,* ঢাকা: গ্লোব লাইব্রেরী (প্রাঃ) লিমিটেড, ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রি., পৃ. ১২১

গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। যার কারণে মজলিসে-শুরা বা পরামর্শ পরিষদ গঠন করে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিধান অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন।

৫। রাষ্ট্র প্রধানদের ভাতার প্রচলন: খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি যথারীতি কাপড়ের ব্যবসার জন্য বাজারে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় হযরত ওমর (রা.)-এর সঙ্গে দেখা হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় যাচ্ছেন? জবাবে হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, 'ব্যবসা করতে বাজারে যাচ্ছি। তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, এভাবে বাজারে গেলে খেলাফতের কাজ কিভাবে চলবে? হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, তাহলে আমার পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের কি হবে? জবাবে হযরত ওমর (রা.) বললেন, 'আপনার হাতে মুসলমানদের যে কোষাগার (বায়তুলমাল) আছে, তা থেকে আপনার ভরণ-পোষণের খরচ বাবদ ভাতা নির্দিষ্ট করা হবে। যেহেতু আপনি সকল মুসলমানের তরফে খেলাফতের কাজে নিয়োজিত আছেন। অতঃপর তারা দু'জনে মিলে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরামর্শক্রমে একজন সাধারণ মুহাজিরের ভাতার সমপরিমাণ ভাতা খলিফার জন্য নির্ধারণ করলেন।[১] যাতে তিনি রাষ্ট্রীয় কাজে বেশি সময় দিতে পারেন।

একদিন খলিফার স্ত্রী কিছু মিষ্টিদ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে খলিফা বললেন, আমার কাছে অতিরিক্ত পয়সা নেই, আর বায়তুলমালের পয়সা জনগণের। খলিফার স্ত্রী বললেন, আমি দৈনন্দিন পারিবারিক খরচ থেকে কিছু কিছু করে সঞ্চয় করে মিষ্টিদ্রব্য আনার জন্য খলিফাকে অনুরোধ করি। কিন্তু খলিফা বললেন, অভিজ্ঞতা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, এই পরিমাণ পয়সা বায়তুলমাল থেকে কম নিলেও পরিবার-পরিচালনায় কোনোরূপ অসুবিধা হবে না। অতএব খলিফার হুকুমে স্ত্রীর সঞ্চিত পয়সা বায়তুলমালে জমা করে দেয়া হলো এবং তৎসঙ্গে তিনি নির্দেশ দিলেন, পরবর্তীতে এই পরিমাণ পয়সা যেন তার ভাগ থেকে কম করা হয়। আমাদের দেশে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে যারা থাকেন তারাও যদি এভাবে সাধারণ জীবন যাপনের জন্য অর্থগ্রহণ করতেন, তাহলে রাষ্ট্রের জনগণও অতিরিক্ত খরচ করার সাহস পেত না। দেশে উন্নয়ন কার্যক্রম আরও বেগবান হতো।

৬। দানশীলতা: ইসলাম দান সদকার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে। দানের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রম গতিশীল হয়। হযরত আবু বকর (রা.) সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, "আর তা (জাহান্নাম) থেকে বহুদূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে, যে স্বীয় সম্পদ

---

[১] মাওলানা আকবর শাহ খান নজিবাবাদী, *ইসলামের ইতিহাস,* অনুবাদকমণ্ডলী, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১ম খন্ড, ২০০৩ খ্রি., পৃ: ২৬৩

দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য।”[১] এ আয়াতের শানে নুযুল হচ্ছেন তিনিই। নবী (সা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) জনগণ ও সেনাবাহিনীকে দশটি অমূল্য উপদেশ দিয়েছিলেন: ‘কাউকে প্রতারিত করো না, চুরি করো না, ব্যভিচার করো না, বিশ্বাসঘাতকতা করো না, কারো অঙ্গচ্ছেদ করো না, স্ত্রী লোক ও বৃদ্ধকে হত্যা করো না, খেজুর গাছ নষ্ট করো না, ফলবান বৃক্ষ নষ্ট করো না, শস্য বা শস্যক্ষেত নষ্ট করো না, ক্ষেত নষ্ট করো না এবং প্রয়োজন ব্যতীত গবাদিপশু হত্যা করো না। মাওলানা মুহাম্মাদ আলী হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে বলেছেন, ‘নম্রতা, একনিষ্ঠতা, অনাড়ম্বর জীবন অতিসূক্ষ্ম নীতিজ্ঞান, গরীব, দরদী মন, কঠিন সংকল্প, ক্লান্তিহীন অধ্যবসায়, সর্বোপরি এক আল্লাহ্তে অটল ও অফুরন্ত বিশ্বাস প্রভৃতি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন তিনি’। তিনি কোমল অথচ কঠোর ছিলেন। জনসাধারণের কল্যাণে ও নতুন রাষ্ট্রের শাসন কার্যে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন।

১০.১.৩ হযরত ওমর (রা.) এর সময় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা, মুসলিম সোনালী শাসনের অগ্রণী ব্যক্তিত্ব, বহুমুখী উন্নয়নের রূপকার হযরত ওমর (রা.) মাত্র দশ বছরের শাসন আমলে গোটা আরব ভূখণ্ডসহ বিরাট সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। নাগরিক সেবায় তিনি ছিলেন এক নিবেদিত প্রাণ। ইতিহাস বিশারদ ইমাম জুহুরী (র.) বলেন, “আল্লাহ্ তা‘আলা গোটা সিরিয়া বিজয় করেছেন হযরত উমর (রা.) এর হাতে। আরব উপদ্বীপ, মিসর, ইরাক পুরোটাই। তিনি সকল জনগণের নাগরিক তালিকা তৈরি করেন তাঁর মৃতুর আগের বছর এবং মানুষের মাঝে সম্পদ বন্টন করেন।”[২]

হজরত ওমর (রা.) বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজেতাদের অন্যতমই ছিলেন না, আদর্শ শাসক হিসেবেও তিনি বিশ্ব ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। ঐতিহাসিক ইমামুদ্দিন বলেন, ‘তাঁর শাসনকাল ইসলামের কৃতিত্বপূর্ণ সামরিক ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজন করেছে। শুধু মহান বিজেতাই নন, তিনি ছিলেন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক এবং নিরঙ্কুশ সফলকামী জাতীয় নেতাদের অন্যতম।’ উক্কবাহ্

---

[১] আল-কুরআন, ৯২:১৭-১৮ (وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۞ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ)

[২] আল্লামা হাফেয শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ আয-যাহাবী রহ, *সিয়ারু আলামিন নুবালা,* কায়রো: দারুল হাদীস, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি. পৃ. ২৬৬ (قال الزهري: "فتح الله الشام كله على عمر، والجزيرة ومصر والعراق كله، ودون الدواوين قبل أن يموت بعام، وقسم على الناس فيئهم)

ইবনু 'আমির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ আমার পরবর্তীতে কেউ নবী হলে অবশ্যই 'উমার ইবনুল খাত্তাবই নবী হত।”[১]

১। হযরত ওমর (রা:) -এর শাসন ব্যবস্থা: হযরত ওমর (রা.) ২৩ জমাদিউস সানি ১৩ হিজরি মোতাবেক ২৪ আগস্ট ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। খিলাফত লাভের পর তিনি নিম্নোক্ত ভাষণ দেন, “হে আল্লাহ! আমি দুর্বল, আমাকে শক্তি দাও। হে আল্লাহ! আমি রূঢ় মেজাজের অধিকারী, আমাকে কোমলপ্রাণ বানাও। হে আল্লাহ! আমি কৃপণ, আমাকে দানশীল বানাও।” খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেই তিনি শাসনব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। যেমন-

২। মজলিসে শুরা: শুরা অর্থ পরামর্শ। ইসলামী পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় শুরার গুরুত্ব অনেক বেশি। কুরআনে শুরা ভিত্তিক সমাজকাঠামোর ওপর বিশেষ তাগিদ দেওয়া হয়েছে। খেলাফত বা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে পরামর্শ নেওয়ার জন্য খলিফারা নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের সমন্বয়ে ‘মজলিসে শুরা’ গঠন করতেন। কেননা আল্লাহ্ তা‘আলা মুসলমানদের গুণাবলির কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, “এবং তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের ভিত্তিতে কর্ম সম্পাদন করে।”[২] হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনপদ্ধতির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল মজলিসে শুরা। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয় মজলিসে শুরার পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হতো। মজলিসে শুরায় বিজ্ঞ ও বিদগ্ধ ব্যক্তিদেরই অন্তর্ভুক্ত করা হতো। হযরত আলী, আবদুর রহমান, মু’আজ ইবন জাবাল, উবাই ইবন কাব, ইবন আউফ, জায়েদ ইবন ছাবেত (রা.)-এর মতো বিশিষ্ট সাহাবিরা ওমর (রা.)-এর শুরার সদস্য ছিলেন। সাধারণ জনগণেরও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মতামত দেয়ার পূর্ণ অধিকার ছিল। তারা সরাসরি কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়া খলিফাকে তাদের মনের কথা বলতে পারতেন। তিনি বলতেন, তোমাদের কেউ যেন আমাকে পরামর্শ দিতে দ্বিধান্বিত না হও। কারণ, জ্ঞান শুধু বৃদ্ধ কিংবা যুবকের জন্য নির্ধারিত নয়। আল্লাহ্ তা‘আলা যাকে তা দিতে চান দিয়ে থাকেন।[৩]

---

[১] ইমাম তিরমিযি, *জামে’ আত-তিরমিযী,* অধ্যায়: কিতাবুল মানাকিবি আন রাসূলিল্লাহ (সা.), পরিচ্ছেদ: বাবু ফী মানাকিবি ওমার ইবনিল খাত্তাব (রা.), হাদীস নং ৪০৫০ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ "

[২] আল-কুরআন, ৪২:৩৮ (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ)

[৩] হযরত শাহওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ),*মানবতার দিশারী খোলাফায়ে রাশেদীন,* অনুবাদ: অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারূক, বাংলাবাজার, ঢাকা: এমদাদিয়া পুস্তকালয়, ২০০১ খ্রি., পৃ. ১৮০

৩। প্রদেশের সৃষ্টি: হযরত ওমর (রা.) কর্তৃক সৃষ্ট প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে। তিনি অত্যন্ত দক্ষ ও বিচক্ষণতার সাথে প্রদেশগুলোর সীমানা নির্ধারণ করেন। হযরত ওমর (রা.)-এর খিলাফত মক্কা, মদীনা, সিরিয়া, জাজিরা, বসরা, কুফা, মিসর ও ফিলিস্তিন এই আটটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। আর প্রত্যেকটি প্রদেশ গঠিত হয়েছিল কয়েকটি জেলার সমন্বয়ে। এভাবে তাঁর খিলাফত হয়ে উঠেছিল সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল।

৪। দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ: হযরত ওমর (রা.) প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতির ঊর্ধ্বে থেকে যোগ্যতর লোক নিয়োগের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং সম্মানজনক বেতন ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন। দায়িত্বে নিয়োজিত কেউ যাতে অবৈধ উপার্জন ও ক্ষমতার অসদ্ব্যবহার করতে না পারে, সে জন্য তাদের কঠোর গোয়েন্দা নজরদারির আওতায় রাখা হতো। অসততা প্রমাণে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হতো। যা উন্নয়নের জন্য ব্যাপক সহায়ক ছিল।

৫। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা: হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনামলে ভূমি রাজস্ব ছিল অর্থ জোগানের অন্যতম মাধ্যম। ব্যবসায়িক পণ্যের ওপর আরোপিত শুল্ক এবং বিজিত অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত অর্থসম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হতো। দারিদ্র্য বিমোচনে তিনি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। সম্মানিত ও অসহায় নাগরিকদের জন্য বিশেষ ভাতার প্রচলন করেছিলেন।

৬। শিল্প ও বাণিজ্য: হযরত ওমর (রা.) ব্যবসা বাণিজ্যের মূলনীতি প্রণয়ন করেন। মজুদদারী, কালোবাজারি, ফটকাবাজি, ধোঁকা, প্রতারণা ইত্যাদি সব রকমের চরিত্রহীন কার্যকলাপ থেকে ব্যবসা বাণিজ্যকে তিনি পরিচ্ছন্ন করার ব্যবস্থা করেন। সততা, ন্যায়নীতি ও আমানতদারীর ওপর ব্যবসা বাণিজ্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে কোন সরকারি লাইসেন্স পারমিট দেয়া হতো না। তবে পাইকারী ব্যবসায়ী এবং বড় মহাজনদের ব্যবসার জন্য তিনি শর্তারোপ করেছিলেন যে, শরীয়তের ক্রয়-বিক্রয় নীতিমালা সম্পর্কে যারা পুরোপুরি অভিজ্ঞ তারাই ব্যবসা করার অনুমতি পাবে। যারা এসব নীতিমালা জানবে না তাদেরকে ব্যবসা করার অনুমতি দেয়া হবে না। হযরত ওমর (রা.) প্রত্যেক বাজারে একজন তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। বাজারের তত্ত্বাবধায়ক শহরের একজন প্রধান কর্মকর্তার কাছে জবাবদিহি করতেন। হযরত সোলায়মান ইবন জাশমা (রা.) ছিলেন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান বাজার ব্যবস্থাপক। মদীনার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন দু'জন। এরা ছিলেন ছায়েব ইবন ইয়াজিদ (রা.)

এবং আব্দুল্লাহ ইবন ওতবা ইবন মাসউদ (রা.)।[১] ব্যবসা বাণিজ্য এ ভাবে ন্যায় নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হলে, বাজার ব্যবস্থা সততার সাথে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রন করতে পারলে আমাদের দেশের উন্নয়ন আরো গতিশীল হবে।

৭। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা: উন্নয়নের বড় একটি ধাপ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। ন্যায় ও সুষ্ঠু বিচারের জন্য একটি প্রয়োজনীয় দিক হচ্ছে আইনের চোখে ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নিচু নির্বিশেষে সবাইকে সমান মর্যাদা দেয়া। বস্তুত যে আদালতে সব শ্রেণির মানুষের জন্য প্রকৃত সাম্যের ব্যবস্থা নেই, সেখানে সুবিচার পাওয়া যায় না। হযরত ওমর (রা.) অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে এর সুষ্ঠু ব্যবস্থা কার্যকর করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনিই সর্ব প্রথম বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগের আওতামুক্ত করে একটি আলাদা বিভাগে পরিণত করেন। আগে বিচার বিভাগের কার্যাবলী গভর্ণর নিজে সম্পাদন করতেন। খলিফা ওমর (রা.) বিচার ব্যবস্থা কাজীর উপর ন্যাস্ত করনে।[২] তার এই সদিচ্ছা সর্বতোভাবে কার্যকর হচ্ছে কি-না তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য তিনি অনেক সময় বাদী কিংবা বিবাদী বেশে আদালতে উপস্থিত হতেন।

৮। তদন্ত বিভাগ: কখনো কখনো প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আসতো তা তদন্তের জন্য খলিফা ওমর (রা.) একটি নতুন পদ সৃষ্টি করেন এবং মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা আনসারীকে এই পদে নিয়োগ দেন। তিনি কোনো অভিযোগ পেলে ঘটনা স্থলে চলে যেতেন এবং লোকজনের কাছ থেকে অভিযোগ শ্রবণ করত: সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করে খলিফার কাছে রিপোর্ট পেশ করতেন।

৯। গোয়েন্দা ব্যবস্থা: হযরত ওমর (রা.) তাঁর দূরদর্শিতা, মেধা, প্রশাসনিক দক্ষতা দিয়ে একটি গোয়েন্দ বাহিনী গঠন করেছিলেন। এই সংস্থা দূর দূরান্তের প্রদেশ সমুহের সত্যিকার অবস্থা জেনে দ্রুত খলীফাকে জানাতেন। এ সংস্থার প্রতি খলীফা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন। গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান ছিলেন মোহাম্মদ ইবন মোসলেমা।[৩]

---

[১] সাইয়েদ ওমর তেলমেসানী, *শহীদে মেহরাব হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু,* অনুবাদ সম্পাদনা: হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, আল কোরআন একাডেমী, লন্ডন: প্রকাশনা: খাদিজা আখতার রেজায়ী, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ১৯০

[২] আল্লামা তালিবুল হাশেমী, *বিশ্বনবী (স) ও চার খলিফার জীবনী,* অনুবাদ: হাফেজ মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ নূর উদ্দীন, আল-হেরা প্রকাশনী, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ২৫৫

[৩] *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৩৩

১০। তদন্ত কমিশন: হযরত ওমর (রা.) সুষ্ঠু বিচারের লক্ষ্যে কোনো কোনো ঘটনার তদন্ত রিপোর্ট নিশ্চিত করার জন্য একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত তদন্ত কমিশন গঠন করেন। এরূপ অসংখ্য ঘটনা ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে। কখনো কখনো অভিযুক্ত ব্যক্তিকে খলিফার দফতরে তলব করা হতো। সাধারণত প্রাদেশিক গভর্নর পর্যায়ের পদস্থ কর্মকর্তাদের ব্যাপারেই এরূপ করা হতো।

১১। শাস্তির বিধান: প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের প্রতি খলিফা ওমর (রা.) এর সাধারণ নির্দেশ ছিল হজের সময় সবাই যেন মক্কায় উপস্থিত হয়। অপর দিকে বিপুলসংখ্যক লোক হজ উপলক্ষে মক্কায় সমবেত হতো। খলিফা নিজে জনসাধারণের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করতেন, 'কোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে কারো কোনো অভিযোগ থাকলে বলতে পারেন।' এই ঘোষণার ফলে লোকজন সামান্য অভিযোগও তাঁর কাছে উপস্থাপন করত। ওমর (রা.) সূক্ষ্ম বিবেচনার সাথে-এর প্রতিকার করতেন।

১২। সম্পদের যথাযথ হিসাব গ্রহণ: হযরত ওমর (রা.) এর সময় কর্মকর্তা কিংবা কর্মচারী নিয়োগকালে তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের বিস্তারিত তালিকা প্রস্তুত করে খলিফার দফতরে সযত্নে সংরক্ষণ করা হতো। অতঃপর কারো সম্পদে অস্বাভাবিক উন্নতি দেখা দিলে তৎক্ষণাৎ তার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো।

১৩। জনসংখ্যানুপাতে আদালত: হযরত ওমর (রা.) রাষ্ট্রের সর্বত্র জনসংখ্যানুপাতে বিপুলসংখ্যক আদালত প্রতিষ্ঠা ও বিচারক নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। দেশের এমন কোনো জনপদ ছিল না যেখানে অন্তত একজন বিচারক ছিলেন না। অমুসলিমদের জন্য তাদের ধর্মীয় আইনসম্মত বিচারকাজ পরিচালনার জন্য পৃথক আদালত প্রতিষ্ঠা করেন। কাজেই তাদের বিচার ইসলামী আদালতে খুব কমই দায়ের করা হতো।

১৪। ফতোওয়া বিভাগ: ইসলামী বিধি-বিধানের ব্যাপারে এই বিভাগ কুরআন ও হাদীসের আলোকে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে। বিচারকাজ কার্যকর করার ক্ষেত্রে ফতোওয়া বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এই বিভাগ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

১৫। সুবিচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন: 'আইনের চোখে সবাই সমান' এই বিধান কথায় নয়, কাজে পরিণত করা হয়েছিল। তিনি আল্লাহর নির্দেশ পালনের ব্যাপারে কোনো নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করতেন না। মদ পান করার অপরাধে অর্ধজাহানের খলিফা হযরত ওমর (রা.) তার পুত্র আবু শাহমাকে বেত্রাঘাতের

সিদ্ধান্ত নিয়ে তা নিজ হাতে বাস্তবায়ন করেছিলেন।[১] তার সন্তান মৃত্যু বরণ করেছিলেন কিন্তু তিনি তার সন্তানের উপর কোনরূপ দয়া বা করুণা প্রদর্শন করেননি

১৬। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড: হযরত ওমর (রা.)-এর সময় ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছিল। ভূমি ব্যবস্থার সংস্করণ, খাল-জলাধার খনন ও সেচ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, রাস্তা নির্মাণ, গৃহ নির্মাণ ও বসতি স্থাপন এবং নতুন নতুন নগর ও শহরের সৃষ্টি ছিল তার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের উল্লেখযোগ্য দিক।[২] হযরত ওমর (রা.) এর ব্যাপারে কবি নজরুল ইসলামের বানী-

অর্ধ পৃথিবী করেছ শাসন ধুলার তখতে বসি
খেজুর পাতার প্রাসাদ তোমার বারে বারে গেছে খসি
সাইমুম ঝড়ে পড়েছে কুটির, তুমি পড়নি ক'নুয়ে,
ঊর্ধ্বে যারা- পড়ছে তাহারা, তুমি ছিলে খাড়া ভূঁয়ে।
শত প্রলোভন বিলাস বাসনা ঐশ্বর্যের মদ
করেছে ছালাম দূর হতে সব ছুঁইতে পারেনি পদ।
সবারে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া তুমি ছিলে সব নিচে,
বুকে করে সবে বেড়া করি পার, আপনি রহিলে পিছে।[৩]

১০.১.৪ হযরত ওসমান (রা.) এর শাসন ব্যবস্থা

হযরত ওসমান (রা.), রবিবার, ১লা মহররম, ২৪ হিজরী, মোতাবেক ১৭ই নভেম্বর, ৬৪৪ খ্রি. খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ১২ বছর অর্থাৎ ২৮ জিলহজ্জ ৩৫ হিজরী মোতাবেক ১৭ই জুন ৬৫৬ খ্রি. পর্যন্ত খিলাফতে সমাসীন ছিলেন।[৪] খেলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে হযরত ওসমান (রা.) এর প্রথম ভাষণের কিছু অংশ- আল্লামা সাঈফ ইবন ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত ওসমান (রা.) বলেন, হে মানব মন্ডলী! তোমরা দুর্গের ঘোরে বাস করছো এবং নিজেদের আয়ুর বাকী অংশে বসবাস করছো। কাজেই সম্ভাব্য কল্যাণসহ তোমরা তোমাদের মৃত্যুর দিকে ধাবিত হও। তোমরা সকাল ও

[১] হাসান আলী চৌধুরী, *ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি,* ঢাকা: আইডিয়াল বুকস, ২০১৯, পৃ. ১৫৮

[২] ড. মোহাম্মদ আতীকুর রহমান, "কেমন ছিল ওমর রা:-এর শাসন", *দৈনিক নয়া দিগন্ত,* ২৮ জানুয়ারি, ২০১৬, Retrieved from https://www.dailynayadiganta.com/ detail/news/ 89249 on February 2019

[৩] কাজী নজরুল ইসলাম, *উমর ফারুক,* জিঞ্জির কাব্য গ্রন্থ, ঢাকা: প্রথম প্রকাশিত, ১৯২৮ খ্রি.

[৪] আবুল ফিদা হাফিজ ইবনকাসীর আদ-দামেশকী (র), *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (ইসলামের ইতিহাস : আদি-অন্ত),* ঢাকা: ৭ম খ., সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ২৬৮

সন্ধ্যায় নিজেদের জীবন অতিবাহিত করে আসছো। সাবধান! এ দুনিয়া ধোকা ও প্রতারণার সাথে সম্পৃক্ত। কাজেই পার্থিব জীবন যাতে তোমাদের কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই প্রবঞ্চক যেন তোমাদের কিছুতেই আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে প্রবঞ্চিত না করে। যারা চলে গেছেন তাদের দেখে উপদেশ গ্রহণ কর। তার পর চেষ্টা করবে, উদাসীন হবে না। কেননা তিনি (আল্লাহ তা'আলা) তোমাদের সম্পর্কে অসতর্ক নন। দুনিয়ার সন্তানেরা ও বোনেরা আজ কোথায়? যারা এ পৃথিবীকে আবাদ করেছিল, উৎপাদন করেছিল এবং বহুকাল যাবৎ এ দুনিয়া থেকে উপকৃত হয়েছিল। দুনিয়া কি তাদের নিক্ষিপ্ত করেনি? দুনিয়ায় যেখানে তোমাদের আল্লাহ্ তা'আলা রেখেছেন সেখানেই থাক, আখেরাতকে অন্বেষণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ার জন্য একটি কল্যাণকর উপমা পেশ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তাদের নিকট পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনের। এ জীবন এমন পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ থেকে, ফলে ধরণী উদ্ভিদে ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর তা শুকিয়ে যায় এবং বাতাস তাকে বিক্ষিপ্ত ভাবে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।"[১] ধন-ঐশ্বর্য ও সন্তান-সন্তুতি পার্থিব জীবনের শোভা এবং স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং বঞ্চিত হিসেবেও উৎকৃষ্ট। বর্ণনা কারী বলেন হযরত ওসমান (রা.) এই বলে মিম্বরে বসে পড়েন এবং লোকদের বাইয়াত গ্রহণ করেন।[২]

১। আল-কুরআনের সংকলন: রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতে অমিল ও পার্থক্য লক্ষ্য করে তিনি এর নির্ভুল সংস্করণ প্রকাশের জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। তাঁর এ মহৎ প্রচেষ্টায় একটি নির্ভুল কুরআন সংরক্ষিত হয় যা আজও আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে এবং থাকবে। তার এই উদ্যোগ না হলে হয়তো কুরআন অধ্যয়ন নিয়ে আজও আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হতো।

২। নৌ-বহর প্রতিষ্ঠা: হযরত ওসমান (রা.) এর সময় সর্বপ্রথম মুসলমানরা নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভব করে এবং একটি সুদক্ষ নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর শাসন আমলে সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া ও মিশরের শাসনকর্তা আব্দুল্লাহ ইসলামের নৌশক্তির প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ইতিহাসে

---

[১] আল-কুরআন, ১৮:৪৫ (وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا)

[২] আবুল ফিদা হাফিজ ইবন কাসীর আদ-দামেশকী (র), *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া (ইসলামের ইতিহাসঃ আদি-অন্ত),* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৭ খ., ২০০৫ খ্রি., পৃ. ২৬৮

অমর হয়ে থাকবেন। ওসমান (রা.) এর শাসনামলে সিরিয়ার শাসক মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে আরব নৌবাহিনী দুর্ধর্ষ রোমান নৌবাহিনীকে ধ্বংস করে সাইপ্রাস দ্বীপ অধিকার করে।

৩। জনহিতকর কার্যাবলী: তিনি রাজস্ব বিভাগের উন্নতি সাধন করে রাষ্ট্রীয় আয় বৃদ্ধি করেছিলেন। তিনি বৃত্তি বা ভাতা হিসাবে বিপুল অর্থ জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করেন। হযরত ওসমান (রা.) মদীনার মসজিদের পুণনির্মাণ ও কা'বাগৃহের উন্নতি সাধন করে রাষ্ট্রীয় আয় বৃদ্ধি করেছিলেন। জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য তিনি সাম্রাজ্যের বহু রাস্তাঘাট, খাল, মসজিদ, সরাইখানা, বাঁধ, পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদি নির্মাণ করেছিলেন। তিনি বায়তুলমাল হতে এক কপর্দকও গ্রহণ করতেন না; বরং জনসাধারণের জন্য তহবিল হতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন।[১]

১০.১.৫ হযরত আলী (রা.) এর শাসন ব্যবস্থার কিছু দিক

২৩ শে জুন ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে, হযরত ওসমান (রা.)-এর মৃত্যুর ছয় দিন পর হযরত আলী (রা.) মহানবী (সা.) এর চতুর্থ খলিফা নির্বাচিত হন।[২] প্রায় ৪ বছর ৫ মাস পর্যন্ত এই খেলাফত স্থায়ী ছিল। খেলাফতের নির্বাচনের পরপরই তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী মদীনা থেকে ইরাকের কুফায় সরিয়ে নেন, যা ছিল অধিকতর কেন্দ্রীয় একটি স্থান। তাঁর নির্বাচনের পরপরই তিনি জনগণের বিশেষ করে মহানবী (সা.) এর প্রভাবশালী সাহাবী যেমন হযরত তালহা (রা.) এবং হযরত যুবাইর (রা.) এর উত্থাপিত হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকারীদের যথাশীঘ্র শাস্তির জনপ্রিয় দাবীর সম্মুখীন হন।

১। অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা নিয়ন্ত্রণ: হযরত আলী (রা.) ঘোষণা করেন যে, তাঁর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার রাষ্ট্রে শান্তি-শৃংখলা পুন:স্থাপন করা এবং কেবল তারপরই তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের বিচারের সম্মুখীন করতে পারবেন। তিনি অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃংখলা আনার জন্য বিভিন্নভাবে আলোচনা করে সমাধান করার চেষ্টা করেন, সর্বশেষ শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য উষ্ট্রের যুদ্ধ, সিফফিনের যুদ্ধসহ বেশ কয়েকটি যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

২। অতিসাধারণ জীবন যাপন: হযরত আলী (রা.) ব্যক্তিগত জীবন অত্যন্ত কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনার ভিতর দিয়া অতিবাহিত করেছেন। দারিদ্রের নির্মম কষাঘাতে জর্জরিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি মুহূর্তের তরেও বিচলিত হয়ে পড়েন নাই। সময় ও সুযোগ মত শ্রম ও দিন-মজুরী করে জীবিকা সংগ্রহ করতে তিনি

---

[১] কে. আলী, *ইসলামের ইতিহাস,* বাংলাবাজার, ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০১৯ খ্রি., পৃ. ১৮৫

[২] কে. আলী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৮৯

বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করতেন না। খলীফার মসনদে আসীন হওয়ার পরও তাঁর এই কৃচ্ছ্র সাধনায় সামান্য পার্থক্যও সূচিত হতে পারে নাই। তাঁর তুচ্ছাতিতুচ্ছ খাবার দেখে লোকেরা স্তম্ভিত ও হতবাক হয়ে যেত। লোকদের তিনি বলতেন, 'মুসলমানদের খলীফা রাষ্ট্রীয় বায়তুলমাল হতে মাত্র দু'টি পাত্র পাবার অধিকারী। একটিতে নিজে ও নিজের পরিবারবর্গ মিলে খাবে। আর অপরটি জনগণের সামনে পেশ করবে'।

তাঁর ঘরের কাজ সম্পন্ন করার জন্য বাড়তি কোন লোক ছিল না। নবী তনয়া স্বহস্তেই সমস্ত কাজ সম্পন্ন করতেন। বৈষয়িক ধন-সম্পদের দিক দিয়া হযরত আলী (রা.) শূন্যপাত্র ছিলেন। কিন্তু আত্মার দিক দিয়া তিনি ছিলেন বিপুল সম্পদের অধিকারী। কোন প্রার্থী তাঁর দুয়ার হতে খালি হাতে ফিরে যেতে পারত না। এমন কি নিজেদের জন্য তৈরি করা খাদ্যও তিনি অবলীলাক্রমে ক্ষুধার্ত ভিখারীর হাতে তুলে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করতেন না।

৩। নিরপেক্ষ বিচারক: বিচারক হিসাবে হযরত আলী (রা.) ছিলেন নিরপেক্ষ ও কড়া। তিনি ইয়ামেনে কিছুদিন প্রধান কাজীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। শরীয়তের মামলা-মোকদ্দমার বিচার সম্পাদন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তার সম্পর্কে হযরত ওমর ফারুক (রা.) মন্তব্য করেছিলেন, "আমাদের মধ্যে বিচারক হিসেবে অধিক যোগ্য ব্যক্তি হযরত আলী।"[১]

এই অধ্যায়ের আলোচনা দ্বারা মহানবী (সা.) ও তার পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়ের বিভিন্ন কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত চিত্র আমরা জানতে পারলাম। আমরা যদি আমাদের দেশে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও সাহাবীদের এসব আদর্শ ও কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারি তা হলে আমরা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে সফলতা লাভ করতে পারবো। দুনিয়ার জীবনে আমাদের উন্নতি, অগ্রগতি ও শান্তি নিশ্চিত হবে।

---

[১] কে. আলী, *ইসলামের ইতিহাস,* বাংলাবাজার, ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০১৯ খ্রি., পৃ. ২০৪

একাদশ অধ্যায়

বাংলাদেশ পরিচিতি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

একাদশ অধ্যায়

বাংলাদেশ পরিচিতি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন

১১.১ বাংলাদেশের পরিচিতি

বাংলাদেশকে ভারতীয় উপমহাদেশের গাঙ্গেয় সমতল ভূমির পূর্বাংশ বলা হয়। বাংলাদেশের পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়, পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং মিয়ানমার, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশের মোট স্থলসীমানা ৪২৪৬ কিলোমিটার, এর মধ্যে শুধু ভারতের সাথেই ৪০৫৩ কিলোমিটার আর মায়ানমার এর সাথে ১৯৩ কিলোমিটার, সমুদ্রসীমানা ৫৮০ কিলোমিটার। এ দেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার, এর মধ্যে স্থলভাগের পরিমান ১,৩৩,৯১০ বর্গ কিলোমিটার, আর জলজ ভাগের পরিমান ১০,০৯০ বর্গকিলোমিটার। বাংলাদেশে মোট ৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা, ৪৯১টি উপজেলা আছে। বাংলাদেশে জন সংখ্যার ৯৮% বাঙালী, ২% ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ।[১]

বাংলাদেশ ছোট একটি দেশ হলেও এ দেশে বিশাল জল রাশি রয়েছে। এর কারণে কখনো কখনো বাংলাদেশ বন্যা কবলিত হয়। তবে এদেশের মানুষ, বিশেষ করে নদী কিংবা সমুদ্র উপকূলের মানুষ বন্যাকে অনেক ক্ষেত্রে জয় করতে পেরেছে। বাংলাদেশ বন্যা মোকাবেলায় পৃথিবীর মডেল রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত। বন্যা আক্রান্ত হলেও এদেশের মানুষ তা সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারে। বন্যায় পলি জমে এদেশের মাটিকে উর্বর করে তোলে, যার ফলে বন্যা পরবর্তী সময় দেখা যায় ব্যাপক ফসল এদেশের মানুষ উৎপাদন করতে সক্ষম।

বাংলাদেশের ভূমির অধিকাংশই সমতলভূমির অর্ন্তভূক্ত, তবে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবন, সিলেট, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার অঞ্চলে কিছু পাহাড়ি ভূমি রয়েছে। বাংলাদেশে ৩২টির মত উপজাতি জনগোষ্ঠী রয়েছে, এর বিরাট একটি অংশ এসব অঞ্চলে বসবাস করে। বাংলাদেশের এসব অঞ্চল কিছুটা পাহাড়ি হলেও তা অত্যন্ত উর্বর। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এসব অঞ্চলের অবদান অনেক। বাংলাদেশে প্রধান ফসল হলো, ধান, পাট, চা, গম, আখ, ডাল, সরিষা, আলু, সবজি। পোষাক শিল্পে বাংলাদেশ ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। বাংলাদেশের বিরাট একটি জনগোষ্ঠী এই শিল্পের সাথে

---

[১] সংক্ষেপে বাংলাদেশের পরিচিতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন,* Retieved on February 22, 2019, from Retrived from http://www.bangladesh.gov.bd

জড়িত, বিশেষ করে নারী শ্রমিক। পোশাক শিল্পে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। পাট উৎপাদনকারি দেশ হিসাবে বাংলাদেশের অবস্থান পৃথিবীর প্রথমে হলেও এই শিল্পের বিকাশ বাংলাদেশে আশানুরূপ ভাবে হয়নি।

প্রাচীন কালে বাংলা ভ্রমণে আগত পর্যটকগণ এ দেশের সচ্ছলতা দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়তেন। মরক্কোর পর্যটক ইবন বতুতা ৬ শতাব্দী আগে লিখেছেন, এটি একটি প্রাচুর্যের দেশ এবং এ দেশে প্রচুর পরিমানে ধান জন্মে। আমি পৃথিবীর আর কোথাও এখানকার মত সস্তায় জিনিস বেচাকেনা হতে দেখিনি। ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ার ১৬৬০ সালের দিকে বাংলা ভ্রমণে এসে তিনি একই ধরণের মন্তব্য করেন। বাংলায় যে চাল উৎপাদিত হয় তা যে শুধু প্রতিবেশী দেশগুলোতেই সরবারহ করা হতো তা নয় বরং বহুদূরবর্তী দেশেও রপ্তানি করা হতো। বাংলায় তখন যে পরিমান সূতী ও রেশমী বস্ত্র পাওয়া যেত তা শুধু তদানীন্তন মোঘল শাসিত ভারত বর্ষেরই ভাণ্ডার ছিল না বরং আশপাশের সকল রাজ্যের ও ইউরোপেরও ষ্টোর হাউজ রূপে আখ্যা দেয়া যায়।[১]

বর্তমানে এশিয়ার নিম্ন মধ্যম আয়ের একটি মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ দেশ। মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠতার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়। এখানে শতকরা ৮৬.৬% মুসলিম[২] জনগোষ্ঠী বসবাস করে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হলেও এদেশে সকল ধর্ম ও মতের লোকজন স্বাধীনভাবে যে যার ধর্ম ও উৎসব পালন করে উৎসব মুখর পরিবেশে। ১৯৭১ সালে এই দেশটি দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে পাকিস্তানের কাছ থেকে ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভ করে। বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' যার ইংরেজি নাম, 'The People's Republic of Bangladesh'। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অপরূপ লীলাভূমি। বর্তমান পৃথিবীতে পর্যটন শিল্প উন্নয়নের একটি বিশেষ সহায়ক শক্তি। পর্যটন শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে বিশ্বের নানা দেশের অর্থনীতির চাকা ঘুরছে। পর্যটন খাতকে কেন্দ্র করেই বিনিয়োগ বাড়ছে, বাড়ছে অর্থনীতির গতি প্রবাহ। যার সুফল পড়ছে জাতীয় অর্থনীতিতেও। আমাদের দেশও পর্যটন বান্ধব। আমাদেরও রয়েছে পর্যটক আকৃষ্ট করার মতো অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ। এ দেশের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা করে বলা হয়েছে, 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি'।[৩]

---

[১] মাহবুব উল্লাহ, *অর্থনীতি-বাজার উন্নয়ন ও রাজনীতি,* ঢাকা: জ্ঞান বিতরণী, ২য় সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি., পৃ. ১১

[২] সংক্ষেপে বাংলাদেশের পরিচিতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন,* Retived on February 22, 2019 from http://www.bangladesh.gov.bd

[৩] দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, (১৮৬৩-১৯১৩), *ধনধান্যে পুষ্প ভরা,* গান, ১৯০৫

সত্যিই সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা, রূপের মধু, সুরের জাদু ভরা আমাদের এ দেশ। নদীর কলতান, পাখির কলকাকলি, সবুজের সমারোহে পরিপূর্ণ আমাদের বাংলাদেশ। কিন্তু নানা অযত্ন, অবহেলা আর অব্যবস্থাপনায় যথাযথভাবে গড়ে উঠতে পারেনি আমাদের পর্যটন শিল্প। পর্যটন বাংলাদেশের বিশাল সম্ভাবনাময় খাত। আমাদের পার্শ্ববর্তী অনেক দেশ যেখানে এ শিল্পের ওপর নির্ভর করে অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে আমরা অনেক পিছিয়ে। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশগুলো পর্যটন শিল্পকে প্রাধান্য দিয়ে দেশীয় অর্থনীতিকে গতিশীল করেছে অথচ বাংলাদেশ এখনো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অনুযায়ী পর্যটনশিল্পের উন্নয়ন করতে পারেনি। উল্লেখ্য, সিঙ্গাপুরের জাতীয় আয়ের ৭৫, তাইওয়ানের ৬৫, হংকংয়ের ৫৫, ফিলিপাইনের ৫০ এবং থাইল্যান্ডের ৩০ শতাংশ পর্যটনের অবদান। মালদ্বীপের জাতীয় অর্থনীতির অধিকাংশ ও মালয়েশিয়ার জিডিপির ৭ শতাংশ পর্যটনশিল্পের অবদান।[১]
কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতটি পৃথিবীর দীর্ঘতম অখন্ডিত সমুদ্র সৈকত যা ১২০ কিঃ মিঃ দৈর্ঘ্য।[২] পৃথিবীখ্যাত ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট (Mangrove forest) সুন্দরবন বাংলাদেশে অবস্থিত।[৩] বঙ্গপোসাগরের কোল ঘেঁষা অপরূপ সৌন্দর্য্যের এই বনভূমিতে রয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী, মাছ, পাখি ও গাছ-গাছালি। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দেশ নামে খ্যাত এই বাংলাদেশ। আর রয়েল বেঙ্গল টাইগার বসবাস করে এই সুন্দরবনে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের অবস্থিত সাগর কন্যা নামে পরিচিত, নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ভরপুর একটি সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটা। মাত্র ১৮ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের[৪] এই সৈকতের বিশেষ দিক হলো একই সৈকতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখার সুযোগ রয়েছে, যা যেকোন দর্শনার্থীকে আকর্ষণ করে। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ, যা এদেশের সৌন্দর্যকে আরও সমৃদ্ধশালী করেছে। এ দেশে ছোট-বড় মিলিয়ে ৭০০ টির মত নদী রয়েছে[৫], যা সৌন্দর্যের পাশাপাশি এদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনেক অবদান রাখছে। এই নদীগুলোকে সুপরিকল্পিতভাবে

---

[১] সন্তোষ কুমার দেব, "পর্যটন খাতে পড়ে আছে অপার সম্ভাবনা", *দৈনিক প্রথম আলো,* ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯, Retrieved on January 06, 2020 from https://www.prothomalo.com/opinion/-article/1616387

[২] কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন,* Retrieved on June 26, 2020 from http://www.coxsbazar.gov.bd/ site/tourist_spot

[৩] প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন (সুন্দরবন), বন অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন,* Retrived on June 26, 2020 from http://www.bforest.gov.bd/ site/page

[৪] কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত, কলাপাড়া উপজেলা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন,* Retrived on June 26, 2020, http://kalapara.patuakhali.gov.bd/site/tourist_spot

[৫] সিরাজুল ইসলাম, *বাংলা পিডিয়া,* বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ, নদী, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রথম পুনর্মুদ্রন, ২০০৪, পৃ. ৪৮৮

ব্যবহার করতে পারলে আমাদের অর্থনীতিতে আরও অনেক বেশি অবদান রাখতে পারতো। বাংলাদেশে রয়েছে অনেক প্রাচীন ঐতিহ্যের নির্দশনাবলী। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাকে বলা হয় মসজিদের শহর। অসংখ্য ছোট-বড়, আধুনিক-প্রাচীন মসজিদ রয়েছে এই শহরে। শুধু রাজধানী শহরে নয় এদেশের বিভিন্ন প্রান্তে রয়েছে অনেক প্রাচীন ও আধুনিক মসজিদ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মসজিদের সংখ্যা ও পরিসর বাড়ছে। বাংলাদেশে মসজিদের সংখ্যা ২ লাখ ৫০ হাজার ৩৯৯ টি।[১] এই মসজিদগুলো ধর্মীয় কার্যক্রম পালনের পাশাপাশি, শিক্ষা, মূল্যবোধ, সামাজিক দায়িত্ব যুগ যুগ ধরে পালন করে আসছে। এই মসজিদ গুলোকে আরও সুপরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন করে ব্যবহার করতে পারলে মানুষ এর থেকে আরও বেশি লাভবান হতে পারতো। শিক্ষা, শান্তি, সামাজিক শৃংখলা সর্বোপরি টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে মদীনার মসজিদের মত ভূমিকা পালন করতে পারতো।

১১.১.১ বাংলাদেশের পরিকল্পনা

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে অর্থাৎ ১৯৭১ সাল থেকে সাতটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ছিল ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত। স্বাধীনতার মাত্র দেড় বছরের মাথায় দেশ একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রদান করতে সক্ষম হয়েছিল। আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক দিক সমূহ বিবেচনা করেই বাংলাদেশ এই জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রদান করতে সক্ষম হয়েছিল। যদিও এই পরিকল্পনার মধ্যে অনেক তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি ছিল, কারণ এর আগের তেমন কোন তথ্য বাংলাদেশের হাতে সংরক্ষিত ছিল না।[২] দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ছিল ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ছিল ১৯৮৫ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৯৭ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১১ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৫/২০১৬-২০১৯/২০২০ সাল পর্যন্ত।[৩]

---

[১] অনলাইন ডেস্ক, সারাদেশে মসজিদের সংখ্যা আড়াই লাখ, *দৈনিক ইত্তেফাক,* ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮, Retrive on January 07, 2020 from http://archive1.ittefaq.com.bd/national/2018/02/19/-147832.html

[২] Sheikh Mujibur Rahman, Prime Minister, "*First Five Years Plan 1973-1978*" Government of The People's Republic of Bangladesh and Chairman Planning Commission.

[৩] মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, পরিকল্পনা কমিশন, *বাংলা পিডিয়া,* ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৫, Retrieved on August 13, 2020, from http://bn.banglapedia.org/index.php?title=পরিকল্পনা কমিশন

১১.১.২ বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশন

পরিকল্পনা কমিশন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রতিষ্ঠান। দেশের দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন রূপকল্পের আলোকে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা কাঠামোর উদ্দেশ্যে, লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করে থাকে পরিকল্পনা কমিশন। কিভাবে ইপ্সিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে তার নীতি ও বাস্তবায়ন কাঠামো এবং অগ্রগতি পরিমাপের মানদণ্ড নির্ধারণও পরিকল্পনা কমিশনের কাজ।

স্বাধীন স্বার্বভৌম জনগণের জীবনযাত্রার মানের দ্রুত উন্নতি সাধনই ছিল ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল প্রেরণা। বাংলাদেশের সংবিধানেও গণমানুষের উন্নত জীবনযাত্রার স্বপ্ন পূরণের নিশ্চয়তা স্বীকৃত হয়েছে। সংবিধানের ১৫ ধারায় রাষ্ট্রকে উপযুক্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ তথা উন্নততর জীবনযাত্রা নিশ্চিত করণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। দেশের পরিকল্পিত উন্নয়নের এই দায়িত্ব অর্পন করে ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়।[১]

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশেই বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশনের ভিত্তি রচিত হয়। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে প্রাদেশিক পরিকল্পনা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটির মূল কাজ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সরকারি বিনিয়োগে পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তাতে অর্থ সংস্থানের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে দেন দরবার করা। পরিকল্পনা বোর্ড পূর্ব পাকিস্তানের জন্য প্রযোজ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্প মূল্যায়ন এবং সে সব প্রকল্পের আকার ও অবয়ব নির্ধারণ করত। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারও একটি ক্ষুদ্রকায় পরিকল্পনা সেল তৈরি করে, যাকে আজকের পরিকল্পনা কমিশনের সুতিকাগার বললে অত্যুক্তি হয় না। সে সময় প্লানিং সেলের কাজ ছিল স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে পুনর্বাসন পুনর্গঠন কাজে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে তার কর্মকাঠামো ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পরই নতুন সরকারের প্রথম ও প্রধান একটি পদক্ষেপ ছিল ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি পরিকল্পনা কমিশন গঠন এবং এর ডেপুটি চেয়ারপার্সন ও সদস্যদের নিয়োগ

[১] সিরাজুল ইসলাম, *বাংলা পিডিয়া,* বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞান কোষ, পরিকল্পমনা কমিশন, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১ম পুনর্মুদ্রন, ২০০৪, পৃ. ২৩০

দান। মন্ত্রি পরিষদে নিম্ন বর্ণিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে পরিকল্পনা কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে স্বল্প মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন রূপকল্প নির্মাণ।
- উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়নের নির্দেশনা ও নীতিমালা প্রণয়ন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অর্থ সংস্থান ও কার্যবিধি সংরক্ষণে সুপারিশ দান এবং ক্ষেত্র বিশেষে সরাসরি সংশ্লিষ্ট হওয়া।
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে গৃহীতব্য উন্নয়ন পরিকল্পনার নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে সমন্বয় সাধন।[১]

অধিকন্ত, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ বা ন্যাশনাল ইকনোমিক কাউন্সিলের (এনইসি) পক্ষে উন্নয়ন ও নীতি নির্দেশনা পরীক্ষা পর্যালোচনার কাজও পরিকল্পনা কমিশনের। এনইসিকে একটি মিনি মন্ত্রিপরিষদ হিসেবে সৃষ্টি করা হয়, মন্ত্রিপরিষদের অর্থনৈতিক কার্যাবলি বিষয়ক মন্ত্রীদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে এনইসি গঠিত হয়। একই সাথে এনইসির নির্বাহী কমিটি সংক্ষেপে 'একনেক'-এর কার্যপরিধি নির্ধারণ করা হয়: (ক) উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বিবেচনান্তে অনুমোদন, (খ) উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং (গ) অর্থনীতির সার্বিক অগ্রগতি এবং তদসংশ্লিষ্ট নীতিসমূহ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করা, তথা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারের কাছে সুপারিশ রাখা।[২]

১১.১.৩ বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশনের কার্যাবলি

- দীর্ঘমেয়াদী (১৫-২০) রূপকল্পের আওতায় ৫ বছর মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ছায়া অবলম্বনে ত্রিবার্ষিক প্রবাহমান বিনিয়োগ পরিকল্পনা (TYRIP) প্রণয়ন।
- দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) প্রণয়ন।
- ত্রিবার্ষিক ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহের ভাবদর্শনের আওতায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন।
- একনেক সভা ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর জন্য প্রকল্প মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা সারপত্র প্রণয়ন।

---

[১] মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, পরিকল্পনা কমিশন, *বাংলা পিডিয়া,* ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৫, Retrieved on August 13, 2020, from http://bn.banglapedia.org/index.php?title=পরিকল্পনা কমিশন

[২] *প্রাগুক্ত*

- প্রকল্প মূল্যায়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাদের প্রভাবক ভূমিকা বা অবদান বিশ্লেষণ।
- উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে উৎকর্ষতা বিধানের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ।[১]

বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশনের কার্যাবলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তবে এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন হওয়া প্রয়োজন। কারণ পরিকল্পনা যত সুলিখিতই হোক না কেন তা সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন না হলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়।

১১.১.৪ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যমাত্রা

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবে রূপদানের জন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় কৌশলগত নির্দেশনা নির্ধারণসহ অনুসৃতব্য কর্মপন্থার বিশদ রূপরেখা প্রদান করা হয়। প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় প্রধান প্রধান উন্নয়ন লক্ষ্যের ভেতর যে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে:

১। একটি অসাম্প্রদায়িক, সহনশীল, উদার, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণ; ২। সুশাসন প্রবর্ধন ও দুর্নীতি দমন; ৩। টেকসই মানব উন্নয়ন প্রবর্ধন; ৪। জনসংখ্যার বৃদ্ধি-হ্রাস; ৫। একটি বিচক্ষণ সামস্টিক অর্থনৈতিক নীতিমিশ্রণ পদ্ধতি প্রবর্তন; ৬। অনুকূল শিল্পায়ন ও বাণিজ্য নীতি ব্যবস্থার প্রবর্তন; ৭। বিশ্বায়ন ও আঞ্চলিক সহযোগিতা সংশ্লিষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা; ৮। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ; ৯। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন; ১০। পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান; ১১। পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন ধারা অনুসরণ; ১২। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ।[২]

ধর্ম বিষয়ক পরিকল্পনা[৩]: ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং ধর্মের উপলব্ধি শুধুমাত্র মানুষের চরিত্রই গঠন করে না বরং এটি সামাজিক সংযোগও বৃদ্ধি করে। গবেষণা কার্যক্রম এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ এবং ভালো নাগরিক তৈরির জন্য কেন্দ্র/সংস্থাগুলোকে (মসজিদ, গির্জা, মন্দির, প্যাগোডা এবং সংশ্লিষ্ট একাডেমি ও প্রতিষ্ঠান) সাহায্য করতে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হচ্ছে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য সংস্থা যেমন ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট ও বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট তাদের নিজস্ব গণ্ডিতে মানবিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রশস্ত ছাতার নিচে থেকে শিক্ষা,

---

[১] *প্রাগুক্ত*

[২] *৭ম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৫/২১৬-২০১৯/২০২০,* সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ২১

[৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫১

সাক্ষরতা ও নারীর ক্ষমতায়ন প্রবর্ধনে কাজ করছে। মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণ সাক্ষরতা কর্মসূচি এবং মন্দির ভিত্তিক শিশু সাক্ষরতা এবং গণশিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার এবং বয়স্ক ও কৈশোর সাক্ষরতার হার উন্নীত করা হবে। এসব কর্মসূচি সারাদেশে বিশেষ করে মহিলাদের জন্য প্রচুর কাজের সুযোগ তৈরি করবে। প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক কর্মসূচি শিশুদের শিক্ষিত করে তুলতে মন্ত্রণালয়ের পথকে প্রশস্ত করবে। সাধারণ মানুষের, বিশেষ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য ৪৫০০টি নতুন মসজিদ পাঠাগারে ইসলামী বই অধ্যয়নের সুযোগ থাকবে। তিনটি পার্বত্য জেলায় 'ইসলামিক মিশন কমপ্লেক্স' নির্মাণ করে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের বিনামূল্যে শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে। মন্ত্রণালয় উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে জনগণের প্রার্থনার পরিবেশ উন্নত করার পদক্ষেপ নিয়েছে। সামাজিক উন্নয়নে ধর্মীয় নেতাদের ভূমিকা বৃদ্ধির জন্য সার্বিক প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। মন্ত্রণালয় 'বাংলাদেশ বৌদ্ধ পারিবারিক আইন' প্রণয়নেরও ব্যবস্থা নিয়েছে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ধর্ম বিষয়ক কার্যক্রমের উদ্দেশ্যাবলি:

১। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬+ বয়সের শিশুদের ভর্তির হার বৃদ্ধি, কিশোর ও নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি এবং সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্রদের পবিত্র কুরআন শিক্ষণের সুযোগ বৃদ্ধি করা, যা নৈতিকতা, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ বৃদ্ধি করবে।

২। সাধারণ জনগণের ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ ও আদর্শ লালনের জন্য বিনা খরচে ইসলামী ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বই অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৩। প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য একটি স্থায়ী অবকাঠামো সুবিধা তৈরি করে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা।

৪। দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান।

৫। প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষা সুসংগঠিত ও পদ্ধতিগত হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে ইসলামী আদর্শ, মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশ নিশ্চিত করা হবে।[১]

১১.১.৫ ইসলামের দৃষ্টিতে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যমাত্রা মূল্যায়ন

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবে রূপদানের জন্য যে লক্ষ্যমাত্রা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নেয়া হয়েছে তার প্রত্যেকটির ইসলামের সাথে যথেষ্ট মিল রয়েছে। একটি অসাম্প্রদায়িক, সহনশীল, উদার, প্রগতিশীল

[১] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫১

ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিনির্মাণ। ইসলাম সবচেয়ে অসম্প্রদায়িক ধর্ম। সকল ধর্মের ধর্মীয় অস্তিত্বকে স্বীকার করে ইসলাম। ইসলাম সবচেয়ে সহনশীল একটি ধর্ম। অন্য ধর্মের ধর্মীয় আচার-আচরণে বাধা দেয় না। যে কোন ধর্মের চেয়ে ইসলাম উদারতা বেশি শেখায়। ইসলাম বিশৃঙ্খলাকে পছন্দ করে না। ইসলাম মানুষের জন্য, সমাজের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, সর্বোপরি টেকসই উন্নয়নের জন্য যা প্রতিবন্ধক তাকে সমর্থন করে না। ইসলাম গনতন্ত্রকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয়। অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে সমর্থন করে না। ইসলাম এমন গণতন্ত্রকে সমর্থন করে যা হবে স্বচ্ছ, জন কল্যাণমূলক। গণতান্ত্রিক নেত্রীবৃন্দকে অবশ্যই সততা ও ন্যায় নিষ্ঠায় আদর্শ মানুষ হতে হবে। গণতান্ত্রিক নেত্রীবৃন্দ নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে না, বরং মানুষের কল্যাণে নিবেদিত থাকবে। সে সব সময় এ কথা মনে রাখবে যে তার দায়িত্বের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্‌র কাছে সে জিজ্ঞাসিত হবে। হযরত ওমর (রা.) রাষ্ট্র ক্ষমতায় সমাসীন হয়ে সব সময় জনগণের কথা ভাবতেন। রাতে ছদ্মবেসে মানুষের প্রকৃত অবস্থা দেখতে বের হতেন। তিনি অর্ধজাহান শাসন করেছেন এবং বলতেন, সেই ফোরাত নদীর তীরেও যদি একটা প্রাণী না খেয়ে মারা যায়, তবে আমি ওমর আল্লাহ্‌র কাছে দায়ী হবো।

সুশাসন প্রবর্তন ও দূর্নীতি দমন রূপকল্প ২০২১ বাস্তবে রূপদানের অন্যতম লক্ষ্য। সুশাসনের সর্বোত্তম নিদর্শন স্থাপন করেছে ইসলাম। মুহাম্মাদ (সা.) আরব সমাজকে যে শাসন ব্যবস্থা উপহার দিয়ে গেছেন যা সারা বিশ্ববাসীর কাছে নিদর্শন হয়ে থাকবে। বিশৃঙ্খল, যুদ্ধবাজ, অশান্ত আরব বাসীকে শৃঙ্খলা ও শান্তির ছায়া তলে নিয়ে এসেছিল মুহাম্মাদ (সা.) তার সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। দুর্নীতি একটি নেতিবাচক শব্দ। সহজ ভাষায় বুঝি কু-নীতি, কু-রীতি, নীতি বহির্ভূত কর্মকাণ্ড।[১] দুর্নীতির সংজ্ঞায় Transparency International উল্লেখ করেন, “Corruption is the abuse of public office for private gain”[২] অর্থাৎ সরকারি দফতরকে ব্যক্তি স্বার্থে কাজে লাগানো, যেখানে জনগণের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়। Oxford English Dictionary তে দুর্নীতি বা corruption এর বর্ণনায় বলা হয়েছে, “Dishonest, illegal behabior, especially of people in authority,

[১] *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান,* সাহিত্য সংসদ, কলকাতা: ১৯৮৭ খ্রি., পৃ. ৩৩৯

[২] Transparency International, *WHAT IS CORRUPTION*? Retrieved on January 16, 2020, from https://www.transparency.org/en/what-is-corruption

elegations of bribery."[১] অর্থাৎ দুর্নীতি হলো অসততা, অবৈধ আচরণ, বিশেষ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে আসীন ব্যক্তিবর্গের আইন বহির্ভূত আচরণ, ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ ইত্যাদি। অন্য এক সংজ্ঞায় দুর্নীতির ব্যাপারে বলা হয়, "দুর্নীতি হলো সমাজে প্রচলিত নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিপন্থী বিশেষ ধরনের অপরাধ মূলক আচরণ।"[২] মোট কথা, নীতি বহির্ভূত সকল প্রকার কাজ-কর্ম, আচার-ব্যবহার ও কথা-বার্তা সবই দুর্নীতির আওতাভুক্ত। ইসলাম সকল ধরনের দুর্নীতির বিরূদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয়। ইসলামী পরিভাষায় একে ফাসাদ বলা হয়। ফাসাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "যে সব লোক আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করে, তাদের শাস্তি হচ্ছে; তাদেরকে হত্যা করতে হবে কিংবা শূলবিদ্ধ করা হবে অথবা তাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে অথবা তাদের নির্বাসিত করা হবে।"[৩] মানুষ গড়ার মহান শিক্ষক মুহাম্মাদ (সা.) দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত একটি সমাজকে উদ্ধারের নিমিত্তে কী ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছিলেন তা লক্ষণীয়। সে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল সিলেবাস ছিল কুরআন ও হাদীস। এ শিক্ষা গ্রহণ করে গড়ে উঠেছিলেন হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.), হযরত ওসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.)-এর মতো মানবেতিহাস খ্যাত শাসক ও মনীষী। এ ব্যবস্থা আত্মস্থ করে এমন একদল মানুষ তৈরি হলেন, যারা অপরাধের পর বিবেকের কষাঘাতে টিকতে না পেরে নিজেদের অপরাধের বিচার প্রার্থনার জন্য রাসূলের বিচারালয়ে হাজির হতেন। নিজে ক্ষুধার্ত থেকে অভুক্তকে নিজের খাদ্য বিলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতেন। এতে এমন এক দল চরিত্রবান নেতৃত্ব গড়ে ওঠলো, যারা এক সময় মানুষের জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর জন্য হুমকি ছিলো, পরবর্তীতে তাদের পরিচালিত রাষ্ট্রে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে রাতে কিংবা দিনে সুন্দরী রমণী, মূল্যবান সব অলঙ্কার পরে একাকি পথ চলেছে কিন্তু কেউ তাকে জিজ্ঞাসাও করেনি, কেউ তার দিকে চোখ তুলে দৃষ্টিপাতও করেনি। প্রত্যেকটি মানুষ পরস্পরের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর বিশ্বস্ত আমানতদার হয়ে গেলেন। পবিত্র কুরআন এমন সোনার মানুষ তৈরি করল যে, অর্ধেকটা পৃথিবীর বাদশাহী হাতের মুঠোয় পেয়েও

---

[১] A. S Hornby, *Oxford Advanced Learner's of Current English*, UK: Oxford University Press, 2000, p. 201

[২] ড. মুহাম্মাদজাকির হোসাইন, *আর্থ সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪ খ্রি., পৃ. ৪০৭

[৩] আল-কুরআন, ৫:৩৩ (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)

দায়িত্বের ভার তাকে এমনভাবে তাড়া করে ফিরতো যে, আরামের ঘুম দূরে ঠেলে দিয়ে রাতের আঁধারে বেড়িয়ে পড়তো অভুক্ত মানুষের সন্ধানে। কোথাও কি অসহায় মানবতা জুলুমের শিকার হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করছে? কেউ কি তাঁর শাসন কাজে অসন্তুষ্ট? এ সমস্ত প্রশ্ন তাকে সদা অস্থির করে তুলতো। প্রয়োজন পূরণে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে দু'টি কাপড় নয় বরং অন্যান্য নাগরিকদের ন্যায় একটিই গ্রহণ করলো। কিন্তু এক টুকরা কাপড় দিয়ে তার জামা হওয়ার কথা নয়; ছেলের ভাগের কাপড় দিয়ে নিজের জামা তৈরি করে নিল। ছেলে আর পিতা দুজনেই এক পোশাক পরিধান করতো। তারা যে সততা আর স্বচ্ছতার উৎহরণ স্থাপন করেছিলেন, তা পৃথিবীতে বিরল। তাই ইসলামের আদর্শ অনুসরণ করে, কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা দিয়ে মানুষ গড়তে পারলে সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে দুর্নীতি কমে যাবে। সমাজ ও রাষ্ট্রের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস, সপ্তম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। আয়তনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ৯৪তম, জন সংখ্যার দিক দিয়ে এর অবস্থান অষ্টম।[১] জন সংখ্যাকে পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশি মূল্যবান সম্পদ মনে করা হয় এবং ইসলাম এই বিষয়ে একমত প্রকাশ করে। কারণ আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সর্বোত্তম সৃষ্টি হলো মানুষ। তাই জন সংখ্যাকে যদি জন সম্পদে পরিণত করা যায় তা হলে সেখানে দ্রুত উন্নয়ন করা সম্ভব। আমরা আমাদের দেশের জনসংখ্যার বিরাট একটি অংশকে জনসম্পদে পরিণত করতে পারছি না, এটা আমাদের দুর্বলতা। যদিও আমাদের দেশের সরকার মানব সম্পদ উন্নয়নে চেষ্টা করে যাচ্ছে। তবে এই মহান উদ্যোগ সরকারের একার পক্ষে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস দরকার। মহান আল্লাহ্ প্রত্যেকটি সৃষ্টির রিযিক দিয়ে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহ্‌ই তো রিযক দান করেন এবং তিনি প্রবল, পরাক্রান্ত।"[২] অন্য এক আয়াতে রিযকের নিশ্চয়তা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ্‌রই। তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্মন্ধে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই আছে।"[৩] মহানবী (সা.) বলেন, "এমন নারীকে বিয়ে করো যে প্রেমময়ী এবং অধিক সন্তান প্রসবকারী। কেননা আমি অন্যান্য উম্মাতের কাছে তোমাদের

---

[১] World Population Review, *World Population Projets (2019 Revision),* United Nations population estimates and projections, Retrieved on April 11, 2020, from https://worldpopulationreview.com/countries/bangladesh-population/

[২] আল-কুরআন, ৫১:৫৮ (إِنَّ اللَّـهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ)

[৩] আল-কুরআন, ১১:৬ (وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ)

সংখ্যাধিক্যের কারণে গর্ব করবো।”[১] পৃথিবীর অনেক দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে তার নাগরিকদের নাগরিকদের প্রণোদনা দেয়া হয়। বাংলাদেশে জন সংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার ২% যা এশিয়ার অনেক দেশের চেয়ে কম। বর্তমানে বিভিন্ন কারণে, যেমন, খাদ্যাভ্যাস, দেরিতে বিবাহ, বিয়ের পরে সন্তান দেরিতে নেয়ার প্রবণতার কারণে অনেকের সন্তান হয় না। এর সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। এভাবে জন সংখ্যা কমতে থাকলে একসময় জনসংখ্যার ঘাটতিতে পরে যেতে পারে এ দেশ। এজন্য জনসংখ্যাকে আদর্শ জন সম্পদে পরিণত করার চেষ্টা করতে হবে। যারা শুধু এ দেশেই কাজ করবে না বরং আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তাদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখবে। আদর্শ জন সম্পদ গড়তে পারলে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা যাবে। যা শুধু আমাদের দেশের জন্য কল্যাণ নিয়ে আসবে না বরং সারা বিশ্বের জন্য কল্যাণ নিয়ে আসবে।

রূপকল্প ২০২১ এর একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষ্যমাত্রা হলো, এর মাধ্যমে জনকল্যাণ ও উন্নয়ন মুখী একটি অর্থ ব্যবস্থা জনগণকে উপহার দেয়া। ইসলামীঅর্থ ব্যবস্থা আমাদের তথাকথিত আধুনিক অর্থব্যবস্থার থেকে অধিক জনকল্যাণ মূলক, যা টেকসই উন্নয়নের জন্য সহায়ক। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সম্পদ অর্জন ও বন্টনের ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি, সুবিচার ও ইনসাফের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, আত্মিক স্বাধীনতা ও মুক্তির সমান সুযোগ রয়েছে, যেখানে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপর জোর দেয়া হয়েছে, অর্থনৈতিক মুক্তি সেখানে অবর্তমান। অপরদিকে সমাজতন্ত্রে অর্থনৈতিক মুক্তির উপর জোর দেয়া হয়েছে, রাজনৈতিক ও আর্থিক স্বাধীনতা সেখানে অনুপস্থিত। পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা চরমপন্থী ও শাসকশ্রেণীর ইচ্ছাধীন নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত, যেখানে ইসলামী অর্থব্যবস্থা মধ্যপন্থী এবং নিয়ন্ত্রিত নীতিমালার অনুগামী। আধুনিক অর্থব্যবস্থা ধনীকে আরো ধনী করে আর গরীবকে আরো গরীব করে। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য নিয়ে আসে। যা টেকসই উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। কিন্তু ইসলামী অর্থব্যবস্থা অর্থ-সম্পদ যাতে শুধু ধনীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়, পুঞ্জিভূত না থাকে সে জন্য নির্দেশ প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, “যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই সম্পদ আবর্তন না করে।”[২]

---

[১] ইমাম আবু দাউদ, *সুনানু আবি দাউদ,* অধ্যায়: কিতাবুন নিকাহ, পরিচ্ছেদ: বাবু ফী তাযভীজিল আবকার, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ২০৫০ (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَم)

[২] আল-কুরআন, ৫৯:৭ (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ)

সাধারণ অর্থনীতিতে হালাল হারামের বিধিনিষেধ নেই কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে হালাল হারামকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। কারণ হারাম অর্জন, হারাম ভক্ষণ মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অকল্যাণ নিয়ে আসে। যা উন্নয়নের ধারাকে বিঘ্নিত করে। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সম্পদ কতিপয় ব্যক্তির হাতে পুঞ্জিভূত হওয়ার সুযোগ নেই কিন্তু সাধারণ অর্থব্যবস্থায় এর সুযোগ রয়েছে, যা টেকসই উন্নয়নের প্রতিবন্ধক। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় নৈতিকতাকে প্রধান বিবেচ্য বিষয় মনে করা হয় কিন্তু প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় এর অবস্থান ক্ষীণ। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ধনী ও গরীবের মাঝে ভারসাম্য স্থাপনের জন্য যাকাতের ব্যবস্থা রয়েছে, অপরদিকে প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় করের কঠিন বোঝা জনগণের উপর চাপানো হয়। ইসলামী অর্থব্যবস্থায় আয় ও ব্যয়ের সুষ্ঠু ও সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি রয়েছে, যেখানে কার্পণ্য ও অপচয় নিরুৎসাহিত করা হয়েছে, অন্যদিকে প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় আয় ও ব্যয়ের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা না থাকায় অবৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জন, কার্পণ্য ও অপব্যয়ের জন্য তেমন কাউকে জাবাবদিহি করতে হয় না। তাই ইসলামী অর্থব্যবস্থার আদলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত করতে পারলে আমাদের দেশে টেকসই উন্নয়ন অনেক সহজতর হবে। বাংলাদেশের ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা উন্নয়নের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশের বৃহৎ শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড'কে নিয়ে একটি নিবন্ধ স্থান পেয়েছে বাণিজ্য বিষয়ক বিশ্বখ্যাত ম্যাগাজিন ফোবর্স এশিয়ার জুলাই সংখ্যায়। তাতে ব্যাংকটিকে বাংলাদেশের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে লাভজনক ব্যাংক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় দেশের অন্যতম 'বেস্ট পারফর্মিং ব্যাংক' বা সেরা কোম্পানি হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে প্রতিষ্ঠানটিকে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক শতাব্দী প্রাচীন ফোর্বস ম্যাগাজিনের ওই নিবন্ধে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানত তৈরি পোশাক শিল্প এবং বিদেশি রেমিট্যান্সের ওপর নির্ভরশীল। উভয় খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে ইসলামী ব্যাংক। প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদনমুখী ও শ্রমঘন শিল্প খাতে অর্থায়নের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে এবং লাখো অভিবাসীর কষ্টার্জিত রেমিট্যান্স ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে পাঠাতে নিরাপদ ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে।[১] ইসলামী ব্যাংকিং লাভজনক ও টেকসই দেখে অন্যান্য ব্যাংকগুলো আজ ইসলামিক ব্যাংকিং শুরু করেছে, যা দেশে ও সমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে আশার আলো দেখাচ্ছে।

---

[১] নিজস্ব প্রতিবেদক, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের সেরা ব্যাংক, *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ১৪ জুলাই, ২০১৬ Retrieved on March 06, 2020 from https://www.kalerkantho.com/print-edition/last-page/2016/07/14/380631

রূপকল্প ২০২১ অনুকূল শিল্পায়ন ও বাণিজ্যনীতি ব্যবস্থার প্রবর্তন সপ্তম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার একটি অন্যতম লক্ষ্য। ইসলাম শিল্পায়ন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি উৎসাহিত করেছে। মানুষের জীবিকা অর্জনের বড় একটি মাধ্যম হলো ব্যবসা বাণিজ্য। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন সাধন হয়। আর সুদ প্রথার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়। তাই আল্লাহ্ ব্যবসা-বাণিজ্যকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।"[১] ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি উৎসাহিত করে মহানবী (সা.) বলেছেন, "সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ী হাশরের দিন নবী, সিদ্দিক ও শহীদদের সঙ্গী হবেন।"[২] অন্য দিকে অসাধু ব্যবসায়ীদের সতর্ক করে দিয়ে মহানবী (সা.) বলেছেন, "কিয়ামাতের দিন ব্যবসায়ীদের ফাসিক বা গুনাহগাররূপে উঠানো হবে, কিন্তু যে সব ব্যবসায়ী আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করে, নির্ভুলভাবে কাজ করে এবং সততা ধারণ করে তারা এর ব্যতিক্রম।"[৩] মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত সীমাহীন প্রাকৃতিক সম্পদ, মেধা ও শ্রমের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, কলকারখানা প্রতিষ্ঠা করা, এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য ও খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন মানুষের কাজ। তবে তাদের এ সকল কাজ অবশ্যই ইসলামের বিধিবিধান মেনে করতে হবে। হালাল পণ্য উৎপাদনের জন্য শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। হারাম উৎপাদন করা যাবে না। শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পরিবেশের ক্ষতি করা যাবে না। বায়ু ও পানি দূষণ করা যাবে না। শিল্প-কারখানাসহ বিভিন্ন বর্জ দিয়ে আমাদের নদীগুলো আজ দূষণের শিকার। সরকারের দায়িত্ব হলো ব্যবসার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়া, যাতে একজন ব্যবসায়ী তার ব্যবসা সততার সাথে শুরু করে তা যথাযথ ভাবে পরিচালনা করতে পারে। ব্যবসা পরিচালনা করতে গিয়ে যাতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী কিংবা রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের অবৈধ অর্থ দিতে না হয়, সে ব্যাপারে সরকার সর্বাত্বক চেষ্টা করবে। আর ব্যবসায়ীদের দায়িত্ব হলো সৎভাবে তাদের ব্যবসা পরিচালনা করা, সরকারি কর ফাঁকি না দেয়া। দ্রব্য-সামগ্রীতে

---

[১] আল-কুরআন, ২:২৭৫ (وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)

[২] ইমাম তিরমিজি, *জামে' আত-তিরমিযী,* অধ্যায়: কিতাবুল বুয়ু' 'আন রাসূলিল্লাহি (সা.), পরিচ্ছেদ: বাবু মা জাআ ফীত তুজজারি ওয়া তাসমিইয়াতিন নাবীয়্যি (সা.) ইয়্যাহুম, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ১২০৯ (التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ)

[৩] ইমাম তিরমিজি, *জামে' আত-তিরমিযী,* অধ্যায়: কিতাবুল বুয়ু' আন রসূলিল্লাহ (সা.), পরিচ্ছেদ: বাবু মা জাআ ফীত তুজজারি ওয়া তাসমিইয়াতিন নাবীইয়্যি (সা.) ইয়্যাহুম, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ১২১০ (إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ)

ভেজাল মিশিয়ে মানুষকে প্রতারিত না করা, ওজনে কম না দেয়া। পরিমাপে সঠিক দেয়ার ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ বলেন, “তোমরা পরিমাপের কাজ যখন করবে তখন সঠিক ভাবে করবে।”[১]

মদ, মাদকদ্রব্য, মৃত জন্তু, শুকর, প্রতিমা ইত্যাদি মুসলমানদের জন্য হারাম বা নিষিদ্ধ, সুতরাং এর ব্যবসা-বাণিজ্যও নিষিদ্ধ। “জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে, মক্কা বিজয়ের বছর মক্কায় অবস্থানকালে বলতে শুনেছেন, আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর রাসূল শরাব, মৃত জন্তু, শূকর ও মূর্তি কেনা-বেচা হারাম করে দিয়েছেন।”[২] ইসলামী শরীয়তে যে সব বস্তু হারাম, এর উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও এর লব্দ অর্থ ইত্যাদি সব কিছুই হারাম। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, “আল্লাহ্ যখন কোন জাতির জন্য কোন বস্তু খাওয়া হারাম করেন তখন তার মূল্যও হারাম করেন।”[৩] একজন মুসলিম ব্যবসায়ী কখনও মিথ্যা কথা বলা, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, ওয়াদা খেলাপ করা ইত্যাদি করতে পারে না। কারণ এগুলো মুনাফিকির নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.) বলেন, “মোনাফেকের আলামত তিনটি ১। যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে ২। যখন প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, তা রক্ষা করে না ৩। যখন তার কাছে আমানত গচ্ছিত রাখা হয় তখন তা খেয়ানত করে।”[৪] একজন মুসলমান কখনো খাদ্যে ভেজাল মিশাতে পারে না, মানুষকে প্রতারণা করে পণ্য সামগ্রী উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয় করতে পারে না। তাই ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদন নীতি স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন, মানব কল্যাণমুখী হতে হবে। যারা সৎ ব্যবসায়ী হবে সরকার তাদেরকে সহযোগিতা করবে আর যারা ব্যবসায় অসততার পরিচয় দিবে, মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, কষ্ট দিবে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিবে। ব্যবসা-বাণিজ্যের নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যাতে নৈতিকতা বিবর্জিত ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ না পায়।

---

[১] আল-কুরআন, ১৭:৩৫ (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)

[২] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবু বুয়ু, পরিচ্ছেদ: বাবু বায়ঈল মাইতাতি ওয়াল আসনাম, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২২৩৬ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ " إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ ".)

[৩] ইমাম আবু দাউদ, *সুনানু আবি দাউদ,* অধ্যায়: কিতাবুল ইজারাহ, পরিচ্ছেদ: বাবু ফী সামানিল খামরি ওয়াল মাইতাত, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৩৪৮৮ (إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَىْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ)

[৪] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল ঈমান, পরিচ্ছেদ: বাবু ‘আলামাতি মুনাফিক, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৩৩ (آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ)

খাদ্যে নিরাপত্তা অর্জন সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। জনসংখ্যার তুলনায় আমাদের দেশ আয়তনে অনেক ছোট। তাই আমাদের দেশে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে প্রাধান্য দেয়া বাস্তবতার দাবী। খাদ্যে নিরাপত্তা অর্জনের জন্য বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বব্যাপী এর গুরুত্ব প্রদান করছে। ১৯৭৯ সালে ১৬ অক্টোবরকে বিশ্ব খাদ্য দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বর্তমানে বিশ্বে প্রায় দেড় শতাধিক দেশে এই দিবস পালন করা হয়। ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বব্যাপী ক্ষুধা নিবারণ ও খাদ্যের ঘাটতি পূরণের ব্যাপারে সবাইকে সচেতন করাই এ দিবসের মূল লক্ষ্য। আমরা সবাই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। আল্লাহ্‌ আমাদের স্রষ্টা ও রিযিক দাতা। আমরা যখন মাতৃগর্ভে ছিলাম তখন তিনি আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করেছেন, বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করেছেন, অক্সিজেন দিয়েছেন। এরপর আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন মায়ের দুগ্ধ দিয়ে আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং আমরা যদি তার ইবাদত সঠিকভাবে করি, তার নির্দেশ মত চলতে পারি, সময়ের মূল্য দেই, পরিশ্রমী হই তাহলে আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের রিজিকের ব্যবস্থা করে দিবেন। মহান আল্লাহ্‌ বলেন, "অতএব তারা যেন এই গৃহের মালিকের ইবাদত করে, যিনি তাদের ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে তাদের নিরাপদ করেছেন।"[১] আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রতিটি সৃষ্টির জন্যই তার আহারের ব্যবস্থা করেছেন। তবে আমরা আমাদের সমাজে অনেকেই খাবার অপচয় করে থাকি। আমাদের এই অপচয়কৃত খাবার দ্বারা অনেকেরই আহারের ব্যবস্থা হতে পারে। আল্লাহ্‌ তা'আলা অপচয়কে নিষেধ করে বলেন, "তোমরা খাও এবং পান করো, অপচয় করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।"[২] বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য, ফল, ফসল, শাক-সবজি আসে আমাদের কৃষিকাজ, চাষাবাদ কিংবা বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে। মানব জাতির মহান আদর্শ মহানবী (সা.) চাষাবাদ ও কৃষি কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে বলেন, "যে কোন মুসলমান ফলবান গাছ রোপন করে কিংবা কোন ফসল ফলায় আর তা হতে পাখী কিংবা মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু খায় তবে তা তার পক্ষ হতে সাদাকা বলে গণ্য হবে।"[৩] খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) এর নীতি অনুসরণ করলে আমরা সুস্থ থাকতে পারি এবং অপচয় থেকে বেঁচে থাকতে পারি। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "মানুষ পেট হতে অধিক নিকৃষ্ট কোন

---

[১] আল-কুরআন, ১০৬:৩-4 (فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ)

[২] আল-কুরআন, ৭:৩০ (فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ ۗ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّـهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ)

[৩] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল মুযারা'আ, পরিচ্ছেদ: বাবু ফাদলিল যারঈ ওয়াল গারাসি ইজা আকালা মিনহু, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২৩২০ (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ)

পাত্র পূর্ণ করে না। মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারে এমন কয়েক গ্রাস খাবারই আদম সন্তানের জন্য যথেষ্ট। তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন হলে পাকস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।”[১] খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়ে সূরা ইউসুফে বর্ণিত হযরত ইউসুফ (আ.)-এর গৃহীত পদক্ষেপ ছিল ইতিহাসের যুগান্তকারী একটি ঘটনা। তৎকালীন মিসরের বাদশাহর স্বপ্নযোগে দেখা দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে তিনি এক অনবদ্য নীতিমালার উদ্ভাবন করেন। তিনি ওই সময়ে পরিকল্পিতভাবে পর্যাপ্ত চাষাবাদের মাধ্যমে আসন্ন খাদ্যের ঘাটতি ও অভাব দূর করেছিলেন। তাঁর উদ্ভাবিত খাদ্যের জোগান, ব্যবহার ও সুষম বণ্টননীতি আজও অনুসরণযোগ্য। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, “তোমরা সাত বছর একাধারে চাষ করবে, আর ফসল কাটার সময় খাওয়ার সামান্য পরিমাণ ছাড়া বাকিগুলো শীষের ভেতরে রাখবে। এরপর কঠিন সাত বছর আসবে, তখন মানুষ তোমাদের জমা করা খাবার খাবে, তবে এর থেকে সামান্য তোমরা সংরক্ষণ করবে।”[২] বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে খাদ্যের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ইসলামের খাদ্য উৎপাদন পদ্ধতি, গ্রহণ ও সুষম বণ্টন নীতি অবশ্য-অনুকরণীয়।

পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন ধারা অনুসরণ করা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। মহান আল্লাহ্ এই পৃথিবী মানব জাতি ও তাঁর সহায়ক বিভিন্ন জীব-জন্তু, গাছ-পালা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, “তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি দেখ না, নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন এবং তোমাদের প্রতি তার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য নিয়ামতসমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।”[৩] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, “তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন।”[৪] কিন্তু মানুষ এই পরিবেশকে তাদের বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে দূষিত করছে, করে তুলছে পৃথিবীকে বসবাসের অযোগ্য। পরিবেশকে সুরক্ষা করতে না পারলে আমরা যে টেকসই উন্নয়নের কথা ভাবছি তা বাস্তবায়িত হওয়া অনেক কঠিন হবে। পরিবেশের ক্ষতির কারণে পরিবেশ

---

[১] ইমাম তিরমিজি, *জামে' আত-তিরমিযী,* অধ্যায়: কিতাবুয যুহদি আন রাসূলিল্লাহ (সা.), পরিচ্ছেদ: বাবু মা জাআ ফী কারাহিয়াতি কাসরসতিল আকলি, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২৩৮০ (مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاَتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لاَ مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ)

[২] আল-কুরআন, ১২:৪৭-৪৮ (قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ)

[৩] আল-কুরআন, ৩১:২০ (أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّـهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً)

[৪] আল-কুরআন, ২:২৯ (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا)

কখনো কখনো আমাদের উপর প্রতিশোধ পরায়ণ হয়। ঝড়, সাইক্লোন, বন্যা, খড়া, তাপমাত্রা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে আমরা আক্রান্ত হচ্ছি। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে বলেন, "জলে স্থলে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তা মানুষের অর্জনেরই ফল।"[১] পানি ও বায়ু দূষণ যাতে না হয়, সে ব্যাপারে আমাদের সচেতন হতে হবে। পরিবেশ সুরক্ষার সবচেয়ে বড় উপাদান বনায়ন। তাই আমাদেরকে বেশি করে গাছ লাগাতে হবে এবং বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া গাছ কাটা যাবে না। পানির অপচয় বন্ধ করতে হবে। কারণ পানির অপর নাম জীবন। পরিবেশের সুরক্ষার জন্য পানির বিকল্প নেই। তাই আমাদের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ইসলামের আইন মেনে পরিবেশ সুরক্ষায় কাজ করতে হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। ডিজিটাল বাংলাদেশের কার্যক্রম আমাদের জীবন-যাত্রাকে সহজতর করে দিয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'ডিজিটাল প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত "ডিজিটাল বাংলাদেশ" প্রতিষ্ঠা করা ছিল আমাদের অঙ্গীকার। আমরা সে লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি। এখন দেশের ইউনিয়ন, পৌরসভা, উপজেলা ও জেলায় ৫ হাজার ২৭৫টি ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে জনগণকে ২০০ রকমের সেবা দেওয়া হচ্ছে।[২] তবে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যাতে ডিজিটাল উপকরণ ব্যবহার করে কোন খারাপ সংস্কৃতি কিংবা চরিত্র বিনষ্টকারী কোন কিছু দেখে আমাদের তরুণ সমাজ বিপথগামী না হয়। আমরা যাতে আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি, পারিবারিক ব্যবস্থা, সামাজিক ঐতিহ্য হারিয়ে না ফেলি সে ব্যাপারে আমাদের সচেতন হতে হবে। এসব কিছু আমরা রক্ষা না করতে পারলে আমাদের সকল উন্নয়নই দীর্ঘ মেয়াদী সমস্যার সম্মুখীন হবে। কারণ একটি জাতির তরুণ সমাজ নৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেলে সে জাতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

১১.১.৬ জাতীয় শিক্ষানীতি ও শিক্ষা উন্নয়ন ভাবনা

এ কথা আমরা সবাই জানি যে 'শিক্ষাই জাতীর মেরুদন্ড'। পৃথিবীতে যে জাতি যত উন্নত সে জাতি ততটা শিক্ষিত। শিক্ষা ছাড়া কোন ব্যক্তি, সমাজ, জাতি কিংবা রাষ্ট্রের উন্নয়ন সম্ভব নয়। বিশ্বব্যাপী বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হয় না বরং শিক্ষার সাথে নৈতিক শিক্ষাকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। কারণ এখন শিক্ষিত মানুষের চেয়ে সুশিক্ষিত মানুষ বেশি দরকার। শিক্ষিত মানুষ

---

[১] আল-কুরআন, ৩০:৪১ (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ)

[২] নিজস্ব প্রতিবেদক, "ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১৫–এর উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছি" *দৈনিক প্রথম আলো,* ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ খ্রি., পৃ. ২

নৈতিকতা বিবর্জিত হলে তারা অশিক্ষিত মানুষের চেয়ে সমাজ ও দেশের জন্য বেশি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র তার দ্বারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে মোট সাতটি শিক্ষা কমিশন ও রিপোর্ট গঠন করা হয়। ১৯৭২ সালে গঠিত হয়েছিল ড. কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন, ১৯৭৯ সালে অর্ন্তবর্তী কালীন কাজী জাফর-বাতেন শিক্ষানীতি, ১৯৮৩ সালে প্রণীত হয় মজীদ খান কমিশন রিপোর্ট, ১৯৮৭ সালে প্রণীত হয় মফিজ উদ্দিন শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, এর পর প্রণীত হয় জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০, জাতীয় শিক্ষা কমিশন (মনিরুজ্জামান মিয়া) প্রতিবেদন (২০০৩) এবং ২০০৯ সালে জাতীয় অধ্যাপক কবির চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি ১৬ সদস্যের কমিটি গঠন করে। এই কমিটি ১৯৭৪ সালের কুদরাত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্ট এবং ১৯৯৭ সালের শামসুল হক শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের আলোকে একটি নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০৯-এর খসড়া সরকারের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করা হয় ২০০৯ সালের ৭ সেপ্টেম্বর। এই কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে সর্বশেষ প্রণীত হয় জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০।[১]

সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ একটি যুগ উপযোগী শিক্ষানীতি বলে অনেকের কাছে মনে হয়েছে। কারণ এই শিক্ষানীতিতে ধর্মীয় শিক্ষা ও বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কারিগরি শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এই শিক্ষা নীতির প্রাক-কথনের শেষ দিকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন যে, "এই শিক্ষানীতির উল্লেখযোগ্য দিক হল এখানে ধর্ম, বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। মানুষের স্বভাবজাত অনুভূতিকে যেমন গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, তেমনি পার্থিব জগতে জীবন জীবিকার সুযোগ সৃষ্টিকারী শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে-যা কর্ম সংস্থানের দ্বার উন্মোচিত করবে। দেশ অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবে।"[২] মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যথার্থই মতামত দিয়েছেন। কারণ পবিত্র কুরআনে প্রথম যে শিক্ষার নির্দেশ এসেছে তাতে ধর্মীয় শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষার দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ্ সূরা আ'লাকে বলেছেন, "পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' বা জমাট বাধা রক্তবিন্দু দ্বারা।"[৩] প্রথম আয়াতে স্রষ্টার

---

[১] সম্পাদনা পরিষদ, *বাংলা পিডিয়া,* শিক্ষা কমিশন, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩ Retived on May 07, 2020, from http://bn.banglapedia.org/index.php?title=শিক্ষা কমিশন

[২] *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০,* প্রাক-কথন, শিক্ষা মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[৩] আল-কুরআন, ৯৬:১-২ (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ)

নামে পড়তে বলা হয়েছে অর্থাৎ স্রষ্টার পরিচয় সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে, স্রষ্টা আমাদেরকে কেন সৃষ্টি করেছেন, স্রষ্টা আমাদের পৃথিবীতে কী দায়িত্ব প্রদান করেছেন তা জানতে হবে। তা না হলে দুনিয়ায় আমরা বিপথে পরিচালিত হবো, যা আমাদের অকল্যাণ নিয়ে আসবে। আর এসব জ্ঞানের জন্য মুসলমানদেরকে কুরআনের কাছে যেতে হবে। কুরআনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে, নবী-রাসূলদের দিক নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে। কারণ তারা সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী দ্বিতীয় যে বিষয়টি নিয়ে এসেছেন তা হলো বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়, যা দ্বারা দুনিয়ায় আমরা সফলতা লাভ করতে পারবো। যা বর্তমান যুগের চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য অতীব জরুরি। এই সূরার দ্বিতীয় আয়াতে বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে, যেখানে মানুষকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে তার নির্দেশনা প্রদান করেছে। অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ আমাদের যে দোয়া শিখিয়েছেন সেখানে আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য দোয়া করতে শিখিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, "আর তাদের মধ্যে যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাকে অগ্নির শাস্তি হতে রক্ষা কর'।"[১] এখানে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন দুনিয়ার সফলতাকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়ে পারলৌকিক জীবনের কল্যাণের কথা আগে উল্লেখ করেছেন। তাই আমরা যদি বর্তমান যুগের চাহিদা মিটাতে বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করি, কারিগরি শিক্ষার জ্ঞান অর্জন করি তা যথার্থই হবে। তা হলে আমরা আমাদের বাংলাদেশকে উন্নত বাংলাদেশে পরিণত করতে পারবো। তবে এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষার সাথে অবশ্যই কুরআনের আলোকে নৈতিক শিক্ষার সমন্বয় করতে হবে। তা না হলে আমরা আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হবো।

নৈতিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করা আজ সমগ্র বিশ্ব ব্যাপী সময়ের দাবী। বাংলাদেশও আজ নৈতিক শিক্ষাকে বেশ গুরুত্ব প্রদান করছে। যা আমাদের শিক্ষা নীতির বিভিন্ন জায়গায় প্রতিফলিত হয়েছে। শিক্ষানীতির মুখবন্ধতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে বিশেষ করে আধুনিক মানসম্মত যুগোপযোগী শিক্ষা এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নতুন প্রজন্মের নৈতিক মূল্যবোধ, সততা, চরিত্র গঠন এবং জনগণ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ও দেশপ্রেম জাগ্রত করতে হবে।"[২] অন্যত্র তিনি উল্লেখ করেছেন, "শিক্ষা, জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ, একই সংগে

[১] আল-কুরআন, ২:২০১ (وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)

[২] *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০,* প্রাক-কথন, শিক্ষা মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

নৈতিক মূল্যবোধ, জনগণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দায়বদ্ধ এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলাই হবে আমাদের মূল লক্ষ্য।"[১] তিনি শিক্ষার সর্বস্তরে জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তির সাথে নৈতিক শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা মূলত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে থাকলেও উচ্চ মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা আমাদের শিক্ষানীতিতে অনুপস্থিত।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর অধ্যায়-১ এ ছাত্র-ছাত্রীদের দেশ ও জাতীর সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য মোট ৩০টি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যার প্রত্যেকটি যুগোপযোগী ও যথার্থ হয়েছে। এর প্রায় সবগুলোরই ইসলামী মূল্যবোধের সাথে মিল রয়েছে। কিছু বিষয় আমি আলোচনা করার চেষ্টা করবো। প্রথম উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, "শিক্ষার সর্বস্তরে সাংবিধানিক নিশ্চয়তার প্রতিফলন ঘটানো এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের সচেতন করা।"[২] ইসলাম মানুষকে দেশকে ভালবাসতে শেখায়, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য কাজ করতে শেখায়। মহান আল্লাহ্ বলেছেন, "তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের ন্যায়পরায়ণ শাসকের আদেশ মেনে চলো।"[৩] উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দ্বিতীয় নম্বরে বলা হয়েছে যে, 'ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে নৈতিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠাকল্পে_শিক্ষার্থীদের মননে, কর্মে ও ব্যবহারিক জীবনে উদ্দীপনা সৃষ্টি করা'। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর আদর্শকে আমরা উপস্থাপন করতে পারি। কারণ নৈতিকতা ও মানবিকতায় মহানবী (সা.) পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, "তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"[৪] তৃতীয় উদ্দেশ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের সু-নাগরিক হিসাবে গড়ার জন্য যে সব গুণাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে যেমন: ন্যায়বোধ, অসাম্প্রদায়িক- চেতনাবোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, শৃঙ্খলা, সৎ জীবন যাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যাবসায় ইত্যাদির বিকাশ ঘটানো। ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উক্ত গুণাবলী অর্জনে সহায়তা করে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আমি তো তার শ্রমফল নষ্ট করি না, যে উত্তমরূপে কার্য সম্পাদন

---

[১] *প্রাগুক্ত*

[২] *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০,* শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, শিক্ষা মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ১

[৩] আল-কুরআন, ৪: ৫৯ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ)

[৪] আল-কুরআন, ৩৩:২১ (لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّـهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)

করে।”[১] অন্য এক আয়াতে ন্যায়বিচারের উপর গুরুত্ব প্রদান করে আল্লাহ্ নবী দাঊদ (আ.) কে উদ্দেশ্য করে বলেন, “(হে দাঊদ), নিশ্চয়ই আমি তোমাকে যমীনে খলীফা বানিয়েছি, অতএব তুমি মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার কর আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, কেননা তা তোমাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য কঠিন আযাব রয়েছে। কারণ তারা হিসাব দিবসকে ভুলে গিয়েছিল।”[২] জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ এর সপ্তম উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে যে সব গুণ ছাত্র-ছাত্রীদের অর্জনের জন্য গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা হলো, “জাতি, ধর্ম, গোত্র নির্বিশেষে আর্থসামাজিক শ্রেণী-বৈষম্য ও নারীপুরুষ বৈষম্য দূর করা, অসাম্প্রদায়িকতা, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও মানুষে মানুষে সহমর্মিতাবোধ গড়ে তোলা এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।”[৩] এ গুণগুলো অর্জনের জন্য ইসলামীশিক্ষা অনেকটাই সহায়ক হিসাবে কাজ করতে পারে। কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন, “হে মানুষ! আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি; যাতে তোমরা একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হতে পারো।”[৪] রাসূল (সা.) বলেছেন, “হে লোকসকল! জেনে রেখো তোমাদের প্রতিপালক একজন, তোমাদের পিতা একজন। জেনে রেখো, অনারবের উপর আরবের, আরবের উপর অনারবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সাদার উপর কালোর, কালোর উপর সাদার কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তবে তাকওয়ার ভিত্তিতে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট শ্রেষ্ঠ যে অধিক তাকওয়াবান।”[৫] ১৩ নম্বর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যতে বলা হয়েছে যে, “শ্রমের প্রতি শিক্ষার্থীদেরকে শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী করে তোলা।” ইসলাম শ্রম ও শ্রমিককে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেছে। শ্রমের ব্যাপারে আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন, “অতঃপর যখন নামায শেষ হবে, তখন তোমরা জমিনের বুকে ছড়িয়ে পড় এবং রিযিক অন্বেষণ কর।”[৬] মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন, “তিনি তোমাদের জন্য

---

[১] আল-কুরআন, ১৮:৩০ (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا)

[২] আল-কুরআন, ৩৮:২৬ (يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّـهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ)

[৩] *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০*, শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, শিক্ষা মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ১

[৪] আল-কুরআন, ৩৮:২৬ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا)

[৫] আবু বাকর আহমাদ ইবন হুসাইন ইবন 'আলী ইবনমুসা আল-খোসরোযেরদী আল-বায়হাকী, *সুনানু বায়হাকী*, কিতাব: শু'আবুল ঈমান, বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৮, হাদীস নং ৫১৩৭ (يا أيُّها الناسُ إنَّ ربَّكمْ واحِدٌ ألا لا فضلَ لِعربِيٍّ على عجَمِيٍّ ولا لِعجَمِيٍّ على عربيٍّ ولا لأحمرَ على أسْودَ ولا لأسودَ على أحمرَ إلَّا بالتَّقْوَى إنَّ أكرَمكمْ عند اللهِ أتْقاكُمْ)

[৬] আল-কুরআন, ৩৮:২৬ (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّـهِ وَاذْكُرُوا اللَّـهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

ভূমি সুগম করে দিয়েছেন। কাজেই তোমরা এর দিক-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক থেকে আহার কর।"[১] শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে মহানবী (সা.) উল্লেখ করেন, "নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য আর নেই। আল্লাহ্‌র নবী দাঊদ (আ.) নিজের হাতে কাজ করে খেতেন।"[২] শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ১৬ নম্বরে বলা হয়েছে যে, "প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে উন্নত চরিত্র গঠনে সহায়তা করা।"[৩] ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা যদি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে উন্নত চরিত্র গঠনে সহায়ক হয় তা হলে উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা উন্নত চরিত্র গঠনে সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করতে পারি। কারণ উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার উভয় ক্ষেত্রেই ছাত্র-ছাত্রীরা পথহারা হয়ে যেতে পারে। এখানে তাদের স্বাধীনতা বেশি থাকে, তাই যে কোন সময় অসৎ সঙ্গে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের প্রতিভাকে নষ্ট করে দিতে পারে, তাই এ সময় ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা তাকে কিছুটা হলেও ভাল মানুষ হিসেবে গড়ার ক্ষেত্রে সহায়কের ভূমিকা রাখতে পারে। রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.) ইরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে কুরআন শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়।"[৪] মহানবী (সা.) বলেন, "যে ইলম অনুসন্ধানে বের বের হয়, সে ফিরে আসা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র রাস্তায় থাকে।"[৫] যারা উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় কুরআনের শিক্ষা তথা ইসলামের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়, তারা উত্তম কাজ থেকে দীর্ঘ সময় বঞ্চিত হয়। তারা ইসলামের জ্ঞান অর্জন থেকে বিরত থাকার কারণে আল্লাহ্‌র পথ থেকে সরে যায়। যার কারণে উচ্চ মাধ্যমিক কিংবা উচ্চ শিক্ষায় শয়তানের প্ররোচনায় অনেক সময় ছাত্র-ছাত্রীরা অন্যায় কাজের মধ্যে সম্পৃক্ত হয়। কুরআনের চর্চা, কুরআনের জ্ঞান অর্জন থেকে দূরে সরে গেলে শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত করার বেশি সুযোগ পায়। মহান আল্লাহ্‌ বলেন, "মুমিন তো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট তেলাওয়াত করা

---

[১] আল-কুরআন, ৬৭:১৫ (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ)

[২] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল বুয়ু', পরিচ্ছেদ: বাবু কাসবির রাজুলি ওয়া আমালিহি বিইয়াদিহি, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২০৭২ (عَنِ الْمِقْدَامِ ـ رضى الله عنه ـ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ ـ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ـ)

[৩] *জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০,* শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, শিক্ষা মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ২

[৪] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবু ফাদাইলিল কুরআন, পরিচ্ছেদ: বাবু খায়রুকুম মান তা'আল্লামাল কুরআনা কুরআনা ওয়া 'আল্লামাহু, হাদীস নং ৫০২৭ (خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ)

[৫] ইমাম তিরমিজি, *জামে' আত-তিরমিযী,* অধ্যায়: কিতাবুল ঈলমি আন রাসূলিল্লাহ (সা.), পরিচ্ছেদ: বাবু মা জাআ ফী ফাদলি তালাবিল ঈলম, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২৬৪৭ (مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ)

হয়, তখন উহা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে।"[১] উচ্চ উচ্চ শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কুরআনের চর্চা থাকলে তাদের ঈমান বা আল্লাহ্র উপর আস্থা বেড়ে যেত, আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীলতা বেড়ে যেত। তখন তারা খারাপ কাজ থেকে নিজেদেরকে বিরত রাখতো, ভাল কাজের মধ্যে সম্পৃক্ত করতো। তাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন হতো। আজ উচ্চ শিক্ষায় কুরআনের শিক্ষা না থাকায় নৈতিক শিক্ষার যে সুফল তা আমরা অনেক ক্ষেত্রেই পাচ্ছি না । নৈতিক শিক্ষার প্রকৃত সুফল পেতে হলে কুরআনের শিক্ষা সর্বস্তরে থাকা উচিত।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ১৮ নম্বরে বলা হয়েছে যে, 'শিক্ষার্থীদের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনসহ প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ-সচেতনতা এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা'। বাংলাদেশসহ আজ সারা পৃথিবী ব্যাপী জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বিশ্বের অসংখ্য মানুষ। সাইক্লোন, বন্যা, খরা, বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণে অনেক মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণী আজ হুমকির সম্মুখীন। তাই মানুষসহ পৃথিবীর পরিবেশকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। আবহাওয়া বা জলবায়ু মহান আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। আমাদের প্রকৃতির প্রধান ও শ্রেষ্ঠ দু'টি উপাদান হলো 'আব-হাওয়া' তথা পানি ও বাতাস। এ দু'টি উপাদান আমাদের প্রতিনিয়তই প্রয়োজন। তাই পানি ও বাতাস দূষণমুক্ত রাখা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও সামাজিক কর্তব্য। ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার জন্য, এ গ্রহের নিরাপত্তার জন্য আমাদের জলবায়ু সংরক্ষণ করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তিনি তোমাদের মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাতেই তোমাদের আবাসনের ব্যবস্থা করেছেন।"[২] পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে পৃথিবীকে বসবাস যোগ্য করে রাখতে পারে।

পরিবেশ যখন সংরক্ষিত থাকবে না, তখন পৃথিবীতে আবাদ হবে না এবং বসবাসের উপযোগী থাকবে না। পৃথিবী বাসযোগ্য থাকার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু হলো পানি। আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে কারীমে ৬০ জায়গায় পানি সম্পর্কিত আলোচনা করেছেন। পানি ছাড়া আমাদের জীবন অচল, তাই বলা হয় পানির অপর নাম জীবন। পানি আল্লাহ্র দেওয়া এক শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। সুতরাং এই নেয়ামতের যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি

[১] আল-কুরআন, ৮:২ (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ)

[২] আল-কুরআন, ১১:৬১ (هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا)

হতে।”[১] পানি হচ্ছে প্রাণ সৃষ্টির মূল উপাদান, এই উপাদান সংরক্ষণ করার জন্য পবিত্র কুরআন নির্দেশ প্রদান করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, “আর তিনিই (মহান আল্লাহ্) স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুবার্তাবাহী বায়ু প্রেরণ করেন এবং আমি (আল্লাহ্) আকাশ হতে পবিত্র (ও পবিত্রকারী) বারি বর্ষণ করি। যা দ্বারা আমি মৃত ভূমিকে জীবিত করি এবং আমার সৃষ্টির বহু জীবজন্তু ও মানুষকে উহা পান করাই।”[২] পানি যাতে আমরা দূষিত না করি সে সম্পর্কে সতর্ক করে আমাদের প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন, “তোমাদের কেউ যেন স্থির- যা প্রবাহিত নয় এমন পানিতে কখনো পেশাব না করে। (সম্ভবত) পরে সে আবার তাতে গোসল করবে।”[৩] অনেক সময় মানুষ পুকুর কিংবা সুইমিংপুলে প্রসাব করে অথচ সেখানে আবার গোসল করে, যা ইসলামের দৃষ্টিতে ঠিক নয়। আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, “তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে অতঃপর, সেই তো আবার সেখানে গোসল করে।”[৪] অন্য এক হাদীসে এসেছে, আবদুল্লাহ্ বিন আম্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) সাদ (রা.)-কে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি অজু করছিলেন। তিনি বলেন, এই অপচয় কেন? সা'দ (রা.) বলেন, উযুতেও কি অপচয় আছে? তিনি বলেন, হ্যাঁ, যদিও তুমি প্রবাহমান নদীতে থাকো।”[৫] পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা না করলে মানব সভ্যতায় নেমে আসবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন, “মানুষের কৃতকর্মের ফলে জলে ও স্থলে বিপর্যয় ঘটেছে।”[৬] তাই পরিবেশ সুন্দর রাখা আমাদের কর্তব্য। আর এই পরিবেশ সুরক্ষার জন্য ইসলামের বিধিবিধান শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতে পারলে আমরা এই পৃথিবীর পরিবেশকে সুরক্ষা করতে পারবো।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর ২৯ নম্বর ও ৩০ নম্বর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে যথাক্রমে বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং মাদক জাতীয় নেশা দ্রব্যের

---

[১] আল-কুরআন, ২১:৩০ (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ)

[২] আল-কুরআন, ২৫:৪৮-৪৯ (وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۚ لِّنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا)

[৩] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল উযু, পরিচ্ছেদ: বাবুল বাওলি ফীল মায়িদ দায়িম, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২৩৯ لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ

[৪] ইমাম আবু দাউদ, *সুনানু আবি দাউদ,* অধ্যায়: কিতাবুত তাহারাত, পরিচ্ছেদ: বাবুন নাহী আনিল বাওলি ফীল মায়ির রাকিদ, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৬৯ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ)

[৫] ইমাম ইবন মাজা, *সুনানু ইবন মাজাহ,* অধ্যায়: কিতাবুত তাহারাত ওয়া সুনানিহা, পরিচ্ছেদ: বাবু মা জাআ ফীল কাসদি ফীল উযুই ওয়া কারাহাতিত তা'আদদী ফীহি, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৪২৫ (أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ قَالَ " نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ)

[৬] আল-কুরআন, ৩০:৪১ (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ)

বিপদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সতর্ক ও সচেতন করা। দু'টি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই ইসলামী শিক্ষার মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। একথা আমরা সবাই জানি যে স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। মানুষের জীবনে সুস্থতা আল্লাহ্ তা'আলার বড় নিয়ামত। মহান আল্লাহ্ সুস্থ, জ্ঞানবান ও প্রাপ্ত বয়স্ক নর ও নারীকে সালাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন। এটি একটি ফরজ বা অবশ্য পালনীয় ইবাদত। এই ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক মুসলিমকে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। এই পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম মূলত: তিনটি, ১। গোসল ২। অযু ৩। তাইয়াম্মুম। তৃতীয়টি শর্ত সাপেক্ষে করতে হয়, অর্থাৎ পানি না পাওয়া গেলে, অসুস্থ থাকলে, কিংবা পানি সংগ্রহ করা কঠিন হলে। প্রতিদিন পাঁচ বার নামাযের জন্য অযু করলে শরীরে অপবিত্রতা থাকতে পারে না, ভাইরাসসহ বিভিন্ন রোগের আক্রমন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তাই "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক"[১] বলা হয়েছে। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, "রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, 'পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ।"[২] তারপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ব্যায়াম হয় যা শরীরকে সুস্থ রাখতে সহায়তা করে। তার পর পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে মুসলিমরা পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করে যা তার হৃদয়কে পুত-পবিত্র রাখে। মানুষের হৃদয় (Heart) এবং মন (Mind) পুত–পবিত্র থাকলে মানুষ অনেক রোগ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় পুত-পবিত্র হয়, এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন, "মুমনি তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেঁপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে।"[৩] আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "ক্বিয়ামাতের দিন বান্দার নিকট সর্ব প্রথম যে নি'আমাত প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তা হলো, আমি তোমার শরীর কি সুস্থ রাখিনি এবং সুশীতল পানির মাধ্যমে তোমাকে তৃপ্ত করিনি?"[৪] মিকদাম ইবনু মা'দীকারিব (রা.) থেকে বর্ণিত,

---

[১] ইমাম তিরমিজি, *জামে' আত-তিরমিযী,* অধ্যায়: কিতাবুদ 'দাওয়াতি 'আন রাসূলিল্লাহ (সা.), পরিচ্ছেদ: বাবু মিনহু, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৩৫১৯ (الطُّهُورُ نِصْفُ الإِيمَانِ)

[২] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম,* কিতাব: কিতাবুত তাহারাত, পরিচ্ছেদ : বাবু ফাদলিল উযু, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২২৩ (قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ)

[৩] আল-কুরআন, ৮:২ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

[৪] ইমাম তিরমিজি, *জামে' আত-তিরমিযী,* অধ্যায়: কিতাবু তাফসীরিল কুরআনি আন রাসূলিল্লাহ্ (সা.), পরিচ্ছেদ: আবু ওয়া মিন সূরাতি আলহাকুমুত তাকাসুর, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৩৩৫৮ (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِي الْعَبْدَ مِنَ النَّعِيمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَلَمْ نُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ وَنُرْوِيكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ)

তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি, "মানুষ পেট হতে অধিক নিকৃষ্ট কোন পাত্র পূর্ণ করে না। মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পারে এমন কয়েক গ্রাস খাবারই আদম সন্তানের জন্য যথেষ্ট। তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন হলে পাকস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ খাদ্যের জন্য, এক-তৃতীয়াংশ পানীয়ের জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।"[১] এ সব কুরআন ও হাদীসের আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে, মানুষ সুস্থ থাকার জন্য মহান আল্লাহ্ ও তার রাসূলের নির্দেশ মেনে চলা উচিত। কারণ আল্লাহ্ আমাদের সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং তিনিই ভাল জানেন কিসের মধ্যে আমাদের সুস্থতা ও কল্যাণ করেছে। উপরে উল্লেখিত কুরআন ও হাদীসের বাইরেও কুরআনের অনেক আয়াত ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর হাদীস আছে যা মানুষকে সুস্থ রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করে।

মাদক দ্রব্যের কষাঘাতে বাংলাদেশ জর্জড়িত। অনেক তরুণ আজ মাদকের নেশায় আসক্ত হয়ে জীবনকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। তাই মাদকের কড়াল গ্রাস থেকে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের রক্ষা করার জন্য তাদের সচেতন করা অতীব জরুরি। বাংলাদেশের মাদক পরিস্থিতি নিয়ে জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে ৬৮ লাখ মানুষ মাদকাসক্ত। তাদের মধ্যে ৮৪ শতাংশ পুরুষ, ১৬ শতাংশ নারী। আর দেশজুড়ে প্রায় সাড়ে তিন লাখ মানুষ নানাভাবে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তি থেকে শুরু করে নারী ও শিশু-কিশোরেরাও এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মতে, দেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা ৪৭ লাখ। যার মধ্যে ৯০ শতাংশ কিশোর ও তরুণ। মাদকাসক্তদের মধ্যে শিশুরাও রয়েছে। পথশিশুদের একটি বড় অংশ মাদকে আসক্ত।[২] এই মাদক থেকে জাতীকে বাঁচানোর জন্য জাতীয় শিক্ষা নীতিতে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সচেতন করার যে কার্যক্রম নিয়েছে তা অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার।

ইসলামী শিক্ষা মাদক দ্রব্য থেকে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দূরে রাখার ব্যাপারে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। মাদক দ্রব্য মানুষের জন্য ক্ষতিকারক বিধায় ইসলাম মাদক দ্রব্যকে হারাম করেছে। যে আরব সমাজের মানুষ এক সময় মাদক আসক্ত থাকতো, সেই আরব সমাজকে ইসলামের ছায়া তলে এনে মাদকাসক্তি থেকে রক্ষা করেছিল। মহান আল্লাহ্র অমীয় বাণী। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মুর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা

---

[১] ইমাম তিরমিযী, *জামে' আত-তিরমিযী,* অধ্যায়: কিতাবুয যুহুদ আন রাসূলিল্লাহ্ (সা.), পরিচ্ছেদ: বাবু মা জাআ ফী কারাহিইয়াতি কাসুরাতিল আকল, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২৩৮০ (عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاَتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لاَ مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ ")

[২] রোকেয়া রহমান, "মাদক সমাজকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?" পরিবার ও সমাজ, *দৈনিক প্রথম আলো,* মার্চ ১১, ২০১৭, পৃ. ১০

তা পরিহার করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।”[১] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, “হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার কর ও সৎকর্ম কর; তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত।”[২] তিনি আরও এরশাদ করেন, “হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার দেয়া পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে খাও।”[৩] যে সব দ্রব্য মানুষকে নেশা গ্রস্থ করে, মানুষের স্বাভাবিক কার্যক্রম করার শক্তিকে নষ্ট করে দেয়, তাই হারাম বা অবৈধ। এ সম্পর্কে একটি হাদীসে এসেছে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এরশাদ করেন, “প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী পানীয় হারাম।”[৪] উপরে কুরআন ও হাদীসের আলোচনা দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে, মদ বা মাদকতা সৃষ্টিকারী সকল বস্তু ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে, কারণ এটা মানুষের জন্য অকল্যাণকর। মাদক দ্রব্যের উৎপাদন, বহন, বিক্রি, সেবন সবই অবৈধ বা হারাম। আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের ইসলামের আলোকে মদ বা মাদক দ্রব্যের হারাম বা অবৈধ বিষয় এবং এর অপকারিতা সম্পর্কে জানাতে পারলে ছাত্রা-ছাত্রীদের মাদকের ছোবল থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। তাহলে তারা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে সফল হবে।

জাতীয় শিক্ষানীতির ষষ্ঠ অধ্যায়ে মাদ্রাসাশিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মাদ্রাসাশিক্ষা একটি প্রাচীনতম শিক্ষা ব্যবস্থা। মাদ্রাসাশিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান ছিল সাফা পর্বতের পাদদেশে যায়েদ-বিন-আরকামের বাড়ী, যা 'দারুল আরকাম মাদরাসা' নামে পরিচিত, যেখানে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) শিক্ষক ছিলেন।[৫] হিজরতের পর মদীনায় মসজিদে নববীর পূর্বপাশে স্থাপিত হয় মাদ্রাসা যা আহলে সুফ্ফা মাদ্রাসানামে পরিচিত।

১৭৮০ সালে ইংরেজ শাসক কর্তৃক কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ভারতীয় উপমহাদেশে মাদ্রাসাশিক্ষার সূচনা হয়। বিভিন্ন দাবী ও আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সরকার ১৯৮০ সাল থেকে আলীয়া মাদ্রাসাশিক্ষা ধারাকে এমপিওভুক্ত করে এবং ১৯৮৫ সাল থেকে দাখিলকে এসএসসি সমমান এবং ১৯৮৭ সাল থেকে আলিমকে এইচএসসি সমমান প্রদান করে। ২০০৬ সালে ফাজিল শ্রেণিকে ইসলামী

---

[১] আল-কুরআন ৫:৯০ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

[২] আল-কুরআন, ২৩:৫১ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)

[৩] আল-কুরআন, ২০:৮১ (كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۖ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ)

[৪] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল আশরিবাহ, পরিচ্ছেদ: বাবুল খামরি মিনাল 'আসলি, ওয়া হুয়াল বিতঊ, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৫৫৮৫ (كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ)

[৫] মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্প, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, *বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন,* ০৩ মার্চ, ২০১৯, Retrived on April 10, 2020, from http://www.islamicfoundation.gov.bd-/site/page/ea30c305-b510-4558-bbe8-26d065b945c7/-

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেয়া হয় এবং ডিগ্রি এর মান প্রদান করা হয় আর কামিলকে দেয়া হয় মাস্টার্স এর মর্যাদা।[১] মাদ্রাসা শব্দটি আরবি শব্দ مدرسة যা درس (দরস) থেকে এসেছে। درس মানে হল পাঠ। আর মাদ্রাসা মানে হল যেখানে পড়ানো হয় বা বিদ্যালয়। তবে আমাদের দেশে মাদ্রাসা বলতে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বুঝানো হয়। যেখানে ধর্মীয় শিক্ষাকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়। মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই মাদ্রাসা বলা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরকে কুল্লিয়াহ (كلية) আর বিশ্ববিদ্যালয়কে জামেয়াহ (جامعة) বলা হয়। আমাদের দেশে কয়েক ধরনের মাদ্রাসা আছে, যেমন-

আলীয়া মাদ্রাসা: বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশের ইসলামী শিক্ষার মতই এদেশের আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। এখানকার পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ পায়। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রশাসক, আইনজীবিও আছেন যারা আলীয়া থেকে পড়াশোনা করে এসেছেন। স্কুল কলেজের সাথে মিল রেখে এখানকার সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়। দাখিলকে এসএসসি, আলিমকে এইচএসসি, ফাজিলকে ডিগ্রী এবং কামিলকে মাস্টার্সের মান দেয়া হয়।

কওমী মাদ্রাসা: কওম শব্দের অর্থ গোত্র। এই মাদ্রাসাগুলো সরকারের কোন অনুদান না নিয়ে স্থানীয়দের দান-সাদাকায় এদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কওমী মাদ্রাসাকে খারেজী, দেওবন্দী (ভারতে অবস্থিত বিখ্যাত মাদ্রাসা), দরসে নিজামী (বাগদাদে এক সময় একটা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল যেটার নাম ছিল নিজামীয়া) ইত্যাদি নামেও ডাকা হয়। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় মূলত ধর্মীয় শিক্ষাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই আলেমরা বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে।

তালিমুল কুরআন/নূরানী/ফোরকানীয়া মাদ্রাসা: নাম ভিন্ন হলেও এ মাদ্রাসাগুলোর কাজ একই। পবিত্র কুরআন শুদ্ধ করে পড়ানো। আধুনিক পদ্ধতিতে শুদ্ধভাবে কুরআন শেখানোর জন্য এ মাদ্রাসাগুলো কাজ করে যাচ্ছে। তাজবীদ (কুরআন শেখার জন্য সহীহ উপায় সমূহ এই বইতে লেখা থাকে) সহকারে এখানে কুরআন শেখানো হয়। এই মাদ্রাসাগুলো মূলত ছোটদের জন্য তবে বয়স্ক কেউ শুদ্ধ করে কুরআন পড়ার জন্য তালীমুল কুরআন বা ফোরকানীয়া মাদ্রাসায় যেতে পারে।

---

[১] বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিএমটিটিআই), প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, *বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন,* ২৫ ডিসেম্বর, ২০১৬, Retrived on April 08, 2020, from http://bmtti.gov.bd-/site/page/3495b80e-a2e7-43f4-82dc-ef8115612e8b/-

হাফেজী মাদ্রাসা: এই মাদ্রাসাগুলোতে পবিত্র কুরআন সহীহভাবে তেলাওয়াত ও মুখস্থ করানো হয়। কুরআন মুখস্থ হলে তাদেরকে হাফেজে কুরআন বলা হয়। এই দুই ধারার মাদ্রাসা মূলত ছোটদের জন্য। এখানে পড়ার মেয়াদও কম। সাধারণত দুই থেকে চার বছরের মধ্যে এখানকার পড়া শেষ হয়ে যায়। কোন কোন মাদ্রাসায় কুরআন মুখস্থ করানোর সাথে সাথে বাংলা, ইংরেজী, গণিতের প্রাথমিক জ্ঞান দেয়া হয় যাতে তারা আবার আলিয়া মাদ্রাসায় গিয়ে তার বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। কেউ কেউ আবার স্কুলে পড়াশোনা করে আবার কওমী মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে।

বাংলাদেশে মাদ্রাসাশিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করে। বাংলাদেশের মাদ্রাসাশিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন, আধুনিক শিক্ষার সাথে সংগতি রেখে মাদ্রাসাশিক্ষার মান উন্নয়নের জন্যই শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়। নিম্নে শিক্ষানীতিতে মাদ্রাসাশিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য উল্লেখ করা হলো:

মাদ্রাসাশিক্ষায় ইসলাম ধর্ম শিক্ষার সকল প্রকার সুযোগ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষার্থীরা যেন ইসলামের আদর্শ ও মর্মবাণী অনুধাবনের পাশাপাশি জীবন ধারণ সংক্রান্ত জ্ঞান লাভ করতে পারে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী হয় ও তার উৎকর্ষ সাধনে ভূমিকা রাখতে পারে তার জন্য যথার্থ জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা করা হবে। সাধারণ বা ইংরেজি মাধ্যমে পড়ূয়া শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতিযোগিতায় তারা যেন সমানভাবে অংশ নিতে পারে সে জন্য মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ:

শিক্ষার্থীর মনে সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি অটল বিশ্বাস গড়ে তোলা এবং শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবনে সমর্থ করে তোলা। দ্বীন ও ইসলামের ঐতিহ্যের প্রচার ও প্রসারের জন্য অনুকরণীয় চরিত্র গঠন এবং ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার সম্পর্কে জনগোষ্ঠিকে সচেতন করা ও ধর্ম অনুমোদিত পথে জীবন-যাপনের জন্য তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার উপযোগী করে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলা। শিক্ষার্থীরা এমনভাবে তৈরি হবে যেন তারা ইসলামের আদর্শ ও মর্মবাণী ভাল করে জানে ও বোঝে, সে অনুসারে নির্ভরযোগ্য চরিত্রের অধিকারী হয় এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে সেই আদর্শ ও মূলনীতির প্রতিফলন ঘটায়। শিক্ষার বিভিন্ন

স্তরে অন্যান্য ধারার সঙ্গে মাদ্রাসাশিক্ষায় সাধারণ আবশ্যিক বিষয়সমূহে অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণ করা।[১]

২০০৪ সালে United States Agency for International Development (USAID) পরিচালিত "Pre-Primary and Primary Madrasah Education in Bangladesh" শীর্ষক এ গবেষণা কর্মে গবেষণা সহকারী হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেখানে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কিছু পরামর্শ প্রদান করা হয়েছিল যার মধ্যে ছিলো- Modernizing the curriculum (পাঠ্যক্রম আধুনিকায়ন), Technical education (প্রযুক্তিগত শিক্ষা), Teacher training and preparation (শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি), Educational and recreational facilities (শিক্ষাসংক্রান্ত ও বিনোদন মূলক সুবিধা), Vocational training (কারিগরি প্রশিক্ষণ)।[২] যার অনেকটাই সরকারের শিক্ষানীতির মধ্যে ফুঁটে উঠেছে। যদি এ শিক্ষানীতি ভালভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তা হলে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতরা ভাল ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী আদর্শ মানুষ হবে, সাথে সাথে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আবদান রাখাসহ রাষ্ট্রের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

শিক্ষানীতি ২০১০-এর ৬ অধ্যায় ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার মধ্যে যে বিষয় গুলো নিয়ে আসা হয়েছে তা অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ। আসলে নৈতিক শিক্ষার মূল উৎস হলো ধর্ম। আমার গবেষণার বিষয় বস্তু যেহেতু ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত তাই শিক্ষানীতির মধ্যে ইসলাম ধর্মের বিষয় গুলো উল্লেখ করা হলো। ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিম্নরূপ:

প্রচলিত ব্যবস্থাকে গতিশীল করে যথাযথ মানসম্পন্ন ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদান। প্রত্যেক ধর্মের ধর্মীয় মৌল বিষয়সমূহের সঙ্গে নৈতিকতার উপর জোর দেওয়া এবং ধর্ম শিক্ষা যাতে শুধু আনুষ্ঠানিক আচার পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে চরিত্র গঠনে সহায়ক হয় সেদিকে নজর দেয়া।

ইসলাম ধর্ম শিক্ষায় যে সকল কৌশল অবলম্বন করা হবে তা নিম্নরূপ:

১. শিক্ষার্থীদের মনে আল্লাহ্, রাসূল (সা.) ও আখিরাতের প্রতি অটল ঈমান ও বিশ্বাস যাতে গড়ে ওঠে এবং তাদের শিক্ষা যেন আচার সর্বস্ব না হয়ে তাদের মধ্যে ইসলামের মর্মবাণীর যথাযথ উপলব্ধি ঘটায়

---

[১] *জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০,* শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ১৮

[২] Amr Abdalla, Ph.D., A. N. M. Raisuddin, Ph.D., Suleiman Hussein, M.A. *Bangladesh Educational Assesment Pre-Primary and Primary Madrasha Education in Bangladesh*, Basic Education and Policy Support (BEPS) Activity, United States Agency for International Development (USAID), July 2004, p.40

সেভাবে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দেওয়া হবে। ২. ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়া, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হবে। ৩. কলেমা, নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাতের তাৎপর্য বর্ণনাসহ ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক যথার্থভাবে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা হবে। ৪. শিক্ষার্থীর চরিত্রে মহৎ গুণাবলি অর্জন, সৎ সাহস ও দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধকরণ এবং শিক্ষার্থীকে সামাজিক ও জাতীয় চেতনায় নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে গড়ে তোলা হবে।

এই ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা শিক্ষানীতির প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে হওয়াতে ছোট বেলা থেকেই ধর্মীয় শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীরা সম্পৃক্ত হয়ে নৈতিক গুণাবলী অর্জন করতে সক্ষম হবে। তবে উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অনুপস্থিতি নৈতিক শিক্ষাকে কিছুটা অসম্পূর্ণ করে ফেলে। ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা মানুষের জীবনের প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি পর্যায়েই এর চর্চা ও অনুশীলন প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে উচ্চ শিক্ষায় নৈতিকতার চরম বিপর্যয় নেমেছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে মাত্র হাতেগোনা কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় সব বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের আধুনিক শিক্ষার সাথে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করার প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে। যা এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ও ছাত্রছাত্রীদের আচার-আচরণেই তা কিছুটা পরিলক্ষিত হয়। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ শিক্ষার ঘাটতি থাকায় মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আজ নৈতিকতার ব্যাপক অবক্ষয় দেখা যায়।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের দৃষ্টিতে নামায মানুষকে সব ধরনের খারাপ কাজ ও অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের বিরাট একটি অংশ এই নামায থেকে বিমুখ। নামাযের মাধ্যমে মহান সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের সরাসরি সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। আর নামায ছেড়ে দেয়ার কারণে মহান স্রষ্টার সাথে তাদের সম্পর্ক কমে যায়, আর মানুষের চিরশত্রু শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে। যার কারণে সহজেই বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অনাচারের সাথে জড়িয়ে পরে আমাদের উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা। ফলে তারা সমাজের উপকারের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে অপকার করে বসে। দেশ ও জাতির প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয় এই সম্ভাবনাময়ী মানবসম্পদ। আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর জীবনের অন্তিমকালেও নামাযের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন, যাতে আমরা কোনোভাবেই নামায ছেড়ে না দেই।

যে কোনো উগ্রবাদই সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর। বিশ্বব্যাপী আজ উগ্রবাদ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। এর প্রভাবে আজ আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া কিছু শিক্ষার্থীরা আক্রান্ত হচ্ছে। কোনো শিক্ষার্থী ইন্টারনেটে ভিডিও দেখে, বিভ্রান্তিমূলক ধর্মীয় বই পড়ে কিংবা আলোচনা শুনে উগ্রবাদে জড়িয়ে পড়ছে। ইসলামে উগ্রবাদের কোনো স্থান নেই। এরা ইসলামের সঠিক ও সুন্দর পথ থেকে সরে গিয়ে বিভ্রান্তির পথে প্রবেশ করে, কখনো মানুষের ক্ষতি করে, এমনকি মানুষকে হত্যা করতেও দ্বিধা করে না। কখনো বা তারা নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে শহীদের মর্যাদা পেতে চান। আবার কিছু শিক্ষার্থী ছাত্র রাজনীতির নামে উগ্রবাদী রাজনীতিতে জড়িত হয়। তারা তাদের মূল দায়িত্ব (পড়ালেখা) বাদ দিয়ে কিংবা নামমাত্র পড়ালেখা করে রাজনৈতিক কাজে বেশি সম্পৃক্ত হয়। তারা নিজ দল বা মতের বাইরে অন্য কোনো দল কিংবা মতকে সহ্য করতে পারে না। তাদের রাজনীতির মধ্যে নৈতিকতার লেশ মাত্র পাওয়া যায় না। তাদের মধ্যে একটি শ্রেণি আছে যারা মানুষের ক্ষতি করে, এমন কি তারা তাদের হীনস্বার্থে অন্যকে হত্যা করতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। এই দুই শ্রেণির উগ্রবাদকে প্রতিরোধের জন্য কুরআনের শিক্ষার বিকল্প নেই। কুরআন শুধু মুসলিমদের সঠিক পথ দেখায় না বরং পৃথিবীর সব মানব গোষ্ঠীকে সঠিক ও সুন্দর পথ প্রদর্শন করে।

আমাদের দেশে সোনার ছেলে-মেয়েদের যদি সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে না পারি, তা হলে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন থেকে আমরা অনেকটা পিছিয়ে পড়ব। মহান রাব্বুল আলামিন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মাদ (সা.)-কে ওহীর প্রথম যে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন তা হলো, “পড় তোমার প্রভুর নামে। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।” তাই প্রত্যেকটি মানুষকে তার স্রষ্টার জ্ঞান অর্জন করতে হবে। অর্থাৎ তাঁর পরিচয় আমাদের জানতে হবে, তাঁর দেয়া নির্দেশ আমাদের পালন করতে হবে, তাঁর নিকট আমাদের ফিরে যেতে হবে, কিয়ামতের কঠিন সময় তাঁর অনুকম্পা ছাড়া আমরা রক্ষা পাবো না। তিনি আমাদের আলো, বাতাস ও পানিসহ পৃথিবীর সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তার দয়া ছাড়া এ সুন্দর ভূমণ্ডলে আমরা এক মুহূর্তও বেঁচে থাকতে পারি না। এসব জ্ঞানের বিষয়বস্তু ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞান, ব্যবসা প্রশাসন, প্রকৌশল বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা কিংবা আধুনিক কোনো জ্ঞানের মধ্যে পায় না। তাই এসব বিষয় জানার জন্য আমাদের কুরআনের সান্নিধ্যে যেতে হবে, রাসূলের-হাদীসের কাছে যেতে হবে। সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ আদর্শ মানুষ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর অনুসরণ ও অনুকরণ করতে হবে। কারণ তিনি পৃথিবীবাসীর জন্য সর্বোত্তম আদর্শের উদাহরণ। তাঁর শিক্ষায় আমরা আমাদের তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষিত করতে পারলে, তাদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারবো।

এমন সন্তানকে দেখে মা-বাবার নয়ন জুড়িয়ে যাবে। যাদের কাছে সমাজের মানুষ নিরাপদ থাকবে। যারা অফিসে সঠিক সময় যাবে, সঠিক সময় কাজ সম্পন্ন করে অফিস থেকে পরিবারের কাছে ফিরে আসবে। অফিসের দেয়া তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে। মানুষকে অযাচিতভাবে হয়রানি করবে না, সুদ-ঘুষের সাথে সম্পৃক্ত হবে না, সম্পদের অপচয় ও অপব্যয় করবে না। এরা পরিবারের সদস্য, প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করবে। অধীনস্থদেরসহ সবার সাথে সুন্দর আচরণ করবে। আর তাহলেই আমাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি নেমে আসবে। টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। আমরা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে পরিচিত হতে পারবো।

১১.১.৭ ইসলামের দৃষ্টিতে প্রবীণ বিষয়ক জাতীয় নীতিমালার মূল্যায়ন

প্রবীণরা সমাজের মূল্যবান সম্পদ। প্রবীণদের অভিজ্ঞতা, দোয়া, দিক নির্দেশনা আমাদের উন্নতি ও অগ্রগতির পাথেয়। আমাদের সমাজে একটি প্রবাদ আছে যে, "Old is Gold" অর্থাৎ প্রবীণরা স্বর্ণের মত মূল্যবান। তাদেরকে আমরা যথাযথ ভাবে মূল্যায়ন করতে পারলে উন্নতি আমাদের নিশ্চিত। সারা বিশ্বব্যাপী প্রবীণদের বিরাট একটি আংশ আজ অসহায়ত্বের জীবন অতিবাহিত করছে। বাংলাদেশেও এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। অনেক প্রবীণ আজ অসহায়ভাবে, অনাদরে, অশ্রদ্ধায় জীবন কাটাচ্ছে। বিবিসি বাংলার এক প্রতিবেদনে জানা যায়, বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় এক কোটি ৩০ লাখ প্রবীণ জনগোষ্ঠির একটি বড় অংশ ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করতে পারছে না, বিশেষ করে যাদের বয়স সত্তরের বেশি।[১] প্রবীণ জনগোষ্ঠির জন্য সরকারের কিছু কার্যক্রম রয়েছে। সবচেয়ে বড় কার্যক্রমটি হচ্ছে বয়স্ক ভাতা, যার আওতায় সাড়ে ৩১ লাখ প্রবীণকে মাসে ৫০০ টাকা করে ভাতা দেয়া হচ্ছে। এছাড়াও ২০১৩ সালে ষাটোর্ধ্বদের সিনিয়র সিটিজেন ঘোষণা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে চিকিৎসাসহ নানা ক্ষেত্রে প্রবীণদের অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা পাবার কথা। যদিও এখনো এটি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। প্রবীণদের নীতিমালায় বলা হয়েছে, 'প্রত্যেক প্রজন্মকে তাদের মাতা-পিতা এবং প্রবীণ স্বজনদের সেবা প্রদানে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করা'।

প্রবীণ ব্যক্তিগণ দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার এক উল্লেখযোগ্য অংশ। মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাওয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হতে প্রবীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে বেশি। জাতিসংঘের

---

[১] মীর সাব্বির, "বাংলাদেশে প্রবীণ জনগোষ্ঠি বাড়ছে, কিন্তু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুতি কতটা?", *বিবিসি বাংলা,* ২৭ এপ্রিল, ২০১৭, Retrived on July 25, 2019 from https://www.bbc.com/bengali/ news-39730295

হিসাব অনুযায়ী ১৯৭৫ হতে ২০০০ এ পঁচিশ বছরে প্রবীণ জনসংখ্যা ৩৬ (ছত্রিশ) কোটি হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৬০ (ষাট) কোটিতে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ প্রবীণ জনসংখ্যার বছরে গড় বৃদ্ধির হার প্রায় ২.৬৮ শতাংশ। বাংলাদেশে প্রবীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরও অধিক। বাংলাদেশে প্রবীণ জনসংখ্যা ১৯৯১ সালে ছিল ৬০ লক্ষ যা ২০১১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ১৩ লক্ষে। এ ২০ বছরে প্রবীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩ লক্ষে অর্থাৎ বছরে গড় বৃদ্ধির হার ৪.৪১ শতাংশ (প্রায়)। প্রবীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির এ হার অব্যাহত থাকলে আগামী ৫০ বছরে প্রবীণ জনসংখ্যা উন্নয়নশীল দেশসমূহের মোট জনসংখ্যার ১৯ শতাংশে দাঁড়াবে।[১] বিশ্বময় এ জনসংখ্যা তাত্ত্বিক রূপান্তর ব্যক্তি, সমাজ, জাতীয় ও আর্থ-সামাজিক জীবনে মারাত্মকভাবে প্রভাব ফেলবে। কারণ প্রবীণ ব্যক্তিরা বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যায় ভোগেন এবং বার্ধক্য বর্তমান বিশ্বের একটি অন্যতম সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত।[২]

প্রবীণ ব্যক্তিদের সার্বিক কল্যাণ ও আর্থ-সামাজিক সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৮ সাল হতে বয়স্কভাতা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। পরবর্তীতে ২০০২ সালে 'মাদ্রিদ আন্তর্জাতিক কর্ম-পরিকল্পনা' গৃহীত হওয়ায় বাংলাদেশ সরকার উক্ত পরিকল্পনা'র প্রতি রাষ্ট্রীয় সমর্থন ব্যক্ত করেছে। প্রবীণদের অধিকার, উন্নয়ন এবং সার্বিক কল্যাণে দীর্ঘমেয়াদী এবং স্থায়ী কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে একটি নীতিমালা আবশ্যক হওয়ায় 'জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা' প্রণয়ন করা হয়।[৩] সরকার প্রণীত প্রবীণ নীতিমালার প্রতিটি দিকই প্রবীণদের জন্য কল্যাণকর এবং ইসলামী বিধিবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রবীণদের অবদানের স্বীকৃতি, আন্ত:প্রজন্ম যোগাযোগ ও সংহতি, প্রবীণ ব্যক্তিদের সামাজিক সুযোগ-সুবিধা, জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা, দারিদ্র্য দূরীকরণ, আর্থিক নিরাপত্তা, প্রবীণ ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পুষ্টি, প্রবীণ ব্যক্তি এবং এইচ আইভি/এইডস, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগে প্রবীণ ব্যক্তি, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, বিশেষ কল্যাণ কার্যক্রম, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এই শিরোনামে যে সব কল্যাণমূখি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা প্রবীণদের জন্য খুবই কল্যাণকর। একটি উন্নত ও শান্তিপূর্ণ দেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রবীণদের অবশ্যই মূল্যায়ন করতে হবে।

ইসলাম প্রবীণদের ব্যাপারে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেছে ও তাদের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালনের নির্দেশ প্রদান করেছে। মহান রব্বুল আলামীন তার ইবাদত পালন করার সাথে সাথে পিতা-মাতার

---

[১] *জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩,* বাংলাদেশ গেজেট, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রনালয়, কর্মসূচী ২, অধিশাখা, ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪, পৃ. ৫৩৮০

[২] *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫৩৮০

[৩] *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫৩৮১

প্রতি দায়িত্ব পালন করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, "আপনার প্রতিপালক নির্দেশ দিচ্ছে, তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তোমার কাছে যদি তাদের কোন একজন অথবা উভয়ই বৃদ্ধাবস্থায় পৌঁছায় তাহলে তুমি তাদের উহ্ পর্যন্ত বলবে না, তাদের ধমক দেবে না, বরং তাদের সাথে মর্যাদাসহকারে সম্মানজনক কথা বলবে। বিনয় ও নম্রতার বাহু তাদের জন্য সম্প্রসারিত করবে। আর এ দু'আ করতে হবে, হে প্রভু, এদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুণ, যেমন করে তারা স্নেহ-মমতাসহকারে শৈশবে আমাদের পালন করেছেন।"[১] পিতামাতার সাথে সবসময় সদাচরণ করতে হবে, তাদের সাথে বিনয়ী হতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন, "আমি মানুষকে নিজেদের পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছি।"[২] অন্যত্র পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করার প্রতি নির্দেশ প্রদান করেছেন, সাথে সাথে পিতা-মাতার ত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আমি মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।"[৩] পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনের কথা মহানবী (সা.)-এর হাদীসেও ফুঁটে উঠেছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনআমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "এক ব্যক্তি আল্লাহ্র নবী (সা.) এর কাছে এসে বলল, আমি আপনার নিকট হিজরত ও জিহাদ করার বাইয়াত গ্রহণ করতে চাই এবং আল্লাহ্র কাছে সওয়াব প্রত্যাশা করি। তিনি বললেন, "তোমার পিতামাতার কেউ কি জীবিত আছেন?" সে বলল, হ্যা বরং উভয়ই জীবিত আছেন। তিনি বললেন, "তারপরও তুমি আল্লাহ্র কাছে প্রতিদান আশা কর? সে বলল, হ্যা। তিনি বললেন, "তোমার পিতা-মাতার কাছে ফিরে যাও, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করো।"[৪] পিতা-মাতা উভয়ই সন্তানের কাছে সম্মানিত, তবে পিতার চেয়ে মায়ের অবদান অনেক বেশি। তাই উভয়ের মধ্যে কে বেশি সম্মানিত বা বেশি সম্মান পাওয়ার দাবীদার তা হাদীসে

---

[১] আল-কুরআন, ১৭:২৩-২৪ (وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۚ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا)

[২] আল-কুরআন,২৯:০৮ (وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا)

[৩] আল-কুরআন, ৩১:১৪ (وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ)

[৪] ইমাম মুসলিম, *সহীহ মুসলিম*, অধ্যায়: কিতাবুল বিররি ওয়াল সিলাতি ওয়াল আদাব, পরিচ্ছেদ: বাবু বিররিল-ওয়ালিদাইনি ওয়া আন্নাহুমা আহাক্কু বিহি, *প্রাগুক্ত*, হাদীস নং ২৫৪৯ (عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قَالَ: أَقْبَلَ رجُلٌ إِلى نَبِيِّ الله فَقَالَ: أُبايِعُكَ عَلَى الهِجرةِ وَالجِهَادِ أَبْتَغِي الأَجرَ مِنَ الله تعالى، قال: فهَلْ لكَ مِنْ والِدَيْكَ أَحدٌ حَيٌّ؟ قَالَ: نعمْ، بَلْ كِلاهُما، قَالَ: فَتَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ الله تَعالَى؟ قَالَ: نعمْ، قَالَ: فَارْجِعْ إِلى والِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُما)

বর্ণনা করা হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর এক হাদীসে এসেছে- “হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কাছে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে সদ্ব্যবহার পাওয়ার সর্বাপেক্ষা অধিক অধিকারী কে? “তিনি বললেন, “তোমার মাতা”। সে বললো তারপর কে? তিনি বললেন, “তোমার মাতা”। সে বললো, তারপর কে? তিনি বললেন, “তোমার মাতা”। সে বললো, তারপর কে? তিনি বললেন, “তোমার পিতা।”[১] অন্য এক হাদীসে তাদের সাথে ভাল কিংবা খারাপ ব্যবহারের পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। “আবূ উমামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত: এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের উপর মাতা-পিতার কী অধিকার আছে? তিনি বলেন: তারা তোমার জান্নাত এবং তোমার জাহান্নাম।”[২] পিতার সেবার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, “পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি।”[৩] অন্য এক হাদীসে এসেছে, “মুআবিয়া ইব্‌ন জাহিমা সালামী (র.) থেকে বর্ণিত, আমার পিতা জাহিমা (রা.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর খিদমতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি যুদ্ধে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। এখন আপনার নিকট পরামর্শ করতে এসেছি। তিনি বললেন, তোমার মা আছেন কি? সে বললো: হ্যাঁ। তিনি বললেন: তাঁর খিদমতে লেগে থাক। কেননা, জান্নাত তাঁর দু’পায়ের নিচে।”[৪] অন্য আর একটি হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, “আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তার নাক ভূলুণ্ঠিত হোক যার কাছে আমার নাম উল্লেখিত হল, কিন্ত সে আমার উপর দরূদ পাঠ করেনি। ভূলুণ্ঠিত হোক তার নাক যার নিকট রমযান মাস এলো অথচ তার গুনাহ্ মাফ হয়ে যাওয়ার পূর্বেই তা

---

[১] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুল আদাব, পরিচ্ছেদ: বাবু মান আহাক্কুন নাসি বিহুসনিস সুহবাত, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৫৯৭১ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ " أُمُّكَ ". قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ " أُمُّكَ ". قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ " أُمُّكَ ". قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ " ثُمَّ أَبُوكَ)

[২] ইমাম ইবন মাজাহ, *সুনানু ইবন মাজাহ,* অধ্যায়: কিতাবুল আদাব, পরিচ্ছেদ: বাবু বিররিল ওয়ালিদাইন, *প্রাগুক্ত,* ২০০৯ খ্রি., হাদীস নং ৩৬৬২ (عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا قَالَ " هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ ".)

[৩] ইমাম তিরমিযি, *জামে’ আত-তিরমিযী,* অধ্যায়: কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাতি আন রাসূলিল্লাহ (সা.), পরিচ্ছেদ: বাবু মা জাআ মিনাল ফাদলি ফী রিদাল ওয়ালিদাইন, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ১৮৯৯ (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ ")

[৪] ইমাম নাসাঈ, *সুনানু-আন-নাসাঈ,* অধ্যায়: কিতাবুল জিহাদ, পরিচ্ছেদ: বাবুর রুখসাতি ফীত-তাখাল্লুফি লিমান লাহু ওয়ালিদাহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩১০৪ (عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السَّلَمِيِّ، أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ، فَقَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَالْزَمْهَا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا»)

পার হয়ে গেল। আর ভূলুণ্ঠিত হোক তার নাক যার নিকট তার বাবা-মা বৃদ্ধে উপনীত হলো, কিন্ত তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করায়নি (সে তাদের সঙ্গে ভাল আচরণ করে জান্নাত অর্জন করেনি)।”[১]

পিতা মাতার পাশাপাশি অন্যান্য বয়োবৃদ্ধ লোকদের সেবা যত্ন করার জন্য ইসলাম তাকিদ দিয়েছে। মহানবী (সা.) বলেন, “যে যুবক প্রবীণ ব্যক্তিকে সম্মান করবে, আল্লাহ্ তা‘আলা তার জন্য এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করবেন যে তাকে তার প্রবীণ বয়সে সম্মান করবে।”[২] তাই আমাদেরকে সমাজের অন্যান্য বৃদ্ধ মানুষের সেবা করা উচিত। কারণ এর মাধ্যমে আমরা তাদের দোয়া পাবো এবং আল্লাহ্ তা‘আলা কিয়ামতের দিনে আমাদেরকে ভয়াবহ বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।

ইসলাম পিতা-মাতাকে সম্পত্তিতে অধিকার প্রদান করেছে। পবিত্র কুর’আনে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, “আর তার মাতা-পিতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের একভাগ সে যা রেখে গেছে তা থেকে, যদি তার সন্তান থাকে। আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিছ হয় তার মাতা-পিতা তখন তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ। আর যদি তার ভাই-বোন থাকে তবে তার মায়ের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। অসিয়ত পালনের পর, যা দ্বারা সে অসিয়ত করেছে অথবা ঋণ পরিশোধের পর।”[৩]

পিতা-মাতাকে সেবার পাশাপাশি সামর্থ অনুযায়ী বিভিন্ন রকমের উপহার সামগ্রী প্রদান করা উচিত। সন্তানের কাছ থেকে পিতা-মাতা কোন উপহার সামগ্রী পেলে তারা খুব খুশি হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী কারীম (সা.) বলেছেন, “তোমরা পরস্পর উপহার বিনিময় কর, তাতে ভালোবাসা সুদৃঢ় হবে।”[৪] পিতা-মাতা সন্তানের জন্য সবচেয়ে বেশি কল্যাণ কামনা করে। তারা তাদের বয়সের কারণে অভিজ্ঞও অনেক। তাই বিভিন্ন বিষয়ে তাদের সাথে পরমর্শ করা উচিত। এতে সন্তানের দুনিয়া ও আখেরাতে উন্নতি ও সফলতা আসবে। পিতা-মাতা কোথাও ভ্রমণ করলে তাদের সহযোগিতার জন্য তাদের সময় দিতে হবে, সঙ্গ দিতে হবে। তাদের সাথে সহঅবস্থান করতে হবে।

---

[১] ইমাম তিরমিজি, *জামে’ আত-তিরমিযী,* অধ্যায়: কিতাবুদ দাআওয়াত, পরিচ্ছেদ: বাবু কাওলি রাসূলিল্লাহি (সা.) রাগিমা আনফু রাজুলিন, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৩৫৪৫ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَىَّ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلاَهُ الْجَنَّةَ")

[২] ইমাম তিরমিযি, *জামে’ আত-তিরমিযী,* অধ্যায়: কিতাবুল বিররি ওয়াসসিলাতি আন রাসূলিল্লাহ (সা.), পরিচ্ছেদ: বাবু মা জাআ ফী ইজলালিল কাবির, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ২০২২ (مَا أَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِسِنِّهِ إِلاَّ قَيَّضَ اللَّهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ)

[৩] আল-কুরআন, ০৪:১১ (يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)

[৪] ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ,* কায়রো: আল-মাতবা’আতুস-সালাফিয়াহ, ১৩৭৫ হি. হাদীস নং ৫৯৪ (عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:تَهَادَوْا تَحَابُّوا)

বৃদ্ধ বয়সে তাদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসা খুবই অন্যায়। তাদের সাথে রাখতে হবে এবং ভাল ব্যবহার করতে হবে। মহান আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন, "এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহাবস্থান করবে।"[১] তাই ইসলামের নির্দেশ মেনে যদি প্রতিটি মানুষকে তাদের পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে, মুরব্বিদের সম্মান করতে হবে, তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে। তা হলে আমাদের দুনিয়ায় উন্নতি ও অগ্রগতি হবে, আখেরাতে সফল হওয়া যাবে।

১১.১.৮ বাংলাদেশের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও ইসলামের দৃষ্টিতে এর মূল্যায়ন

বিগত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, বাংলাদেশের নারীদের জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং দেশের প্রচলিত নানা আইনের ভিত্তিতে সরকারের প্রতিশ্রুতির পরিচায়ক। নীতিটির শুরুতে আছে বাংলাদেশে নারীদের অবস্থা, রাজনৈতিক সংগ্রামে ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তাদের অংশগ্রহণ এবং দেশের উন্নয়ন-পরিকল্পনায় তাদের সম্পৃক্ততার বিবরণ। সহিংসতা দমন, বৈষম্য নিরসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানো; বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, অনগ্রসর শ্রেণি, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলোর নারীদের বিশেষ সহযোগিতার কথাও বলা হয়েছে এখানে। ২২টি মূল লক্ষ্যের পাশাপাশি ২৫টি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বর্ণিত আছে। যেমন: কন্যাশিশুর সুরক্ষা, শিক্ষার জন্য প্রণোদনা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুযোগ, সম্পত্তি অর্জন ও নিয়ন্ত্রণ, ঋণ, জমি, বাজার ব্যবস্থা, খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষিকাজ, সারাজীবন স্বাস্থ্যসেবা, আশ্রয়, দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্বাসন। সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধী নারীদের অবস্থা সম্পর্কে উদ্বেগ ও উদ্যোগ রয়েছে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এ।[২] নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-তে যা আলোচনা করা হয়েছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নারী উন্নয়ন নীতি সরকারের সহযোগিতায় অনেকটা বাস্তবায়নের কারণে নারী শিক্ষার হার, নারীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে অংশ গ্রহণের সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলামের বিধি বিধান অনুসরণ ও অনুকরণ করলে নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন আরো গতিশীল হবে।

---

[১] আল-কুরআন, ৩১:১৫ (وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)

[২] আল-কুরআন, ৪৯:১৩ (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا)

আল্লাহ্ রব্বুল আলামিন মানব জাতিকে পুরুষ ও নারী দুই ধরনের করে সৃষ্টি করেছেন। পুরুষ হিসেবে প্রথমে আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন এরপর তার থেকে তার সঙ্গিনী হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করেছেন। তাদের দু'জন থেকে এই পৃথিবীর সকল নর ও নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন, "হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদের বিভিন্ন বংশ ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা পরস্পরে পরিচিতি লাভ করতে পারো।"[১] পুরুষরা যেমনি পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জড়িত হচ্ছেন, নারীরাও তেমনি বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছেন। তবে তাদের এই অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পর্দার বিষয়টি ইসলাম বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে। পর্দা করা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য ফরয। তবে পুরুষ তার চোখকে অবনত রাখবে, সংবরণ করবে, লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে চলবে। এটিই হবে একজন পুরুষের জন্য পর্দা। ঠিক তেমনিভাবে নারীরাও তার চোখকে অবনত রাখবে, সংবরণ করবে এবং লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে চলবে, সাথে সাথে এমন পোশাক পরিধান করবে যাতে তাদের শরীরের অবকাঠামো গুলো প্রকাশ না পায়। মহান আল্লাহ্ বলেন, "মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। তারা যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রর্দশন না করে। তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্র নিকট তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"[২] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "তারা যেন তাদের চাঁদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়।"[৩] আর এক আয়াতে

---

[১] *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা,* মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ৯

[২] আল-কুরআন, ২৪:৩১ (قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّـهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

[৩] আল-কুরআন, ৩৩:৫৯ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّـهُ غَفُورًا رَّحِيمًا)

আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, “এবং তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে, প্রাচীন জাহেলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িও না।”[১]

সৃষ্টিগতভাবে নারী-পুরুষের মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে, যার কারণে দায়িত্ব পালনেও কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। নারীদের দায়িত্ব পুরুষদের দায়িত্ব থেকে অনেক মহান ও কঠিন। সন্তানকে দীর্ঘ সময় গর্ভে ধারণ করা, সন্তান প্রসব করা, শিশুদের লালন পালন করা, দুই বছর সন্তানকে দুগ্ধপান করানোর মহান দায়িত্ব পালন করেন নারীরা। আল্লাহ্ তা‘আলা এ প্রসঙ্গে বলেন, “আমি তো মানুষকে তাঁর পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে এবং তার দুধ ছাড়ান হয় দুই বছরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।”[২] তাই ইসলাম পুরুষদের থেকে নারীদের বেশি মর্যাদা প্রদান করেছে। নেপোলিয়ান বোনাপোর্ট একদা বলেছেন, “আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে একটা সভ্য ও শিক্ষিত জাতি উপহার দিব।”[৩]

মানুষ জাতিকে নারী ও পুরুষ দু’টি বিশেষ সম্প্রদায় হিসাবে সৃষ্টি করে এই পৃথিবীকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করেছেন। প্রত্যেককেই সমান অধিকার ও সম্মান প্রদান করেছেন। তবে দায়িত্বের ক্ষেত্র কিছু কিছু জায়গায় ভিন্নতা থাকলেও তা সমাজের কল্যাণেই করেছেন। পরসিংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ২০১৯ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৬৫.৫৭ মিলিয়ন, যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৮২.৮৭ মিলিয়ন এবং মহিলার সংখ্যা ৮২.৭০ মিলিয়ন।[8] গত দশ বছরে বাংলাদেশে জন সংখ্যার একটি চিত্র **পরিশিষ্ট-পরিশিষ্ট-৭** এ তুলে ধরা হয়েছে।

আমাদের দেশের জনসংখ্যার বিশাল একটি অংশ নারী। তাই উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীদেরকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের সরকার তথা রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ নারী

---

[১] আল-কুরআন, ৩৩:৩৩ (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ)

[২] আল-কুরআন, ৩১:14 (وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ)

[৩] Nepoleon Bonaparte said in 18th Century, “*Give me an Educated Mother, I shall promise you the birth of a civilized nation*”, Web Desk, Importance of Educated Mothers: Here's why our nation needs them, India Today, New Delhi, February 3, 2020, Retrieved on March 20, 2020, from https://www.indiatoday.in/education-today/featurephilia/story/importance-of-educated-mothers-here-s-why-our-nation-needs-them-1642875-2020-02-03

[8] *Report on Bangladesh Sample Vital Stratistics 2018*, Bangladehs Bureau of Statistics (BBS), Statistics and Informatics Division (SID), Ministry of Planning, Government of the Peole’s Republic of Bangladesh, May 2019, p.29

উন্নয়নের ব্যাপারে ব্যাপক প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন এবং এর সুফলও আমরা অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া শুরু করেছি। নারী জাতীর দারিদ্র্য বিমোচন, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার নিমিত্তে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করেছে। নারী নীতির প্রধান লক্ষ্য হলো, নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল ধারায় নারীর পূর্ণ ও সম অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, নারীকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা ও দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা। নারী সমাজকে সুশিক্ষিত ও দক্ষমানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা, নারীকে দারিদ্র্যতা থেকে মুক্ত করা, স্বামী পরিত্যাক্তা, বিধবা, অভিভাবকহীন, বয়স্ক সন্তানহীন, এমনকি অবিবাহিত নারীদের সকল ধরনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। নারী সমাজকে অর্থনৈতিক মূলধারায় সম্পৃক্ত করা। মৌলিক চাহিদা যেমন, অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ নারীর অন্যান্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের জন্য জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা। জাতিসংঘসহ অন্যান্য সকল অর্ন্তজাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোকে নারীর দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা প্রদান করা।[১] এসব কাজের অধিকাংশই ইসলামের সাথে বৈপরীত্যপূর্ণ নয়। নিম্নে এ ব্যাপারে আলোকপাত করা হলো:

দরিদ্রতা নারী কিংবা পুরুষ উভয়ের জন্যই কষ্টকর। ইসলাম নারীপুরুষ উভয়কে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণের জন্য মহান রব্বুল আলামীনের কাছে প্রার্থনা করতে বলেছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, “আর তাদের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দুনিয়াতে কল্যাণ দাও এবং আখিরাতে কল্যাণ দাও এবং আমাদিগকে অগ্নির শাস্তি হতে রক্ষা কর।”[২] দারিদ্র্যতা বিমোচনে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। ইসলাম বৈধপন্থায় নারীকে সম্পদ অর্জন ও ব্যয়ের স্বাধীনতা প্রদান করেছে। নারী তার হিজাব অর্থাৎ শালীনতা রক্ষা করে ইসলাম বাধা দেয় না এমন সব কাজে তাঁকে সম্পৃক্ত করে আয় উপার্জন করতে পারবে, সরাসরি উন্নয়ন ও সেবা মূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবে। নারী কিংবা পুরুষ কোন মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শক্তির বাইরে কোন কিছু চাপিয়ে বোঝা বানিয়ে দেন না। প্রত্যেকে যতটুকু কাজ করতে পারবে তাকে ততটুকু কাজের জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন। মহান আল্লাহ্ বলেন, “আল্লাহ্ কারও উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা তার সাধ্যাতীত। সে যা উপার্জন করে তার প্রতিফল তারই এবং

[১] *জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা,* মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ১০

[২] আল-কুরআন, ০২:২০১ (وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)

সে মন্দ যা উপার্জন করে তার প্রতিফল তারই।”[১] ইসলাম নারীকে ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও মর্যাদায় সমাসীন করেছে। মর্যাদার দিক বিচারে তাকে অনেক বেশি সম্মানের আসনে সমাসীন করেছে। নারী সামাজিক, অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করবে যদি প্রয়োজন হয়, তবে এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পারিবারিক মহান দায়িত্বে অবহেলা করলে তাতে দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক, অর্থনৈতিক কিংবা রাজনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হবে সমাজ, দেশ ও জাতি। নারীদের শিক্ষা অর্জন, সামরিক প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনে রণাঙ্গনে অংশগ্রহণ, অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, কোন কিছুর ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধকতা মনে করে না, তবে তা মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশ মেনে, শালীনতা রক্ষা করে করতে হবে। ইসলাম নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশাকে নিষেধ করেছে, কারণ এর মাধ্যমে নৈতিকতার অবক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যা আমরা আমাদের সমাজে প্রতিদিনই অবলোকন করছি।

উন্নয়নের একটি বড় সোপান হলো শিক্ষা। শিক্ষার সাথে নৈতিকতা না থাকলে সেই শিক্ষা সমাজের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশি নিয়ে আসে। মহানবী (সা.) শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন, “প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরয।”[২] নারীদের কাছেই সন্তানরা প্রথম আদর্শের শিক্ষা গ্রহণ করে, তাই নারীদেরকে সুন্দর আদর্শ শিক্ষাদান করতে হবে এবং তাদের সাথেও উত্তম আচরণ করতে হবে। তাদের সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন, “তোমরা তাদের (নারীদের) সঙ্গে উত্তম আচরণ করো ও উত্তম আচরণ করার শিক্ষা দাও।”[৩] এ সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন, “তোমরা নারীদের উত্তম উপদেশ দাও।”[৪] কন্যা সন্তানের প্রতি ইসলাম বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে। কন্যা সন্তান ও ছেলে সন্তানের মধ্যে কোন রকমের বিভাজনের ব্যাপারে ইসলাম নিষেধ করেছে। মহানবী (সা.) বলেন, “যার কন্যা সন্তান আছে, সে যদি তাকে (শিক্ষা-দীক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে) অবজ্ঞা ও অবহেলা না করে এবং পুত্রসন্তানকে তার উপর

[১] আল-কুরআন, ০২:২৮৬ (لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ)

[২] ইমাম ইবন মাজাহ, *সুনানু ইবন মাজাহ,* অধ্যায়: কিতাবুল মুকদ্দামাহ, পরিচ্ছেদ: বাবু ফদলিল ওলামায়ি ওয়াল হিসসু ‘আলা তলাবিল-ইলম, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং-২২৪ (طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)

[৩] আল-কুরআন, 8:১৯ (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)

[৪] ইমাম বুখারী, *সহীহুল বুখারী,* অধ্যায়: কিতাবুন নিকাহ, পরিচ্ছেদ: বাবুল ওয়াসাতু বিন নিসা, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৫১৮৬ (فاستوصوا بالنساء خيرا)

প্রাধান্য না দেয়; আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"[১] ইসলাম নারীদেরকে জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে সমান অধিকার দিয়েছে। শিক্ষার অধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পরুষের কোন প্রাধান্য নেই। নারীরা ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জ্ঞান অর্জন করবে, যা উন্নয়নের জন্য অতীব জরুরি।[২] নারীর জ্ঞান অর্জন সমাজকে আরো বেশি আলোকিত করবে, উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে বেগবান করবে। তবে তা অবশ্যই ইসলামের বিধি-বিধান মেনে হতে হবে।

কোন কোন ধর্মে নারীদেরকে পিতার সম্পত্তিতে অধিকার প্রদান করেনি। কিন্তু ইসলাম পিতামাতা, স্বামী ও নিকটতম আত্মীয় স্বজনের সম্পত্তিতে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরকেও সম্পত্তির অংশের অধিকার নিশ্চিত করেছে। মহান আল্লাহ্ এ প্রসঙ্গে বলেন, "পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং পিতা-মাতা আত্মীয় স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে, তা অল্পই হোক বা বেশিই হোক, এক নির্ধারিত অংশ।"[৩] নারী-পুরুষের মর্যাদা ও অধিকার ইসলাম সমান ভাবে দিয়েছে। নারী-পুরুষ পরস্পর পরস্পরের সহযোগী, প্রতিযোগী নয়। তারা একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ করবে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ বলেন, "তারা তোমাদের পোশাক স্বরূপ, আর তোমরাও তাদের পোশাক স্বরূপ।"[৪] সংসার জীবনে নারী-পুরুষ উভয়ের সহযোগিতায় শান্তিপূর্ণ একটি সংসার গড়ে উঠে। যা সার্বিক উন্নয়নের জন্য অতিব জরুরি। ইসলাম নারীদের পিতামাতা কিংবা স্বামীর গৃহে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। স্বামী তার সামার্থ্যানুযায়ী তার স্ত্রীকে বিয়ের সময় মোহরানা প্রদান করবে। বিয়ের পরে তাকে খোরপোশ ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে। স্ত্রীর উপর কোন রকম অন্যায়, অত্যাচার, যুলম, নির্যাতন করবে না। প্রেম, ভালবাসা দিয়ে পারিবারিক জীবনকে সুন্দর করে রাখবে। আর তা হলে এর ভাল প্রভাব সমাজ ও রাষ্ট্রে পড়বে।

---

[১] ইমাম আবু দাউদ, *সুনানু আবি দাউদ,* অধ্যায়: কিতাবুন নাওম, পরিচ্ছেদ: বাবু ফী ফাদলি মান আলা ইয়াতামা, *প্রাগুক্ত,* হাদীস নং ৫১৪৬ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا - قَالَ يَعْنِي الذُّكُورَ - أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ ")

[২] Haifaa A. Jawad, *The Rights of Women in Islam An Authentic Approach,* London: MACMILLAN PRESS LTD, First published in Great Britain, 1998, p. 20

[৩] আল-কুরআন, ০৪:০৭ (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا)

[৪] আল-কুরআন, ২:১৮৭ (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ)

আমাদের দেশ ও জাতি টেকসই উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাবে। সমাজ ও দেশে শান্তির সুবাতাস বইবে। আর তখনই নারী উন্নয়ন নীতির যথাযথ ফল আমরা লাভ করতে পারবো।

১১.১.৯ বদ্বীপ পরিকল্পনা ও ইসলামের দৃষ্টিতে এর মূল্যায়ন

প্রকৃতির এ বৈরী আচরণ মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশ সরকার ১০০ বছর ব্যাপী এক মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ মহাপরিকল্পনাটির নাম দেয়া হয়েছে 'বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০'। এ মহাপরিকল্পনাটিকে 'ডেল্টা প্ল্যান ২১০০'-ও বলা হয়। এ মহাপরিকল্পনাটি গ্রহণ করা হয় ইউরোপের দেশ নেদারল্যান্ডসের বদ্বীপের আদলে। নেদারল্যান্ডসের সহযোগিতায় ২০১৪ সালে প্রথম বদ্বীপ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করা হয়। পরিকল্পনাটি তৈরি করতে গিয়ে ২৬টি গবেষণাপত্র প্রণয়ন করতে হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। কিন্তু বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে সব জেলা ঝুঁকিপূর্ণ নয়। কোন কোন জেলা কম ঝুঁকিতে আর কোন কোন জেলা বেশি ঝুঁকিতে, তার একটি বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে এ মহাপরিকল্পনায়। গাজীপুর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, ময়মনসিংহ, নীলফামারী ও শেরপুর-এই সাতটি জেলা সমুদ্র ও প্রবাহমান নদী থেকে অবস্থানগত দূরত্বের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে ঝুঁকিমুক্ত। এ ছাড়া বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ জেলা ১৮টি। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এমন উপকূলীয় জেলা ১৯টি। হাওর ও আকস্মিক বন্যাকবলিত জেলা সাতটি। নদী অঞ্চল ও মোহনা বেষ্টিত জেলা ২৯টি। নগর এলাকা সাতটি এবং পার্বত্য জেলা তিনটি।[১]

ইংরেজি শব্দ 'ডেলটা' (Delta) অর্থ ব-দ্বীপ। নদীর মোহনাস্থিত প্রায় ব-অক্ষরের আকারবিশিষ্ট যে দ্বীপ, তাহাকেই বলা হয় ডেলটা। বাংলাদেশ বিশ্বের সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ অঞ্চল। প্রকৃতপক্ষে নদীমাতৃক এই দেশের ভবিষ্যত নির্ভর করছে যথাযথ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের উপর। কেননা এখানকার জনগণের জীবন যাত্রায় নদ-নদী ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে আছে। যেমন- জুন-সেপ্টেম্বরে বৃষ্টি মৌসুমে দেশের ব্যাপক অঞ্চল প্লাবিত হয়। এই পানির ৯২ ভাগ আসে ভারত, চীনসহ উজানের দেশ হইতে। বাকিটা এই দেশের বৃষ্টিপাতের যোগফল।[২] বন্যায় আমাদের বাৎসরিক ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। আবার গ্রীষ্মকালে দেখা দেয় খরা। এই উভয়মুখী সংকটে বাংলাদেশের জনগণ দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত

---

[১] আরিফুর রহমান, "জলবায়ু পরিবর্তনের দুর্যোগ মোকাবেলায় ডেল্টা প্ল্যান ২১০০", *দৈনিক কালের কণ্ঠ,* ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮, পৃ.১

[২] সম্পাদকীয়, বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়ন, *দৈনিক ইত্তেফাক,* ৭ নভেম্বর, ২০১৫, পৃ. ০৮

হন। বাংলাদেশ যখন ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উপনীত হবার স্বপ্ন দেখছে, তখন এই সংকট কাটিয়ে উঠা একান্ত জরুরি। কারণ সঠিক নদী ও পানি ব্যবস্থাপনার অভাবে এবং বন্যা, খরা ও আরো নানা প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাকে বাংলাদেশ বারংবার পিছিয়ে যেতে বাধ্য। এতে দেশের অর্থনীতি টেকসই হবে না। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই ক্ষতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। তাই ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ এই সমস্যা বহুলাংশে কাটিয়ে উঠতে পারে। শতবর্ষ ব্যাপী এই পরিকল্পনাকে বলা হয় বাংলাদেশ ডেল্টাপ্ল্যান ২১০০। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।[১] মহাপরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হোক, এ দেশ জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব থেকে মুক্ত হোক এটাই কামনা, আমাদের সকলের চাওয়া।

বাংলাদেশ একটি নদী মাতৃক দেশ। অসংখ্য ছোট-বড় নদী এদেশে জালের মত ছড়িয়ে আছে। এদেশের দক্ষিণে রয়েছে বিশাল জলরাশি যা বঙ্গপোসাগর নামে পরিচিত। নদী ও সমুদ্র এ দেশকে আরও সৌন্দর্য মন্ডিত করেছে। নদী ও সমুদ্র এদেশের মানুষ ও পরিবেশের জন্য একটি আর্শিবাদ স্বরূপ। যাতায়াতের ক্ষেত্রে এদেশের নদীপথ এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। সমুদ্র, নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর, হাওড়সহ বিভিন্ন জলাশয় অসংখ্য প্রজাতির মৎস্য পাওয়া যায়। এক গবেষণায় পাওয়া যায় বাংলাদেশে ২৬০ প্রজাতির স্বাদুপানির মাছ এবং ৪৭৫ প্রজাতির সামুদ্রিক পানির মাছ পাওয়া যায়।[২] ব্লু ইকোনমি এমন একটি ব্যবস্থাপনাকে নির্দেশ করে, যা সমুদ্র সম্পদ সংরক্ষণ এবং তার সর্বোচ্চ ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করে। ব্লু ইকোনমির ধারণা বাংলাদেশের জন্য নতুন এবং এটি খুবই সম্ভাবনাময়। বঙ্গোপসাগরের নতুন বর্ধিত জলসীমায় ব্লু ইকোনমির সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সামুদ্রিক মৎস্য, জৈবপ্রযুক্তি, নবায়নযোগ্য শক্তি, তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও আহরণ, সামুদ্রিক নির্মাণ, পর্যটন, নৌপরিবহন, বন্দর এবং নৌবাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে পারে। বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন, একাডেমিক প্রতিষ্ঠানগুলোর গবেষণা এবং দূষণ ও অবৈধ বাণিজ্য বন্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের মৎস্য খাতকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হবে।

মহান আল্লাহ্ সমুদ্র ও নদী সম্পদের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "আর তিনিই সমুদ্রকে অধীন করেছেন, যাতে তোমরা তা হতে তাজা মৎস্য আহার করতে পার এবং যাতে তা হতে আহরণ করতে

---

[১] *প্রাগুক্ত*

[২] *জাতীয় মৎস্য নীতি ১৯৯৮,* মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ৩

পার অলংকারাদি, যা তোমরা ভূষণরূপে পরিধান কর; আর তোমরা দেখতে পাও, এর বুক চিরে নৌযান চলাচল করে এবং তা এ জন্য যে, তোমরা যেন তার অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।”[১] অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, আর দু’টি সমুদ্র সমান নয়; একটি খুবই সুমিষ্ট ও সুপেয়, আর একটি অত্যন্ত লবণাক্ত, আর প্রত্যেকটি থেকে তোমরা তাজা গোশত খাও এবং আহরণ কর অলঙ্কার যা তোমরা পরিধান কর। তুমি তাতে দেখ নৌযান পানি চিরে চলাচল করে। যাতে তোমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ তালাশ কর এবং যাতে তোমরা শুকর কর।”[২] অন্য এক আয়াতে সমুদ্রে শিকার করার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, “তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে সমুদ্রের শিকার ও তার খাদ্য, তোমাদের ও মুসাফিরদের ভোগের জন্য।”[৩] অন্যত্র আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন, “বলতো কে পৃথিবীকে বাসপোযোগী করেছেন, এবং তার মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং তাকে স্থির রাখার জন্য পর্বত স্থাপন করেছেন এবং দুই সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় রেখেছেন? অতএব আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।”[৪]

পৃথিবীর অনেক দেশে নদ-নদী না থাকায় পানির অপর্যাপ্ততা রয়েছে কিন্তু আল্লাহ্র অসীম কৃপায় আমাদের দেশে পানি আমরা আল্লাহ্র বিশেষ নেয়ামত হিসাবে খাল-বিল, নদ-নদীর মাধ্যমে পেয়ে থাকি। কিন্তু কখনও কখনও এই পানি আমরা অপচয় করি, পানিকে বিভিন্নভাবে দূষিত করি। এটা আমাদের জন্য খুবই পরিতাপের বিষয়। মনে রাখা দরকার যে সুপেয় পানির অপর নাম জীবন। পানির দূষণ পরিবেশের জন্য বিরাট হুমকি স্বরূপ। পরিবেশ বিপর্যয়ের ফল স্বরূপ আমরা কখনো বন্যা, সাইক্লোন, কিংবা ঘুর্নিঝড়ের সম্মুখীন হই। মহান আল্লাহ্ বলেন, “ভূপৃষ্ঠে কিংবা সমুদ্রে যা কিছু ঘটে তা মানুষেরই হাতের কামাই বা অর্জন।”[৫] আমাদেরকে সচেতন হতে হবে যাতে আমরা পানি অপচয় না করি, পানিকে কোনভাবে দূষিত না করি। আমাদের ঢাকা শহরের প্রায় চারদিকেই প্রকৃতির

---

[১] আল-কুরআন, ১৬:১৪ (وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)

[২] আল-কুরআন, ৩৫:১২ (وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)

[৩] আল-কুরআন, ৫:৯৬ (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّـهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)

[৪] আল-কুরআন, ২৭:৬১ (أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَإِلَـٰهٌ مَّعَ اللَّـهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)

[৫] আল-কুরআন, ৩০:৪১ (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ)

দান বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, ধলেশ্বরী, শীতলক্ষা নদীসহ অনেক শাখা নদী, খাল-বিল রয়েছে। যার অধিকাংশই ভয়াবহ দূষণের শিকার। অনেকে খাল, বিল, নদী অবৈধভাবে দখল নিয়ে বিভিন্ন স্থাপনা করছে। যার কারণে এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রায় বিলিনের পথে।

বদ্বীপ পরিকল্পনা মূলত বন্যা, সাইক্লোনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগ থেকে আমাদের দেশকে ভয়াবহ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা। তাই বদ্বীপ পরিকল্পনা আমাদের জন্য আপত: দৃষ্টিতে কল্যাণকর মনে হয়, তবে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যাতে আমাদের নদ-নদী, খাল-বিল গুলো যেন শুকিয়ে না যায়, খাল-বিল, নদ-নদী, সমুদ্র থেকে যে সম্পদ আমরা আহরণ করি তা যেন কোন ভাবেই বাধাগ্রস্ত না হয়। কারণ এই সম্পদ মহান রব্বুল আলামীনের বিশেষ অবদান। এসব কিছু বিবেচনায় রেখে বদ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে আমাদের দেশ একটি উন্নত দেশ হিসাবে পরিগণিত হবে।

১১.১.১০ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

ইসলামের প্রচার-প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশ বলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। ২৮ মার্চ ১৯৭৫ সালে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' এ্যাক্ট প্রণীত হয়। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান। সুপ্রাচীনকাল থেকে এ দেশে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের লালন ও চর্চা হয়ে আসছে। ইসলামের এই সমুন্নত আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসার কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এ্যাক্ট অনুযায়ী এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

(ক) মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, একাডেমী ও ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(খ) মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, একাডেমী ও ইনস্টিটিউট এবং সমাজসেবায় নিবেদিত সংগঠনসমূহকে আর্থিক সহায়তা দেয়া;

(গ) সংস্কৃতি, চিন্তা, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদানের উপর গবেষণা পরিচালনা;

(ঘ) ইসলামের মৌলিক আদর্শ বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ, পরমতসহিষ্ণু, ন্যায়বিচার প্রভৃতি প্রচার করা ও প্রচারের কাজে সহায়তা করা এবং সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামী মূলোবোধ ও নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের সুপারিশ করা;

(ঙ) ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত গবেষণার আয়োজন করা ও তার প্রসার ঘটানো এবং জনপ্রিয় ইসলামী সাহিত্য সুলভে প্রকাশ করা এবং সে গুলির বিলি-বণ্টনকে উৎসাহিত করা;

(চ) ইসলাম ও ইসলামের বিষয় সম্পর্কিত বই-পুস্তক, সাময়িকী ও প্রচার পুস্তিকা অনুবাদ করা, সংকলন করা ও প্রকাশ করা;

(ছ) ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়াদির উপর সম্মেলন, বক্তৃতামালা, বিতর্ক ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা।;

(জ) ইসলাম বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কার ও পদক প্রবর্তন করা;

(ঝ) ইসলাম সম্পর্কিত প্রকল্পের উদ্যোগ নেয়া, প্রকল্প গ্রহণ করা কিংবা তাতে সহায়তা করা;

(ঞ) ইসলাম বিষয়ক গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান করা;

(ট) বায়তুল মোকাররম মসজিদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নতিবিধান করা এবং

(ঠ) উপরোক্ত কার্যাবলির যেকোনটির ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক বা আপতিক সকল কাজ সম্পাদন করা।[১] ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রণিত পরিকল্পনা গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারলে দেশে ইসলামিক মূল্যবোধের সম্প্রসারণ ঘটবে, যা টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরাট সহায়ক হবে।

১১.১.১১ বাংলাদেশের উন্নয়ন

বিশ্ব ব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর ক্রিস্টিন ওয়ালিক বলেন যে, বাংলাদেশ তার স্বল্পকালীন ইতিহাসে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে এবং এর সম্ভাবনাও অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশ এখন জাতিসংঘ নির্ধারিত মধ্যম আয়ের দেশপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত।[২] বেশির ভাগ সামাজিক সূচকের ক্ষেত্রে সম আয়ের দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের সাফল্য অনেক বেশি। আন্তর্জাতিক ভাবে খ্যাত কিছু এনজিও গ্রামাঞ্চলের তৃণমূল পর্যায়ে দারিদ্র্য নিরসনে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষকে গ্রাম্য মহাজনের কবল থেকে মুক্তি পেতে সহায়তা করছে। বাংলাদেশ এখন খাদ্যে

[১] ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচিতি, *বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন,* Retrieved on January 20, 2020, from http://islamicfoundation.gov.bd/site/page/c0054950

[২] মাহবুব উল্লাহ, *অর্থনীতি চলতি প্রসঙ্গ,* ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০৫, পৃ. ১২

স্বয়ম্ভর। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর এ দেশে ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে একটি রূপান্তর ঘটে চলছে। এখন যা কিছু আমরা এদেশে দেখছি এক সময় যা ছিল স্বপ্নমাত্র।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ঘাত-প্রতিঘাত মোকাবেলা করে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী গত ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৭.১১ শতাংশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর সাময়িক হিসাবে চলতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ৭.২৪ শতাংশ দাঁড়িয়েছে।[১] গত দশ দশ বছরে বাংলাদেশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির হারের একটি চিত্র **পরিশিষ্ট-৮** এ প্রদান করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারি নানা উদ্যোগ বিশেষত জীবন চক্র ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ফলে দারিদ্রের মাত্রা ও বৈষম্য উভয়ই হ্রাস পেয়েছে। ২০১০ সালে যেখানে দারিদ্র্যের হার ছিল ৩১.৫ শতাংশ, ২০১৬ সালে তা কমে দাড়িয়েছে ২৩.২ শতাংশে।[২] ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় কত ছিল তার সঠিক কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ছিল প্রায় ১০০ ডলারের কাছাকাছি বলে উল্লেখ করা হয়। তবে ১৯৭৩ সালে বিশ্বব্যাংকের এক তথ্যতে পাওয়া যায় যে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ছিল ১২০ ডলার। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে ২০১৭ সালের শেষে এ দেশের মানুষের আয় দাড়িয়েছে ১৪৯৬ ডলারে। কিন্তু বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ১৬১০ ডলারে পৌঁছেছে। স্বাধীনতার ৪৭ পর এদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছে প্রায় ১৬ গুণ।[৩] ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৬৪ ডলার। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মাথাপিছু গড় আয় ছিল ১ হাজার ৯০৯ ডলার, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১ হাজার ৭৫১ ডলার, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশের মাথাপিছু আয় ছিল ১ হাজার ৬১০ ডলার।[৪] বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী ১৯৭১ সালে দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ৮ দশমিক ৭৫ বিলিয়ন ডলার। ২০১৬-২০১৭

---

[১] আবুল মাল আবদুল মুহিত, মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়, মুখবন্ধ, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭*

[২] *প্রাগুক্ত*

[৩] সমকাল প্রতিবেদক, "৪৭ বছরে মাথা পিছু আয় বেড়েছে ১৬ গুণ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকে ব্যাপক অগ্রগতি, *দৈনিক সমকাল,* মার্চ ২৬, ২০১৮, Retrieved on April 07, 2019 from https://samakal.com/economics-others/article/18031618

[৪] (*Bangladesh Bureau of Statistics*, Per Capita GNI, 2019-2020, p.8) নিজস্ব প্রতিবেদক, মাথাপিছু আয় এখন ২০৬৪ ডলার, *দৈনিক জনকণ্ঠ,* ১১ আগস্ট, ২০২০, Retrieved on December 20, 2020, from https://www.dailyjanakantha.com/details/article/516745

অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭৩ বিলিয়ন ডলার। স্বাধীনতার পরপর ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে এ দেশে প্রায় অর্ধেক মানুষই হতদরিদ্র ছিল। তখন হতদরিদ্রের হার ছিল ৪৮ শতাংশ। আর দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করত সাড়ে ৮২ শতাংশ মানুষ।[১] বৈদেশিক মুদ্রার মজুত অর্থনীতির বড়ধরনের শক্তি। সাধারণত, তিন মাসের সমান রিজার্ভ বা মজুত রাখতে হয়। কিন্তু এখন বাংলাদেশে প্রায় ১০ মাসের আমদানির সমান রিজার্ভ রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এক তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার মজুত (রিজার্ভ) ৪০ বিলিয়ন ডলার বা ৪ হাজার কোটি ডলার ছাড়িয়েছে।[২] ২০০৮-২০০৯ থেকে ২০১৮-২০১৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের একটি চিত্র **পরিশিষ্ট-৯**-এ তুলে ধরা হয়েছে।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ যায়েদ বখতের মতে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বড় রকমের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটেছে। একসময় খাদ্য আমদানি করতে হতো। এখন জন সংখ্যা বেড়েছে, চাষযোগ্য জমি কমেছে তারপরও খাদ্য আমদানি করতে হচ্ছে না। অর্থনীতিতে কৃষির চেয়ে শিল্পের অবদান বেড়েছে। বাড়ছে সেবা খাতের কার্যক্রম। তিনি আরো বলেন, সামাজিক অনেক সূচকেও বাংলাদেশ অনেক ভাল করছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতের চেয়েও ভাল করছে। যে কারণে বিশ্ব মন্দার মধ্যেও ছয় শতাংশের বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। তবে এখনও আরো ভাল করতে হবে। সে জন্য শ্রমের দক্ষতা ও সরকারি বিনিয়োগের গুণগত মান বাড়াতে হবে। অবকাঠামোতে আরও উন্নয়ন দরকার। জালানি খাতে উন্নতি হলেও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার বিদ্যমান আবস্থা বিবেচনা করলে বাংলাদেশের শিশুরা ভারত ও পাকিস্তানের শিশুদের চেয়ে বেশি উৎপাদনশীল হবে। বিশ্বব্যাংকের ২০১৮ সালের মানবসম্পদ সূচকে এই চিত্র পাওয়া গেছে। এই সূচক অনুযায়ী, ১৫৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১০৬তম। ভারত ও পাকিস্তান যথাক্রমে ১১৫তম ও ১৩৪তম।[৩] বাংলাদেশ ও ভারতে ৯৮ ভাগ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করলেও পাকিস্তানে ৭২ ভাগ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস)

---

[১] নিজস্ব প্রতিবেদক, "দারিদ্র্য হার ২০ শতাংশে নেমেছে", *দৈনিক প্রথম আলো,* ১৭ ডিসেম্বর, ২০১৯, Retrieved on February 10, 2020, from https://www.prothomalo.com/ economy/article/ 1629720

[২] (Bangkadesh Bank, *Bangladesh Foreign Exchange Reserves,* October 2020) নিজস্ব প্রতিবেদক, বৈদেশিক মুদ্রার মজুতে নতুন রেকর্ড, *দৈনিক প্রথম আলো,* ৮ অক্টোবর, ২০২০, Retrieved on October 30, 2019, from https://www.prothomalo.com/business/

[৩] (The World Bank, World Development Report-2018), নিজস্ব প্রতিবেদক, "বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ", *দৈনিক প্রথম আলো,* ১২ অক্টোবর, ২০১৮, পৃ. ১

তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৭৩ দশমিক ৯ শতাংশ।[১] গত ১৫ বছরে বাংলাদেশে শিক্ষার হার কত ছিল তার একটি পরিসংখ্যান **পরিশিষ্ট-১০** -এ তুলে ধরা হয়েছে।

১১.১.১২ বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্পর্কে বিভিন্ন সংস্থার মূল্যায়ন

বিশ্বের অনেক আন্তর্জাতিক গবেষণা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত সংস্থা বাংলাদেশের উন্নয়নকে বিস্ময়কর ও অনুকরণীয় বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। Price Waterhouse Coopers (PWC) এর ২০১৭ এর The World in 2050 শীর্ষক প্রতিবেদনে বাংলাদেশ, ভারত ও ভিয়েতনামকে আগামী দিনে ২০৫০ সাল পর্যন্ত বিশ্বে সবচেয়ে দ্রুতগতির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০৫০ সালের মধ্যেই পরিণত হবে পৃথিবীর ২৩তম বৃহত্তর অর্থনীতির দেশে এবং পেছনে ফেলবে মালয়েশিয়া ও অস্ট্রেলিয়াকে। যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ব্লুমবার্গ ও বিশ্ব অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন দেশের প্রবৃদ্ধি অর্জনের হার নিয়ে তৈরি প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, বাংলাদেশ হবে বিশ্বের দ্বিতীয় শীর্ষ প্রবৃদ্ধির দেশ। বিনিয়োগের আর্কষণীয় গন্তব্য হিসেবে JP Morgan এর Frontier Five তালিকায় স্থান পেয়েছে বাংলাদেশ। জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশনের (জেটরো) মতে, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাপানিদের কাছে দ্বিতীয় পছন্দের তালিকায় রয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বলেছে, ২০২১ সালের মধ্যে এটি ৩২ হাজার ২০০ কোটি ডলারের বাজারে পরিণত হবে। ২০১৭ সালে যুক্তরাজ্যভিত্তিক Business Insider পত্রিকার নিবন্ধে সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং ও তাইওয়ানের পর বাংলাদেশকে ভবিষ্যতের পঞ্চম এশিয়ান টাইগার হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান Lowy Institute তাদের গবেষণায় এই বক্তব্যের সপক্ষে বলেছে, বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে তাইওয়ানকে ছাড়িয়ে যাবে। World Economic Forum (WEF) বিশ্বের ৭৪টি সম্ভাবনাময় অর্থনীতির ওপর সমীক্ষা করে, যেখানে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন বিষয়ক Inclusive Development Index অনুযায়ী পৃথিবীতে বাংলাদেশের অবস্থান ৩৪তম এবং ভারতের অবস্থান ৬২তম, পাকিস্তানের অবস্থান ৪৭তম, শ্রীলঙ্কা ৪০তম ও চীন ২৬তম। বৈশ্বিক মানব উন্নয়ন সূচকে (HDI) ১৮৯টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৬তম। বিশিষ্ট অর্থনীতিবীদ ড. অমর্ত্য সেন

---

[১] *Bangladesh Statistics 2019*, Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), Statistics and Informatics Division (SID), Ministry of Planning, p.13

সামাজিক ক্ষেত্রে, বিশেষত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের সফলতার বিষয়টি তাঁর গ্রন্থে তুলে ধরার পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে উল্লেখ করেছেন। The The Centre for Economics and Business Research, (CEBR) এর গবেষণায় বলা হয়, "The economy of Bangladesh is the second largest economy in South Asia and the forty-first largest economy in the world in 2019; and is projected to become the world's twenty- fourth largest economy by 2033."[১] অর্থাৎ ২০১৯ সালে বাংলাদেশের অর্থনীতি দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং পৃথিবীর ৪১তম বৃহত্তম অর্থনীতি; এবং বলা হয় ২০৩৩ সালের মধ্যে বিশ্বের ২৪ তম বৃহত্তম অর্থনীতি হতে যাচ্ছে।

বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ কৌশিক বসুর মতে, বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন উড়ন্ত সূচনার পর্যায়ে রয়েছে। তাঁর ভাষায় প্রবৃদ্ধি 'তরতর' কর বাড়ছে। তিনি আরও বলেন, 'আজকের বাংলাদেশ পুরোটাই সাফল্যের গল্প, যা বিশ্বের অনেক দেশের জন্যই দৃষ্টান্ত'। জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত Milliniun Develoment Goals বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের আগে অর্থাৎ ২০১৫ এর অনেক আগেই বাস্তবায়ন করে সারা বিশ্বের দৃষ্টি কেড়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। The Rise of the South শীর্ষক জাতিসংঘের 'মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০১৩' তে যে ১৮টি দেশ এমজিডি অর্জনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন মন্তব্য করেছেন, 'বাংলাদেশ হচ্ছে অর্থনীতির এলাকায় একটি রোল মডেল'। বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট কিম ইয়ং জিম বলেন, 'বাংলাদেশের অগ্রগতি সারা বিশ্বের জন্য অনুকরণীয়'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামা ২০১৫ সালে কেনিয়া সফরে গিয়ে বাংলাদেশের আইসিটি খাতের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছিলেন, 'সব দেশের উচিত বাংলাদেশকে অনুসরণ করা, তারা কীভাবে উদ্যোক্তা তৈরি করছে তা শেখা উচিত।[২] বাংলাদেশে উন্নয়নের কাংখিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে আমাদেরকে আরো পরিশ্রমী হতে হবে, সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে। অধুনিক প্রযুক্তির

---

[১] (CEBR- 2019, *World Economic League Table 2019*, London: The Centre for Economics and Business Research), Mustafa K. Mujeri & Neaz Mujeri*, Bangladesh at Fifty Moving beyond Development Traps*, Switzerland: Palgrave Studies in Economic History, Springer Nature, 2020, p.106

[২] আ হ ম মুস্তফা কামাল, (এম পি), "সময় এখন আমাদের, সময় বাংলাদেশের", *বাংলাদেশ প্রতিদিন,* ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৮, পৃ. ৪

সঠিক ব্যবহার করতে হবে, সাথে সাথে মহান আল্লাহ্ দিক-নির্দেশনা মেনে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।

১১.১.১৩ বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়নের পথে চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

এডিবির ভাইস প্রেসিডেন্ট ওয়েনচাই ঝাং বলেন, বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, নারীরা কর্মক্ষেত্রে অনেক এগিয়েছে। রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল, পোষাক কারখানায় নারীর প্রচুর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। তবে মধ্যম ও উন্নত বিশ্বের কাতারে পৌছাতে বাংলাদেশকে পাঁচটি বাধা অতিক্রম করতে হবে। যে গুলো হলো- অবকাঠামো, গ্যাস-বিদ্যুৎ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন।[১] জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল অব বাংলাদেশ টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান মনে করেন, এসডিজি অর্জনে বড় বাধা অনিয়ম ও দুর্নীতি। তিনি আরও বলেন, এসডিজি অর্জনে সন্তোষজনক আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পাশাপাশি সক্ষমতা ও প্রস্তুতির বিবেচনায় বাংলাদেশ সঠিক পথে আছে। টিএইবি'র গবেষণায় বলা হয়, বিভিন্ন উদ্যোগ সত্ত্বেও বাংলাদেশ দুর্নীতি, ঘুষ, অর্থপাচার, মৌলিক স্বাধীনতার ব্যত্যয় ও মানবাধিকার লংঘন অব্যাহত রয়েছে। বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানে জনগণের কাছে জবাবদিহির কোন কাঠামো নেই।[২] দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) মনে করেন, দুর্নীতি উন্নয়নের বড় বাধা। এই দুর্নীতিই ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক সাম্য ও গণতন্ত্রের হুমকি। উন্নয়নের এই প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। এর বিরুদ্ধে গড়ে তুলতে হবে সামাজিক আন্দোলন।[৩] টেকসই উন্নয়নের জন্যে বাংলাদেশ সরকার নানাবিধ প্রয়াস নিয়েছেন। সরকারের এ প্রয়াসের লক্ষ্য টেকসই উন্নয়নকে বেগবান করা। দেশে বর্তমানে অতিদরিদ্র হচ্ছে ১২.৯% এবং তুলনামূলক দরিদ্র হচ্ছে ২৪.৩%।[৪] সুতরাং বলা যায় দরিদ্রতা উন্নয়নের পথে

---

[১] নিজস্ব প্রতিবেদক, "উন্নত দেশে যেতে পাঁচ বাধা", শিল্প বাণিজ্য, *দৈনিক কালের কণ্ঠ,* ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭, পৃ. ৫

[২] নিজস্ব প্রতিবেধক, *বাংলাদেশ প্রতিদিন,* ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭, Retrieved on December 25, 2019 from https://www.bd-pratidin.com/first-page/2017/09/18/264871

[৩] নিজস্ব প্রতিবেদক, "সাক্ষাৎকার, দুর্নীতি উন্নয়নের প্রধান বাধা: দুদক চেয়ারম্যান", *দৈনিক সমকাল,* ২৬ মার্চ, ২০১৮, Retrieved on December 27, 2019 from https://samakal.com/bangladesh-/article/18031616

[৪] ড. মুহাম্মাদমাহবুব আলী, "টেকসই উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ", *দৈনিক ইত্তেফাক,* ৮ ডিসেম্বর, ২০১৭, Retrieved on December 26, 2019, from https://archive1.ittefaq.com.bd/print-edition/sub-editorial/2017/12-/08/241459.html

একটি বড় সমস্যা। তার সাথে যুক্ত হয়েছে বিশাল জনগোষ্ঠী। যদিও উন্নত বিশ্বের অর্থনীতিবিদরা জনসংখ্যাকে আজকাল 'পপুলেশন ডিভিডেন্ট' বা জনসম্পদ হিসাবে দেখাতে চাচ্ছেন। আমাদের দেশে এই জন সংখ্যাকে 'পপুলেশন ডিভিডেন্ট' হিসাবে দেখানোর জন্য জনসংখ্যাকে অর্ন্তজাতিক মানের দক্ষ করে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে পাঠাতে পারলে এই সমস্যা থেকে অনেকটা রক্ষা পাওয়া যাবে। বাংলাদেশ যেহেতু বর্তমানে ডেল্টা প্ল্যান তৈরি করছে, আশা করা যায় মানব উন্নয়নের জন্য অবশ্যই সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন, টেকসই, যোগ্য, অঞ্চল এবং জনগোষ্ঠীভিত্তিক মানব উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকার, এনজিও ও কর্পোরেট হাউজগুলো সম্মিলিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আমাদের দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে, খাদ্য নিরাপত্তা আইন আছে, তার পরও এদেশে যেভাবে খাদ্যে ভেজাল মিশাচ্ছে তা থেকে আমাদেরকে বেড়িয়ে আসতে হবে। উন্নত দেশে খাদ্যে ভেজাল ও বিষক্ততা নিয়ে সোচ্চার অথচ যারা এখানে শিক্ষিত তারাও ভেজাল মেশাতে পিছপা হচ্ছে না। এই ভেজাল খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে প্রতি বছর অসংখ্য মানুষ দূরারোগ্য ক্যান্সারসহ অনেক রোগে আক্রান্ত হচ্ছে, মানুষ অল্পবয়সে তাদের কর্মক্ষমতা হারাচ্ছে, মানুষের চিকিৎসা ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে, অনেকে সামর্থের অভাবে চিকিৎসাও ঠিকমত করাতে পারছে না। অনেক অসুস্থ শিশুর জন্ম হচ্ছে। শুধু ভেজাল খাদ্য গ্রহণের ফলে দেশে প্রতি বছর প্রায় ৩ লাখ লোক ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে। ডায়াবেটিস আক্রান্তের সংখ্যা ১ লাখ ৫০ হাজার, কিডনি রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ২ লাখ। এ ছাড়া গর্ভবতী মায়ের শারীরিক জটিলতাসহ গর্ভজাত বিকলাঙ্গ শিশুর সংখ্যা দেশে প্রায় ১৫ লাখ।[১] যেহারে কৃষিজ জমি কমছে তা যেন আর না কমে সে জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। জমি বণ্টন প্রক্রিয়ায় আধুনিকায়ন করা ও জমির ব্যবহারকে সুনিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি তিন ফসলি জমিতে যাতে শিল্প স্থাপন করা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।[২]

বাংলাদেশে আশা ব্যঞ্জক হারে শিক্ষার হার বাড়ছে, তবে শিক্ষার গুণগতমান নিয়ে সমাজে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। বাংলাদেশের শিক্ষার গুণগতমান নিয়ে বলা হয়, "Bangladesh has a long way to go

---

[১] খাদ্যে ভেজাল ও এর ক্ষতিকারক প্রভাব, কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *জাতীয় তথ্য তথ্য বাতায়ন,* Retrieved on April 20, 2020, from http://www.ais.gov.bd/site-/view/krishi_kotha_details

[২] ড. মুহাম্মাদমাহবুব আলী, "টেকসই উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ", *দৈনিক ইত্তেফাক,* ৮ ডিসেম্বর, ২০১৭, Retrieved on December 26, 2029 from https://archive1.ittefaq.com.bd/print-edition/sub-editorial/2017/12/08-/241459.html

to improve the overall quality education and student performance levels that will be indispensable for gaining international competitiveness and achiving sustainable development through the creation of quality human capital."[১] বাংলাদেশেকে শিক্ষার সার্বিক গুণগতমান ও ছাত্র-ছাত্রীদের সক্ষমতার স্তর উন্নয়নের জন্য অনেক দূরে যেতে হবে, যা যোগ্য মানব সম্পদ তৈরি করে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক বেড়েছে, যার ফলে উচ্চশিক্ষার হারও বেড়েছে, তবে উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়, যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কেউ কেউ উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে চাকরি লাভের পর কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় দিতে পারছে না। এর মূল কারণ হলো শিক্ষার গুণগত মানের অভাব। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা, বাজারে চাহিদা অনুযায়ী মানব সম্পদ তৈরি করতে পারছে না। যা টেকসই উন্নয়নকে ব্যাহত করছে, পরনির্ভরশীলতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এ সমস্যা থেকে বাঁচার জন্য আমাদের শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে। আর এর জন্য প্রয়োজন দক্ষ শিক্ষক। দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষকদের দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আর এ জন্য শিক্ষা খাতে বরাদ্ধ বাড়াতে হবে, শিক্ষকদের সুযোগ সুবিধা বাড়াতে হবে, যাতে মেধাবীরা শিক্ষা ক্ষেত্রে কাজ করার আগ্রহ পায়। মেধাবী ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক ছাড়া শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন করা অনেকটাই অসম্ভব। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার মান নিয়ে অনেকের প্রশ্ন রয়েছে। তাই এসব জায়গার শিক্ষার মান বাড়াতে এখানকার অবকাঠামো উন্নয়ন, ভাল শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। মানসম্পন্ন উন্নয়ন কিংবা টেকসই উন্নয়ন চাইলে গুণগত শিক্ষার বিকল্প নেই। মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত হলে কর্মসংস্থানও বাড়বে। শিক্ষার্থীকে অন্তর্জাতিক মানের করে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা শুধু দেশের মার্কেটেই চাকুরীর সন্ধান করবে না বরং বিশ্ব বাজারেও তারা অবস্থান করে নিতে পারে। আমাদের দেশের অনেক তরুণ আজ অনলাইনে বিদেশের বাজারে কাজ করে অনেক অর্থকড়ি উপার্জন করছে, যা আমাদের আশার আলো দেখাচ্ছে।

[১] Yasuyuki Sawada et al., *Economic and Social Development of Bangladesh,Miracle and Challenges,* Switzerland: Published by Springer Nature, 2018, p. xxxii

প্রতি বছরই শিক্ষিত বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে বেকারত্বের হার বাংলাদেশেই বেশি।[১] খাপছাড়া উচ্চশিক্ষা বেকারত্ব আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান কিংবা সাহিত্যে স্নাতক হয়েও ব্যাংকে চাকুরি করছেন অনেকে। সমাজবিজ্ঞানে পড়াশোনার পর প্রশিক্ষণ নিয়ে আইটি খাতে কাজ করছেন, এর সংখ্যাও নেহায়াত কম নয়। আবার প্রকৌশলী হয়েও সরকারের প্রশাসন ও পুলিশসহ বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োজিত আছেন অনেকেই। বাংলাদেশে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এ শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে চাকুরির বাজারে বিরাজ করছে নাজুক পরিস্থিতি। আমাদের উচিত এমনভাবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো, যাতে চাকুরির বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষলোক তৈরি হয়। যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে খাতওয়ারি কর্মসংস্থানের চাহিদা ও জোগানের তথ্য প্রতি মাসেই হালনাগাদ করা হয়। ফলে কোন একটি খাতে কী পরিমাণ শূন্য পদ রয়েছে, ভবিষ্যতে খাতটিতে আরো কতসংখ্যক দক্ষ জনবলের দরকার হবে, সে সম্পর্কে দেশগুলোর কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডারে আগাম তথ্য থাকে। ফলে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ চাকরির বাজার পর্যালোচনা করে কোন বিষয়ে কোথায় পড়বে, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। বাংলাদেশেও এ ধরনের তথ্যভান্ডার থাকা প্রয়োজন। তা হলে দেশের চাহিদা অনুযায়ী মানব সম্পদ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

স্বাধীনতার পর থেকে এপর্যন্ত যারা দেশ পরিচালনা করেছেন তাদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হলো এদেশের সীমাহীন দুর্নীতি। ১৯৭২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব স্টেট ড. হেনরি কিসিঞ্জার বলেছিলেন, স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশ একটি তলাবিহীন আন্তর্জাতিক ভিক্ষার ঝুলি হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে এখন সবচেয়ে বড় বাধা দুর্নীতি, পুঁজি লুন্ঠন ও পুঁজি পাচার। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাক ড. মইনুল ইসলাম মনে করেন, (ক) রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি এখনো দেশের এক নম্বর সমস্যা রয়ে গেছে। সর্বশক্তি দিয়ে শক্ত হাতে দুর্নীতিকে মোকাবেলা করতেই হবে, (খ) প্রাথমিক জ্বালানি ও ভৌত কাঠামোগত সমস্যাগুলো খুবই সংকটাপন্ন অবস্থায় রয়েগেছে, (গ) রাজনৈতিক হানাহানি, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ইতিবাচক অর্জনগুলোকে বরবাদ করে দিতে পারে, (ঘ) শিক্ষার মানের ক্ষেত্রে বৈষম্যকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মোকাবেলা করতে হবে, (ঙ) খেলাপি ঋণের সমস্যা, পুঁজি পাচার ও আর্থিক কেলেঙ্কারিগুলোকে শক্ত হাতে দমন করতে হবে, (চ) ন্যায়বিচার ভিত্তিক উন্নয়ন অর্জন করতে চাইলে রাষ্ট্রকে অবশ্যই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে

[১] নিজস্ব প্রতিবেদক, আইএলওর প্রতিবেদন, "বাংলাদেশে বেকারের হার বেশি", *দৈনিক প্রথম আলো,* ২৪ জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ.১৩

আয় পুনর্বন্টনের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।[1] দূর্নীতি দমন, আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থা ও আদর্শ মানব সম্পদ উন্নয়ন, ন্যায় বিচার নিশ্চিত করণের ক্ষেত্রে ইসলামের দিক-নির্দেশনা সর্বোত্তম। তাই এই চ্যালেঞ্জগুলো থেকে উন্নয়নের জন্য ইসলামের বিধিবিধান অনুসরণ করলে আমরা সহজেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো।

[1] ড. মইনুল ইসলাম, ‘‘তলাবিহীন ঝুড়ি’ থেকে উন্নয়নশীল দেশ", *দৈনিক প্রথম আলো,* ২৬ মার্চ, ২০১৮, পৃ.১০

দ্বাদশ অধ্যায়

গবেষণার সার্বিক পর্যালোচনা, প্রাপ্তি ও সুপারিশমালা

দ্বাদশ অধ্যায়

গবেষণার সার্বিক পর্যালোচনা, প্রাপ্তি ও সুপারিশমালা

গবেষণার সার্বিক পর্যালোচনা

ইসলাম একটি পরিকল্পিত পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা, যার প্রতিটি দিক নির্দেশনা মহান আল্লাহ্ প্রণয়ন করেছেন। তিনি হলেন মহান পরিকল্পনাকারী। মহান আল্লাহ্ পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসকে তিনি সুপরিকল্পিত ও সুনিপুণভাবে সৃষ্টি করেছেন, যার কারণে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোন ভুল পাওয়া যায় না। তাঁর সৃষ্টির সংখ্যা ও নিয়ামত গুণে শেষ করা যাবে না। মানুষকে তিনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে সুন্দর অবয়ব দিয়েছেন, বিচার-বিবেচনা করার শক্তি দিয়েছেন। জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যমে পরিবার, সমাজ, দেশ তথা পৃথিবীর নেতৃত্ব দেয়ার ক্ষমতা মানুষকে দিয়েছেন। আল্লাহ্র অসীম কৃপায় পৃথিবীর অনেক সৃষ্টিকেই মানুষ তার বুদ্ধি, মেধা দিয়ে উন্নয়ন তথা কল্যাণের জন্য ব্যবহার করছে। কোনটি মানুষের জন্য কল্যাণকর আর কোনটি মানুষের জন্য অকল্যাণকর তা আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন। মানুষের জন্য যা কিছু অকল্যাণকর আল্লাহ্ সে বিষয়ে সতর্ক করে তা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। মানুষ যাতে এই পৃথিবীতে সঠিকভাবে, সুপরিকল্পিত জীবনযাপন করতে পারে, শান্তিতে বসবাস করতে পারে, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে সফলকাম হতে পারে, তার দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য বিভিন্ন সময় নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন। আর নবী ও রাসূলগণের দিক নির্দেশনা প্রদান করার জন্য ওহী বা আল্লাহ্ প্রদত্ত বাণী পাঠিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ সর্বশেষ গ্রন্থ হিসেবে পবিত্র কুরআন দিয়েছেন। আর কুরআনের আদর্শ দিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। পৃথিবীতে আর কোন নবী রাসূল আসবেন না, আর কোন ধর্মগ্রন্থও আসবে না। তাই আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সা.) তার বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছিলেন, "হে মানবজাতি! তোমরা আমার কথা অনুধাবন করো। আমি তোমাদের মাঝে এমন সুস্পষ্ট দু'টি বিষয় রেখে গেলাম, যা দৃঢ়ভাবে ধারণ করলে তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না; তা হলো আল্লাহ্র কিতাব এবং তাঁর নবী (সা.)-এর সুন্নাহ।"[১] তাই যদি আল্লাহ্র দেয়া দিক নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো পরিচালনা

[১] আবূ মুহাম্মাদআবদুল মালিক ইবনহিশাম মুআফিরী (র.), সম্পাদনা পরিষদের তত্ত্বাবধানে অনূদিত এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত, *সিরাতুন নবী (সা.),* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, খ. ৪, ১৯৯৬ খ্রি., পৃ. ২৭৬

করা যায় তাহলে আমরা আমাদের দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করতে পারবো। জাতিসংঘ যে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য মাত্রা দিয়েছে তা অর্জন করা সহজ সাধ্য হবে। এ কথা উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা আরো বেশি টেকসই, বেশি ভারসাম্যপূর্ণ হবে। মানুষের পরিকল্পনা বার বার পরিবর্তিত হয়, কারণ মানুষ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানে না। সকলের সম্যক প্রয়োজন সম্পর্কেও তাদের ধারণা পরিপূর্ণ নয়। আর আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, গোপন ও প্রকাশ্য সবই জানেন, মানুষের প্রয়োজন সম্পর্কেও সম্যক অবহিত। সুতরাং তাঁর পরিকল্পনার মধ্যে কোন ভুল বা ত্রুটি নেই।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর হতে অর্থাৎ ১৯৭১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত সাতটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ছিল ১৯৭৩ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ছিল ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ছিল ১৯৮৫ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৯৭ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১১ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৫/২০১৬ থেকে ২০১৯/২০২০ সাল পর্যন্ত। এছাড়াও স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী অনেক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে চলছে বাংলাদেশ ডেলটা প্লান বা বদ্বীপ পরিকল্পনা, যা এক'শ বছর ব্যাপী অর্থাৎ ২১০০ সাল পর্যন্ত। এ গবেষণায় সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতিসংঘ প্রদত্ত টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনার কিছু দিক ইসলামের দৃষ্টিতে মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাই হলো এ পর্যন্ত বাংলাদেশের সর্বশেষ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। যার মূল লক্ষ্য হলো প্রবৃদ্ধি তরান্বিতকরণ, নাগরিক ক্ষমতায়ন। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মুখবন্ধতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অমর বাণী প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মুখবন্ধ খানি সংযুক্ত করা হয়েছে। যার প্রতি কথাই জাতির জন্য প্রেরণার উৎস ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের মাত্র দেড় বছরের মাথায় এই প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এত অল্প সময়ের মধ্যে একটি দেশের পঞ্চবার্ষিক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন একটি অসাধারণ ঘটনা। বাংলাদেশের বেলায় এটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য, কেননা শত্রুমুক্ত হওয়ার পর দেশে কোনো পরিকল্পনা কাঠামো ছিল না, অথবা অর্থনীতির কোনো ক্ষেত্রেই ছিল না। ছিল না কোনো সমন্বিত ও নির্ভরযোগ্য তথ্য উপাত্ত। এতদসত্ত্বেও যত দ্রুত সম্ভব পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করার সিদ্ধান্ত

করা হয়। কারণ, সরকার যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গতিপূর্ণ নীতিমালা ও কর্মসূচী প্রণয়নে সহায়ক একটি সঠিক লক্ষ্য ও কাঠামোর মধ্যে এর অগ্রাধিকারক্রম নির্ধারণের আশু প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে।

দেশের জনগণের পক্ষ থেকে কঠোর পরিশ্রম ও প্রয়োজনে যে কোন ত্যাগের জন্য সর্বাত্মক অঙ্গীকার ছাড়া কোন পরিকল্পনাই, তা যত সুলিখিত হোক না কেন, সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন হতে পারে না। আমাদের সবাইকে তাই অবিচল সংকল্প নিয়ে জাতি গঠনের কাজে নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের জনগণ যে সাহস ও শৌর্য দেখিয়েছিল, এরই ধারা সমুন্নত রেখে এই দায়িত্ব সম্পাদনেও তারা পরিপূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করবে।[১]

পরিশ্রম মানুষের সফলতা ও উন্নতির চাবি কাঠি। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ কিংবা রাষ্ট্রীয় জীবনে সফলতা ও উন্নতির জন্য প্রয়োজন পরিশ্রম। ইসলাম পরিশ্রমের ব্যাপারে ব্যাপক গুরুত্ব প্রদান করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে কোন জাতির ভাগ্যের উন্নয়ন নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আল্লাহ্ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থা নিজে পরিবর্তন করার চেষ্টা করে।"[২] অর্থাৎ নিজেরা নিজেদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করলে মহান আল্লাহ্ তাদের উন্নতির জন্য সহযোগিতা করবেন। মহান আল্লাহ্ নামায আদায় করার পর রিযিক অন্বেষণ করার জন্য জমিনে ছড়িয়ে পরার নির্দেশ প্রদান করেছেন। এর মাধ্যমে আমরা একথা বুঝতে পারি যে নামাযের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র সাথে যোগাযোগ করতে হবে, সাথে সাথে নিজেদের পরিশ্রম করতে হবে। আবার শুধু পরিশ্রম করলেও চলবে না মহান আল্লাহ্র ডাকে সাড়া দিতে হবে। তার সাথে নামাযের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে। তা হলে তিনি আমাদের সফলতা ও উন্নতির পথে দেখিয়ে দিবেন।

উন্নয়নের জন্য শুধু পরিকল্পনা করলেই চলবে না, প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টা। এ জাতি স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে মহান ত্যাগের পরিচয় দিয়েছে ঠিক তেমনি এক ত্যাগের পরিচয় দিতে হবে এ দেশের উন্নয়নের জন্য। পৃথিবীতে যে জাতি যত উন্নত সে জাতি ততটা পরিশ্রমী। পরিশ্রমের সাথে সততা, যোগ্যতা ও একতার প্রয়োজন। তা না হলে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। ইসলাম এর সব ক'টির ব্যাপারেই নির্দেশনা প্রদান করেছে।

---

[১] শেখ মুজিবুর রহমান, *মুখবন্ধ,* ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ২০১৫/২০১৬-২০১৯/২০২০, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

[২] আল-কুরআন, **১৩:১১** (إِنَّ اللَّـهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ)

উন্নয়নের জন্য সততার সাথে সবাইকে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। মহানবী (সা.) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব হিসেবে, শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক ও শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। এর বড় কারণ ছিলো, তিনি তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সততা ও সত্যবাদিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর এই সততা ও সত্যবাদিতার শিক্ষা তার সাহাবীদের মাঝেও ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, যার কারণে তারাও হয়েছিলেন সমাজ ও রাষ্ট্রে শ্রেষ্ঠ মানব সম্পদ। তারা সমাজ, দেশ ও জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য, মানবতার মুক্তি ও সফলতার জন্য আজীবন নিবেদিত ছিলেন। আজ আমাদের সমাজের অসংখ্য মানুষ সততা ও সত্যবাদিতা জলাঞ্জলি দিয়ে, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজের স্বার্থ অর্জন করার জন্য নিবেদিত থাকে। সমাজে বিশাল জনগোষ্ঠীর কথা তারা ভুলে যায়। যা স্বাভাবিক টেকসই উন্নয়নকে অনেকাংশেই ব্যাহত করে।

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার পর সেখানকার উন্নয়নের জন্য সকল সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করার আহবান করেছিলেন। মদীনা সনদের মাধ্যমে সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা করেছিলেন। যা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে বেগবান করেছিল। দেশের স্বার্থে সবই ঐক্যবদ্ধ থাকলে দেশে স্থিতিশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করা সহজ হয়। ইসলাম তাই ঐক্যের ব্যাপারে তাকীদ প্রদান করেছে।

আমাদের দেশে উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো অসততা, অনিয়ম আর দুর্নীতি। দুর্নীতির কারণে আমাদের দেশে যে অর্থের ক্ষতি হয় তার সঠিক হিসেব দেয়া বড়ই কঠিন। তবে এ কথা বলা যায় যে, আমরা আমাদের দেশের দুর্নীতি বন্ধ করতে পারলে কিংবা সহনীয় পর্যায় নিয়ে আসতে পারলে আমাদের দেশ অল্প সময়ের মধ্যে উন্নত হতে পারবে। আর সে জন্য প্রয়োজন মহান আল্লাহ্‌র দেয়া আদর্শকে জীবনের সর্বত্র অনুসরণ করা। সমাজের প্রতিটি পর্যায়ে কুরআন ও হাদীসের শিক্ষাকে সম্প্রসারণ করতে পারলে আমরা মানুষের চরিত্রের উন্নয়ন ঘটাতে পারবো। কারণ পবিত্র কুরআন মানুষকে উন্নত আদর্শের মানুষ হিসেবে তৈরি করে। পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন কুরআনের আদর্শে আদর্শবান। কুরআনের সংস্পর্শ এক সময়কার বর্বর আরব জাতিকে উন্নত জাতিতে পরিণত করেছিল। আমাদের জাতিকে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করতে হলে এদেশের মানুষকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। আধুনিক সকল শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে নৈতিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। তা না হলে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো না।

গবেষণার প্রাপ্তি

ইসলাম একটি পরিকল্পিত ও উন্নয়নমুখী ধর্ম। পরিকল্পনা ছাড়া উন্নয়নের সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। আর এই পরিকল্পনা মহান আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম ইসলামের আলোকে হওয়া প্রয়োজন। ইসলামের আলোকে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা না করলে উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। কারণ মহান আল্লাহ্‌ই জানেন মানুষের সফলতা ও উন্নয়ন কোন পথে রয়েছে। তাই উন্নয়নকে টেকসই ও মানব বান্ধব করতে ইসলামের আলোকে আমাদের দেশের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করা প্রয়োজন। এই উপলব্ধি থেকে ইসলামের আলোকে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উন্নয়ন নিশ্চিত করণের নিমিত্তে "ইসলামে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ সম্পাদন করা হয়েছে। আলোচ্য অভিসন্দর্ভে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলামের দিক-নির্দেশনা, নীতিমালা, বিধি-বিধান, তথ্য-উপাত্ত, বিশেষজ্ঞদের মতামত, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণা কার্যক্রম, বই, রিপোর্ট, গবেষণা জার্নাল, বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা, পত্র-পত্রিকা, গেজেট এবং বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য লিখিত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ইসলামের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের মিল-অমিল খুঁজে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে শুধু গবেষণায় প্রাপ্ত কিছু বিষয়ের চিত্রসমুহ দৃষ্টি গোচর করা এবং এর অর্ন্তনিহিত উপাদানকে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা এ সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে নতুন নতুন গবেষণার দ্বার উম্মোচিত করবে।

১। বর্তমান বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রমের অনেক কিছুরই ইসলামের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে মিল রয়েছে। সরকারি উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিক্ষা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, নারী ও শিশু অধিকার নিশ্চিত করণ, দুর্নীতি দমন, পরিবেশ সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইসলামও তার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের এ সব বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করে থাকে যা পূর্বে বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২। আমাদের দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো অনেক উন্নতমানের, তবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সৎ ও দক্ষ জনশক্তির অভাব রয়েছে। কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন না করতে পারলে এর সঠিক ফল লাভ করা সম্ভব নয়। আমাদের দেশে পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রায়শই দুর্নীতির কারণে উন্নয়ন পরিকল্পনার ব্যয় অনেকগুণ বেড়ে যায়, অনেক সময় আবার যথাযথভাবে প্রকল্প

বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। দক্ষ জনবল না থাকার কারণে অনেক ক্ষেত্রে বেশি অর্থ ব্যয় করে বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিয়ে আসতে হয়, যার কারণে প্রকল্প ব্যয় অনেক বেড়ে যায়। ইসলাম দক্ষ জনশক্তি তৈরির সাথে সাথে তাদের সততা ও নিষ্ঠার উপর গুরুত্ব প্রদান করে, যা উন্নয়নের জন্য অতীব জরুরি।

৩। উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলোতে মানব সম্পদ উন্নয়নে নৈতিকতার প্রতি তুলনামূলক কম গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে নৈতিক উন্নয়ন ছাড়া আধুনিক সকল শিক্ষাই অনেক ক্ষেত্রে মূল্যহীন। সাধারণত উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষিত হয়ে মানুষ বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় কাজে নিয়োজিত হয়। অথচ আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষায় ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিকতা উন্নয়নের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। যার ফলে উচ্চ শিক্ষিত লোকজনই বিভিন্ন বড় বড় পদে বসে অনিয়ম ও অন্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে, যা স্বভাবতই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত করছে।

৪। আমাদের শিক্ষা ও গবেষণায় তুলনামূলক কম গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। একটা দেশের উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও গবেষণায় সবচেয়ে বেশি ব্যয় করতে হবে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, "সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষাখাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর হতে পারে না। ...জাতীয় উৎপাদনের শতকরা কমপক্ষে ৪ ভাগ সম্পদ শিক্ষা খাতে ব্যয় হওয়া প্রয়োজন।"[১] অথচ বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে জিডিপির প্রায় ২ শতাংশ ব্যয় করে, যা এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ৩২টি দেশের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন। বাংলাদেশের চেয়ে কম ব্যয় করে শুধু কম্বোডিয়া। সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে ভারতে শিক্ষা খাতে ব্যয় জিডিপির ৩ দশমিক ৮ শতাংশ, পাকিস্তানে তা ২ দশমিক ৬ শতাংশ, নেপালে ৩ দশমিক ৭ শতাংশ, মালদ্বীপে ৫ দশমিক ২ শতাংশ। এই খাতে নিউজিল্যান্ড ব্যয় করে জিডিপির প্রায় সাড়ে ৬ শতাংশ।[২]

৫। আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে নৈতিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের স্বল্পতা রয়েছে। নৈতিক শিক্ষা এবং এর চর্চা শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না। পরিবার থেকে শুরু করে প্রত্যেক অফিস আদালতে কুরআন ও হাদীসের চর্চা করতে হবে। নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত, হালাল উপার্জন ও হারাম পরিহারের তাকীদ থাকতে হবে। সততা ও সত্যবাদিতার চর্চা করতে হবে, মিথ্যা বর্জন

[১] কাজী খলীকুজ্জামান, "বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা-দর্শন ও বাস্তবতা", *দৈনিক সমকাল,* ১৭ মার্চ, ২০২০, পৃ. ০৪

[২] রাজীব আহমেদ, "শিক্ষা-স্বাস্থ্যে সবচেয়ে কম ব্যয় করে বাংলাদেশ", *দৈনিক প্রথম আলো,* ২৩ জুন, ২০১৮, পৃ. ১৩

করতে হবে। সামাজিক দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হবে। তা হলেই আমরা কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো।

৬। দারিদ্র্য দূরীকরণে যাকাতের তেমন কোন প্রয়োগ দেখা যায় না; অথচ যাকাত ব্যবস্থা হতে পারে দারিদ্র্য দূরীকরণের সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশে যদি যাকাত যথাযথভাবে সংগ্রহ করা হয় তা হলে বছরে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা যাকাত সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। আর এই টাকা যদি গরীবের মধ্যে যথাযথ ভাবে বণ্টন করে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়, তা হলে বাংলাদেশের দারিদ্র্য খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই দূর করা সম্ভব হবে।

৭। সম্পদের সুষম বণ্টন ও ব্যবহারের অভাবে আমাদের দেশে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাহত হয়। অনিয়ম আর অসততার কারণে রাষ্ট্রীয় সম্পদ সঠিক ভাবে বণ্টন ও ব্যবহার না হওয়ার কারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, তারা দারিদ্র্য দূর করতে ব্যর্থ হয়, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত হয়।

৮। আমাদের দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পদের অপচয় ও অপব্যয় অনেক বেশি হচ্ছে। অনিয়ম, অদক্ষতা, অসচেতনতা, দায়িত্বহীনতা ও অসততার কারণে অনেক সম্পদের অপচয় ও অপব্যয় হয়। বাংলাদেশে রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণে ব্যয় প্রতিবেশী ভারত, চীন কিংবা জাপানের চেয়ে অনেক বেশি হয়, এর বড় কারণ দুর্নীতি।

৯। আমাদের দেশে মাদকসহ বিভিন্ন নেশায় যুব সমাজসহ অনেকে আসক্ত। দেশজুড়ে প্রায় সাড়ে তিন লাখ মানুষ নানাভাবে মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী দেশে আসক্তদের শতকরা ৯০ ভাগকে কিশোর-তরুণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের শতকরা ৪৫ ভাগ বেকার ও ৬৫ ভাগ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট। আর উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা ১৫ শতাংশ। অবৈধ মাদকদ্রব্য আমদানির জন্য প্রতিবছর ১০ হাজার কোটিরও বেশি টাকার মুদ্রা বিদেশে পাচার হচ্ছে।[১] ইসলাম মাদকের যে কোন রকমের ব্যবহার কঠোরভাবে নিষেধ করেছে, কারণ এর মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র দীর্ঘ মেয়াদী ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

১০। এ দেশের রাজনৈতিক সহিংসতা ও এর প্রভাব উন্নয়নকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে আমাদের দেশ অর্থনৈতিকভাবে

---

[১] ডা. অরূপ রতন চৌধুরী, "বাংলাদেশের যুব সমাজ ও মাদকাসক্তি", *দৈনিক কালের কণ্ঠ,* ২৬ জুন, ২০১৯, পৃ. ১৫

ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন হয়। ইসলাম যে কোন সহিংসতা বা ফাসাদের বিপক্ষে এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থানের পক্ষে।

১১। আমাদের দেশের মানুষ সময়ের ব্যাপক অপচয় করে। এ দেশের মানুষ অধিকাংশ সময়ই অফিসের কাজ যথাসময় সম্পন্ন করে না, নিজের গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা দায়িত্ব পালন না করে অন্যের সমালোচনা কিংবা ক্ষতি করার কাজে সময় নষ্ট করে। এ দেশে উন্নয়নের পথে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হলো সময়ের যথাযথ ব্যবহার না করা। অথচ ইসলাম সময়ের যথাযথ ব্যবহারের প্রতি তাকিদ প্রদান করেছে।

১২। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সোনার মদীনা গড়ার জন্য সোনার মানুষ আগে তৈরি করেছিলেন। আর এই সোনার মানুষদেরকে দিয়েই সোনার মদীনা গড়েছিলেন। অর্থাৎ উন্নত পরিবার, সমাজ কিংবা রাষ্ট্র গঠন করার জন্য আগে ব্যক্তি মানুষকে উন্নত করে গড়ে তুলতে হবে। মানুষকে ভালভাবে গড়তে পারলে, এই মানুষই উন্নত পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গড়ে তোলার কাজে নিয়োজিত থাকবে।

সুপারিশমালা

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানব জীবনের প্রতিটি বিষয় সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালনা না করলে ব্যক্তি, সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর এই সুপরিকল্পিতভাবে জীবন পরিচালনার জন্য মহান রব্বুল আলামীনের বিধান তথা ইসলামের বিকল্প নেই। কারণ তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আর তিনি জানেন মানুষের কল্যাণ তথা উন্নয়ন কোথায় রয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়নে ইসলামের বিধি-বিধানকে কাজে লাগাতে পারলে এদেশের উন্নয়ন আরো গতিশীল ও স্থিতিশীল হবে। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল ও নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ। সুপরিকল্পিত পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নকে বেগবান ও স্থিতিশীল করার কথা চিন্তা করেই “ইসলামে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ” শিরোনামে অভিসন্দর্ভ রচনার মাধ্যমে গবেষণা কর্ম সম্পাদন করা হয়েছে। গবেষণায় ইসলামের যে সকল বিষয়ে পরিকল্পনা ও উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত, যে সব বিষয় বাংলাদেশের উন্নয়নকে আরো গতিশীল ও স্থিতিশীল করবে বলে প্রতীয়মান হয়েছে সে সকল বিষয়ের কিছু পরামর্শ ও সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে। গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে কতিপয় সুপারিশ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-

১। মানব সম্পদ উন্নয়নে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। ইসলাম মানব সম্পদ উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছে। সুশিক্ষিত, আদর্শবান, দক্ষ, সৎ, পরিশ্রমী ও ন্যায়পরায়ণ মানব সম্পদ গড়তে পারলে, এরাই পরিশ্রম, মেধা ও দক্ষতা দিয়ে দেশকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যেতে পারবে। আর এই ধরনের সুশিক্ষিত ও আদর্শবান মানুষ গড়ার জন্য আধুনিক শিক্ষার সাথে সাথে কুরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত করে মানব সম্পদ গড়ে তুলতে হবে ।

২। মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য বাস্তবমূখি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে মানব সম্পদ উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কুরআন, হাদীসসহ ইসলামের বিভিন্ন বিষয় দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে সম্পৃক্ত করতে হবে। এমন মানব সম্পদ গড়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে যাতে তারা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনে সফলতা লাভ করতে পারে।

৩। শিক্ষার সকল স্তরে নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে, তা না হলে শিক্ষার সুফল লাভ করা যাবে না। শৈশব থেকে শিক্ষার সকল স্তরে, সকল শাখায় ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষার প্রসার করতে পারলে আমরা সুশিক্ষিত মানুষ পাবো যারা অসৎ হবে না, দুর্নীতি করবে না, হত্যা করবে না,

কাজে ফাঁকি দিবে না এবং মানুষের সম্পদ আত্মসাৎ করবে না। তাঁরা মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত রাখবে। যা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নকে গতিশীল করবে।

৪। ইসলামের আলোকে পরিকল্পিত পরিবার গঠন করতে হবে। পারিবারিক ভাবে নৈতিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। পরিবার থেকেই মানুষ তার প্রথম শিক্ষা লাভ করে, তাই পারিবারিক ভাবে প্রথম নৈতিক শিক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে, শিশুকাল থেকেই নৈতিক শিক্ষা প্রদান করতে হবে। শিশুদেরকে নৈতিক শিক্ষা প্রদানের আগে পিতা-মাতা কিংবা অভিভাবকদের নৈতিক গুণ অর্জন করা আবশ্যক। তা না হলে শিশুদের মধ্যে নৈতিক শিক্ষার কোন প্রভাব পরবে না। আমাদের সমাজে একটা প্রবাদ আছে যে, 'আপনি আচরি ধর্ম পরকে শেখাও'।

৫। নৈতিক শিক্ষার ভিত্তি কুরআন ও হাদীস হওয়া প্রয়োজন। মহান আল্লাহ্ এই পৃথিবীতে মানুষকে ভালভাবে চলার জন্য কিছু নীতি আদর্শ পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। আর এই কুরআনের আদর্শ দিয়ে সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ মুহাম্মাদ (সা.) কে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাই তাঁর জীবন-আদর্শ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে তা অনুসরণ করতে হবে।

৬। উন্নয়নকে নিশ্চিত করতে হলে আইনের শাসন যথাযথ ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক কিংবা আত্মীয়-স্বজনের পরিচয়ে কোন অপরাধীকে ছাড় দিলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পরে, বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষ আস্থা হারিয়ে ফেলে, উন্নয়ন ও শান্তি কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইসলামী আইন বিচার ব্যবস্থা যথাযথভাবে পালন করার নির্দেশ প্রদান করে, এ ব্যাপারে কোনরূপ ছাড় প্রদান করে না। মদ পান করার অপরাধে অর্ধজাহানের খলিফা হযরত ওমর (রা.) তার পুত্র আবু শাহমাকে বেত্রাঘাতের সিদ্ধান্ত নিয়ে তা নিজ হাতে বাস্তবায়ন করেছিলেন। তার সন্তান মৃত্যু বরণ করেছিলেন কিন্তু তিনি তার সন্তানের উপর কোনরূপ দয়া বা করুণা প্রদর্শন করেননি।

৭। দারিদ্র্য দূর করতে যাকাতের পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। যাকাত দারিদ্র্য দূরীকরণের সর্বোত্তম উপায় বিধায় মহান আল্লাহ্ সামর্থ্যবানদের জন্য ফরয করে দিয়েছেন। যাকাত ব্যবস্থা ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান কমিয়ে নিয়ে আসে, অর্থনীতিকে গতিশীল করে। ইসলাম এমন এক সমাজ ব্যবস্থা উপহার দিয়েছিল যেখানে যাকাত নেয়ার লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল।

৮। সম্পদের অপচয় ও অপব্যয় রোধ করতে হবে। আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সম্পদের ব্যাপক অপচয় কিংবা অপব্যবহার হয়। সম্পদের অপচয় রোধ করতে না পারলে আমরা টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারবো না। সম্পদের মালিক মূলত আল্লাহ্ তা'আলা,

মানুষ কিছু সময়ের জন্য তা দেখাশোনা কিংবা সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করে, তাই সম্পদকে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে, কোন মতেই অপচয় কিংবা অপব্যবহার করা যাবে না।

৯। জনপ্রতিনিধিসহ রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের সততা ও স্বচ্ছতার পরিচয় দিতে হবে। জনগণের সম্পদ জনগণের কাছে যথাযথভাবে পৌঁছে দিতে হবে। দায়িত্ব ও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

১০। টেকসই উন্নয়নের জন্য মাদক দ্রব্যের সব ধরনের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন। কারণ মাদক দ্রব্য মানুষের জন্য অকল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে, শান্তি বিনষ্ট করে, উন্নয়ন বিঘ্নিত করে। তাই ইসলাম এর সবকিছুই নিষিদ্ধ করেছে।

১১। সময়ের যথাযথ ব্যবহার করার জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা থাকতে হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী সময়ের যথাযথ ব্যবহার করতে হবে, কারণ সময় বড়ই মূল্যবান সম্পদ। সময় জীবন থেকে একবার চলে গেলে আর কখনও ফিরে পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে মানুষ স্বল্প সময়ের জন্য এসেছে। তাই সময়ের যথাযথ ব্যবহার করতে হবে। যে জাতি যতই উন্নত হয়েছে তারা সময়ের মূল্য ততই দিয়েছে। তাই উন্নয়নের জন্য সময়ের মূল্য দিতে হবে অর্থাৎ সময়ের যথাযথ ব্যবহার করতে হবে।

১২। প্রত্যেকটি মানুষকেই যে যার অবস্থানে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে। শুধু সরকার, প্রশাসন কিংবা জন প্রতিনিধিরাই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না, উন্নয়ন সাধন করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। পরিবারের প্রধানের পরিবারের প্রতি দায়িত্ববান হতে হবে, অফিস প্রধানের অধীনস্থদের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে, ছাত্র-ছাত্রীদের মূল দায়িত্ব পড়াশুনা করা, তারা নিয়মিত পড়াশুনা করবে। আর এ ভাবে যদি যে যার অবস্থানে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করে তাহলে আমাদের এ দেশ সহজেই উন্নত হবে।

১৩। আমাদেরকে সোনার বাংলা গড়ার জন্য আগে সোনার মানুষ তৈরি করতে হবে। অর্থাৎ দেশ গড়ার ক্ষেত্রে, দেশের উন্নয়নের জন্য দেশের মানুষকে ভালভাবে গড়তে হবে। মানুষদেরকে শিক্ষিত করতে হবে, উন্নত চরিত্রের মানুষ হিসেবে তৈরি করতে হবে। তাকওয়াবান করতে হবে যাতে প্রতিটি কাজে তারা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে। মহানবী (সা.) নবুয়্যত প্রাপ্তির পর মানুষকে ইসলামের পথে দাওয়াত দিয়েছেন, শিক্ষিত করেছেন, সাথে সাথে উন্নত চরিত্র গঠনের দিকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। আমাদেরকে উন্নত চরিত্রের মানুষ গড়ার জন্য রাসূলের আদর্শ অনুসরণ করতে হবে।

রাসূলের চরিত্র মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে। রাসূলের চরিত্র অনুসরণের মাধ্যমে আমাদের জীবনে সকল উন্নতি ও সফলতা রয়েছে ।

উপসংহার

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ, সুপরিকল্পিত ও উন্নয়নমুখী জীবন বিধান। মানুষের জীবনের দু'টি অধ্যায় আছে, একটি হলো ইহলৌকিক আর অন্যটি হলো পারলৌকিক জীবন। ইসলাম ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনে সফল হওয়ার জন্য পরিকল্পনা ও উন্নয়নের দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। মহান আল্লাহ্ এই মহাবিশ্বের সবকিছুকে সুপরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যকটি সৃষ্টিকে আল্লাহ্ এতই সুপরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করেছেন যে এর মধ্যে কোন ক্রটি পাওয়া যায় না। মহান আল্লাহ্র এক অপরূপ মহান সৃষ্টি মানুষ। মানুষের সৃষ্টির দিকে তাকালেই বুঝা যায় যে, মহান স্রষ্টা একে কত সুন্দর ও সুপরিকল্পিত ভাবে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে।"[১] মানুষকে সুপরিকল্পিত ভাবে সৃষ্টি করে দুনিয়া ও আখেরাতের উন্নতি ও সফলতার জন্য পথ নির্দেশিকা হিসেবে নির্ভুল কুরআন দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন, "এটা সে কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য এটা পথ নির্দেশ।"[২]

মানুষ যাতে এই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে থাকতে পারে এ জন্য তাকে মেধা ও বুদ্ধিমত্তায় শ্রেষ্ঠ করেছেন। দুনিয়ার জীবন পারলৌকিক জীবনের তুলনায় খুবই স্বল্প সময়ের। তাই এই স্বল্প সময়কে সুপরিকল্পিত ভাবে ব্যবহার না করতে পারলে দুনিয়ায় উন্নতি করা যাবে না এবং আখিরাতের অনন্ত জীবনে সফল হওয়া যাবে না। তাই দুনিয়ায় উন্নতি, অগ্রগতি, সফলতা ও পারলৌকিক জীবনে মুক্তি ও শান্তির জন্য সময়ের পরিকল্পিত ব্যবহার প্রয়োজন। ইসলামী বিধানের পরিপন্থী নয়, এমন আধুনিক ও কল্যাণকর উন্নয়ন ইসলাম সমর্থন করে। আর আধুনিক উন্নয়নের যে বিষয়গুলো ইসলাম সমর্থন করে না তা খুব বেশি নয়। যেমন- ইসলাম সুদ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থাকে সমর্থন করে না, কারণ সুদ মানুষের শোষণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে, যা অনেকভাবেই আজ প্রমাণিত। তাই আল্লাহ্ সুদ প্রথাকে হারাম করেছেন এবং এর পরিবর্তে ব্যবসাকে হালাল করেছেন। যার কারণে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশের ব্যাংকগুলো সুদ ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার পাশাপাশি ব্যবসা ভিত্তিক ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করছে। আমাদের বাংলাদেশেও অনেক ব্যাংক প্রচলিত সুদ ভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাও চালু করেছে। ইসলামিক

---

[১] আল-কুরআন, ৯৫:০৪ (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ)

[২] আল-কুরআন, ২:২ (ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ)

ব্যাংকিং ব্যবস্থা বেশি লাভজনক বিধায় গ্রাহকরাও এই ব্যবস্থার দিকে বেশি ঝুঁকে পরছে। ইসলাম অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ভারসাম্য নিয়ে আসার জন্য যাকাত ও উশরের মাধ্যমে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান দূর করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

উন্নয়নের বড় একটি শর্ত দারিদ্র্য বিমোচন। দারিদ্র্য বিমোচন করার জন্য জাতি সংঘসহ বিভিন্ন সংস্থা যে সব উদ্যোগ নিয়েছে, ইসলাম বহু আগেই এই দারিদ্র্য বিমোচন করার দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে এবং তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়ে দিয়েছে। ইসলামের যাকাত ও উশর ব্যবস্থা বাস্তবায়নের ফলে আরবের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা এতই ভাল হয়েছিল যে যাকাত নেয়ার লোক খুঁজে পাওয়া মুশকিল ছিল। যাকাতের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ, সামাজিক সমতা বিধান ও অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ অন্যান্য গুরুত্বের কারণে পবিত্র কুরআনে সালাত (নামায) এর পাশাপাশি যাকাতের ব্যাপারেও সর্বমোট ৮২ বার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, এর মধ্যে 'যাকাত' শব্দ দ্বারা ৩০ বার, 'ইনফাক' শব্দ দ্বারা ৪৩ বার এবং 'সাদাকা' শব্দ দ্বারা ৯ বার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। যাকাত ও উশরের মাধ্যমে গরিব মানুষের মৌলিক চাহিদা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়, উন্নয়নের ধারাকে গতিশীল রাখা যায়। সেন্টার ফর জাকাত ম্যানেজমেন্ট (সিজেএম) এর ২০১৬ সালের গবেষণায় পাওয়া যায় যে, বাংলাদেশে যাকাত যোগ্য অর্থের পরমিাণ ১০ লাখ কোটি টাকা। এ থেকে আড়াই শতাংশ হারে যাকাত আদায় করলে ২৫ হাজার কোটি টাকা আদায় করা সম্ভব। ২০১৯ সালের গবেষণায় সংস্থাটি জানিয়েছে বাংলাদেশে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা যাকাত আদায় করা সম্ভব। এই যাকাতের অর্থ পরিকল্পিতভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রদান করা গেলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এ দেশের দারিদ্র্য দূর করে উন্নত একটি রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া সম্ভব।

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমকে বাস্তব সম্মত, টেকসই ও কল্যাণমুখি করার জন্য "ইসলামের দৃষ্টিতে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ" শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে অত্র অভিসন্দর্ভটি রচনা করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার উদ্দেশ্য, পরিধি, যৌক্তিকতা, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট যে সব বিষয়ের আলোচনা পাওয়া যায় তা উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইসলাম পরিচিতি, পরিকল্পনার ধারণা, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, প্রকারভেদ, প্রণয়ন প্রক্রিয়া, প্রয়োজনীয়তা, বিবেচ্য বিষয়সমুহ এবং ইসলামে পরিকল্পনার ধারণা ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ইসলামের দৃষ্টিতে উন্নয়নের ধারণা, বৈশিষ্ট্য, টেকসই উন্নয়ন, উন্নয়নের শর্তাবলী, কিছু সুপারিশমালা, প্রকারভেদ, সর্বোপরি ইসলামের দৃষ্টিতে

উন্নয়ন কার্যক্রমের একটি সার্বিক চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যক্তিগত উন্নয়নের বিভিন্ন দিক যেমন, শৈশবে যথাযথ ভাবে লালন পালন, নৈতিক শিক্ষা প্রদান, জ্ঞান অর্জন, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, অনৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকা, আদর্শ মানুষের অনুসরণ ও আত্মিক উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহের পরিকল্পনা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের বিভিন্ন দিক, সন্তান লালন-পালন, সন্তানের সুশিক্ষা, হালাল উপার্জন, পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করে হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইসলামে সামাজিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম, ঐক্য প্রতিষ্ঠা, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক, সমাজকে সুশিক্ষিত করা, ইয়াতিম, দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো, নারী অধিকার ও সম্মান প্রতিষ্ঠা, সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষা করা, অনৈতিক কাজ বন্ধ করা প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। সপ্তম অধ্যায়ে ইসলামে মানব সম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম আলোকপাত করা হয়েছে। সন্তানের যথাযথ লালনপালন, জ্ঞান অর্জন, কুরআন, হাদীসের অধ্যয়ন, নবী, রাসূল ও সাহাবীদের জীবনী অধ্যয়ন, সততা, সত্যবাদিতা, ধৈর্য, আমানত, ওয়াদা পালন, পরিশ্রমী হওয়া, স্বাস্থ্য সুরক্ষা প্রভৃতি বিষয় আলোকপাত করা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায়ে ইসলামে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে সাধারণ অর্থনীতি ও ইসলামিক অর্থব্যবস্থার পরিচয়, ইসলামে উন্নয়ন অর্থব্যবস্থার নীতিমালা, যাকাত ব্যবস্থা চালু, সুদ ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা বন্ধ ও হালাল ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, কৃষি ব্যবস্থার গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয় আলোকপাত করা হয়েছে। নবম অধ্যায়ে ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ, বিচার বিভাগের দায়িত্ব-কর্তব্য ও এর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে। দশম অধ্যায়ে মুহাম্মাদ (সা.) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম আলোচনা করা হয়েছে। যেখানে এমন একটা সময় ছিল যে যাকাত নেয়ার লোক খুঁজে পাওয়া কষ্টকর ছিল, মানুষের জীবন-মানের নিরাপত্তা ছিল, মানুষ শান্তিতে বসবাস করতো। একাদশ অধ্যায়ে বাংলাদেশের পরিচিতি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম যেমন, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় শিক্ষানীতি, প্রবীণ বিষয়ক জাতীয় উন্নয়ননীতি, বদ্বীপ পরিকল্পনা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনার বিভিন্ন দিকের ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বাদশ অধ্যায় হলো এই অভিসন্দর্ভের সর্ব শেষ অধ্যায়, এ অধ্যায়ে গবেষণার সার্বিক পর্যালোচনা ও সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে মানব সম্পদ উন্নয়ন, শিক্ষার সাথে

নৈতিকতার সমন্বয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের একটি সার্বিক দিকনির্দেশনা ইসলামের নির্দেশনার আলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ব্যক্তি, সমাজ কিংবা রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন শিক্ষা। পৃথিবীতে দেখা যায় যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত, সে জাতি তত উন্নত। আমাদের দেশের যতটুকু উন্নতি ও অগ্রগতি হয়েছে তার বড় একটি কারণ হলো শিক্ষার অগ্রগতি। শিক্ষা বা সাক্ষরতার হার কিছুটা বাড়লেও নৈতিকতার কমতি রয়েছে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে। যার কারণে এদেশের অনেক দুর্নীতি, অনিয়ম ও অনৈতিকতার মধ্যে নিয়োজিত রয়েছে অনেক শিক্ষিত লোকজন। বাংলাদেশ উন্নয়নে পিছিয়ে থাকার বড় একটি কারণ এদেশে দুর্নীতি, অনিয়ম ও অনৈতিকতা। এই দুর্নীতি বন্ধ করতে না পারলে আমরা যথাসময়ে আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো না। ইসলাম শুধু শিক্ষার ব্যাপারেই বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে না বরং এমনই এক শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলে, যার মাধ্যমে দুর্নীতি, অনিয়ম ও অনৈতিকতা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

উন্নয়নের জন্য আর একটি বিষয়ের প্রয়োজন তা হলো ব্যবসা-বাণিজ্য তথা শিল্পায়নের প্রসার। ইসলাম ব্যবসা-বাণিজ্য বৈধ করেছে, উৎসাহিত করেছে, সৎ ব্যবসায়ীকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সা.) সহ অনেক নবী-রাসূলই ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তবে সব ব্যবসা ইসলাম বৈধ করেনি। সুদ ভিত্তিক ব্যবসা বাণিজ্য ইসলাম হারাম করেছে। কারণ সুদের মাধ্যমে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান শুরু হয়। ইসলাম সকল ধরনের অবৈধ বস্তুর ব্যবসা-বাণিজ্যকে হারাম করেছে। যেমন: মদ খাওয়া যেমনি হারাম, তেমনি মদের সাথে সংশ্লিষ্ট সব কিছুই হারাম। আমাদের দেশে মাদক বন্ধের ব্যাপারে ইসলামের এই নীতি অনুসরণ করলে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণে আরও বেশি সফল হওয়া যাবে। ইসলাম জুয়া খেলাকে হারাম করেছে, কারণ এর মাধ্যমে অনেক অনৈতিকতার সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশের সরকার জুয়া কিংবা এর আধুনিক রূপ ক্যাসিনোকে নিষিদ্ধ করেছে এবং এর সাথে সম্পৃক্তদের কঠোর শাস্তির আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করছে, যা আমাদের টেকসই উন্নয়নকে গতিশীল করবে। ইসলাম ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের পরিকল্পিত এবং উন্নয়নমূখি সুপরিকল্পিত জীবন ব্যবস্থার সমাধান দিয়েছে। মানুষ পরিকল্পনা করে এবং আল্লাহ্ পরিকল্পনা করে, কিন্তু মানুষের পরিকল্পনা আল্লাহ্‌র সাহায্য না থাকলে অনেক ক্ষেত্রেই ভুল হয়, কারণ মানুষ ভবিষ্যৎ জানে না। আর পরিকল্পনাতো হয় ভবিষ্যৎ কর্মের জন্য। ইসলামে

পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের জন্য সময়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে না পারলে পরিকল্পনা যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

এই গবেষণায় প্রতিভাত হয় যে, মানুষের জীবনে সফলতা ও উন্নয়নের জন্য আল্লাহ্‌র উপর দৃঢ় আস্থা রাখতে হবে। ইসলামের উন্নয়ন মূলত কোন একটি গোষ্ঠী কিংবা দলের জন্য নয়, এর উন্নয়ন নীতি সার্বজনীন। ইসলাম ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, মানব সম্পদ, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় উন্নয়নসহ সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করে। আর সার্বিক উন্নয়নের সূত্রপাত হয় মূলত ব্যক্তিগত উন্নয়নের মাধ্যমে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে না পারলে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবনের উন্নয়নে তেমন কোন অবদান রাখা সম্ভব হয় না। ব্যক্তিগত উন্নয়নের মডেল হলেন মহানবী (সা.), কারণ তাকে পৃথিবীর উত্তম আদর্শের নিদর্শন হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য প্রত্যেককেই ছোট বেলা থেকে মহান আল্লাহ্‌র উপর আস্থাশীল করে গড়ে তুলতে হবে, কুরআন ও হাসীসের শিক্ষা প্রদান করতে হবে, নামাযের শিক্ষা দিয়ে সাত বছর থেকে নামাযে অভ্যস্থ করতে হবে। সততা, সত্যবাদিতার শিক্ষা দিতে হবে, হালাল হারামের সাথে পরিচয় করিয়ে হালালকে গ্রহণ ও হারামকে পরিহার করার ব্যাপারে সতর্ক করে তুলতে হবে। সামাজিক রীতিনীতি শিক্ষা দিতে হবে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে তাকিদ দিতে হবে। সর্বোপরি সন্তানদেরকে তাকওয়ার শিক্ষা দিতে হবে। তাকওয়ার শিক্ষার সাথে সাথে তাকে প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারলে, তার ব্যক্তিগত জীবনে সফলতা আসবে। এর মাধ্যমে সে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ লাভ করবে।

মানুষ পরিবার থেকে সমাজ, রাষ্ট্র কিংবা জাতীয় জীবনে ভাল কিছু করার মূল শিক্ষা লাভ করে। স্ত্রীর প্রতি স্বামী যেমন দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকবে ঠিক স্ত্রীও তার স্বামীর প্রতি দায়িত্ব পালন করে একটি সুখী ও সুন্দর পরিবার গঠন করবে। পরিবারে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে পিতা-মাতা কিংবা অভিভাবকগণ সন্তানকে কুরআন ও হাদীসের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী আদর্শবান মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করবে, যাতে সন্তান ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে সফলতা লাভ করতে পারে। সুপরিকল্পিত ভাবে সুখি ও শান্তিময় পরিবার গঠন করলে এর ভাল প্রভাব সমাজ ও রাষ্ট্রে পতিত হবে। এই পরিবারের সন্তানরা সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখতে পারবে।

মানুষ সমাজ বদ্ধভাবে বসবাস করে, একাকি বসবাস করতে পারে না। একাকি বসবাস করা ইসলামী বিধি-বিধানের বহির্ভূত। সমাজবদ্ধ ভাবে বসবাসের ধারণা মহান আল্লাহ্‌ই প্রদান করেছেন। উন্নয়নের

জন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার বিকল্প নাই। সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকলে সামাজিক অপরাধ ও বিশৃঙ্খলা সহজে প্রতিরোধ করা যায়। যা টেকসই উন্নয়নের জন্য বিরাট সহায়কের ভূমিকা পালন করে।

উন্নয়নের মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মানুষ। মানব সম্পদের উন্নয়ন করতে না পারলে কোন উন্নয়নই প্রকৃত পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ্ মানুষকে জ্ঞান, বুদ্ধি, মেধা দ্বারা শ্রেষ্ঠ জীবের মর্যাদা দান করেছেন। ইসলামের সকল নির্দেশনা সুস্থ, দক্ষ ও আদর্শবান মানব সম্পদ গড়ার ক্ষেত্রে বিরাট সহায়ক।

ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আজ সারা বিশ্বে একটি উন্নত ও স্থিতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে পরিগণিত। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কল্যাণমূখী উন্নয়ন নিশ্চিত করে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর প্রতিষ্ঠিত মদীনা রাষ্ট্রে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা কায়েমের ফলে এক সময় যাকাত নেয়ার লোক খুঁজে পাওয়া কঠিন হতো। তাই ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অনুসরণ করলে আমরা একটি টেকসই উন্নয়ন অর্জন করতে পারবো।

ইসলাম সুপরিকল্পিত, উন্নত, স্থিতিশীল, সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছে। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) প্রথম মদীনা রাষ্ট্রকে একটি অসাম্প্রদায়িক, স্থিতিশীল, উন্নত ও সুপরিকল্পিত রাষ্ট্রের মডেল হিসেবে উপহার দিয়েছিলেন। তিনি প্রথম লিখিত সংবিধান উপহার দেন। তাঁর নেতৃত্বে মাত্র দশ বছরের মধ্যে এমন রাষ্ট্র উপহার দিয়েছিলেন, যেখানে ছিল না কোন ক্ষুধা ও দারিদ্র্য। ভাল কাজই হলো টেকসই উন্নয়নের জন্য সহায়ক, ইসলাম তাই রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সৎ কাজের আদেশ এবং খারাপ কাজের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

মহানবী (সা.) এর যুগ, খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগকে ইসলামের সোনালী যুগ বলা হয়। মহানবী (সা.) সংঘাতময় আরব সমাজকে হিলফুল ফুজুল বা শান্তি চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি, হানাহানি বন্ধ করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপক উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আল্লাহ্র দেয়া কুরআনের আলোকে তিনি দেশে আইন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সচিবালয় প্রতিষ্ঠা, রাজস্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠাসহ শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ করেছিলেন। জুয়া খেলা, মদ্য পানসহ বিভিন্ন রকমের অসামাজিক ও উন্নয়ন প্রতিবন্ধক কার্যক্রমকে বন্ধ করে ছিলেন। তিনি নারী অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

বাংলাদেশ একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মধ্যম আয়ের উন্নয়নশীল দেশ। ১৯৭১ সালে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের এ দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৭৩ সালে বিশ্বব্যাংকের এক তথ্যতে পাওয়া যায় যে, বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় ছিল ১২০ ডলার। আর ২০২০-২১ অর্থবছরে এদেশের

মাথা পিছু দাড়ায় আয় ২২২৭ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে এদেশের মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে তবে তা আশা ব্যঞ্জক হারে বৃদ্ধি পায়নি। বাংলাদেশ উন্নয়নে কাম্য গতিশীলতা অর্জিত না হওয়ার বড় কারণ হলো অসততা, দুর্নীতি, পুঁজি লুণ্ঠন ও পুঁজি পাচার। বাংলাদেশে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, নারী উন্নয়ন পরিকল্পনা, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা, জাতীয় শিক্ষা নীতি, বদ্বীপ পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইসলামের বিধি-বিধান মেনে এই নীতিমালাগুলোকে পরিচালনা করতে পারলে এর মাধ্যমে আরও ভাল ফলাফল পাওয়া যাবে।

এই পৃথিবীতে মানুষ যাতে সঠিকভাবে, সুপরিকল্পিত জীবনযাপন করতে পারে, শান্তিতে বসবাস করতে পারে, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে সফল হতে পারে, এর দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য মহান আল্লাহ্ বিভিন্ন সময় নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন, সর্বশেষ গ্রন্থ হিসেবে পবিত্র কুরআন দিয়েছেন। আল্লাহ্র দেয়া দিক নির্দেশনা অনুযায়ী যদি বাংলাদেশের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করা যায় তাহলে আমরা আমাদের দেশকে উন্নত দেশে পরিণত করতে পারবো, জাতিসংঘ যে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য মাত্রা দিয়েছে তা অর্জন করা সহজ সাধ্য হবে। এ কথা বলাবাহুল্য যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা আরো বেশি টেকসই, বেশি ভারসাম্যপূর্ণ হবে, কারণ তিনি ভবিষ্যৎ জানেন এবং তিনি মহা পরিকল্পনা গ্রহণকারী।

ইসলাম ইহলৌকিক উন্নয়নের পাশাপাশি পারলৌকিক জীবনের সফলতার জন্য আত্মিক উন্নয়ন তথা নৈতিক উন্নয়নের প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে। কারণ মানুষের মধ্যে নৈতিকতা না থাকলে মানুষ চতুষ্পদ জানোয়ারের চেয়েও খারাপ হয়ে যায়। সে তখন শিক্ষিত মানুষ হলেও মানুষের ক্ষতি করতে দ্বিধা বোধ করে না। নৈতিক শিক্ষার বড় মাধ্যম হলো কুরআনের শিক্ষা, আর নৈতিক আদর্শের বড় নিদর্শন হলো রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ। আমাদের দেশে যদি কুরআনের আদর্শ মেনে, রাসূলের জীবনকে অনুসরণ করে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় তা হলে আমরা স্বল্প সময়ের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের সব লক্ষ্যমাত্রা সহজেই অর্জন করতে পারবো ইনশাআল্লাহ্।

সবশেষে এ কথা বলা যায় যে, আমার এ গবেষণা কর্ম জ্ঞানের জগতে এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করবে। আর এর প্রতিপাদ্য বিষয় ও সুপারিশমালা সুপরিকল্পিত ভাবে বাস্তবায়ন হলে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন আরো বেগবান হবে। আমরা স্বল্প সময়ের মধ্যে একটি উন্নত, আদর্শবান ও শান্তিপূর্ণ রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্ব দরবারে মাথে উঁচু করে দাঁড়াতে পারবো। মহান আল্লাহ্ আমার প্রচেষ্টা, পরিশ্রম ও

গবেষণা অভিসন্দর্ভ কবুল করুন এবং আমি সহ আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভ-এর পাঠকদেরকে দুনিয়ার জীবনে শান্তি, সমৃদ্ধি, উন্নতি ও পারলৌকিক জীবনে মুক্তি ও জান্নাত দান করুন। আমীন

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

আরবি, উর্দু ও বাংলা গ্রন্থাবলী

আল-কুরআন

আল-কুরআনুল করীম : *অনুবাদ,* প্রকাশনা বিভাগ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৭ খ্রি.

আল-কারাদাভী, ডক্টর ইউসূফ : *ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন,* ঢাকা: সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০০৮ খ্রি.

আল-ফারগানানি, শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান : *আল-হিদায়া,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৬ খ্রি.

আল-খাতীব, মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহ : *মিশকাতুল মাসাবিহ,* দিল্লী: কুতুবখানা রশিদীয়া, ১৩৮৭ হি.

আলী, মাওলানা আব্দুল : *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা,* ঢাকা: ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০ খ্রি.

আলী, মাওলানা আবূ সাঈদ মুহাম্মাদ ওমর ও অন্যান্য (সম্পাদিত) : *রাসূলে কারীম (স:) জীবন ও শিক্ষা,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০০ খ্রি.

আনাস, আবু আব্দুল্লাহ মালিক ইবন : *মুয়াত্তা,* বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৯৯৫ খ্রি.

আলমগীর, বাদশা আবুল মুজাফফর মুহাম্মাদ মুহীউদ্দীন আওরংগযেব (র:) : *ফাতাওয়ায়ে আলমগীরি,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ২০০৫ খ্রি.

আস-সুযায়ী, ড. মুসতাফা হুসনী : *ইসলামী শরীআহ ও সুন্নাহ,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪ খ্রি.

আবু ইউসুফ, ড. মুফতী মুহাম্মাদ : *সম্পদ বৃদ্ধির উপায়,* ঢাকা: তাযকির পাবলিকেশন্স, ২০১১ খ্রি.

আল-মারুফ, ড. আবদুল্লাহ : *দুর্নীতির পরিণাম ভয়াবহ,* ঢাকা: ইসলামিক

ফাউন্ডেশন, ২০১১ খ্রি.

আলম, এ, জেড, এম, শামসুল : *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৫ খ্রি.

আমিন, এম রুহুল : *ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা সামাজিক প্রেক্ষাপট,* ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি), ২০০০ খ্রি.

আজাদ, ড. মো: আবুল কালাম : *ইসলামী অর্থনীতির আলোকে আয় ও সম্পদ বন্টন ব্যবস্থা,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১০ খ্রি.

আযাদ, মাওলানা আবুল কালাম, অনুবাদ: জালালাবাদী , আবদুল মতীন : *রাসূলে রহমত (সা),* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৯ খ্রি.

আহমাদ, আব্দুল কাদের : *দারিদ্র্য বিমোচনে মহানবী (সা.),* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৯ খ্রি.

আব্দুদ্দাইয়ান, মুহাম্মাদ ইউনুস : *সমাজ গঠনে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি,* ঢাকা: মুক্তমন প্রকাশনা, ১৯৯৮ খ্রি.

আমিন, আধ্যাপক মোঃ রুহুল : *ইসলামের দৃষ্টিতে উশর: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত,* ঢাকা: ইসলামিক ইকোনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৯৯ খ্রি.

আল-বাদাভী, ড. জামাল : *ইসলামি শিক্ষা সিরিজ (Islamic Teaching Course),* ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বি আই আই টি), ২০০৬ খ্রি.

আম্বিয়া, মওলানা শাখাওয়াতুল : *জুয়া ও সুদ প্রসঙ্গে আল-কুরআন, বিধান*

		ও বাস্তবতা, ঢাকা: আল-বালাগ পাবলিকেশন, ১৯৯৮ খ্রি.
আলী, আধ্যাপক মো: ইউসুফ	:	*অর্থনৈতিক সাম্য ও ইসলাম,* ঢাকা: স্মৃতি প্রকাশনী, ১৯৯২ খ্রি.
আহমদ, মাওলানা রশিদ	:	*শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলাম,* ঢাকা: তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ২০১১ খ্রি.
আল উমরী, ড. আকরাম জিয়া	:	*রাসূল (সাঃ) যুগে মদীনার সমাজ,* ঢাকা: বাংলাদেশ ইনিস্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ২০০৭ খ্রি.
ইমাম বুখারী, আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমা'ঈল আল-জু'ফী (রঃ)	:	*সহীহুল বুখারী,* বৈরুত: মুয়াচ্ছাছাতুর রিসালাহ, ২০১৮ খ্রি.
	:	*বুখারী শরীফ,* অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৭ খ্রি.
ইমাম মুসলিম, আবুল হুসায়ন আল-কুশায়রী, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আন-নিশাপুরী (র)	:	*সহীহ মুসলিম,* বৈরুত: মুয়াচ্ছাছাতুর রিসালাহ, ২০১৯ খ্রি.
	:	*মুসলিম শরীফ,* অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৩ খ্রি.
ইমাম আবু দাউদ, আবূ দাউদ সুলাইমান ইবন আল-আশআস আল-আজদি আস-সিজিস্তানি	:	*সুনানু আবি দাউদ,* বৈরুত: মুয়াচ্ছাছাতুর রিসালাহ, ২০১৩ খ্রি.
	:	*আবু দাউদ শরীফ,* অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৬ খ্রি.
ইমাম তিরমিজি, আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা আস-সুলামি আদ-দারির আল-বুগি আত-তিরমিজি	:	*জামে' আত-তিরমিজি,* বৈরুত: মুয়াচ্ছাছাতুর রিসালাহ, ২০১১ খ্রি.

	:	*তিরমিযী শরীফ,* সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৬ খ্রি.
ইমাম ইবন মাজা, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াজিদ ইবন মাজাহ আল-রাবি আল-কুয়াজুইনী	:	*সুনানু ইবন মাজাহ,* বৈরুত: মুয়াচ্ছাছাতুর রিসালাহ, ২০০৯ খ্রি.
	:	*সুনানু ইবন মাজাহ,* অনুবাদকবৃন্দ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৬ খ্রি.
ইমাম নাসাঈ, আবু আবদ আর-রহমান আহমাদ ইবন সুয়ায়েব ইবন আলী ইবন সিনান আল-নাসাঈ	:	*সুনান আন-নাসাঈ,* বৈরুত: মুয়াচ্ছাছাতুর রিসালাহ, ২০১৮ খ্রি.
	:	*সুনানু নাসাঈ শরীফ,* অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ২০০৮ খ্রি.
ইউসূফুদ্দীন, ডক্টর মুহাম্মাদ	:	*ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৫ খ্রি.
ইবন হাম্বল, আহমদ	:	*মুসনাদে আহমদ,* বৈরুত: দারুল মা'আরিফ, ১৪০৯ হি.
ইমাম নববী (র:), আল্লামা	:	*রিয়াদুস সালেহীন,* ঢাকা: ইসলামীয়া কুরআন মহল, ২০০১ খ্রি.
ইসলাম, ড. মইনুল	:	*বাংলাদেশের রাষ্ট্র সমাজ ও দুর্নীতির অর্থনীতি,* ঢাকা: আহমেদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৭ খ্রি.
ইসলাম, মোঃ নূরুল	:	*বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা (Social Problems in Bangladesh),* ঢাকা: ইসলাম পাবলিকেশন্স, ২০০৬ খ্রি.
ইসলাম, হযরত মওলানা মোহাম্মাদ আমিনুল	:	*তাফসীরে নূরুল কোরআন,* ঢাকা: আল-

বালাগ পাবলিকেশন, ১৯৯৪ খ্রি.

ইসলাম, রিজাওয়ানুল : *উন্নয়নের অর্থনীতি,* ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ২০১৪ খ্রি.

ইসলাম, মাওলানা মোহাম্মাদ আমিনুল : *ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়ন,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৫ খ্রি.

ইসলাম, রিজওয়ানুল : *উন্নয়নের অর্থনীতি,* ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১৪ খ্রি.

ইসলাহী, মাওলানা সদরুদ্দীন : *ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ,* ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, সেপ্টেম্বর ২০০৭

ইহসান, সাইয়েদ মুহাম্মাদ আমীমুল : *তারীখে ইসলাম,* ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫ খ্রি.

উমর চাপরা, এম, : *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন,* ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বি আই আই টি), ২০০০ খ্রি.

: *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ,* ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বি আই আই টি), ২০০১ খ্রি.

উসমানী (র), শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বির আহমদ : *তাফসীরে উসমানী,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭ খ্রি.

উসমানী, শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী : *তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন,* ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, ২০১১ খ্রি.

উল্লাহ্, মাহবুব : *অর্থনীতি চলতি প্রসঙ্গ,* ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০০৫ খ্রি.

উদ্দীন, ড. মুহাম্মাদ ইউসুফ : *ইসলামের অর্থনৈতিক মতবাদ,* ঢাকা: (অনুবাদ: আব্দুল মতিন জালালাবাদী), ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৩ খ্রি.

কবীর, ড. মফীজুল্লাহ : *ইসলাম ও খিলাফত,* ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০৬ খ্রি.

করিম, রেজাউল : *সামাজিক কার্যক্রম, সমাজ সংস্কার ও সামাজিক আইন,* ঢাকা: রেডিয়েন্ট পাবলিকেশন্স, ২০০৩ খ্রি.

কালা'জী, ড. মুহাম্মাদ বাওয়াস : *ফিকহে হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু,* ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০১ খ্রি.

কামাল, ড. মোহাম্মদ মোস্তাফা : *মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৬ খ্রি.

কামাল, আবু হেনা মোস্তফা : *মানব সম্পদ উন্নয়নঃ প্রেক্ষিত ইসলাম,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৬ খ্রি.

কাসেম, ড. মোঃ আবুল : *বাংলাদেশের কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি,* ঢাকা: পালক পাবলিশার্স, ২০০৫ খ্রি.

খলিফা, ড. আব্দুল হাকীম : *ইসলামী ভাবধারা* (অনুবাদ: আব্দুল হাই, সাইয়েদ), ঢাকা: আল-হিকমাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৪ খ্রি.

খান, মোঃ শামসুল কবীর : *বাংলাদেশের অর্থনীতি,* ঢাকা: বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০০৪ খ্রি.

খান, মহিউদ্দীন : *রোযা, যাকাত ও অন্যান্য প্রসঙ্গ,* ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশন, ২০০১ খ্রি.

খান, মাওলানা মুহিউদ্দীন : *মুমিনের জীবনযাপন পদ্ধতি,* ঢাকা: মদীনা

পাবলিকেন্স, ২০০৩ খ্রি.

খালেক, অধ্যাপক মুহাম্মাদ আবদুল : *অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাকাত,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৭ খ্রি.

খান, প্রফেসর মু. মনজুর আলী ও অন্যান্য : *বাংলাদেশের অর্থনীতি,* ঢাকা: হাসান বুক হাউস, ২০০১ খ্রি.

চৌধুরী, এজাজুল হক : *মানবিক উন্নয়ন,* ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা, ১৯৯৯ খ্রি.

জামান, ড. হাসান : *ইসলামী অর্থনীতি,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৭৭ খ্রি.

জাহাঙ্গীর, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ : *বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত,* গুরুত্ব ও প্রয়োগ, ঝিনাদহ, বাংলাদেশ: আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন, ২০০৯ খ্রি.

তাবারী, আফীফ আব্দুল ফাত্তাহ : ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ, (অনুবাদ: মুহাম্মাদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী), ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪ খ্রি.

তালুকদার, ড. মোঃ আবদুল হক : *মানবাধিকার ও উন্নয়ন,* ঢাকা: তীতুমীর লাইব্রেরী, ২০০৫ খ্রি.

তাবারী (রহঃ), আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মাদ জারীর : *তাফসীরে তাবারী,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৪ খ্রি.

নজিবাবাদী, মাওলানা আকবর শাহ খান : *ইসলামের ইতিহাস,* অনুবাদকমণ্ডলী, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১ম খ., ২০০৩ খ্রি.

পানিপথী (রঃ), আল্লামা কাযী মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ : *তাফছীরে মাযহারী,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৯ খ্রি.

ফারুক, আকরাম : *সীরাতে ইবন হিশাম,* ঢাকা: বাংলাদেশ

ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯০ খ্রি.

বদরুদ্দোজা, সৈয়দ : *হযরত মুহাম্মাদ (স.) তার শিক্ষা ও আদর্শ,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪ খ্রি.

বালীক (রঃ), আল্লামা ইয়াযুদ্দীন : *মিনহাজুস সালেহীন,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪ খ্রি.

মজুমদার, প্রতিমা পাল : *নগর দারিদ্র্য : সমস্যার প্রকৃতি ও ব্যাপকতা,* ঢাকা: অরণী প্রকাশনী, ১৯৯২ খ্রি.

মানিক, নুরুল ইসলাম (সম্পাদিত) : *দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৫ খ্রি.

মান্নান, আধ্যাপক মাওলানা আবদুল ও অন্যান্য (সম্পাদিত) : *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ২০০৯ খ্রি.

মানিক, কবির আহমেদ : *ইসলামী শ্রমনীতি কি?,* ঢাকা: মজুমদার প্রকাশনী, ১৯৯৮ খ্রি.

মাহমুদ, ড. মীর মনজুর : *বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও ইমাম,* ঢাকা: গবেষণা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪ খ্রি.

মোস্তফা, মুহাম্মাদগোলাম (সম্পাদিত) : কল্যাণ সমাজ গঠনে মহানবী (সা.), ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৫ খ্রি.

: *বিশ্ব শান্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স:),* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৭ খ্রি.

মুসা, মুহাম্মাদ : *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৬ খ্রি.

রহমান, ড. মুহাম্মাদ হাবিবুর : *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা,* ঢাকা: হাসান বুক হাউজ, ১৯৯০ খ্রি.

রহমান, মো: আতিকুর : *সামাজিক সমস্যা ও উন্নয়ন: নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি,* ঢাকা: কোরআন মহল, ২০০০ খ্রি.

রহমান, মাওলানা হিফজুর : *ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮২ খ্রি.

রহমান, জনাব শামছুর ও অন্যান্য (সম্পাদিত) : *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৮ খ্রি.

রশিদ, অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আব্দুর : *মানবতাবোধ প্রতিষ্ঠায় ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব,* ঢাকা: সবুজ মিনার প্রকাশনী, ৭ম প্রকাশ, ২০১২

রহমান, মুহাম্মাদ মতিউর : *জুয়া ও নৈতিকতা,* ঢাকা: বিআইসি, ২০০১ খ্রি.

রহমান, মুহাম্মাদ লুৎফর : *ইসলাম, রাষ্ট্র ও সমাজ,* ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪ খ্রি.

রহীম, মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর : *হাদীস শরীফ,* বাংলাবাজার, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৫ খ্রি.

: *অপরাধ প্রতিরোধে ইসলাম,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৭ খ্রি.

রুশদী, আলী আহমাদ : *ইসলামী আর্থনীতি: তত্ত্ব ও প্রয়োগ,* (ড. এম এ মান্নান অনুদিত), ঢাকা: ইসলামিক ইকোনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৩ খ্রি.

লেখক মন্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদ : *ইসলামী আইন ও আইন বিজ্ঞান,* ঢাকা:

		ইলামিক ফাউন্ডেশন, মে ২০১২ খ্রি.
শওকতুজ্জামান, সৈয়দ	:	*উন্নয়ন ও পরিকল্পনা,* ঢাকা: শাহানা পাবলিশার্স, ১৯৯৭ খ্রি.
শফিক, মাহমুদ	:	*দারিদ্র্য ও উন্নয়ন,* বাংলাবাজার, ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ২০০২ খ্রি.
শফী (রঃ), হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ	:	*তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন,* ঢাকা: ইলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১২ খ্রি.
শেখ, ড. মো: দেলওয়ার হোসেন	:	*শিক্ষা ও উন্নয়ন, উন্নয়নশীল দেশের প্রতিশ্রুতি,* ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০০৩ খ্রি.
শহীদ, সাইয়্যেদ কুতুব	:	*তাফসীর ফি যিলালিল* কুরআন, লন্ডন: আলকুরআন একাডেমী, ১৯৯৫ খ্রি.
সামাদ, আব্দুস	:	*আধুনিক সমাজ কল্যাণ,* ঢাকা: পুথিঘর, ১৯৮৬ খ্রি.
সাদেক, প্রফেসর ড. আবুল হাসান মুহাম্মাদ	:	*হিদায়াতুল কুরআন,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪ খ্রি.
সিদ্দিকী, ড. কামাল	:	*বাংলাদেশে গ্রামীণ দারিদ্র্য: স্বরূপ ও সমাধান,* ঢাকা: ডানা প্রকাশনী, ১৯৮৫ খ্রি.
সেলিম, মিয়া মোহাম্মদ	:	*বাংলাদেশের সমাজ ও পরিবেশ,* নোবেল ঢাকা: পাবলিশিং হাউজ, ২০০৫ খ্রি.
হক ও রহমান, মোহাম্মদ লুৎফুল, প্রফেসর মোস্তাফিজুর	:	*বাংলাদেশের অর্থনীতি,* ঢাকা: বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লি:, ২০০০ খ্রি.
হক, ড. মো: ময়নুল	:	*ইসলাম: পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, গবেষণা বিভাগ,

২০০৩ খ্রি.

হাকীম, মুহাম্মাদ লোকমান : *দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১২ খ্রি.

হায়কল, ডঃ মুহাম্মাদহোসাইন, অনুবাদঃ মওলানা আবদুল আউয়াল : *মহানবী (সা.) জীবন চরিত,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুন ১৯৯৮ খ্রি.

হালিম, মো: সাদেক ও আবদুল : *বাংলাদেশের সমষ্টিক উন্নয়ন ও পল্লী পুনর্গঠন,* ঢাকা: বাংলা একাডেমী আগস্ট ১৯৭৬ খ্রি.

হুসাইন, ড. মোহাম্মাদ জাকির : *আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৩ খ্রি.

হাশেমী, আল্লামা তালেবুল : *বিশ্বনবী (স:) ও চার খলিফার জীবনী,* বাংলা বাজার, ঢাকা: আল-হেরা প্রকাশনী, ২০০৪ খ্রি.

হোসেন, ড. মাহবুব : *বংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন: সমস্যা ও সম্ভাবনা,* ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা, ১৯৮৬ খ্রি.

হোসাইন, আবুল : *দারিদ্র্য দূরীকরণ ও দারিদ্রের ব্যবস্থাপনা,* বাংলা বাজার, ঢাকা: বর্তমান সময়, ২০০৮ খ্রি.

হোসাইন, মোহাম্মদ শরীফ : *সুদ-সমাজ-অর্থনীতি,* ঢাকা: ইসলামিক ইকোনোমিকস রিসার্স ব্যুরো, ১৯৯২ খ্রি.

হোসাইন, মাওলানা আলমগীর : *ইসলামে ধন-সম্পদ অর্জনের তাগিদ, গুরুত্ব ও বিধান এবং দুনিয়ায় নেকআমল-বদআমলের লাভ-লোকসান,* বাংলাবাজার,

		ঢাকা: আল-হিকমাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৪ খ্রি.
হোছাইন, মাওলানা শায়খুল হাদীস মুহাম্মাদ তফাজ্জল হোসাইন, ড. এ এইচ এম মুজতবা	:	*হযরত মুহাম্মাদমুস্তফা (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন,* ঢাকা: ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ১৯৯৮ খ্রি.
হোসাইন, কে, এম, এ	:	*ইসলাম কি ও কেন?,* গুলশান, ঢাকা: ধর্মীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও ইসলাম প্রচার মিশন, ২০০২ খ্রি.

ইংরেজি গ্রন্থাবলী

Ahmad, A. Iqbal, M, T Khan	:	*Challenges facing Islamic Banking,* IRTI, Kingdom of Saudi Arabia, , 1998
Ahmad, A. Homud, M. S. Kahf	:	*Islamic Banking and Development,* an Alternative Banking Concept. IRTI, KSA., 1998
Ahmad, K	:	*Economic Development in an Islamic Framework.* In K. Ahmad (ed) Studies in Islamic Economics. Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1980
Ahmed, Dr. Ziauddin	:	*Islam, Proverty and Income Distribution,* Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1991
Ahmad, Dr. (Mufti), M. Mukarran	:	*Hazrat Umar, The Second Caliph,* New Delhi, India: Anmol Publications Pvt. Ltd, 2006

: *Hazrat Abu Bakar The First Caliph*, New Delhi, India: Anmol Publications Pvt. Ltd, 2006

: *Hazrat Utman, The Third Caliph,* New Delhi, India: Anmol Publications Pvt. Ltd, 2006

: *Hazrat Ali, The Fourth Caliph*, New Delhi, India: Anmol Publications Pvt. Ltd, 2006

: *Society and Family in Islam,* New Delhi, India: Anmol Publications Pvt. Ltd, 2008

Ajila, A.D. : *The Concept of Family,* New Delhi, India: Adam Publishers and Distributors, 2006

Ansell, Nicola : *Children, Youth and Development*, London: Routledge, 2005.

Alghatam, M. M. Gala : *Islamic Banks: Theory, Practice and Prospects*, Bahrain: Bahrain Center for Studies & Research, 2008

Asad, M. : *Principles of State and Government in Islam*, Brekly, USA: University of California Press, 1967

Chapra, M.Umer : *The Future of Economics: An slamic Perspective.* Markfield, Leicester, UK: Islamic Foundation, 2000

Clarke, Matthew and David : *Islam and Development, Exploring the*

Invisible Aid Economy, United Kingdom, 1988

El-Ghazali, A. : *Man is the basis of Islamic Strategy for economic development.* Kingdom Of Saudi Arabia: IRTI, 1994

Espsit, John L, (Edited) : *Islamic World Past and Present*, United Kingdom: Oxford University Press, 2004

Hamidullah, Muhammad : *Muslim Conduct of State,* Lahore: Sh Muhammad Ashraf Publication, 1953

Haque, Irfan ul : *Economic Doctrines of Islam,* Virginia, USA: International Institute of Islamic Thought, 1996

Islam, Nazrul : *Urbanization, Urban Planning and Development and Urban Governance, A Reader for Students,* Dhaka: Center for Urban Studies, 2001

Kamali, Mohammad Hashim : *The Dignity of Man: An Islamic Perspective*, Malaysia: Ilmiah Publishers, 2002

Komeili, Dr. Mahadi : *Rights of Minorities in Islam,* New Delhi: Kanishka Publishers, 2006

Khan, Md. Muhsin : *Sahih Bukhari*, Madina al-Munauara, K.S.A: Islamic University, 1973, Vol.9

Mannan, M.A *Islamic economics: theory and practice:*

(foundations of Islamic economics) (Revised Edition, Cambridge: The Islamic Academy, 1986

Mill, John Stuart : *Principles of Political Economy,* London: Green & Co. Longmans, 1944

Mohammadi, Ali (Edited) : *Islam Encountering Globalization*, London and New York: Routledge Curzon, 2002

Naqvi, S. N. H. : *An Islamic Approach to Economic Development. In Islam and a New International Economic Order--The Social Dimension.* Geneva: International Institute for Labour Studies, 1980

Qutb, Professor Mumammad : *The Concept of Education : Islam, The Misunderstood Religion,* Kuwait: International Islamic Federation of Student Organization, 1401 A.H/ 1981 A.D.

Ragab, Ibrahim A. : *Islam and Development, World Development,* Britain: Vol. 8, pp. 513-521, Pergamon Press Ltd. Printed in Great, 1980

Rahim, Dr.M.A and Others (Researchers) : *Islam in Bangladesh through Ages,* Dhaka: Islamic Foundation, 1995

Sen, B. : *Poverty in Bangladesh: A Review*, Dhaka:

		Bangladesh Institute of Development Studies, 2002
Shaheed, Abdul Qadir Audah	:	*Islami System of Justice,* Transalated S.M. Hasan, New Delhi: Kitab Bhavan, 1994
Siddique, Abdul Hamid	:	*Sahih Muslim*, New Delhi, India: Kitab Bhavan, Vol.4, 1978,
Smith, Peter	:	*Understanding Children's Development*, London: Blackhweel Publishers, 2003
Sidek, M.S.	:	*Islam and Development: An Ethical Analysis with Special Emphasis on Public Resource-utilization in Malaysia,* unpublished Ph.D. Thesis, UMI, Ann Arbor MI, USA, 1988
Sohail, Mohammad	:	*Administrative and Cultural History of Islam*, India, New Delhi: Adam Publishers and Distributors, 2003
Taher, Mohamad		*Islam the Ideal Way of Life,* India, New Delhi: nmol Publications Pvt. Ltd, 1998
Zindani, A. and Mustafa A. Ahmed	:	*Human Development as Described in the Quran and Sunnah,* Makkah: Commission on Scientific Signs of the Quran and Sunnah, 1992

বিশ্বকোষ ও অভিধান

আরবি ভাষা সম্পাদনা পর্ষদ কর্তৃক সংকলিত	:	*আল-মু'জাম আল-ওসীত,* কায়রো:

মাকতাবাতুশ শুকুর আদ-দাওলিয়্যাহ, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.

আলী, মুহাম্মাদ মোহর (অনুবাদ) : *সীরাত বিশ্বকোষ, হযরত মুহাম্মাদ (স), (Sirat Al-Nabi and The Oriantalists (Vol.1-A)),* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২০০৩ খ্রি.

ফরিদী, জনাব আ. ফ. ম. আব্দুল হক ও অন্যান্য (সম্পাদিত) : *ইসলামী বিশ্বকোষ,* ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৬ খ্রি.

মাদকুর, ড. ইবরাহিম : *আল-মু'জামুল অসীত,* কায়রো: দারুল মাআরিফ, ১৯৭২ খ্রি.

রহমান, ড. মুহাম্মাদ ফজলুর : *বাংলা-ইংরেজি-আরবী অভিধান,* ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ২০০২ খ্রি.

শরীফ, আহমদ : *সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান,* ঢাকা : বাংলা একাডেমি, জানুয়ারি ২০১২ খ্রি.

ইসলাম, সিরাজুল ও অন্যান্য (সম্পাদিত) *বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ,* ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১ খ্রি.

সালেহ, প্রফেসর মাওলানা মোহাম্মদ ও অন্যান্য (সম্পাদিত) : আল-কুরানুল করীম, সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুলাই ২০১৪ খ্রি.

হক, ড. মুহাম্মাদ এনামুল ও অন্যান্য : *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান,* ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯২ খ্রি.

Dev, Ashu Tosh : *Students' Favorite Dictionary,* Bangla to English, Calcutta: Dev

Sahitya Kutir, Private Ltd. 1986

Ilyas, Muhammad, M.H. Sayed, (Edited) : *Encyclopedia of Prophet Mohammad's Teachings*, New Delhi: Anmol Publications Pvt. Ltd. 2002

Hornby, A. S : *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English,* Oxford University Press, 2000.

Mostofa, Md. Mamal : *Encyclopedia on Role of Quran in Islam,* New Delhi: Anmol Publications Pvt. Ltd, 2003

পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ক প্রকাশনা

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মার্চ ২০১১ খ্রি.

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আইন ২০১২, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, লেজিসলেটিব ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, লজ অব বাংলাদেশ, ২০১২ সনের ১৪ নং আইন, ৮ মার্চ, ২০১২ খ্রি.

The First Five Year Plan 1973-78, Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh, November 1973

The Second Five Year Plan 1980-1985, Planning Commission, Minstry of Finance and Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, May 1983

The Fourth Five Year Plan 1990-1995, Planning Commission, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, June 1990

The Fifth Five Year Plan, 1997-2002, Planning Commission, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh, June 1997

বিভিন্ন রিপোর্ট ও সমীক্ষা

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৭, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন ২০১৭ খ্রি.

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৬, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন ২০১৬ খ্রি.

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, জুন ২০১৪ খ্রি.

বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ষোড়শ খন্ড, বার্ষিক সংখ্যা, ১৪০৫, ১১-ই আগারগাও, শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯ খ্রি.

বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, একবিংশতিতম খন্ড, বার্ষিক সংখ্যা, ১৪১০, ১১-ই আগারগাও, শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৪ খ্রি.

বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, চতুর্বিংশতিতম খন্ড, বার্ষিক সংখ্যা, ১৪১৩, ১১-ই আগারগাও, শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৭ খ্রি.

বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পঞ্চবিংশতিতম খন্ড, বার্ষিক সংখ্যা, ১৪১৪, ১১-ই আগারগাও, শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৮ খ্রি.

বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ষষ্ঠবিংশতিতম খন্ড, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, ১৪১৫, নভেম্বর ২০০৮, ১১-ই আগারগাও, শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা, এপ্রিল ২০০৮ খ্রি.

বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সপ্তবিংশতিতম খন্ড, বার্ষিক সংখ্যা, ১৪১৬, ১১-ই আগারগাও, শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১০ খ্রি.

বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, অষ্টবিংশতিতম খন্ড, বার্ষিক সংখ্যা, ১৪১৭, ১১-ই আগারগাও, শের-ই বাংলা নগর, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১১ খ্রি.

পত্র-পত্রিকা

অর্থনৈতিক গবেষণা, ঢাকা, বাংলাদেশ, সংখ্যা ১৭, জুলাই ২০১৭ খ্রি.

অর্থনৈতিক গবেষণা, ঢাকা, বাংলাদেশ, সংখ্যা ১৬, জুন ২০১৬ খ্রি.

অর্থনৈতিক গবেষণা, ঢাকা, বাংলাদেশ, সংখ্যা ১৫, মার্চ ২০১৫ খ্রি.

অর্থনৈতিক গবেষণা, ঢাকা, বাংলাদেশ, সংখ্যা ১৪, নভেম্বর ২০১৩ খ্রি.

অর্থনৈতিক গবেষণা, ঢাকা, বাংলাদেশ, সংখ্যা ৯, অক্টোবর ২০০৭ খ্রি.

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর গবেষণা ত্রৈমাসিক, ৫৮ বর্ষ ১ম সংখ্যা, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জুলাই–সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি.

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর গবেষণা ত্রৈমাসিক, ৫৭ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জানুয়ারি – মার্চ ২০১৮ খ্রি.

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর গবেষণা ত্রৈমাসিক, ৫৭ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, এপ্রিল – জুন ২০১৮ খ্রি.

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর গবেষণা ত্রৈমাসিক, ৫৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জানুয়ারি – মার্চ ২০১৭ খ্রি.

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর গবেষণা ত্রৈমাসিক, ৫৬ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, এপ্রিল – জুন ২০১৭ খ্রি.

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর গবেষণা ত্রৈমাসিক, ৫৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, অক্টোবর – ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রি.

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর গবেষণা ত্রৈমাসিক, ৫৫ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, জানুয়ারি – মার্চ ২০১৬ খ্রি.

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর গবেষণা ত্রৈমাসিক, ৪৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, সেপ্টেম্বর ২০০৭ খ্রি.

ইসলামী আইন ও বিচার, ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, বর্ষ: সংখ্যা: ২৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১০ খ্রি.

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ষড়বিংশ খন্ড, শীত সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৮ খ্রি.

Journal

American Journal of Islamic Social Sciences, International Institute of Islamic Thought (IIIT), USA, Volume 35, Number 1., ISSN 0887-7653, Winter 2018,

ASA University Review, Centre for Socio-Economic Research, ASA University Bangladesh, Volume 6, No.1 (10th Issue), January-June 2012

Asian Affairs, Centre for Development Research Bangladesh, (CDRB), Dhaka, Bangladesh, Volume 26, Number 3, ISSN 0254-4199, July-September 2004

Arthanity Journal (অর্থনীতি জার্নাল), The Journal of the Chittagong, University Economic Association, Universty of Chittagong, Bangladesh, Volume xii, Number 2, ISSN 1995-8447, January 2008

Arthanity Journal (অর্থনীতি জার্নাল), The Journal of the Chittagong, University Economic Association, Universty of Chittagong, Bangladesh, Volume xii, Number 1, ISSN 1995-8447, July 2007

Asia-Pacific Journal of Rural Development, Center on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific (CIRDAP), Dhaka, Bangladesh, Volume xviii, Number 2, ISSN-1018-5291, December 2008

Bangladesh Journal of Islamic Thought, Bangladesh Institue of Islamic Thought, (BIIT), Volume 10, Number 14, ISSN-1816-689X, July-December 2014

Bangladesh Journal of Islamic Thought, Bangladesh Institue of Islamic Thought, (BIIT), Volume 10, Number 13, ISSN-1816-689X, January-June 2014

Bangladesh Journal of Islamic Thought, Bangladesh Institue of Islamic Thought, (BIIT), Volume 11, Number 15,. ISSN-1816-689X, January-June 2015

Biiss Journal, Bangladesh Institute of International Strategic Studies, Dhaka, Bangladesh, Volume 28, ISSN 1010-9536, Number 3, 2007

Intelectual Discourse, Internatioal Islamic University, Malayasia, Volume, 19, ISSN-0128-4878, Number 2, 2011

ISRA, International Journal of Islamic Finance, An International Journal Publushed by International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), Kuala Lampur, Malaysia, Volum 4, Issue 2, ISSN 0128-1976, December 2012

IAIS, Journal of Civilization Studies, A journal devote to the study of Islam and other civilization, International Institute of Advance Islamic Studies, (IAIS), Malaysia, Volume 1, Number 1, October 2008

International Journal of Islamic Thought, Bangladesh Institute of Islamic Thought, (BIIT), Volume 7, Number 1, ISSN-1816-689X, 2018

International Journal of Islamic Thought, Bangladesh Institute of Islamic Thought, (BIIT), Volume 6, Number 1, ISSN-1816-689X, 2017

International Journal of Islamic Thought, Bangladesh Institute of Islamic Thought, (BIIT), Volume 5, Number 2, 2016. ISSN-1816-689X

International Journal of Islamic Thought, Bangladesh Institute of Islamic Thought, (BIIT), Volume 4, Number 2, ISSN-1816-689X, 2015

International Journal of Islamic Thought, Bangladesh Institute of Islamic Thought, (BIIT), Volume 3, Number 1, ISSN-1816-689X, 2014

Thoughts of Economics, The Quarterly Journal of Islamic Economic Research Bureau, Vol.22, No.02, ISSN-0256-8586, April-June 2012

Website

http://www.dss.gov.bd/site/view/policies, Date, July 15, 2018.

http://www.ebek-rdcd.gov.bd/site/page/984b3f01-50a8-4095-80c9-e29a981eadde/[front]

Date, June 30, 2018

https://www.islamicity.org/?gclid=EAIaIQobChMI98XL04-U7gIV1cCWCh1hJQ8zEAAYASAA-EgK-bfD_BwE

https://tradingeconomics.com/bangladesh/population

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/

https://www.irfi.org/islamic_books.htm

http://www.islamicfoundation.gov.bd/

http://www.islamicfoundation.gov.bd/

https://www.islamicfoundation.org/

https://www.quranicthought.com/

https://islamhouse.com/bn/main/

https://www.banglapedia.org/

https://www.islamweb.net/en/

http://www.napd.gov.bd/

https://iiit.org/en/home/

http://www.iric.org/

পরিশিষ্ট (Appendix)

পরিশিষ্ট (Appendix)-১

বাংলাদেশের মানচিত্র

Map No. 3711 Rev. 2 UNITED NATIONS
January 2004

Department of Peacekeeping Operations
Cartographic Section

পরিশিষ্ট (Appendix)-২

গত দশ বছরে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয়

(২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৮-২০১৯)

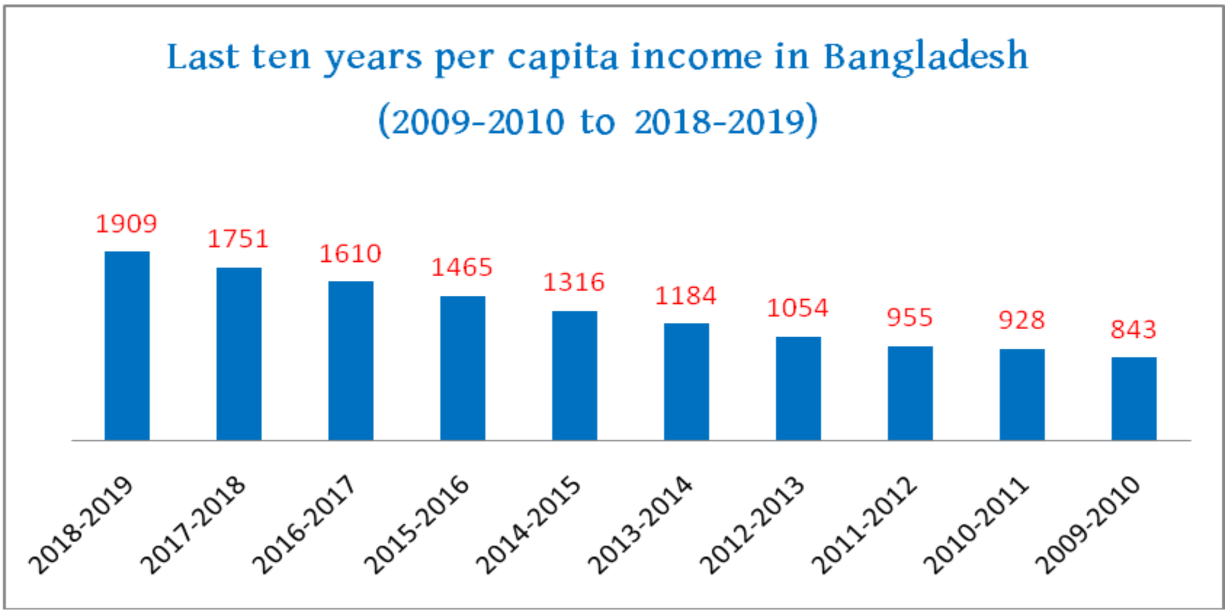

বছর	২০১৮-২০১৯	২০১৭-২০১৮	২০১৬-২০১৭	২০১৫-২০১৬	২০১৪-২০১৫	২০১৩-২০১৪	২০১২-২০১৩	২০১১-২০১২	২০১০-২০১১	২০০৯-২০১০
মাথাপিছু জাতীয় আয় (মা:ডঃ)	১৯০৯	১৭৫১	১৬১০	১৪৬৫	১৩১৬	১১৮৪	১০৫৪	৯৫৫	৯২৮	৮৪৩

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, সা:সাময়িক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯, পৃ. ৫২

পরিশিষ্ট (Appendix)- ৩

উন্নত বাংলাদেশ

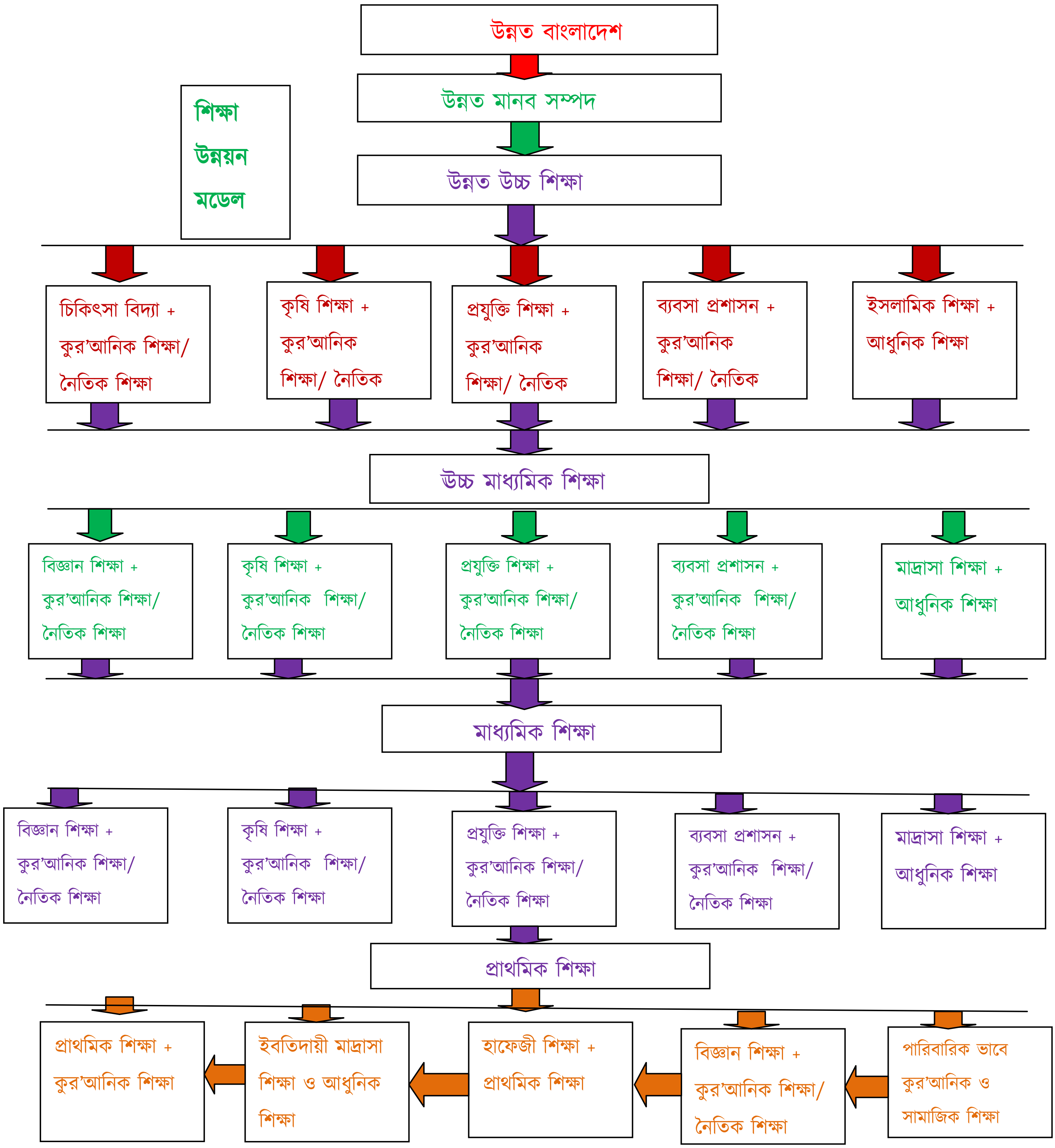

পরিশিষ্ট (Appendix)-৪

যাকাত ও উশর ব্যবস্থাপনা

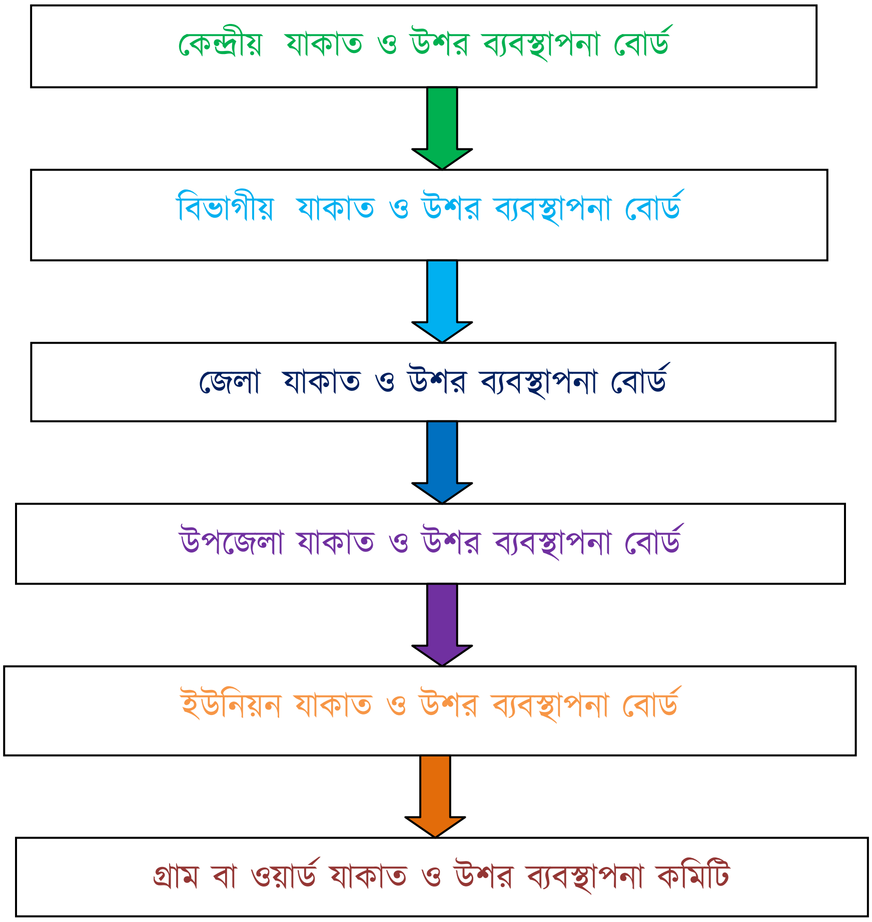

কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমামকে প্রধান করে বিজ্ঞ আলেম ও প্রশাসনের দক্ষ, অভিজ্ঞ, ইসলামী জ্ঞানে সমৃদ্ধ, সৎকর্মপরায়ণ কর্মকর্তাদের দ্বারা যাকাত ও উশর বোর্ড বা কমিটি গঠন করা হবে, যারা যাকাত বা উশর সংগ্রহ এবং বিতরণ করবে। যাকাত বিতরণের ক্ষেত্রে যাকাত গ্রহীতাদের তালিকা করে প্রতিনিধির মাধ্যমে তাদের বাড়ীতে যাকাতের অর্থ পৌছানোর ব্যবস্থা করা হবে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় মসজিদের ইমাম কিংবা মুয়াজ্জিনের সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে। যাকাত ও উশর সংগ্রহ ও বিতরণের কাজে যারা নিয়োজিত থাকবে তাদের বেতন-ভাতা যাকাত ও উশরের অর্থ দ্বারা প্রদান করা হবে।

পরিশিষ্ট (Appendix)-৫

গত এগার বছরে প্রবাস আয়ের চিত্র

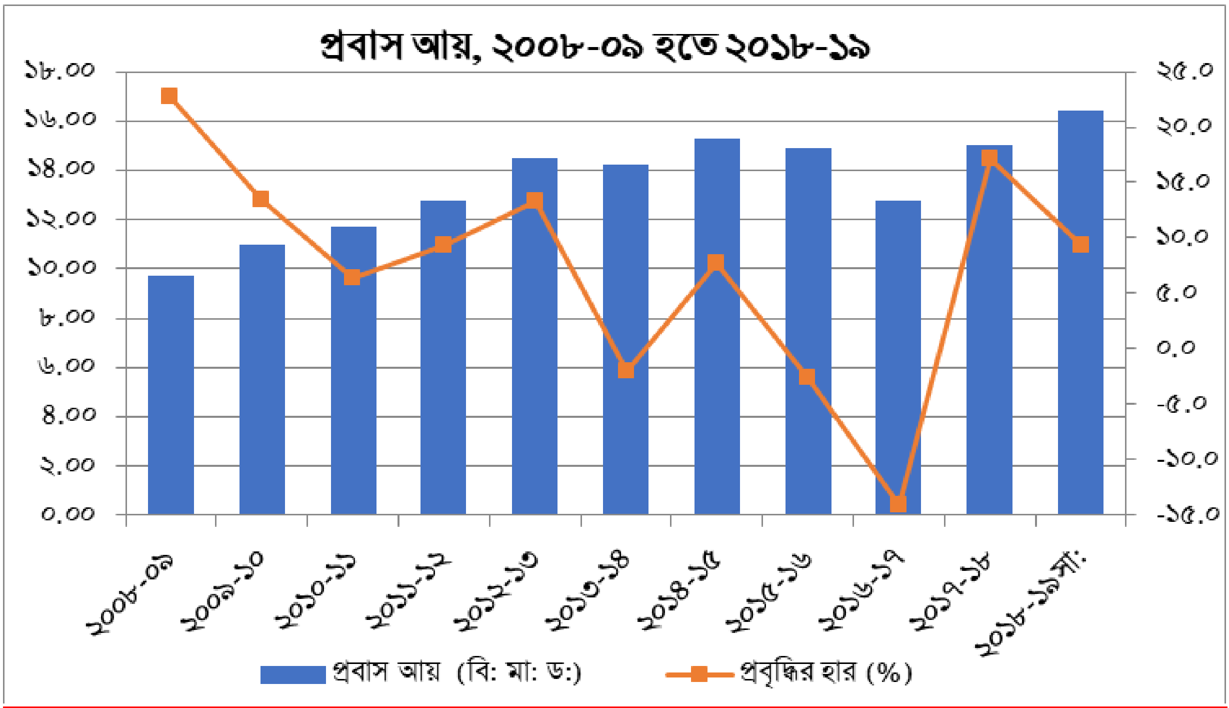

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, সা:সাময়িক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯, পৃ. ৫

বছর	প্রবাস আয় বি: মা: ড:	প্রবৃদ্ধির হার (%)
২০০৮-০৯	৯.৭০	২২.৮
২০০৯-১০	১১.০	১৩.৪
২০১০-১১	১১.৭	৬.৪
২০১১-১২	১২.৮	৯.৪
২০১২-১৩	১৪.৫	১৩.৩
২০১৩-১৪	১৪.২	-২.১
২০১৪-১৫	১৫.৩	৭.৭
২০১৫-১৬	১৪.৯	-২.৬
২০১৬-১৭	১২.৮	-১৪.১
২০১৭-১৮	১৫.০	১৭.২
২০১৮-১৯সা:	১৬.৪	৯.৩

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, সা:সাময়িক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯, পৃ. ৫

পরিশিষ্ট (Appendix)-৬

হালাল ও হারাম ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ বোর্ড

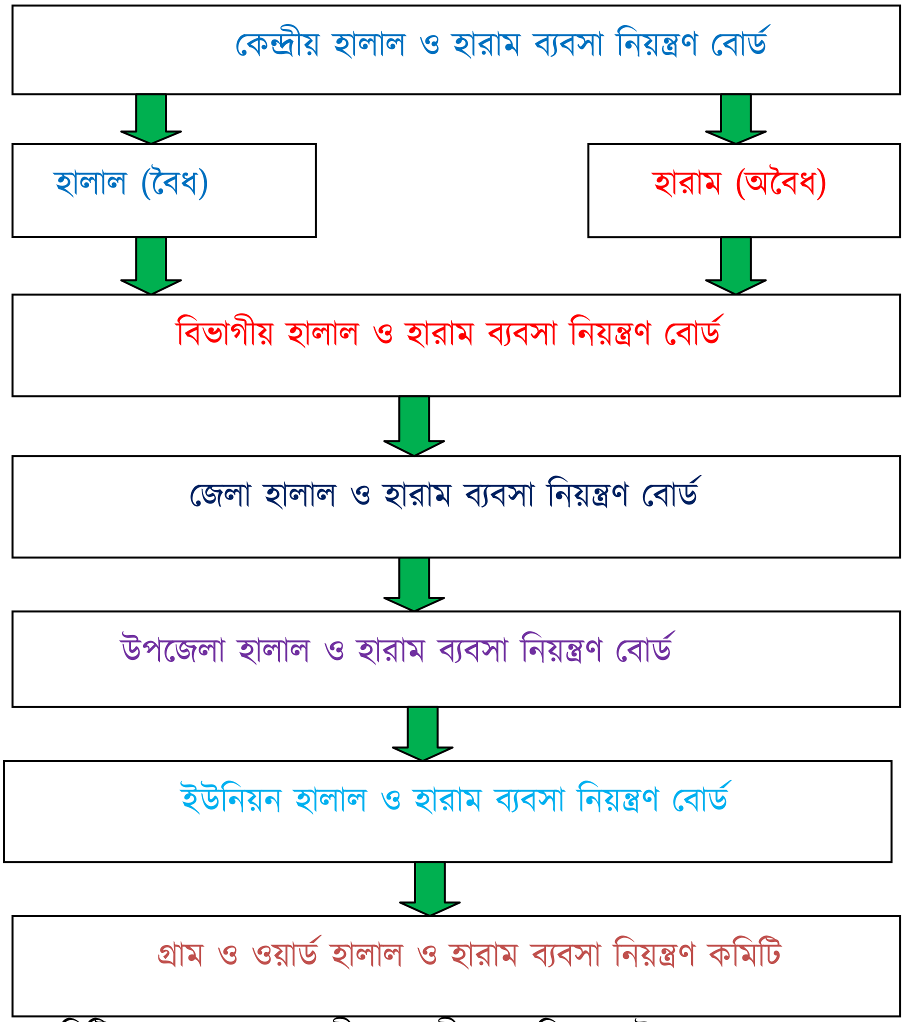

প্রতিটি বোর্ড বা কমিটির প্রধান হবে স্থানীয় কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে থাকবেন সরকারি প্রশাসনের প্রতিনিধি ও জন প্রতিনিধি। কমিটির সকল সদস্যদের নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের সংশ্লিষ্ট বিষয় জ্ঞানের পাশাপাশি, ব্যক্তিগত জীবনের সততা ও স্বচ্ছতার কথা বিবেচনা করা হবে। এই কমিটির সদস্যবৃন্দ ইসলামের আলোকে সকল বৈধ ব্যবসা বাণিজ্যের অনুমোদন প্রদান করবে আর হারাম ব্যবসা বাণিজ্য নিষিদ্ধ করবে। হারাম পণ্য উৎপাদন, পরিবহন, সংরক্ষণ, ক্রয়-বিক্রয় সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করবে। আইন ভঙ্গকারীকে রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় এনে যথাযথ শাস্তির ব্যবস্থা করবে।

পরিশিষ্ট (Appendix)-৭

গত দশ বছরে বাংলাদেশের জন সংখ্যা

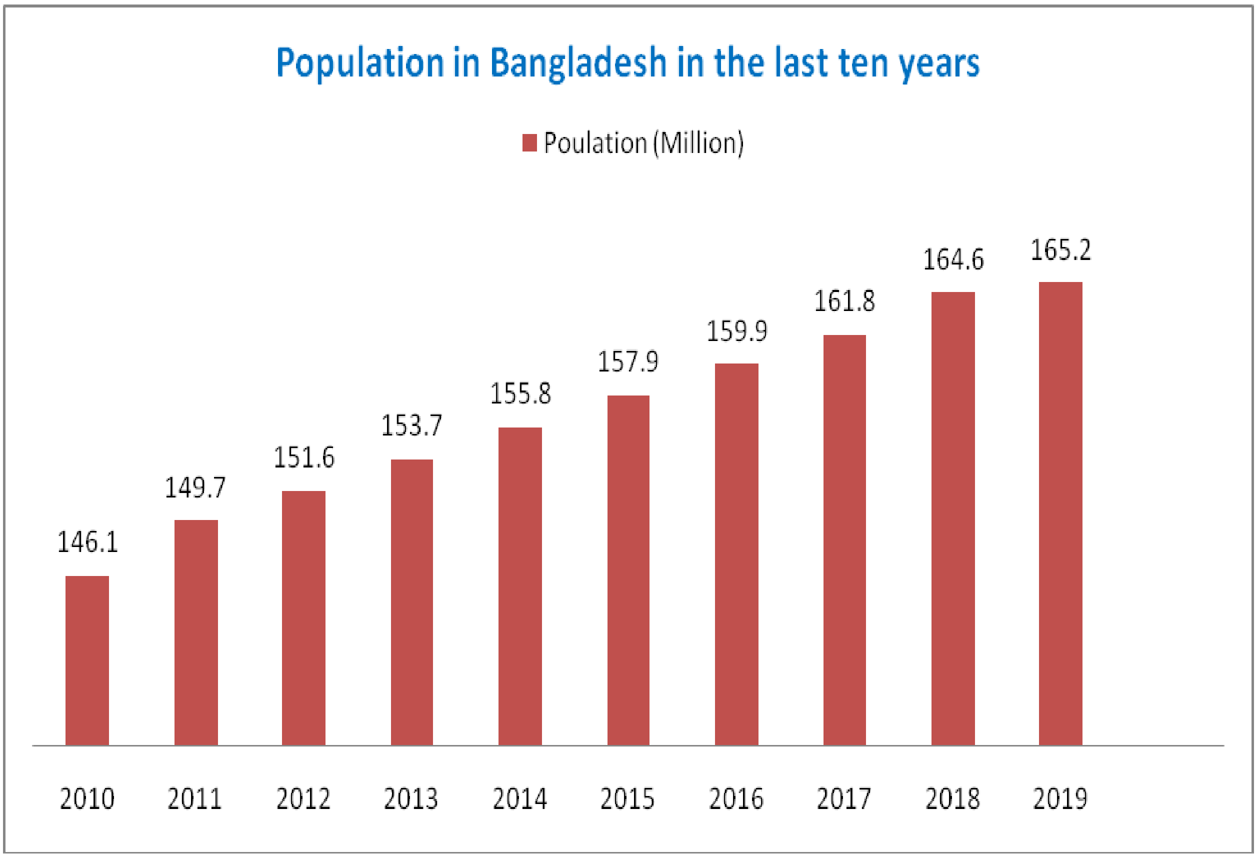

জন সংখ্যা (মিলিয়ন)	১৪৬.১	১৪৯.৭	১৫১.৬	১৫৩.৭	১৫৫.৮	১৫৭.৯	১৫৯.৯	১৬১.৮	১৬৪.৬	১৬৫.২
বছর	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯

Source: Bangladesh Burue of Statistics Retrive on May 10, 2020, from https://tradingeconomics.com/bangladesh/population

পরিশিষ্ট (Appendix)-৮

গত দশ বছরে বাংলাদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৮-২০১৯)

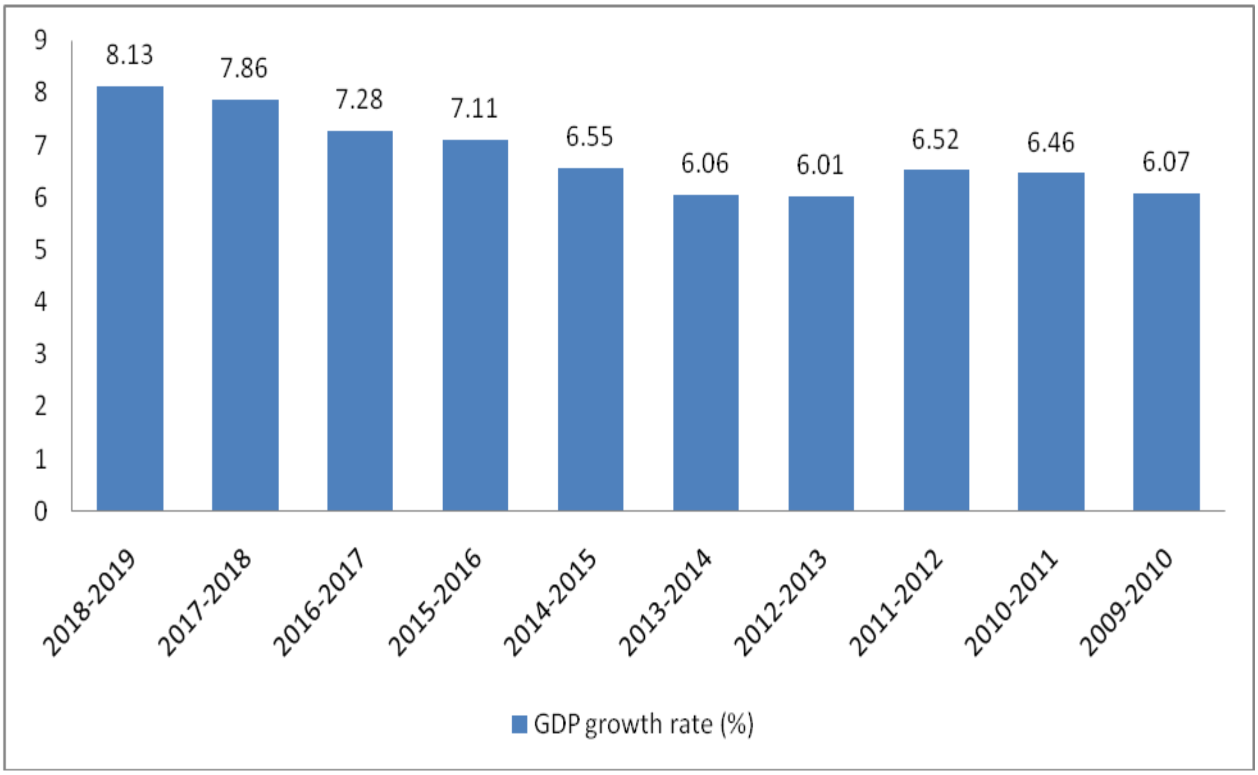

বছর	২০১৮-২০১৯	২০১৭-২০১৮	২০১৬-২০১৭	২০১৫-২০১৬	২০১৪-২০১৫	২০১৩-২০১৪	২০১২-২০১৩	২০১১-২০১২	২০১০-২০১১	২০০৯-২০১০
জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার (%)	৮.১৩	৭.৮৬	৭.২৮	৭.১১	৬.৫৫	৬.০৬	৬.০১	৬.৫২	৬.৪৬	৬০৭

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯, সা:সাময়িক, পৃ. ৫১

পরিশিষ্ট (Appendix)-৯

গত ১১ বছরে বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এর চিত্র

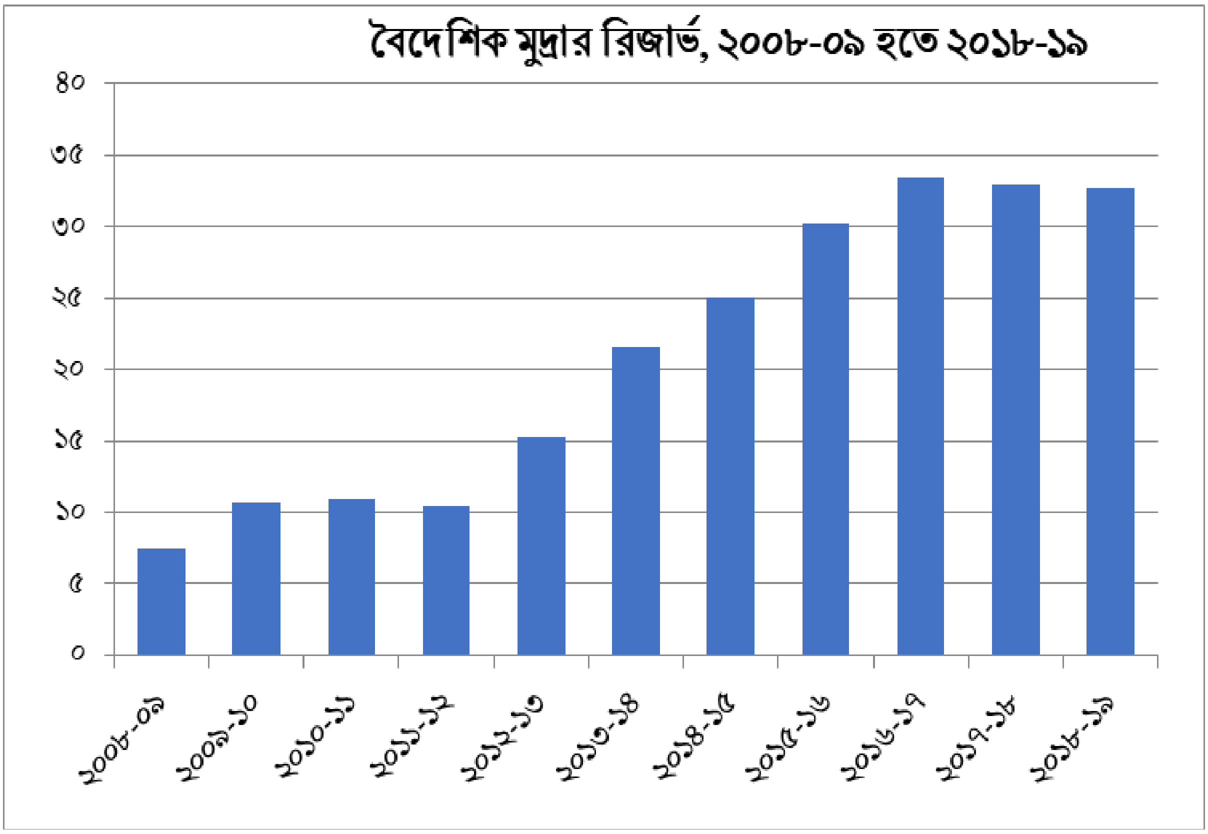

বছর	২০০৮ - ২০০৯	২০০৯ - ২০১০	২০১০ - ২০১১	২০১১ - ২০১২	২০১২ - ২০১৩	২০১৩ - ২০১৪	২০১৪ - ২০১৫	২০১৫ - ২০১৬	২০১৬ - ২০১৭	২০১৭ - ২০১৮	২০১৮ - ২০১৯
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বি:মা: ড:)	৭.৫	১০.৭	১০.৯	১০.৪	১৫.৩	২১.৫	২৫	৩০.২	৩৩.৪	৩২.৯	৩২.৭

উৎস: *বাংলাদেশ ব্যাংক সা:= সাময়িক,* অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৮-২০১৯, পৃ. ৫৬

পরিশিষ্ট (Appendix)-১০

গত ১৫ বছরে বাংলাদেশে শিক্ষার হার

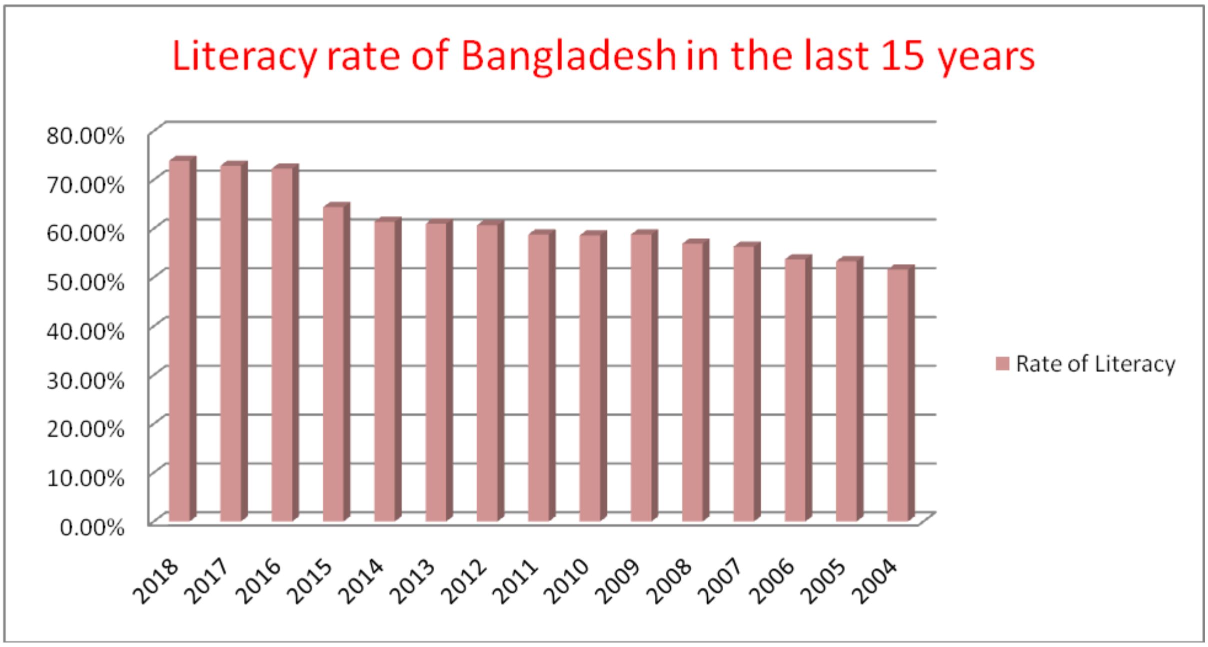

Year	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004
Literacy Rate	73.90%	72.89%	72.3%	64.4%	61.4%	61.00%	60.7%	58.8%	58.6%	58.4%	56.90%	56.30%	53.70%	53.30%	52.60%

Source: Mohiddin Alomgir, *100pc Literacy still a far cary*, The Daily Star, September 17, 2019 (Bangladesh Bureau of Statistics in May, 2019), Retrived from https://www.thedailystar.net/frontpage/literacy-rate-in-bangladesh-2019-100-pc-still-far-cry-1796734

Wasim Bin Habib and Mohammad Al-Masum Molla, Adult literacy rate hits 12- year high, The Daily Star, June 25, 2017, (Bangladesh Bureau of Statistics), Retrived from https://www.thedailystar.net/frontpage/adult-literacy-rate-hits-12-year-high-1425082